সহীহ
মুসলিম
প্রথম খণ্ড

ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র)

সহীহ মুসলিম

[প্রথম খণ্ড]

অনুবাদ
মাওলানা আফলাতুন কায়সার

সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা

صحيح مسلم

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

সূচীপত্র

ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজের জীবনী ৯
সহীহাইনের কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য ১৪
হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণ ১৭
হাদীসের পরিচয় ১৯
ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা ২০
হাদীস সংকলন ও তার প্রচার ২৭
সহীহ মুসলিম-এর ভূমিকা (মুকাদ্দামা) ৩৩
অনুচ্ছেদ ঃ

১ নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) রাবীদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করা এবং মিথ্যুক রাবীদের প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব ৩৮

২ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যা আরোপ করা মারাত্মক অপরাধ ৩৯

৩ প্রত্যেক শোনা কথা (যাচাই না করে) বলে বেড়ানো নিষেধ ৪০

৪ দুর্বল (যঈফ) রাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করা নিষিদ্ধ এবং হাদীস গ্রহণে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য ৪২

৫ হাদীস সনদ বর্ণনা করা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) রাবী ছাড়া রেওয়ায়েত গ্রহণ করা উচিৎ নয়। আর রাবীদের দোষত্রুটি তুলে ধরা শুধু জায়েযই নয়, বরং ওয়াজিব। এটা করা গীবত নয় যা হারাম করা হয়েছে। বরং এটা হচ্ছে দ্বীনের বিধান থেকে ক্ষতিকারক বস্তুগুলোকে দূরে সরিয়ে তাকে নিখুঁত ও বিশুদ্ধ করা যা অতীব প্রয়োজনীয় কাজ ৪৬

৬ হাদীস বর্ণনাকারীদের দোষত্রুটি প্রকাশ করা এবং এ সম্পর্কে হাদীস বিশারদ আলেমগণের অভিমত ৪৭

৭ আন্-আন্ (عـن) পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করা জায়েয, যদি এর রাবীদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তাদের কেউ যদি মুদাল্লিস না হয় ৭৩

প্রথম অধ্যায় ঃ কিতাবুল ঈমান
অনুচ্ছেদ ঃ

১ ঈমান ৮৩

২ ঈমান কি এবং এর বৈশিষ্টসমূহ বর্ণনা ৮৭

৩ নামাযের বর্ণনা– যা ইসলামের রোকনসমূহের অন্যতম ৯১

৪ ইসলামের রোকনসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার বর্ণনা ৯২

৫ যে ঈমানের বদৌলতে বেহেশতে যাওয়া যাবে এবং যে ব্যক্তি (আল্লাহর) নির্দেশকে আঁকড়ে ধরেছে সে বেহেশতে প্রবেশ করেছে ৯৪

৬ ইসলামের রোকন ও গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভসমূহের বর্ণনা ৯৮

৭ আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রাসূল (সা) ও দ্বীনের বিধানসমূহের ওপর ঈমান আনার নির্দেশ দেয়া, এদিকে জনগণকে আহ্বান করা, দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা, তা মনে রাখা এবং যার কাছে দ্বীন পৌঁছেনি তার কাছে পৌঁছে দেয়া ১০০

৮ শাহাদাঈন ও ইসলামী শরীয়তের দিকে লোকদের আহ্বান করা ১০৭
৯ লোকদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ, যে পর্যন্ত না তারা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং নবী (সা) যে বিধান এনেছেন সে সবের উপর ঈমান আনে ১০৯
১০ মৃত্যুর লক্ষণ দেখা দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত কারো ইসলাম গ্রহণ কবুল করা হবে। মুশরিকদের জন্য দোয়া করা জায়েয নয়। যে ব্যক্তি মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে নিশ্চিত জাহান্নামী। কোনই উসীলাই তার উপকারে আসবে না ১১৩
১১ যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর মারা যাবে সে জান্নাতে যাবে ১১৬
১২ যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদকে (সা) রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছে সে মুমিন ১২৯
১৩ ঈমানের বিভিন্ন প্রশাখা এবং এর সর্বোত্তম ও সাধারণ শাখা লজ্জা সম্ভ্রমের ফযিলত এবং এটা ঈমানের অঙ্গ হওয়ার বর্ণনা ১২৯
১৪ ইসলামের ব্যাপক বৈশিষ্ট্য ১৩২
১৫ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর কোন্ কাজটি সবচে' উত্তম ১৩৩
১৬ যেসব গুণ অর্জনের মাধ্যমে ঈমানের স্বাদ লাভ করা যায় ১৩৫
১৭ রাসূলুল্লাহকে (সা) পিতা, পুত্র, পরিবার-পরিজন ও সবকিছুর অধিক ভালবাসা ওয়াজিব ১৩৬
১৮ কোন ব্যক্তি নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করবে ১৩৭
১৯ প্রতিবেশী ও মেহমানদের সাথে সদ্ব্যবহার করার প্রতি উৎসাহ প্রদান, আর (ভালো কথা ব্যতীত) অনাবশ্যকীয় কথা থেকে নীরব থাকা ১৩৮
২০ মন্দ কাজে বাধা দেয়া ঈমানের অঙ্গ। ঈমান বাড়ে ও কমে। ভালো কাজের আদেশ করা ও মন্দ কাজে নিষেধ করা উভয়টিই ওয়াজিব ১৪০
২১ ঈমানদারদের একের তুলনায় অপরের ঈমানী শক্তি কম বেশী হতে পারে। ইয়ামানবাসীদের ঈমানদারীর প্রশংসা ১৪৩
২২ মুমীন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না; মুমিনকে ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ, আর সালামের ব্যাপক প্রচলন ভালোবাসা অর্জনের সূত্র ১৪৭
২৩ নসিহতই হচ্ছে দ্বীন ১৪৮
২৪ গুনাহের দরুন ঈমানের ত্রুটি হয়, পরিপূর্ণ মুমিন থাকে না ১৫০
২৫ মুনাফিকের স্বভাব ১৫৪
২৬ যে ব্যক্তি মুসলিম ভাইকে 'হে কাফের' বললো, তার ঈমানের অবস্থা কি ১৫৬
২৭ যে ব্যক্তি জেনে শুনে নিজের পিতৃপরিচয় দিতে ঘৃণা করে, তার ঈমানের অবস্থা ১৫৭
২৮ যে ব্যক্তি নিজের পিতৃপরিচয় গোপন করে সে কুফরী করে ১৫৭
২৯ মুসলমানকে গালিগালাজ করা কবীরা গুনাহ এবং তার সাথে মারামারি করা কুফরী ১৫৮
৩০ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ 'আমার পরে তোমরা পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে ফিরে যেয়োনা ১৬০
৩১ বংশ তুলে নিন্দাকারী ও মৃতের জন্যে বিলাপকারীর কর্মকাণ্ড কুফর নামে আখ্যায়িত ১৬১
৩২ পলাতক ক্রীতদাসকে কাফের নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে ১৬১
৩৩ যে ব্যক্তি বললো, নক্ষত্রের দরুন আমরা বৃষ্টি পেয়েছি, সে কুফরী করলো ১৬২

৩৪ ঈমানের নিদর্শন হচ্ছে আলী (রা) ও আনসারদের প্রতি ভালবাসা এবং মুনাফেকীর নিদর্শন হচ্চে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা ১৬৫
৩৫ আনুগত্যের ত্রুটির দরুন ঈমানের ঘাটতি হয় এবং কুফর শব্দটি আল্লাহর সাথে কুফরী করা ব্যতিতও অকৃতজ্ঞতা ও অন্যের অনুগ্রহ অস্বীকার করা অর্থেও ব্যবহৃত হয় ১৬৭
৩৬ যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দেয় তার বিরুদ্ধে কুফর শব্দের ব্যবহার ১৬৯
৩৭ আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান রাখাই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম কাজ ১৭০
৩৮ 'শিরক' হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্য পাপ এবং অপরাপর শক্ত গুনাহের বর্ণনা ১৭৪
৩৯ জঘন্যতম অপরাধসমূহের বর্ণনা এবং এর শ্রেণীবিভাগ ১৭৫
৪০ গর্ব ও অহংকার হারাম ১৭৮
৪১ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক না করা অবস্থায় মারা যায় সে জান্নাতী। আর যে মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে জাহান্নামী ১৭৯
৪২ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলার পর কোনো কাফেরকে হত্যা করা হারাম ১৮২
৪৩ নবীর (সা) বাণী : যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় ১৮৮
৪৪ নবী (সা) এর বাণী : যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয় ১৮৯
৪৫ মৃত্যু শোকে মুখমণ্ডলে আঘাত করা, জামা-কাপড় ছেঁড়া ও জাহিলী যুগের ন্যায় কথাবার্তা বলা ১৯০
৪৬ চোগলখুরী করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ১৯২
৪৭ পায়ের গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া, দান করে খোঁটা দেয়া এবং মিথ্যা শপথ করে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ১৯৩
৪৮ আত্মহত্যা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তি যে অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করে তা দিয়েই তাকে দোজখের মধ্যে শাস্তি দেয়া হবে ১৯৭
৪৯ আমানত আত্মসাত করা হারাম। ঈমানাদর লোক ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না ২০৩
৫০ আত্মহত্যাকারী কাফের হয়ে যায় না ২০৫
৫১ যাদের অন্তরে সামান্য পরিমাণও ঈমান থাকবে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে একটি বায়ু প্রবাহিত হয়ে তাদেরকে মৃতুর কোলে ঢলিয়ে দেবে ২০৬
৫২ ফিতনা ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা ব্যাপক হওয়ার পূর্বেই নেক কাজ করার জন্যে এগিয়ে আসার প্রতি উৎসাহ প্রদান ২০৭
৫৩ মুমিন ব্যক্তির কাজ নিষ্ফল হয়ে যায় কিনা এ ব্যাপারে সতর্ক করা ২০৭
৫৪ জাহিলী যুগের কৃতকর্মের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে কিনা ২০৯
৫৫ ইসলাম গ্রহণ করলে অতীতের সমস্ত অপরাধ ধ্বংস হয়ে যায়। অনুরূপভাবে হজ্জ ও হিজরাত সব গুনাহ ধ্বংস করে দেয় ২১০
৫৬ কাফের যখন ইসলাম গ্রহণ করে, তার কুফরী যুগের নেক কাজের বর্ণনা ২১৩
৫৭ সত্যনিষ্ঠ ও নির্ভেজাল ঈমানের বর্ণনা ২১৫
৫৮ যেসব খারাপ কথা, খারাপ কল্পনা ও প্ররোচনা মনের মাঝে উদয় হয় তা স্থায়ী না হলে আল্লাহ তায়ালা এ জন্যে পাকড়াও করবেন না। তিনি কারো ওপর তার ক্ষমতার বাইরে কিছু চাপিয়ে দেননা। ভাল ও মন্দ চিন্তার পরিণাম ২১৭
৫৯ মনে কুমন্ত্রণা ও কুচিন্তার উদয় হলে যা বলবে ২২৪

৬০ যে ব্যক্তি মুসলিমের সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কসম, করে, তার পরিণাম জাহান্নাম ২২৯
৬১ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ দখল করতে উদ্যত হয় তাকে হত্যা করা বৈধ। সে যদি এ অবস্থায় নিহত হয় তবে সে জাহান্নামী। আর যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ ২৩৪
৬২ যে শাসক জনগণের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলে সে জাহান্নামী ২৩৫
৬৩ কারো কারো অন্তর থেকে আমানত (বিশ্বস্ততা) ও ঈমান উঠে যাবে এবং তদস্থলে অন্তরে কলুষতা বিস্তার করবে ২৩৮
৬৪ ইসলাম আগন্তুকের মত অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছিলো। আবার অপরিচিতের মতই তা প্রত্যাবর্তন করবে। এবং দুই মসজিদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তা গুটিয়ে আসবে ২৪২
৬৫ শেষ যামানায় ঈমান উঠে যাবে ২৪৩
৬৬ জীবনের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ঈমান লুকিয়ে রাখা জায়েয ২৪৪
৬৭ দুর্বল ঈমানের লোকদের উৎসাহ প্রদান এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ছাড়া কাউকে মুমিন বলা নিষেধ ২৪৫
৬৮ দলীল প্রমাণ অকাট্য হলে হৃদয়ে অধিক প্রশান্তি হাসিল হয় ২৪৭
৬৯ আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র মানব জাতির জন্য পাঠানো হয়েছে এবং তাঁর দ্বীন অন্য সব দ্বীনকে রহিত করে দিয়েছে– এ কথাগুলো মেনে নেয়া ফরয ২৪৯
৭০ ঈসা ইবনে মরিয়মের (আ) অবতরণ, তিনি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়াহ্ মুতাবিক শাসন কার্য পরিচালনা করবেন ২৫২
৭১ যে সময়ে ঈমান আর কবুল হবে না ২৫৫
৭২ রাসূলুল্লাহর প্রতি ওহী নাযিলের সূচনা ২৫৯
৭৩ রাসূলুল্লাহ (সা) এর আকাশ ভ্রমণ (মিরাজ) এবং নামায ফরয হওয়ার বিবরণ ২৬৬
৭৪ মহান আল্লাহ বাণী ঃ 'আলাকাদ্ রা'আহু নায্লাতান উখরা'– এর তাৎপর্য। নবী (সা) মিরাজের রাতে তাঁর রবকে চাক্ষুস দেখেছিলেন কি? ২৯০
৭৫ কিয়ামতের দিন মুমিনগণ তাঁদের মহান প্রভুকে সরাসরি দেখতে পাবে ২৯৭
৭৬ কিয়ামতের দিন শাফায়াতের ব্যবস্থা থাকার এবং তাওহীদে বিশ্বাসীগণ জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে– তার প্রমাণ ৩১১
৭৭ কিয়ামতের দিন উম্মাতের জন্যে নবী (সা) এর দোয়া ও কান্নাকাটি ৩৪৬
৭৮ যে ব্যক্তি কুফর অবস্থায় মারা যাবে সে নিশ্চিতই জাহান্নামী। সে কারো সুপারিশ পাবেনা এবং নিকটতম আত্মীয়তার বন্ধনও তার কোন উপকারে আসবে না ৩৪৭
৭৯ আবু তালিবের জন্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুফারিশ এবং সে কারণে তার শাস্তি লঘুতর হওয়ার বিবরণ ৩৫২
৮০ যে ব্যক্তি কুফর অবস্থায় মারা যায় তার কোন আমলই তার উপকারে আসবেনা ৩৫৫
৮১ মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা এবং যারা মুমিন নয় তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ও তাদের এড়িয়ে চলা ৩৫৬
৮২ মুসলমানদের একটি দল বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে বেহেশতে প্রবেশ করবে ৩৫৬
৮৩ বেহেশতবাসীদের অর্ধেক হবে উম্মাতে মুহাম্মাদী ৩৬২

ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজের জীবনী

আল-ইমাম আল-হাফেজ হুজ্জাতুল ইসলাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নায়সাবূরী ২০২/৮১৭ মতান্তরে ২০৬/৮২১ অথবা ২০৪/৮১৯ সনে খোরাসানের অন্তর্গত নায়সাবূরে জন্মগ্রহণ করেন। (ওফাইয়াতুল আ'ইয়ান–৪/২৮০, তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-২/৫৮৮)। তিনি নির্ভেজাল আরব বংশজাত। তাঁর পরিবারের আদি বাসস্থান নায়সাবূর। (দুহাল ইসলাম-২/২১৯) শৈশবকাল হতেই তিনি হাদীস শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তৎকালীন মুসলিম জাহানের সবগুলি কেন্দ্রেই গমন করেন। বিশেষতঃ ইরাক, হিজায, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি অঞ্চল ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করে তথায় অবস্থানকারী হাদীসের শ্রেষ্ঠ উস্তাদ ও মুহাদ্দিসদের নিকট হতে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। তিনি এ সকল স্থানের ইমাম বুখারীর (মৃত্যু ঃ ২৫৬ হিঃ) অনেক উস্তাদ এবং অন্যদের নিকট থেকেও হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেন। (আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফী আত-তাশরী' আল-ইসলামী-৪৪৯)

ইমাম মুসলিম সর্বপ্রথম ২১৮/৮৩৩ সনে হাদীসের দারসে বসতে শুরু করেন। ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া আত-তামীমী আন-নায়সাবূরী, আল-কা'নাবী, আহমাদ ইবনে ইউনুস, ইস্মা'ঈল ইবনে আবী উয়াইস, সা'ঈদ ইবনে মানসূর, 'আউন ইবনে সাল্লাম, আহমাদ ইবনে হাম্বল– এ সকল প্রখ্যাত হাদীসবিদ ছাড়া আরও অনেকের নিকট তিনি হাদীসের পাঠ গ্রহণ করেন। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-২/৫৮৮) তাছাড়া ইমাম শাফি'ঈ-এর শাগরিদ হারমালা এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইসহাক ইবনে রাহুইয়াহ্-র নিকট থেকেও তিনি হাদীস শোনেন। (Ency. of Islam, E.J. Brill. V. VI, p. 756), ওফাইয়াতুল আ'ইয়ান-৪/২৮০) তিনি একাধিকবার বাগদাদ সফর করেন। তাঁর সর্বশেষ বাগদাদ সফর ছিল হিজরী ২৫৯ সনে। বাগদাদের হাদীসবিদরা তাঁর নিকট থেকে শ্রুত হাদীস বর্ণনা করেছেন। (ওফাইয়াতুল আ'ইয়ান-৪/২৮০, দুহাল ইসলাম-২/২১৯)

ইমাম বুখারী নায়সাবূরে আসলে ইমাম মুসলিম তাঁকে উস্তাদ হিসেবে বরণ করে নেন। তাঁর হাদীস বিষয়ক বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার হতে মুসলিম যথেষ্ট মাত্রায় গ্রহণ করেন। এই শহরে এক সময় ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রচারণা শুরু হয়। ইমাম মুসলিম তখন বুখারীর পক্ষ অবলম্বন করেন। এ প্রসঙ্গে একটি বিশেষ ঘটনার কথা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। একদিন মুসলিম তাঁর হাদীসের উস্তাদ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়ার দারসে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে উপস্থিত আছেন। সহসা উস্তাদ ঘোষণা করেন, 'বিশেষ একটি মাসয়ালায় যে ব্যক্তি বুখারীর মতের সাথে একমত তার উচিত আমার মজলিস ত্যাগ করা।'

ইমাম মুসলিম সাথে সাথে মজলিস ত্যাগ করে ঘরে চলে আসেন এবং এই উস্তাদের নিকট হতে শ্রুত ও গৃহীত হাদীসসমূহের পাণ্ডুলিপি ফেরত পাঠিয়ে দেন। তিনি এই উস্তাদের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন। (আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন-৩১৫) আজীবন ইমাম বুখারীর প্রতি ছিল তাঁর দারুণ ভক্তি ও ভালোবাসা। তিনি 'সাহীহ' সংকলনে বুখারীর 'সাহীহ'র অনুসরণ করেন। (আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফী আত-তাশরী' আল-ইসলামী-৪৪৯)

মুসলিম ছিলেন 'উলূমে হাদীসের এক বিশাল সাগর। বিশ্বের সকল হাদীস বিশারদ তাঁকে এ বিষয়ের একজন শ্রেষ্ঠ ইমাম বলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ('উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহ-৩৬৮) তাঁর যুগের বড় বড় মুহাদ্দিসগণ তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন। তাঁর প্রখ্যাত শাগরিদদের মধ্যে ইবরাহীম ইবনে আবী তালিব, ইবন খুযাইমা, সাররাজ, আবু 'আওয়ানা, আবু হামেদ ইবনে শারকী, আবু হামেদ আহমাদ ইবনে হামাদান, ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ, মাক্কী ইবনে 'আবাদান, 'আবদুর রাহমান ইবনে আবী হাতেম, মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ, ইমাম তিরমিযী, মূসা ইবনে হারূন, আহমাদ ইবনে সালামা, ইয়াহইয়া ইবনে সায়েদ প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-২/২৮৮), হাদীস সংকলনের ইতিহাস-৫৩১) তাঁরা সকলে হাদীস শাস্ত্রে মুসলিমের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ইমাম তিরমিযী মুসলিমের সূত্রের মাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-২২৮৮, তাহজীব আত-তাহজীব-১০/১২৭, ওফাইয়াতুল আ'ইয়ান-৪/২৮০) মুসলিমের মহামূল্য রচনাবলীও তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। তাঁর গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই হাদীস ও তৎসম্পর্কিত বিষয়ে প্রণীত। তাঁর বিখ্যাত হাদীস সংকলন 'আস-সাহীহ' ছাড়াও নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীর কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় ঃ

১. আল-মুসনাদ আল-কাবীর ২. কিতাব আল-জামি' 'আলা আল-আবওয়াব ৩. কিতাব আল-আসমা' ওয়া আল-কুনা' ৪. কিতাব আল-তাময়ীয ৫. কিতাব আল 'ইলাল ওয়া কিতাব আল-ওয়াহদান ৬. কিতাব আল-ইফরাদ ৭. কিতাব আল-আকরান ৮. কিতাবু সুওয়ালাতিহি আহমাদ ইবনে হাম্বল ৯. কিতাবু হাদীসে 'আমর ইবনে শু'আইব ১০. কিতাব আল-ইনতিফা বি-উহুব আল-সিবা' ১১. কিতাবু মাশায়িখ মালিক ওয়া কিতাবু মাশায়িখ আল-সাওরী ১২. কিতাবু মাশায়িখ শু'বা ১৩. কিতাবু মান লায়সা লাহু ইল্লা রব্বিন ওয়াহিদ ১৪. কিতাব আল-মুখাদরামীন ১৫. কিতাব আওলাদ আল-সাহাবা ১৬. কিতাবু আওহাম আল-মুহাদ্দিসীন ১৭. কিতাব আল-তাবাকাত ১৮. কিতাবু আফরাদ আল-শামিয়্যীন। তিনি সাহাবীদের জীবনী বিষয়ক 'আল-মুসনাদ আল-কবীর' রচনায় হাত দিলেও তা শেষ করে যেতে পারেননি। একমাত্র 'আস-সাহীহ' ছাড়া তাঁর রচনাবলীর আর কোনটিই বর্তমানে পাওয়া যায় না। (তাজকিরাতুল

হুফ্ফাজ-২/৫৯০, তাহজীব আত-তাহজীব-১০/১২৮, (Ency. of Islam, E. J. Brill. V. VI, p. 756)

ইমাম মুসলিম ২৬১/৮৭৫ সনের ২৫শে রজব রোববার নায়সাবূরে ইন্তিকাল করেন। নায়সাবূরের শহরতলী নাসরাবাদে ২৬শে রজব সোমবার তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর জন্মের সন সম্পর্কে মতভেদ থাকায় মৃত্যুকালে তাঁর সঠিক বয়স সম্পর্কেও মতপার্থক্য দেখা যায়। (তাদরীব আল-রাবী ফী শারহ তাকরীব আল-নাওয়াবী-১/৩৬২-৬৩, তারীখ ইবন কাসীর-১১/৩২, তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-২/৫৯০, তাহজীব আল-আসমা'-১০/১২৬, ওফাইয়াতুল আ'ইয়ান-৪/২৮১)

ইবন হাজার মুসলিমের মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে একটি বিবরণ প্রদান করেছেন। মুসলিমের জন্য হাদীস বিষয়ক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সেই মজলিসে একটি হাদীস আলোচিত হয়। হাদীসটি মুসলিমের জানা ছিল না। মজলিস শেষে বাড়ী ফিরে রাতে এক ঝুঁড়ি খুরমা সামনে নিয়ে হাদীসটি তালাশ করতে বসেন। একটি একটি করে খুরমা তুলে মুখে দিচ্ছেন আর হাদীসটি অনুসন্ধান করছেন। এভাবে সকাল হয়ে যায়, খুরমাও শেষ হয় এবং হাদীসটিও তিনি পেয়ে যান। এই অতিরিক্ত খুরমা ভক্ষণই তাঁর মৃত্যুর বাহ্যিক কারণ। (তাহজীব আত-তাহজীব-১০/১২৭)

হাকেম বলেন, 'মুসলিম ছিলেন দীর্ঘাকৃতির। মাথার চুল ও দাড়ি ছিল সাদা। পাগড়ির একটি দিক দু'কাঁধের মাঝখানে ছেড়ে দিতেন। তিনি ছিলেন কাপড়ের ব্যবসায়ী।' (তাহজীব আত-তাহজীব-১০/১২৭)

ইমাম মুসলিমের প্রতিভা ও যোগ্যতার অকপট স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁর যুগের ও পরের বহু মনীষী। মুসলিমের উস্তাদ মুহাম্মাদ ইবনে 'আবদিল ওয়াহ্হাব আল-ফাররা' বলেন ঃ 'মুসলিম মানব জাতির মধ্যে অন্যতম 'আলিম ও 'ইলমের সংরক্ষণকারী। আমি তাঁর সম্পর্কে শুধু ভালো ছাড়া আর কিছুই জানিনে।' আবূ বাক্র আল-জারূদীও ঠিক একই মন্তব্য করেছেন। 'অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য উঁচু মর্যাদার একজন ইমাম তিনি'– একথা বলেছেন মাসলামা ইবনে কাসিম। ইবন আবী হাতেম বলেন, আমি তাঁর সূত্রে হাদীস লিখেছি। তিনি অন্যতম বিশ্বস্ত হাফেজে হাদীস। হাদীস বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান। আমার পিতাকে তাঁর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ 'অত্যন্ত সত্যবাদী।' তিনি আরও বলেছেন ঃ 'হাফেজে হাদীস বলতে চারজনকেই বুঝায়। তাঁরা হলেন ঃ আবু যুর'আ, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমা'ঈল, আদ-দারিমী ও মুসলিম।' ইবনুল আখরাম বলেন, 'আমাদের এই শহর তিনজন হাদীস বিশারদ সৃষ্টি করেছে। তাঁরা হলেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া, ইবরাহীম ইবনে আবী তালিব ও মুসলিম।' ইসহাক ইবনে মানসূর একবার মুসলিমকে লক্ষ্য করে বলেন, 'যতদিন আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে মুসলমানদের জন্য জীবিত রাখবেন আমরা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবো না।" (তাহজীব আত-তাহজীব-১০/১২৭-২৮)

আহমাদ ইবনে সালামা বলেন, 'আমি আবু যুর'আ ও আবু হাতেমকে হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের যুগের অন্যান্য মাশায়িখদের ওপর মুসলিমকে প্রাধান্য দিতে দেখেছি।' 'পৃথিবীতে হাফেজে হাদীস মাত্র চারজন। মুসলিম তাঁদের একজন'– একথা বলেছেন হাফেজ আবূ কুরাইশ। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-২/৫৮৯) ইবন খাল্লিকান মুসলিমকে 'সাহীহ গ্রন্থের অধিকারী, হাদীসের অন্যতম ইমাম ও হাফেজ এবং মুহাদ্দিসকুলের এক প্রধান স্তম্ভ' বলে উল্লেখ করেছেন। (ওফাইয়াতুল আ'ইয়ান-৪/২৮০)

ইমাম মুসলিমের যশ ও খ্যাতি মূলতঃ তাঁর 'সাহীহ'-এর ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এটি একই নামের ইমাম বুখারীর আরেকটি গ্রন্থের সাথে হাদীস সংকলনগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ খ্যাতিসম্পন্ন। মর্যাদা ও নির্ভরযোগ্যতার দিক দিয়ে 'সাহীহুল বুখারী ও সাহীহ মুসলিম' গ্রন্থদ্বয় চিরদিন সমপর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। গ্রন্থ দু'খানি এক সাথে 'সাহীহাইন' নামে প্রসিদ্ধ।

প্রসঙ্গতঃ এখানে 'সাহীহ'-এর একটু ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। 'সাহীহ' শব্দটি 'আরবী একবচন, বহুবচনে 'সাহাহ।' আভিধানিক অর্থ ঃ ত্রুটিমুক্ত– যার মধ্যে কোন রকম দোষ বা ত্রুটি পাওয়া যায় না, সনদ সহকারে প্রমাণিত, নির্ভরযোগ্য। পারিভাষিক অর্থ ঃ (ক) এমন 'মুসনাদ' বা সনদযুক্ত হাদীস যার 'রাবী' বা বর্ণনাকারীদের শৃঙ্খল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 'মুত্তাসিল' বা অবিচ্ছিন্ন, 'আদেল' বা ন্যায়নিষ্ঠ, প্রখর মুখস্থ শক্তির অধিকারী এবং সবরকম ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত। (খ) হাদীসের এমন সংকলন যাতে 'সাহীহ' হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। যেমন ঃ বুখারী ও মুসলিমের 'সাহীহাইন।' [দায়িরা-ই-মায়ারিফ ইসলামিয়া (উর্দু) ১৩/৭৫-৭৬]

ইমাম মুসলিম সরাসরি উস্তাদদের নিকট হতে শ্রুত তিন লাখ হাদীস ছাঁটাই, বাছাই ও চয়ন করে তাঁর এই 'সাহীহ' গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। (ওফাইয়াতুল আ'ইয়ান-৪/২৮০) তাঁর এ কাজ সম্পন্ন করতে প্রায় পনেরো বছর সময় লাগে। আহমাদ ইবনে সালামা বলেন, 'আমি মুসলিমের সাথে তাঁর সাহীহ' প্রণয়নকালে পনেরো বছর লেখালেখির কাজ করেছি।' (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-২/৫৮৯, তাহজীবুল আসমা'-১০/১২২)

গ্রন্থটির প্রণয়ন শেষ হলে ইমাম মুসলিম তা তৎকালীন প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম আবু যুর'আর সামনে উপস্থাপন করেন। মুসলিম নিজেই বলেছেন, 'আমি এই গ্রন্থখানি আবু যুর'আ আর-রাযীর নিকট পেশ করেছি। তিনি যে যে হাদীসের সনদে দোষ আছে বলে ইংগিত করেছেন আমি তা পরিত্যাগ করেছি, আর যে যে হাদীস সম্পর্কে তিনি মত দিয়েছেন যে, এগুলি 'সাহীহ' এবং এতে কোন প্রকার ত্রুটি নেই, আমি সেগুলিই গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছি।' (আল-মুকাদ্দিমা লিন-নাওয়াবী আলাল মুসলিম-১৩)

এতে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম মুসলিম কেবলমাত্র নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর নির্ভর করেই কোন হাদীসই 'সাহীহ' মনে করে তাঁর এই গ্রন্থে শামিল করেননি; বরং প্রত্যেকটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমসাময়িক অন্যান্য মুহাদ্দিসদের মতামতও চেয়েছেন। সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন কেবল সেটিই তিনি তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। ইবন শারকী বলেন, 'আমি মুসলিমকে একথা বলতে শুনেছি যে, আমার এ গ্রন্থে আমি প্রমাণ ছাড়া যেমন কোন কিছু সন্নিবেশ করিনি তেমনি প্রমাণ ছাড়া কোন কিছু বাদও দিইনি।' (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-২/৫৯০) মুসলিম আরও বলেছেন, 'কেবল আমার বিবেচনায় 'সাহীহ' হাদীসসমূহই আমি এই কিতাবে শামিল করিনি; বরং এই কিতাবে সেইসব হাদীসই শামিল করেছি যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একমত।' (সাহীহ মুসলিম মা'আ শারহিন নাওয়াবী-১/১৭৪)

ইমাম মুসলিমের সাহীহ গ্রন্থে মোট ৭২৭৫টি (সাত হাজার দু'শো পঁচাত্তর) হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। একাধিকবার উদ্ধৃত হাদীসও এর অন্তর্ভুক্ত। আর একাধিকবার উদ্ধৃত হাদীস বাদ দিয়ে হিসেব করলে মোট হাদীস সংখ্যা দাঁড়ায় ৪,০০০ (চার হাজার)। (দুহাল ইসলাম-২/২১, তাদরীব আর-রাবী-৩০, আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফী আত-তাশরী' আল-ইসলামী-৪৪৯)

মুসলিমের এই 'সাহীহ' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম মুসলিম নিজেই দাবী করে বলেছেন, 'মুহাদ্দিসগণ দু'শো বছর পর্যন্তও যদি হাদীস লিখতে থাকেন তবুও তাঁদের অবশ্যই এই বিশুদ্ধ মুসনাদ গ্রন্থের ওপর নির্ভর করতে হবে।' (আল-মুকাদ্দিমা লিন্-নাওয়াবী 'আলাল মুসলিম-১৩)

ইমাম মুসলিমের এই দাবীতে কোন অতিরঞ্জন ছিল না। পরবর্তীকালের মুহাদ্দিসদের নিকট একথা সত্যরূপেই প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় সাড়ে এগারো শো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে; কিন্তু 'সাহীহ মুসলিম'-এর সমমানের বা তার থেকে উন্নত মর্যাদার দ্বিতীয় কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। হাফেজ মাসলামা ইবনে কুরতুবী 'সাহীহ মুসলিম' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'ইসলামের এরূপ আর একখানি গ্রন্থ আর কেউই প্রণয়ন করতে পারেননি।' (মুকাদ্দিমা ফাতহুল বারী, আল-ফাসল আস-সানী)

ইবন হাজার বলেন, 'সাহীহ মুসলিম' রচনার পর থেকে আজ পর্যন্ত মুহাদ্দিসগদের নিকট যতখানি সমাদৃত হয়েছে ততখানি সমাদর আর কোন গ্রন্থ লাভ করতে পারেনি। এমনকি অনেকে মুসলিমের 'সাহীহ'কে বুখারীর 'সাহীহ'-এর ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন।... নায়সাবূরের বহু মুহাদ্দিস মুসলিমের অনুকরণে গ্রন্থ প্রণয়ন করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাঁর মত সফল হতে পারেননি। তাঁদের বিশ জনের নাম আমার মুখস্থ আছে।' (তাহজীব আত-তাহজীব-১০/১২৮) হাফেজ আবূ 'আলী আন-নায়সাবূরী বলেন, 'মুসলিমের গ্রন্থ অপেক্ষা বিশুদ্ধতর কোন গ্রন্থ আকাশের বেষ্টনীর নীচে আর নেই।' (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-২/২৮৯)

'সাহীহ মুসলিম' রচনার পর থেকে আজ পর্যন্ত বহু বড় বড় মুহাদ্দিস এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা এবং সংক্ষিপ্তসার তৈরী করেছেন। 'কাশ্‌ফুজ .জুনূন' প্রণেতা হাজী খলীফা এ জাতীয় (১৫ পনেরো) খানি বিখ্যাত ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য আরবী ব্যাখ্যাটি হচ্ছে হাফেজ আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শারফ আন-নাওয়াবীর (হিঃ ৬৭৬)। তাছাড়া ইমাম কুরতুবীর (হিঃ ৬৫৬) সংক্ষিপ্তসার ও ব্যাখ্যা এবং ইমাম আল মুনজিরীর (হিঃ ৬৫৬) সংক্ষিপ্তসার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফী আত-তাশরী' আল-ইসলামী-৪৪৯)

ইমাম মুসলিম সংকলিত এই হাদীস গ্রন্থখানি তাঁর নিকট হতে বহু ছাত্রই শুনেছেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনাও করেছেন। কিন্তু ঠিক যাঁর সূত্রে এই গ্রন্থখানির বর্ণনাধারা সর্বত্র, বিশেষভাবে এ অঞ্চলে সাম্প্রতিক যুগ পর্যন্ত চলে আসছে, তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সুফইয়ান আন নায়সাবূরী (হিজরী ৩০৮)। এ সম্পর্কে নাওয়াবী বলেন, 'অবিচ্ছিন্ন সনদ সূত্রে মুসলিম হতে এ গ্রন্থের বর্ণনা পরম্পরা এ অঞ্চলে ও সাম্প্রতিক কালে কেবলমাত্র আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সুফইয়ানের বর্ণনার ওপরই নির্ভরশীল। (আল-মুকাদ্দিমা লিন নাওয়াবী 'আলা আস-সাহীহ লি মুসলিম)

ইমাম মুসলিমের আর একজন ছাত্র আবু মুহাম্মাদ আহমাদ ইবনে আলী কালান্‌সী। তাঁর সূত্রেও 'সাহীহ মুসলিম' বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু এই সূত্রের বর্ণনা পরম্পরা সম্পূর্ণ নয় এবং তা বেশী দিন চলেনি। (হাদীস সংকলনের ইতিহাস-৬৪৬)

সাহীহাইনের কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য

যুগে যুগে হাদীস বিশারদদের মধ্যে গ্রন্থদ্বয়ের একখানিকে অন্যখানার ওপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দানের ব্যাপারে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। কতকগুলি কারণে জমহুর মুহাদ্দিসীন সাহীহুল বুখারীকে সাহীহ মুসলিমের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। নিম্নে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো ঃ

১. বুখারীর দুর্বল রাবীদের (বর্ণনাকারী) সংখ্যার চেয়ে মুসলিমের দুর্বল রাবীর সংখ্যা বেশী। বুখারী এককভাবে যাঁদের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে ৮০ (আশি) জন সমালোচিত। পক্ষান্তরে মুসলিমের ক্ষেত্রে এমন রাবীর সংখ্যা ১৬০ (একশো ষাট) জন।

২. বুখারী এই সব দুর্বল রাবী থেকে বেশী হাদীস বর্ণনা করেননি। দুটি বা একটি হাদীসের বেশী বর্ণনা করেছেন খুব কম ক্ষেত্রে। তুলনামূলকভাবে মুসলিম তাঁর গ্রন্থে দুর্বল রাবীদের থেকে অনেক বেশী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩. তাবে'ঈদের মধ্যে ইমাম যুহরী, নাফে' প্রমুখের ন্যায় প্রখ্যাত মুহাদ্দিসীন, যাঁরা প্রচুর হাদীস সংগ্রহ ও বর্ণনা করেছেন– ইমাম বুখারীর মতে তাঁদের থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উস্তাদের সাথে যোগাযোগ, মুখস্থ-শক্তি ও

বিষয়বস্তুর ওপর দক্ষতাপূর্ণ সতর্কতার পরিমাণের দিক দিয়ে শ্রেণীভেদ আছে। যাঁরা আবাসে ও প্রবাসে সর্বক্ষণ শায়খের সাথে থাকতেন তাঁরা প্রথম শ্রেণীর। আর যাঁরা সর্বক্ষণ নয়, বরং কিছুকালের জন্য থাকতেন তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর। বুখারী প্রায় প্রথম শ্রেণীর রাবীদের থেকে হাদীস গ্রহণ সীমাবদ্ধ রেখেছেন। স্বল্পক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর থেকে গ্রহণ করলেও তা 'মু'আল্লাক' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে মুসলিম উভয় শ্রেণী থেকে একইভাবে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে বর্ণিত হাদীসকে 'মুয়াল্লাক' করেননি।

৪. মুসলিম হাদীসে 'আন'আনা'কে (যে সকল হাদীস 'আন ফুলান, 'আন ফুলান হিসেবে বর্ণিত) মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীসের মতই গ্রহণ করেছেন। তবে সেক্ষেত্রে তিনি শর্তারোপ করেছেন, যে যিনি 'আন'আনা করে বর্ণনা করবেন এবং যাঁর থেকে বর্ণিত হবে– উভয়কে একই সময়ের লোক হতে হবে। পক্ষান্তরে বুখারী মনে করেন, তাঁদের দু'জনের শুধু একই সময়ের লোক হলে চলবে না। অন্ততঃ পক্ষে একবার হলেও তাঁদের দু'জনের পরস্পরের সাক্ষাৎ হওয়াটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হতে হবে। অন্যথায় হাদীসে মু'আন'আনাকে হাদীসে মুত্তাসাল বলে গণ্য করা যাবে না। (দুহাল ইসলাম-২/২১৩, ২১৯, Ency. of Islam, E. J. Brill, V-VI, p.756)

উল্লিখিত কারণে মুহাদ্দিসগণ সাহীহুল বুখারীকে সাহীহ মুসলিমের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। ইমাম মুসলিম নিজেও সাহীহুল বুখারীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। ইমাম মুসলিম বুখারী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী মুসলিম থেকে কিছুই বর্ণনা করেননি। (আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা-৪৪৯)

এতদসত্ত্বেও সাহীহ মুসলিমের এমন কিছু বিশেষত্ব আছে যা সাহীহুল বুখারীর নেই। এই কারণে আবূ 'আলী আন-নায়সাবূরীসহ আরও বহু মনীষী সাহীহ মুসলিমকে সাহীহুল বুখারীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। নিম্নে কয়েকটি দিক উল্লেখ করা গেল ঃ

১. ইবন হাজার উল্লেখ করেছেন ঃ মুসলিম তাঁর গ্রন্থখানি নিজ শহরে আপন-নিয়ম-নীতি অনুসারে তাঁর অসংখ্য উস্তাদ-মাশায়েখের জীবদ্দশায় প্রণয়ন করেন। তিনি শব্দ ও বাক্যের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন।

২. ইমাম বুখারী ফিকহী আহকামের ভিত্তিতে অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন এবং সেই শিরোনামের সমর্থনে হাদীস আনতে গিয়ে একটি হাদীসের যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকুই এনেছেন। ফলে একটি হাদীস সাহীহুল বুখারীতে খণ্ড খণ্ডভাবে একাধিক অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে স্থান লাভ করেছে। এক স্থানে হয়তো হাদীসটির একাংশ একটি সনদে উল্লেখ করেছেন, অন্যস্থানে আরেকটু অংশ ভিন্ন এক সনদে বর্ণনা করেছেন। ফলে সম্পূর্ণ হাদীসটি বিভিন্ন সনদে জানার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসরা কঠিন সমস্যায় পড়েন। ইমাম মুসলিম কিন্তু তেমন করেননি।

তিনি একই বিষয়ের সবগুলি হাদীস, তা যত সূত্রেই তিনি লাভ করুন না কেন, একই স্থানে সম্পূর্ণভাবে সন্নিবেশ করেছেন। তিনি সনদ সূত্রের পরিবর্তনকে মূল গ্রন্থের আরবী 'হা' (তাহবীল হাওয়ালা-পরিবর্তন) দ্বারা প্রকাশ করেছেন। এটা ইমাম মুসলিমের এক অভিনবত্ব। ফলে মুহাদ্দিসরা একই বিষয়ের সবগুলি হাদীস এবং একটি হাদীসের বিভিন্ন সনদ খুব সহজে পেতে পারেন।

৩. কেউ কেউ বলেছেন, বুখারী শামবাসীদের ব্যাপারে ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছেন। তিনি তাঁদের রচনাবলী পাঠ করেছেন। কখনও তিনি তাঁদের কারও কুনিয়াত (উপনাম) উল্লেখ করেছেন, আবার অন্যত্র তাঁর আসল নাম লিখেছেন। ফলে ধারণা জন্মায় যে, তাঁরা ভিন্ন দু' ব্যক্তি। আসলে তারা একই ব্যক্তি। মুসলিম এমন ভুল করেননি।

যাই হোক, সাহীহ মুসলিম হাদীস শাস্ত্রের অতি সূক্ষ্ম এক মহাগ্রন্থ। কোন একটি হাদীসের একটি হরফের ব্যাপারেও কোন সূক্ষ্মতম তারতম্য থাকলেও তিনি তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে রাবীর বংশ পরিচয়ও তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে হাদীসের মূলনীতির (উসূলুল হাদীস) একটি উপক্রমণিকা সংযোজন করেছেন। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা থেকে তার বাংলা অনুবাদ ইতোপূর্বে 'সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দামা' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

হাদীস গ্রহণের শর্তে বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য থাকার কারণে বহু হাদীস বুখারীর নিকট সাহীহ কিন্তু মুসলিমের নিকট সাহীহ নয় এবং এর বিপরীত। এই কারণে যাঁদের নিকট থেকে বুখারী গ্রহণ করেছেন কিন্তু মুসলিম গ্রহণ করেননি, আর মুসলিম গ্রহণ করেছেন কিন্তু বুখারী করেননি এমন শায়খ বা হাদীসের উস্তাদদের সংখ্যা ৬২৫ জন।

সংক্ষিপ্ত কোন প্রবন্ধে ইমাম মুসলিমের এই মহাগ্রন্থের বিশেষত্ব বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বিশ্বের সর্বকালের হাদীস বিশারদদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে এই ঘোষণা দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই ঃ

'আসাহ্হুল কিতাবি বা'দাল কুরআন আস-সাহীহান– আল-বুখারীয়্যু ওয়াল মুসলিম– কুরআনের পরে বুখারী ও মুসলিমের সাহীহ দু'খানি বিশুদ্ধতম গ্রন্থ।'

মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ
সহকারী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তাং ১/১০/৯১

হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণ

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌র উপর।

হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরীআতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ-স্তম্ভ, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃদপিণ্ড, আর হাদীস এই হৃদপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এই ধমনী প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অংগ-প্রত্যংগকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন-চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হেদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন-বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে ওহী নাযিল করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। ওহী অর্থ ঃ ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের অজ্ঞাতসারে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া" (উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান, যা প্রত্যক্ষ ওহীর (وحى متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত, যার নাম 'কিতাবুল্লাহ' বা 'আল-কুরআন'। এর ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ্‌র, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হুবহু আল্লাহ্‌র ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান—যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহীর (وحى غير متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত, এর নাম 'সুন্নাহ' বা 'আল-হাদীস'। এর ভাব আল্লাহ্‌র, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজের ভাষায়, নিজের কথা এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সরাসরি নাযিল হতো এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারতো। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হতো এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারতো না।

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে মানব

জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেননি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তিনি নিজের কথা, কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবনবিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীস।

হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরীআতের মৌল বিধান পেশ করে, তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى . اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحى .

“তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন, তা সবই আল্লাহ্‌র ওহী” (সূরা নাজ্‌ম ঃ ৩, ৪)।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الاَقَاوِيْلِ . لاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ .

“তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমাদের নামে চালিয়ে দিতেন, তাহলে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম” (সূরা আল-হাক্কাহ ঃ ৪৪-৪৬)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ “রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন, নির্দ্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না” (বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ)। “আমার নিকট জিবরাঈল (আ) এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন” (নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৩)। “জেনে রাখো! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস” (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারিমী)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَمَا اتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا .

"রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ করো এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো" (সূরা হাশর ঃ ৭)।

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আয়নী (র) লিখেছেন, দুনিয়া ও আখেরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, "কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইলমে হাদীস। কারণ, এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহ্‌র কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম-আহকামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।"

হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে হাদীস (حديث) শব্দের অর্থ কথা; প্রাচীন ও পুরাতনের বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যেসব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে, তাই হাদীস। ফকীহগণের পরিভাষায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন, তাকে হাদীস বলে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ-এর সংগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ কাওলী হাদীস, ফেলী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমতঃ কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে কাওলী (কথামূলক) হাদীস বলে। দ্বিতীয়তঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি পরিস্ফুটিত হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে তাকে ফেলী (কর্মমূলক) হাদীস বলে। তৃতীয়তঃ সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরীআতের দৃষ্টিভংগি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাত (سنة)। সুন্নাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবলম্বন করতেন তা-ই সুন্নাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রচারিত উচ্চতম আদর্শই হলো সুন্নাত। কুরআন মজীদে মহোত্তম আদর্শ (اسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে। (ফিক্‌হ শাস্ত্রে সুন্নাত বলতে ফরয

ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয় তা বুঝায়, যেমন সুন্নাত নামায)। হাদীসকে আরবী ভাষায় খবর (خبر)-ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিই বুঝায়।

আছার (اثار) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীস ও আছারের মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীদের থেকে শরীআত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে আছার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরীআত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্বভাবে কোন বিধান দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখ করেননি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এসব আছারকে বলা হয় 'মাওকূফ হাদীস'।

ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর অন্তত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী বলে।

তাবিঈ ঃ যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাকে তাবিঈ বলে।

মুহাদ্দিস ঃ যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন, তাকে মুহাদ্দিস (محدث) বলে।

শায়খ ঃ হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ (شيخ) বলে।

শায়খায়ন ঃ সাহাবীগণের মধ্যে আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়, কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)-কে এবং ফিক্‌হের পরিভাষায় ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হাফিজ ঃ যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাকে হাফিজ (حافظ الحديث) বলে।

হুজ্জাত ঃ একইভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাকে হুজ্জাত (حجة) বলে।

হাকেম ঃ যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাকে হাকেম (حاكم) বলে।

রাবী ঃ যিনি হাদীস বর্ণনা করেন তাকে রাবী (راوى) বা বর্ণনাকারী বলে।

রিজাল ঃ হাদীসের রাবীসমষ্টিকে রিজাল (رجال) বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর রিজাল (اسماء الرجال) বলে।

রিওয়ায়াত ঃ হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত (رواية) বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে।

সনদ ঃ হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে (سند) বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন ঃ হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে মতন (متن) বলে।

মারফূ ঃ যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মারফূ (مرفوع) হাদীস বলে।

মাওকূফ ঃ যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র উর্ধদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, তাকে মাওকূফ (موقوف) হাদীস বলে। এর অপর নাম আছার (اثار)।

মাকতূ ঃ যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মাকতূ (مقطوع) হাদীস বলে।

তালীক ঃ কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তালীক (تعليق) বলে। কখনো কখনো তালীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও 'তালীক' বলে। ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বহু 'তালীক' রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তালীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারীগণ এই সমস্ত তালীক মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস ঃ যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়েখ (উসতাদ)-এর নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন, অথচ তিনি তার নিকট সেই হাদীস শুনেন নাই, সে হাদীসকে হাদীসে মুদাল্লাস (مدلس) বলে এবং এইরূপ করাকে 'তাদলীস' বলে। আর যিনি এইরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র সিকাহ রাবী থেকেই তাদলীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।

মুযতারাব ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন, সে হাদীসকে হাদীসে মুযতারাব (مضطرب) বলে। যে পর্যন্ত না

এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াক্কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে (অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না)।

মুদরাজ : যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন, সে হাদীসকে মুদরাজ (مدرج প্রক্ষিপ্ত) বলে এবং এইরূপ করাকে ইদরাজ (ادراج) বলে। ইদরাজ হারাম, অবশ্য যদি এদ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ করা হয় এবং একে মুদরাজ বলে সহজে বুঝা যায়, তবে তা দূষণীয় নয়।

মুত্তাসিল : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে মুত্তাসিল (متصل) হাদীস বলে।

মুদাল : যে হাদীসের সনদ থেকে পরপর দুইজন রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে 'হাদীসে মুদাল' (معضل) বলা হয়।

মুনকাতি : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি (منقطع) হাদীস বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকিতা (انقطاع)।

মুরসাল : যে হাদীসের সনদের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামোল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে মুরসাল (مرسل) হাদীস বলে।

মুতাবি ও শাহিদ : এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির মুতাবি (متابع) বলে, যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী (অর্থাৎ সাহাবী) একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে মুতাবাআত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসকে শাহিদ (شاهد) বলে। আর এইরূপ হওয়াকে শাহাদাত বলে। মুতাবাআত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মুআল্লাক : সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে, তাকে মুআল্লাক (معلق) হাদীস বলে।

মারূফ ও মুনকার : কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে, অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসকে মারূফ (معروف) বলে এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে মুনকার (منكر) বলে। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ : যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাব্‌ত গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটিমুক্ত, তাকে সহীহ (صحيح) হাদীস বলে।

হাসান : যে হাদীসের কোন রাবীর যাব্‌তগুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে, তাকে হাসান (حسن) হাদীস বলে। ফিক্‌হবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফ ঃ যে হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন, তাকে যঈফ (ضعيف) হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় (নাউযুবিল্লা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওদূ ঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওদূদ (موضوع) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরূক ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয়, বরং সাধারণ কাজেকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক (متروك) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিতাজ্য।

মুবহাম ঃ যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম (مبهم) হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির ঃ যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন, যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব, তাকে মুতাওয়াতির (متواتر) হাদীস বলে। এই ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ ঃ প্রতিটি যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহিদ (الخبر الواحد) বা আখবারুল আহাদ (اخبار الاحد) বলে। এই হাদীস তিন প্রকার ঃ

মাশহূর ঃ যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে মাশহূর (مشهور) হাদীস বলে।

আযীয ঃ যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আযীয (عزيز) বলে।

গরীব ঃ যে সহীহ হাদীস কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব (غريب) হাদীস বলে।

হাদীসে কুদসী ঃ এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত করে (যেমন قال الله)। আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীসে কুদসীকে হাদীসে ইলাহী (الهى) বা রব্বানী (ربانى)-ও বলা হয়।

মুত্তাফাক আলায়হ ঃ যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুত্তাফাক আলায়হ (متفق عليه) হাদীস বলে।

আদালত ঃ যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালত (عدالت) বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা বুঝায়। এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে আদিল বলে।

যাবত ঃ যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যাবত (ضبط) বলে।

ছিকাহ ঃ যে রাবীর মধ্যে আদালত ও যাবত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে ছিকাহ (ثقة), সাবিত (ثابت) বা সাবাত (ثبت) বলে।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ ঃ হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হল ঃ

১. আল-জামে ঃ যেসব হাদীস গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম (শরীআতের আদেশ-নিষেধ), আখলাক ও আদাব, দয়া, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মোকাবিলায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ, বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয়, রিকাক, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয় তাকে আল-জামি (الجامع) বলা হয়। সহীহ বুখারী ও জামে তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম তাই কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে তা জামে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আস-সুনান ঃ যেসব হাদীস গ্রন্থে কেবলমাত্র শরীআতের হুকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্র করা হয় এবং ফিকহের গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত করা হয় তাকে সুনান (السنن) বলে। যেমন সুনান আবু দাউদ, সুনান নাসাঈ, সুনান ইবনে মাজা ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এক হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আল-মুসনাদ ঃ যেসব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিকহের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না তাকে আল-মুসনাদ (المسند) বা আল-মাসানীদ (المسانيد) বলে। যেমন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীস তার নামের শিরোনামের অধীনে একত্র করা হয়। যেমন ইমাম আহমাদ (র)-এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী ইত্যাদি।

৪. আল-মুজাম ঃ যে হাদীস গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশিত করা হয় তাকে আল-মুজাম (المعجم) বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত আল-মুজামুল কাবীর।

৫. আল-মুসতাদরাক ঃ যেসব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে শামিল করা হয়নি, অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়, সেইসব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয় তাকে আল-মুসতাদরাক (المستدرك) বলে। যেমন ইমাম হাকেম নিশাপুরীর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা ঃ যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে রিসালা (رسالة) বা জুয (جزء) বলে।

সিহাহ সিত্তা ঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাঊদ, নাসাঈ ও ইবন মাজা, এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিত্তা (الصحاح الستة) বলা হয়। কিন্তু কতক বিশিষ্ট আলেম ইবনে মাজার পরিবর্তে ইমাম মালেক (র)-এর মুওয়াত্তাকে, আবার কতকে সুনানুদ দারিমীকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সাহীহায়ন ঃ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে সহীহায়ন (صحيحين) বলে।

সুনানে আরবাআ ঃ সিহাহ সিত্তার অপর চারটি গ্রন্থ-আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাকে একত্রে সুনানে আরবাআ (سنن اربعة) বলে।

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তর বিভাগ ঃ হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দিহ্‌লাবী (র)-ও তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি ঃ "মুওয়াত্তা ইমাম মালেক," 'বুখারী শরীফ' ও 'মুসলিম শরীফ'। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

দ্বিতীয় স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কমই আছে। সুনান নাসাঈ, সুনান আবু দাঊদ ও জামে আত-তিরমিযী এ স্তরেরই কিতাব। সুনান দারিমী, সুনান ইবনে মাজা এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র)-এর মতে মুসনাদ ইমাম আহমাদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে। এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, যঈফ, মারূফ ও মুনকার সকল রকমের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদ আবী ইয়ালা, মুসনাদ আবদুর রাজ্জাক, বায়হাকী, তাহাবী ও তাবারানীর (র)-র কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষজ্ঞগণের যাচাই-বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে না।

চতুর্থ স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত যঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে। ইবনে হিব্বানের কিতাবুদ-দুআফা, ইবনুল আছীরের আল-কামিল এবং খাতীব বাগদাদী ও আবু নুআয়মের কিতাবসমূহ এই স্তরের কিতাব।

পঞ্চম স্তর ঃ উপরোক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান নাই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

সহীহাইনের বাইরেও সহীহ হাদীস রয়েছে ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফ হাদীসের সহীহ কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীসই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ 'আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীসকে স্থান দেই নাই এবং বহু সহীহ হাদীস আমি বাদও দিয়েছি।'

এইরূপে ইমাম মুসলিম (র) বলেন ঃ 'আমি আমার এ কিতাবে যে সকল হাদীস সংকলন করেছি তা সমস্তই সহীহ, কিন্তু আমি এ কথা বলি না যে, এর বাইরে যে সকল হাদীস রয়েছে সেগুলি সমস্তই যঈফ।'

সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীস ও সহীহ কিতাব রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দিহলাবীর মতে "সিহাহ সিত্তা", মুওয়াত্তা ইমাম মালেক ও সুনানুদ দারিমী ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ের নয়)।

১. সহীহ ইবনে খুযায়মা—আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (৩১১ হি.)

২. সহীহ ইবনে হিব্বান—আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হি.)

৩. আল-মুস্তাদরাক হাকেম—আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী (৪০২ হি.)

৪. আল-মুখতারা—যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (৭৪৩ হি.)

৫. সহীহ আবু আওয়ানা—ইয়াকুব ইবনে ইসহাক (৩১১ হি.)

৬. আল-মুনতাকা—ইবনুল জারুদ আবদুল্লাহ ইবনে আলী।

হাদীসের সংখ্যা ঃ হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের 'মুসনাদ' একটি বৃহৎ কিতাব। এতে সাত শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরোল্লেখ (তাকরার)-সহ মোট ৪০ হাজার এবং 'তাকরার' বাদ ৩০ হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর 'মুনতাখাব কানযিল উম্মালে' ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উম্মাল-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান ইবনে আহমাদ সমরকান্দীর 'বাহরুল আসানীদ' কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিঈনের আছারসহ সর্বমোট এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা আরো অনেক কম। হাকেম আবু আবদিল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেও কম। সিহাহ সিত্তায় মাত্র পৌণে ছয় হাজার হাদীস

রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুত্তাফাক আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে হাদীসের বড় বড় ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে, এমনকি শুধু নিয়াত সম্পর্কিত (انما الاعمال بالنيات) হাদীসটিরই সাত শতের মত সনদ রয়েছে (তাদ্‌বীন, পৃ. ৫৪)। আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীস সংকলন ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন—তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছে দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দোয়া করেছেন ঃ

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا اِلٰى مَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا .

"আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন—যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রেখেছে, তার পূর্ণ হেফাজত করেছে এবং এমন লোকের নিকট পৌঁছে দিয়েছে, যে তা শুনতে পায়নি" (তিরমিযী, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা অনু., হাদীস নং ২৫৯৩-৫; উমদাতুল কারী, ২খ., পৃ. ৩৫)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন ঃ "এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পিছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দিবে" (বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ "আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছো, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শোনা হবে এবং তোমাদের নিকট থেকে যারা শুনবে, তাদের থেকেও (তা) শোনা হবে" (মুসতাদরাক হাকেম, ১ খ., পৃ. ৯৫)। তিনি আরো বলেন ঃ "আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশে তোমাদের নিকট এলে তাদের প্রতি সদয় হও এবং তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করো (মুসনাদ আহমাদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ "আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও" (বুখারী)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়" (বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী

সূত্রের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংরক্ষিত হয় ঃ (১) উম্মাতের নিয়মিত আমল, (২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীস মুখস্ত করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা, অতঃপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানিন্তন আরবদের স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণভাবে প্রখর। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অতঃপর মুখস্ত করে নিতেন। তদানিন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লাখ লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মুখস্ত করতাম। এভাবেই তাঁর নিকট থেকে হাদীস মুখস্ত করা হতো" (সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ১০)।

উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নির্দেশই দিতেন, সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তারা মসজিদে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, "আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন, আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকতো। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম, তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেতো" (আল-মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১ খ, পৃ. ১৬১)।

"আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নেই। এক অংশে ঘুমাই, এক অংশে ইবাদত করি এবং এক অংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অধ্যয়ন করি" (দারিমী)। মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল, সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস সুফ্ফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণত অন্য কিছু লিখে রাখা হতো না।

পরবর্তী কালে হাদীসের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। "হাদীস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইন্তিকালের শতাব্দী কাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে" বলে যে ভুল ধারণা বা অপপ্রচার প্রচলিত আছে তার আদৌ কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ

لاَ تَكْتُبُوا عَنِّىْ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّىْ غَيْرَ الْقُرْاٰنِ فَلْيَمْحِهُ .

"তোমরা আমার কোন কথাই লিখো না। কুরআন ব্যতীত আমার নিকট থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে, তা যেন মুছে ফেলে" (মুসলিম)।

কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিলো না, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই আমি স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন। তিনি বলেন ঃ আমার হাদীস কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পারো" (দারিমী)।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) আরও বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যা কিছু শুনতাত, মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতক সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন। এ কথা বলার পর আমি হাদীস লেখা পরিত্যাগ করলাম, অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আংগুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বলেন ঃ

اُكْتُبْ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلاَّ الْحَقُّ .

"তুমি লিখে রাখো। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না" (আবু দাউদ, মুসনাদ আহমাদ, দারিমী, হাকেম, বায়হাকী)।

তাঁর সংকলনের নাম ছিল 'সহীফায়ে সাদিকা'। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "সাদিকা হাদীসের একটি সংকলন, যা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি" (উলূমুল হাদীস, পৃ. ৪৫)। এই সংকলনে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। মহানবী (স) বললেন ঃ

اِسْتَعِنْ بِيَمِيْنِكَ وَاَوْمَا بِيَدِهٖ اِلَى الْخَطِّ .

"তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও। অতঃপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করলেন" (তিরমিযী)।

আবু হুরায়রা (রা) আরো বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন। আবু শাহ ইয়ামানী (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ ভাষণ আমাকে লিখিয়ে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণটি তাকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন (বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)।

হাসান ইবনে মুনাব্বিহ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাণ্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল" (ফাতহুল বারী)। আবু হুরায়রা (রা)-র সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইবনে তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেশ্‌ক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

আনাস ইবনে মালেক (রা) তার (স্বহস্ত লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি, অতঃপর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি (মুসতাদরাক হাকেম, ৩ খ., পৃ. ৫৭৩)।

রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর সংখ্যক হাদীস লিখে রাখেন (মুসনাদে আহমাদ)।

আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-ও হাদীস লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তার সাথেই থাকতো। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল (বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র পুত্র আবদুর রহমান (র) একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বলেন, এটা ইবনে মাসউদ (রা)-র স্বহস্ত লিখিত (জামি বায়ানিল ইল্‌ম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭)।

স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারী করেন, বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও রাজন্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যেসব জমি, খনি ও কূপ দান করেন, তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসরূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতে পেতেন, তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্ত লিখিত সংকলন বিদ্যমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র সহীফায়ে সাদিকা, আবু হুরায়রা (রা)-র সহীফায়ে সাহীহা, সহীফায়ে আলী (রা), সহীফায়ে সাদ ইবনে উবাদা (রা), মাকতূবাতে নাফে (আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সংকলন) সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাহাবীগণ যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন, তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের নিকট হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট আট শত তাবিঈ হাদীস শিক্ষা করেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, উরওয়া ইবনুয যুবাইর, ইমাম যুহরী, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, নাফে, ইমাম যয়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কাযী শুরাইহ, মাসরূক, মাকহূল, ইকরিমা, আতা, কাতাদা, ইমাম শাবী, আলকামা, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। এক একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাবে তাবিঈনের নিকট পৌঁছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈনের লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তারা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মাতের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীস সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামিশকে পৌঁছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরি করিয়ে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এ কালে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কুফায় এবং ইমাম মালেক (র)-এর নেতৃত্বে মদীনায় হাদীস ও ইসলামী আইন চর্চার বিরাট কেন্দ্র গড়ে উঠে। ইমাম মালেক (র) তার মুওয়াত্তা গ্রন্থ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ (র) ইমাম আবু হানীফার রিওয়াতগুলো একত্র করে 'কিতাবুল আছার' সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলন হচ্ছে ঃ জামে সুফিয়ান সাওরী, জামে ইবনুল মুবারক, জামে ইমাম আওযাঈ, জামে ইবনে জুরাইজ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমামগণ যথা ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু ঈসা তিরমিযী, আবু দাঊদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইবনে মাজা (র)-র আবির্ভাব হয় এবং তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে সর্বাধিক সহীহ ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ (সিহাহ সিত্তা) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিঈ তার কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহমাদ তার আল-মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদরাক হাকেম, সুনানু দারি কুতনী, সহীহ ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে খুযায়মা, তাবারানীর আল-মুজাম, নুসান্নাফাত তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানুল কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য গ্রন্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ ওয়াস সুনান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, আল-মুহাল্লা, মাসাবীহুস সুন্নাহ, নাইলুল আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃ.) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞানচর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণীবাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (৭০০ হি.) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং এখানে কুরআন ও হাদীস চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বংগদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ভাণ্ডার আমাদের নিকট পৌঁছেছে এবং ইনশাআল্লাহ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছতে থাকবে।

بسم الله الرحمن الرحيم

সহীহ মুসলিম-এর ভূমিকা
(মুকাদ্দামা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ. وَعَلٰى جَمِيْعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ.

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। মুত্তাকী লোকদের জন্যই রয়েছে শুভ পরিণতি। আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সা) সহ সমস্ত নবী-রাসূলদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

হামদ ও সালাতের পর। আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তোমার স্রষ্টার মহা অনুগ্রহে তুমি আমার একটি এ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গোটা দ্বীন-ইসলাম ও শরীয়তের বিধান (আদেশ-নিষেধ) সংক্রান্ত এবং পুরস্কার ও শাস্তি, উৎসাহ ও ভীতি ইত্যাদি সম্পর্কিত যেসব সহীহ হাদীস অবিচ্ছিন্ন সনদ পরম্পরায় চলে আসছে আর হাদীস বিশারদ মুহাদ্দিসগণ যা অবিরত ধারায় বর্ণনা করে আসছেন– আমি তা একত্রে সংকলন করি। এতে তুমি হাদীসগুলো সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারবে। তোমার আশা আছে– আল্লাহ তাআলা তোমাকে এর মাধ্যমে হেদায়েত দান করবেন।[১]

তুমি আমার কাছে আরো আবেদন করেছিলে যে, আমি যেন এ হাদীসগুলো সংকলন করতে গিয়ে কোনো হাদীসের পুনরাবৃত্তি না ঘটাই এবং সংকলনটি যেন সংক্ষিপ্ত আকারে তৈরী করি। তোমার ধারণা, একই হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঘটলে– তার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করা এবং তা থেকে সূক্ষ্ম মাসআলা বের করা (ইসতিমবাত করা) যে তোমার উদ্দেশ্য– তা ব্যাহত হবে। আল্লাহ তোমাকে মর্যাদাবান করুন। যে মহৎ কাজের জন্য তুমি আমাকে অনুরোধ জানিয়েছো– এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে আমি যে পরিণাম দেখতে পাচ্ছি, ইনশাআল্লাহ তা খুবই চমৎকার, স্থায়ী এবং ফলপ্রসূ। তুমি আমাকে যে কষ্ট স্বীকার করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছ তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি চিন্তা করে দেখেছি, যদি আমার দ্বারা এ কাজ সমাপ্ত হয় এবং আমার শ্রম সার্থক হয় তাহলে সর্বপ্রথম আমিই এর সুফল ভোগ

---

[১] ইমাম মুসলিমের প্রখ্যাত ছাত্র আবু ইসহাক ইবরাহীম তাঁর কাছে একটি উন্নত মানের সহীহ (বর্তমান সহীহ মুসলিম যার যথার্থ রূপ) হাদীস গ্রন্থ সংকলন করার অনুরোধ জানান। তার ফলস্বরূপই ইমাম মুসলিম এই মূল্যবান গ্রন্থ সংকলিত করেন। ভূমিকায় তিনি তাঁর ছাত্রকেই সম্বোধন করেছেন।

করব। কেননা নানা দিক থেকে এ সংকলনের উপকারিতা অনেক ও অধিক। তার আলোচনা করতে গেলে সংকলনের কলেবর বিস্তৃত হয়ে পড়বে।

তবে সংক্ষেপে কথা হচ্ছে, অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করার পরিবর্তে অল্প সংখ্যক হাদীস দৃঢ়তার সাথে এবং বিশুদ্ধভাবে মনে রাখা লোকদের জন্য সহজ। বিশেষ করে সাধারণ লোকেরা এতে বেশী উপকৃত হবে। কারণ তারা অন্যের সাহায্য ছাড়া সহীহ এবং ত্রুটিপূর্ণ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম নয়। কাজেই অবস্থা যখন এই– তখন তাদের জন্য অধিক পরিমাণ দুর্বল হাদীস বর্ণনা করার পরিবর্তে অল্প সংখ্যক সহীহ হাদীস বর্ণনা করাই উত্তম।

অবশ্য একদল লোক ইলমে হাদীসে বিশেষ পারদর্শী এবং হাদীসের ত্রুটিবিচ্যুতি নির্ণয়ে সক্ষম। অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করা, গ্রন্থাবদ্ধ করা এবং একই হাদীসের পুনরুল্লেখ করা তাদের জন্য উপকারে আসবে। এসব লোক নিজেদের মধ্যে নিহিত যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে হাদীসের বিরাট সংকলন থেকে আল্লাহর ইচ্ছায় লাভবান হতে পারবে। পক্ষান্তরে সাধারণ লোকদের জন্য অধিক সংখ্যক হাদীসের খোঁজাখুঁজি করা নিরর্থক। কেননা তারা অল্প সংখ্যক হাদীসের মধ্যেই সহীহ-যঈফ ইত্যাদি নির্ণয়ে অক্ষম।

অতঃপর তোমার অনুরোধে আমি হাদীস সংকলনের কাজে অগ্রসর হব। ইনশাআল্লাহ, একটি শর্ত সামনে রেখেই তা আরম্ভ করবো। আর তা হচ্ছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব হাদীস মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) সনদ পরম্পরায় বর্ণিত হয়ে আসছে আমি কেবল সেগুলোই সংকলন করার সংকল্প করেছি। পুনরায় এ হাদীসগুলোকে আমি পুনরুল্লেখ ছাড়াই তিন শ্রেণীতে ভাগ করবো এবং রাবীদের তিনটি স্তর বিন্যস্ত করবো। তবে যদি কোন হাদীসের পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য হয়ে পড়ে তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। এর দুটি কারণ থাকতে পারে। এক, পরবর্তী বর্ণনায় কিছু অতিরিক্ত শব্দ বা কথা আছে। দুই, কোন কারণে সনদের সমর্থনে আরেকটি সনদ আসতে পারে। এক্ষেত্রে হাদীসের পুনরাবৃত্তি হবে। কেননা একটি বর্ধিত শব্দ একটি পূর্ণ হাদীসের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দরুন তা পুনর্বার উল্লেখ করা দরকার। অথবা যদি সম্ভব হয় তাহলে আমরা এই বর্ধিত অংশটুকু সংক্ষিপ্ত আকারে গোটা হাদীস থেকে আলাদা করে বর্ণনা করবো। তবে অনেক সময় গোটা হাদীস থেকে বর্ধিত শব্দ বা অংশ পৃথক করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় পূর্ণ হাদীসটির পুনরাবৃত্তি করাই সবচেয়ে নিরাপদ। অবশ্য যদি আমরা গোটা হাদীস থেকে অতিরিক্ত অংশ পৃথকভাবে বর্ণনা করতে এবং পূর্ণ হাদীসটির পুনরুল্লেখ না করে পারি তাহলে কেবল সনদ সহকারে অতিরিক্ত অংশটুকুই বর্ণনা করবো।

প্রথম শ্রেণীর মধ্যে আমরা এমন হাদীস বর্ণনা করবো যেগুলো সর্বপ্রকারের দোষত্রুটি থেকে মুক্ত। তার কারণ এর বর্ণনাকারীগণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান, ন্যায়পরায়ণ, আস্থাভাজন এবং নিষ্কলুষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাদের বর্ণনার মধ্যে কঠোর মতবিরোধও নেই এবং সুস্পষ্ট গরমিলও নেই, যেমন অনেক রাবীর বর্ণনায় এই ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। আর এটা তাদের বর্ণনার মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রকাশও পেয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা এমন রাবীদের হাদীস বর্ণনা করবো যারা প্রথম স্তরের রাবীদের অনুরূপ স্মৃতিশক্তি ও সুখ্যাতির অধিকারী নন এবং তাদের মত শক্তিশালী রাবীও নন। তারা যদিও প্রথম স্তরের রাবীদের সমান মর্যাদাসম্পন্ন নন কিন্তু তাদের দোষত্রুটি প্রকাশ পায়নি বা গোপন রয়েছে। তারা সত্যবাদী এবং হাদীসের রাবী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। হাদীস বিশারদগণ তাদের দোষারোপ করেননি এবং মিথ্যাবাদিতার দোষে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের বর্ণনা পরিত্যাগ করেননি। বরং তাদের কাছে নির্দ্বিধায় ইল্‌ম অর্জন করেছেন। যেমন আতা ইবনে সায়েব, ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ ও লাইস ইবনে আবু সুলাইম। এ ধরনের রাবীগণ যদিও জ্ঞান, চরিত্র ও যোগ্যতার দিক থেকে আলেমদের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, কিন্তু তাদের সমকালীন সিকাহ্ রাবীদের সমতুল্য মর্যাদার অধিকারী নন। বিশেষজ্ঞদের নিকট এটা (স্মৃতিশক্তি ও বিশ্বস্ততা) উন্নত মর্যাদা ও উত্তম বৈশিষ্ট্যের মাপকাঠি।

তুমি কি দেখছো না, তুমি যদি এ তিনজনকে অর্থাৎ আতা, ইয়াযীদ ও লাইসকে মানসুর ইবনে মু'তামির, সুলাইমানুল আ'মাশ ও ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদের সাথে হাদীস সংরক্ষণে দৃঢ়তা ও মজবুতির মানদণ্ডে তুলনা কর– তাহলে এদেরকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক স্থানে দেখতে পাবে। তারা মানসুর, আ'মাশ ও ইসমাঈলের কাছেও পৌঁছতে পারবেন না। এতে সন্দেহ নেই যে, বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মানদণ্ডে মানসুর, আ'মাশ ও ইসমাঈলের স্মৃতিশক্তি ও বিশ্বস্ততা উতরে গেছে। কিন্তু আতা, ইয়াযীদ ও লাইসের ক্ষেত্রে এরূপ দেখা যায়নি।

যদি তুমি দু'জন সমকালীন রাবী যেমন, ইবনে আওন ও আইউব সুখতিয়ানীকে আওফ ইবনে জামীলা ও আশ'আস হামরানীর সাথে তুলনা কর, তবে তুমি উচ্চ মর্যাদা ও নির্ভুল বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান দেখতে পাবে। অথচ ইবনে আওন ও আইউব যেমন হাসান বসরী ও ইবনে সীরীনের ছাত্র, অনুরূপভাবে আওফ এবং আশ'আসও তাদের উভয়ের ছাত্র। যদিও আওফ এবং আশ'আস উভয়েই বিশেষজ্ঞদের মতে সত্যনিষ্ঠ ও আমানতদার, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের কাছে আসল অবস্থাটা হচ্ছে মর্যাদার পার্থক্য।

আমরা এখানে কয়েকজন রাবীর নাম উল্লেখ করে উদাহরণ টেনেছি। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে যে মর্যাদাগত ও যোগ্যতার পার্থক্য রয়েছে তা যে ব্যক্তির জানা নেই– উল্লিখিত দৃষ্টান্ত তার জন্য পথনির্দেশ হিসাবে কাজ করবে। উচ্চমর্যাদা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য মর্যাদা থেকে খাটো করে দেখা হবে না এবং কম যোগ্যতা ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য মর্যাদার ওপরে স্থান দেয়া হবে না। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে– প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অধিকার দান করা এবং স্ব স্ব মর্যাদায় বহাল রাখা। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ مَعَ مَا نَطَقَ بِهِ الْقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى ذِكْرُهُ: وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ.

অর্থ ঃ প্রতিটি লোককে তার স্ব-মর্যাদায় বহাল রাখার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন থেকেও একথা প্রমাণিত। যেমন, এর সমর্থনে মহান আল্লাহর বাণী, "প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপর রয়েছেন এক মহাজ্ঞানী"। (সূরা ইউসুফ ঃ ৭৫ : ৬)

তোমাদের দাবী অনুযায়ী আমরা পূর্বে উল্লেখিত শর্ত সামনে রেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস সংকলন করবো। কিন্তু হাদীস বিশারদ সবাই অথবা তাদের অধিকাংশ যেসব রাবীর সমালোচনা করেছেন, তাদের দোষত্রুটি নির্দেশ করেছেন অথবা তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছেন– আমরা এদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকব। যেমন– আবদুল্লাহ ইবনে মিসওয়ার, আবু জাফর মাদায়েনী, আমর ইবনে খালিদ, আবদুল কুদ্দুস শামী, মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ মাসলুব, গিয়াস ইবনে ইবরাহীম, সুলাইমান ইবনে উমার, আবু দাউদ নাখঈ এবং তাদের অনুরূপ রাবীগণ। এদের বিরুদ্ধে ভুয়া হাদীস বর্ণনা করার এবং মনগড়া হাদীস রচনার অভিযোগ আনা হয়েছে। অনুরূপভাবে যাদের বর্ণনাসমূহ মুনকার (নির্ভরযোগ্য বর্ণনার পরিপন্থী) অথবা ভুল প্রমাণিত হয়েছে, তাদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা থেকেও আমরা বিরত থাকব।

ইমাম মুসলিম মুনকার হাদীসের সংজ্ঞায় বলেছেন ঃ

وَعَلاَمَةُ الْمُنْكَرِ فِيْ حَدِيْثِ الْمُحَدِّثِ إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُه لِلْحَدِيْثِ عَلى رِوَايَةِ غَيْرِه مِنْ أَهلِ الْحِفظِ وَالرِّضى خَالَفَتْ رِوَايَتُه رِوَايَتَهُمْ أَوْلَمْ تَكَدْ تُوَافِقُهَا فَإِذَا كَانَ الأَغْلَبُ مِنْ حَدِيْثِه كَذَالِكَ كَانَ مَهْجُوْرَ الْحَدِيْثِ غَيْرَ مَقْبُوْلِه وَلاَمُسْتَعْمَلِه.

অর্থাৎ মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) হাদীসের চিহ্ন হচ্ছে এই যে, কোন রাবীর বর্ণনাকে যদি কোন স্মৃতিশক্তির অধিকারী এবং সর্বজন-মান্য রাবীর বর্ণনার সাথে তুলনা করা হল, তাহলে দেখা যায়– প্রথমোক্ত রাবীর বর্ণনাটি শেষোক্ত রাবীর বর্ণনার সম্পূর্ণ বিরোধী; অথবা সামান্য মিল থাকলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গরমিল রয়েছে। এমতাবস্থায় ঐ হাদীসকে মুনকার হাদীস বলা হয়। সুতরাং যদি তার অধিকাংশ বর্ণনারই অবস্থা ঐরূপ হয়, তাহলে তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্যও নয়, বরং ব্যবহারযোগ্যও নয়।[২]

এ পর্যায়ের রাবীদের মধ্যে রয়েছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাররার, ইয়াহইয়া ইবনে আবু উনাইসা, আল-জাররাহ ইবনে মিনহাল আবুল আতওয়াফ, আব্বাদ ইবনে কাসীর, হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুমাইরা, উমার ইবনে সুবহান এবং তাদের অনুরূপ বর্ণনাকারীগণ। এরা মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরিণামে আমরা এ ধরনের রাবীদের হাদীসের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবো না এবং তাদের হাদীস বর্ণনা করবো না।

---

[২] ইমাম মুসলিমের সংজ্ঞা অনুযায়ী সিকাহ রাবীর বর্ণনার পরিপন্থী বর্ণনাকে মুনকার হাদীস বলে। উসূলে হাদীসবিদদের মতে, দুই যঈফ রাবীদের বর্ণনার মধ্যে তুলনা করলে যেটি অপেক্ষাকৃত অধিক দুর্বল বলে প্রতীয়মান হয় তাকে মুনকার হাদীস বলে।

একক রাবীর বর্ণনা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ যে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাদের যে মাযহাব জানা গেছে তা হচ্ছে– যে হাদীসটি কেবল একজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তিনি যদি সিকাহ এবং হাফেজ রাবীদের বর্ণনায় পূর্ণত অথবা অংশত শরীক থাকেন এবং তার কোন কোন বর্ণনা যদি হুবহু তাদের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়– তাহলে তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা যাবে। অতঃপর যদি তার বর্ণিত হাদীসে কিছু অতিরিক্ত শব্দ বা কথা থাকে যা তার সহকর্মীদের বর্ণনায় নেই– তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে ইমাম যুহরীর স্থান এবং মর্যাদা অনেক উর্ধে। তাঁর অসংখ্য ছাত্র ছিল। তাদের সবাই হাফেজ এবং শক্তিশালী রাবী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তারা তাঁর ও অপরাপর মুহাদ্দিসের হাদীসসমূহ নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে, ইমাম যুহরী ও হিশাম ইবনে উরওয়ার হাদীসগুলো হাদীস বিশারদদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। আর তাদের উভয়ের ছাত্ররা কোন রকম মতবিরোধ ব্যতিরেকে তাদের হাদীসগুলো সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এমতাবস্থায় যদি তুমি দেখ, কোন ব্যক্তি তাদের উভয়ের (যুহরী ও হিশাম) থেকে অথবা তাদের কোন একজনের কাছ থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করার দাবী করে, যে সম্পর্কে তাদের ছাত্ররা অবহিত নন, তাছাড়া সে তাদের কারো সাথে কোন সহীহ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শরীকও নয়– এদের লোকদের বর্ণিত হাদীস কখনো গ্রহণযোগ্য নয়।

আমরা হাদীস ও হাদীস বর্ণনাকারীদের কয়েকটি মৌলিক সূত্র বর্ণনা করলাম। যে ব্যক্তি মুহাদ্দিসগণের পথ অনুসরণ করার ইচ্ছা পোষণ করে এবং আল্লাহ তাআলা যাকে এ পথে চলার তৌফিক দান করেন– সে যেন এদিকে বিশেষ নজর রাখে। ইনশাআল্লাহ আমরা যখন উপযুক্ত স্থানে মুআল্লাল হাদীস সম্পর্কে বর্ণনা করবো, তখন আমরা এ সম্পর্কে আরো বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়াস পাব। আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। যেসব লোক নিজেদের মুহাদ্দিস বানিয়ে নিয়েছে, আমরা তাদের কাজ দেখতে পাচ্ছি। তারা জানে এবং স্বীকার করে যে, তারা সাধারণ মানুষের কাছে এমন অনেক হাদীস বর্ণনা করে যা মুনকার। তাদের এসব মুনকার হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকা উচিত। যেসব সহীহ এবং প্রসিদ্ধ হাদীস সর্বজন-মান্য, নিষ্ঠাবান, ন্যায়পরায়ণ, সিকাহ রাবীগণ বর্ণনা করেছেন– তাদের কেবল এ হাদীসগুলোই বর্ণনা করা উচিত। এসব মহান রাবীদের মধ্যে রয়েছেন মালেক ইবনে আনাস, শো'বা ইবনে হাজ্জাজ, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান, আবদুর রাহমান ইবনে মাহদী প্রমুখ ইমামগণ।

কেবল তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে সহীহ হাদীসগুলো বাছাই করার কষ্ট স্বীকার করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। কিন্তু যখন আমি জানতে পারলাম যে, তথাকথিত মুহাদ্দিসরা সাধারণ লোকদের মধ্যে এ ধরনের মিথ্যা এবং মুনকার হাদীসগুলো ছড়িয়ে দিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে– তখন তোমার অনুরোধে সাড়া দেয়া আমার জন্য আরো সহজ হয়ে গেল।

অনুচ্ছেদ ঃ ১

নির্ভরযোগ্য (সিকাহ্) রাবীদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করা এবং মিথ্যুক রাবীদের প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব।

জেনে রাখ, যেসব লোক সহীহ এবং নির্ভুল হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম এবং নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য রাবীদের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা রাখে, তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হচ্ছে, তারা কেবল এমন হাদীস বর্ণনা করবেন যেগুলোর উৎস সহীহ এবং তার রাবীগণও নির্দোষ প্রমাণিত। অপরদিকে, তারা এমন হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকবেন যেগুলো অভিযুক্ত ও বিদআতী লোকদের থেকে বর্ণিত। আমরা যে কথা বললাম এর সমর্থনে এমন এক মজবুত দলীল উপস্থাপন করবো যা মেনে নেয়া অপরিহার্য এবং তার বিরোধিতা করার মত ধৃষ্টতা প্রদর্শন করার কোন সুযোগ নেই। তা হচ্ছে মহান আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ.

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ, যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসে তবে তোমরা তার সত্যতা যাচাই করে নাও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশতঃ কোন মানব গোষ্ঠীর ক্ষতি সাধন করে বসবে আর পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হবে"। (সূরা হুজুরাত : ৬)

অপর এক আয়াতে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন ঃ

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

অর্থ ঃ "তোমাদের পছন্দমত সাক্ষী নিযুক্ত কর"। (সূরা বাকারা : ২৮২)

তিনি আরো বলেন ঃ

وَأَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ.

"তোমাদের মধ্যকার দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী বানাবে"। (সূরা তালাক : ২)

কাজেই এসব আয়াত থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, ফাসেক ব্যক্তির খবর বাতিল এবং গ্রহণের অযোগ্য। এবং যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ নয় তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত। (এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, উল্লিখিত আয়াতগুলোতে সাক্ষ্য (শাহাদাত) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে হাদীসের রেওয়ায়েত। সুতরাং রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য সম্পর্কিত আয়াতের অবতারণা করা হল কেন?)

রেওয়ায়েত ও শাহাদাত বিভিন্ন কারণে যদিও পৃথক জিনিস এবং এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু এ দু'টি শব্দ একটি ব্যাপক অর্থের মধ্যে এক ও অভিন্ন। বিশেষজ্ঞদের কাছে ফাসিক ব্যক্তির খবর যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি তার শাহাদাত বা সাক্ষ্যও সবার নিকট

প্রত্যাখ্যাত। বস্তুত আল-কুরআন যেভাবে ফাসিকের খবর পরিত্যাজ্য বলেছে– অনুরূপভাবে সুন্নাতে রাসূল তথা হাদীস থেকে মুনকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করাও নাজায়েয বলে প্রমাণিত। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يُرى أَنَّه كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ.

"যে ব্যক্তি জেনেশুনে আমার নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে সে মিথ্যাবাদীদের একজন"।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যা আরোপ করা মারাত্মক অপরাধ।

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالاَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذلِكَ.

মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) ও সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐরূপ অর্থাৎ উপরে বর্ণিত হাদীস বলেছেন।

عَنْ رِّبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّه سَمِعَ عَلِيًّا يَخْطُبُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَكْذِبُوْا عَلَيَّ فَإِنَّه مَنْ يَكْذِبْ عَلَىَّ يَلِجُ النَّارَ.

রিব্ঈ ইবনে হিরাশ থেকে বর্ণিত। তিনি আলীকে (রা) এক ভাষণে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না, কেননা যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে সে জাহান্নামে যাবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنَّه لَيَمْنَعَنِيْ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيْثًا كَثِيْرًا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَىَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّءُ مَقْعَدَه مِنَ النَّارِ.

আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কাছে অধিক পরিমাণে হাদীস বর্ণনা করা থেকে যে জিনিস আমাকে বিরত রাখে তা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে সে যেন নিজের বাসস্থান আগুনে (জাহান্নামে) নির্ধারণ করে নেয়।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَذِبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَه مِنَ النَّارِ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জেনে-শুনে আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন আগুনে তার বাসস্থান ঠিক করে নেয়।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيُّ قَالَ أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُغِيْرَةُ أَمِيْرُ الْكُوْفَةِ قَالَ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَه مِنَ النَّارِ.

আলী ইবনে রাবীআতুল ওয়ালেবী বলেন, একদা আমি (কুফার) জামে মসজিদে এলাম। এ সময় মুগীরা (রা) কুফার গভর্নর ছিলেন। রাবী বলেন, মুগীরা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার ওপর মিথ্যা আরোপ এবং তোমাদের কারো প্রতি মিথ্যা আরোপ করা এক কথা নয়। যে ব্যক্তি জেনে-শুনে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে সে যেন আগুনে (জাহান্নামে) তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।

عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِه وَلَمْ يَذْكُرْ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ.

মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন, তবে "আমার প্রতি মিথ্যা বলা আর তোমাদের কারোর প্রতি মিথ্যা বলা সমান কথা নয়"– এ বাক্যটি তিনি উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

প্রত্যেক শোনা কথা (যাচাই না করে) বলে বেড়ানো নিষেধ।

عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

হাফ্স ইবনে আসিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে (যাচাই ব্যতীত) তাই বলে বেড়ায়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذٰلِكَ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ أَطْيَبُ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

আবু উস্‌মান নাহ্‌দী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই বলে বেড়ায়।

أَخْبَرَنَا إِبْنُ وَهَبٍ قَالَ قَالَ لِيْ مَالِكٌ إِعْلَمْ أَنَّه لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ وَلَايَكُوْنُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

ইবনে ওহাব বলেন, ইমাম মালিক (র) আমাকে বলেছেন, একথা খুব ভালোভাবে জেনে নাও, যদি কোন ব্যক্তি যা শোনে তাই বলে বেড়ায় তবে সে মিথ্যা থেকে নিরাপদ নয়। আর যে ব্যক্তি (যাচাই করা ছাড়া) শোনা কথা বলে বেড়ায় সে কখনো ইমাম (নেতা) হওয়ার যোগ্য নয়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ بِحَسْبِ الْمِرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أن يُحَدِّثَ بِكُلِ! مَاسَمِعَ.

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তির মিথ্যা বলার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে শোনা কথা বলে বেড়ায়।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنى قَالَ عَبْدَ الرَّحْمن بْنِ مَهْدِى يَقُولُ لاَ يَكُوْنُ الرَّجُلُ إمَامًا يُقْتَدى به حَتّى يُمْسِكَ عَنْ بَعْضِ مَا سَمِعَ.

আবদুর রাহমান ইবনে মাহ্দী বলেন, কোনো ব্যক্তি অনুসরণযোগ্য ইমাম (নেতা) হতে পারবে না, যে পর্যন্ত সে বাজে শোনা কথা থেকে বিরত না থাকবে।

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ أيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ إنِّىْ أرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ بِعِلْمِ الْقُرْانِ فَاقْرأْ عَلَىَّ سُوْرَةً وَّفَسِّرْهَا حَتّى أنْظُرَ فِيْمَا عُلِمْتَ. قَالَ فَفَعَلْتُ فَقَالَ لِىْ إحْفَظْ عَلَىَّ مَا أقُوْلُ لَكَ إيَّاكَ وَالشَّنَاعَةَ فِىْ الْحَدِيْثِ فَإنَّه قَلَّ مَاحَمَلَهَا أحَدٌ إلاَّ ذَلَّ فِىْ نَفْسِه وَكُذِّبَ فِىْ حَدِيْثِه.

সুফিয়ান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়াস ইবনে মুআবিয়া আমাকে বললেন, অবশ্যই আমি দেখেছি যে, তুমি কুরআন সম্পর্কীয় ইল্‌ম (জ্ঞান) অর্জন যথেষ্ট (তাক্‌লীফ) পরিশ্রম করছো। সুতরাং তুমি আমাকে একটি সূরা পড়ে শোনাও এবং তার ব্যাখ্যা করো। এতে আমি অনুমান করতে পারবো তুমি কি পরিমাণ ইল্‌ম হাসিল করেছো। সুফিয়ান বলেন, আমি তা করলাম। অতঃপর আয়াস আমাকে বললেন, আমি তোমাকে যা কিছু নসিহত করছি, তা ভালোভাবে স্মরণ রাখো। তা হচ্ছে এই ঃ তুমি নিজেকে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করা থেকে রক্ষা করো, কেননা যে কেউ এ কাজ করেছে, সে নিজেকে লাঞ্ছিত করেছে এবং মানুষের কাছে তার হাদীস মিথ্যা বলে দুর্নাম অর্জন করেছে।

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أنّ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَا أنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيْثًا لاَتَبْلُغُه عُقُوْلُهُمْ إلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً.

উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ যখন তুমি কোনো সম্প্রদায়ের কাছে এমন কোনো হাদীস বর্ণনা করবে, যা তাদের জ্ঞানের বহির্ভূত, তখন তা তাদের কারোর কারোর পক্ষে ফিৎনা (বিপর্যয়) হয়ে দাঁড়াবে। (অর্থাৎ লোকদেরকে তাদের জ্ঞানের পরিধি অনুযায়ী কথা শোনানো উচিত, অন্যথায় সত্য ও নির্ভুল কথাও অনেক সময় মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।)

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

দুর্বল (যঈফ) রাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করা নিষিদ্ধ এবং হাদীস গ্রহণে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّه قَالَ سَيَكُوْنُ فِيْ اخِرِ أُمَّتِيْ أُنَاسٌ يُحَدِّثُوْنَكُمْ بِمَالَمْ تَسْمَعُوْا أَنْتُمْ وَلَاآبَائُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শেষ যমানায় আমার উম্মাতের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা লোকদেরকে এমন এমন কথা (হাদীস) শোনাবে, যা তোমরা কিংবা তোমাদের বাপ-দাদারা কখনও শোনেনি। অতএব তোমরা তাদের সংসর্গ থেকে দূরে থাকো এবং তাদেরকেও তোমাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখো।

وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ شُرَيْحٍ أَنَّه سَمِعَ شَرَاحْبِيْلَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ أَخْبَرَنِيْ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّه سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَكُوْنُ فِيْ اخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَأْتُوْنَكُمْ مِنَ الأَحَادِيْثِ بِمَالَمْ تَسْمَعُوْا أَنْتُمْ وَلَاآبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَايُضِلُّوْنَكُمْ وَلَايَفْتِنُوْنَكُمْ.

মুসলিম ইবনে ইয়াসার আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শেষ যমানায় কিছু সংখ্যক প্রতারক (দাজ্জাল) মিথ্যাবাদী লোকের আবির্ভাব ঘটবে, তারা তোমাদের কাছে এসে এমন সব হাদীস বর্ণনা করবে, যা কখনও তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা শোনেনি। সুতরাং তাদেরকে তোমাদের থেকে এবং তোমাদেরকে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখো, যেন তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট এবং বিভ্রান্ত করতে না পারে।

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِيْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُوْنَ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ رَجُلاً أَعْرِفُ وَجْهَه وَلَا أَدْرِيْ مَا إِسْمُه يُحَدِّثُ.

আমের ইবনে আবদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন ঃ শয়তান মানুষের আকৃতিতে লোকদের কাছে এসে মনগড়া হাদীস বর্ণনা করে।

পরে লোকেরা সেখান থেকে আলাদা হয়ে চলে যায়, অতঃপর তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে, আমি এমন এক ব্যক্তিকে হাদীস বলতে শুনেছি, তার মুখ দেখলে চিনবো কিন্তু তার নাম কি তা জানি না।[৩]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ إِنَّ فِيْ الْبَحْرِ شَيَاطِيْنَ مَسْجُوْنَةً أَوْثَقَهَا سُلَيْمَانُ يُوْشِكُ أَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ قُرْاٰنًا.

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সমুদ্রের মধ্যে বহু সংখ্যক শয়তান বন্দী অবস্থায় আছে, হযরত সুলাইমান (আ) এগুলোকে বন্দী করেছেন। অচিরেই এরা সেখান থেকে বের হয়ে এসে লোকদেরকে কুরআন পাঠ করে শোনাবে।[৪]

عَنْ طَاؤُسٍ قَالَ جَاءَ هٰذَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِيْ بُشَيْرَبْنَ كَعْبٍ وَجَعَلَ يُحَدِّثُه قَالَ لَه إِبْنُ عَبَّاسٍ عُدْ لِحَدِيْثِ كَذَا وَكَذَا فَعَادَلَه ثُمَّ حَدَّثَه فَقَالَ لَه عُدْ لِحَدِيْثِ كَذَا وَكَذَا فَعَادَ لَه فَقَالَ لَه مَاأَدْرِىْ أَعَرَفْتَ حَدِيْثِيْ كُلَّه وَأَنْكَرْتَ هٰذَا أَمْ أَنْكَرْتَ حَدِيْثِيْ كُلَّه وَعَرَفْتَ هٰذَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكَذَبُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذُّلُوْلَ تَرَكْنَا الْحَدِيْثَ عَنْهُ.

তাউস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি অর্থাৎ বুশাঈর ইবনে কা'ব, ইবনে আব্বাসের (রা) নিকট এসে হাদীস বর্ণনা করতে লাগলো। ইবনে আব্বাস (রা) তাকে বললেন, অমুক অমুক হাদীস আবার পড়ো। তিনি পুনরায় সেগুলো পড়লেন। এরপর তিনি আরো কিছু হাদীস তাকে শোনালেন। ইবনে আব্বাস (রা) তাকে বললেন, অমুক অমুক হাদীস পুনরায় পড়ো। তিনি আবার পড়লেন। অতঃপর তিনি (বুশাইর) ইবনে আব্বাসকে (রা) বললেন, আমি বুঝতে পারলাম না, আপনি কি আমার বর্ণিত ঐ ক'টি হাদীস অগ্রাহ্য করে অবশিষ্ট হাদীসগুলোর স্বীকৃতি দান করলেন, না কি ঐ ক'টি হাদীসকে স্বীকৃতি দিয়ে বাকী সমস্ত হাদীস প্রত্যাখ্যান করলেন? ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করতাম যখন তাঁর নামে

---

[৩] অর্থাৎ কোনো কোনো ব্যক্তির ওপর শয়তানী ধ্যান-ধারণা প্রবল হয়, ফলে নিজের প্রবৃত্তির পূজারী হয়ে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করতে থাকে। এ কারণেই উলামায়ে কেরাম হাদীসের সনদ বর্ণনা করা অপরিহার্য শর্ত হিসেবে গণ্য করেছেন।

[৪] এটা একটি উদাহরণ মাত্র। অর্থাৎ হযরত সুলাইমান (আ) মানুষের ন্যায় জিনদের ওপরও রাজত্ব করেছেন। ফলে শয়তানও তাঁর অধীনে ছিল। সুতরাং পরবর্তীকালে যারা মিথ্যা ও অবান্তর হাদীস বর্ণনা করবে, সেই কয়েদকৃত শয়তানের সাথে তাদের সাদৃশ্য পেশ করা হয়েছে। যেন তারা ওখান থেকে ছুটে এসেই মানুষকে ফিতনা ও বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তাই সনদবিহীন হাদীস আলেমদের কাছে অগ্রাহ্য।

মিথ্যা হাদীস রচনা করা হতো না। কিন্তু এখন লোকেরা যখন কঠিন ও নরম উভয় পথে[৫] চলা আরম্ভ করেছে তখন আমরা হাদীস বর্ণনা করা ছেড়ে দিয়েছি।[৬]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيْثَ وَالْحَدِيْثُ يُحْفَظُ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ فَأَمَّا إِذَارَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَذَلُوْلٍ فَهَيْهَاتَ.

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণ করতাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকেই হাদীস সংরক্ষণ করা হতো। কিন্তু যখন তোমরা প্রত্যেক শক্ত ও নরম পথে চলা আরম্ভ করেছো তখন তোমাদের সেই মর্যাদা আর থাকল না।[৭]

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ جَاءَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ الْعَدَوِىُّ إِلَى ابْنُ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَايَأْذَنَ لِحَدِيْثِهِ وَلَايَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَاابْنَ عَبَّاسٍ مَالِىْ لَاأَرَاكَ تَسْمَعَ لِحَدِيْثِىْ أُحَدِّثُ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَاتَسْمَعُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَاسَمِعْنَا رَجُلًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِاذَانِنَا فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَةَ وَالذُّلُوْلَ لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ مَانَعْرِفُ.

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। একদা বুশাঈর ইবনে কা'ব, আল-আদবী' ইবন আব্বাসের (রা) নিকট এসে হাদীস বর্ণনা করতে লাগলেন। 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন' বলে হাদীস বর্ণনা করলেন। মুজাহিদ বলেন ঃ ইবনে আব্বাস (রা) তার হাদীসের প্রতি কর্ণপাতও করলেন না এবং তার দিকে দৃষ্টিপাতও করলেন না। তখন বুশাঈর বললেন, হে ইবনে আব্বাস! কি হলো, আমি আপনাকে আমার হাদীসের প্রতি কর্ণপাত করতে দেখছিনা কেন? আমি আপনাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শোনাচ্ছি, আর আপনি তা শুনছেন না। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, এক সময় আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন আমরা শুনতাম কোনো ব্যক্তি বলছে– "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেছেন"– তখনই তার দিকে আমাদের চোখ উঠতো এবং সেদিকে আমরা আমাদের কান লাগিয়ে মন সংযোগ করতাম। কিন্তু যখন লোকেরা কঠিন ও নরম

---

[৫] কঠিন ও নরম পথে চলা অর্থ সত্য-মিথ্যা উভয় প্রকারের হাদীস বর্ণনা করা।

[৬] অর্থাৎ এক সময় এমন ছিল যে, হাদীসের মধ্যে মিথ্য বর্ণনা অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। আর এখন তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। কাজেই যাচাই-বাছাই ছাড়াই প্রত্যেক হাদীসকে এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বলা সহজ ব্যাপার নয়।

[৭] অর্থাৎ আমরা সাহাবীরা সবই নির্দ্বিধায় নিখুঁত হাদীস বর্ণনাকারী গণ্য হয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তী কালের লোকদের মধ্যে ভালো-মন্দ ও সত্য-মিথ্যা হরেক রকমের হাদীস বর্ণনা করার প্রবণতা দেখা দেয়ায় আমি হাদীস বর্ণনা করা ছেড়ে দিয়েছি।

পথে চলা আরম্ভ করেছে, তখন থেকে আমরা পাইকারীভাবে সমস্ত হাদীস গ্রহণ করি না, বরং শুধু এমন হাদীস গ্রহণ করি যেগুলো আমরা চিনি।

عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ كتبت إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُه أَنْ يَكْتُبَ لِيْ كِتَابًا وَيَخْفِي عَنِّيْ فَقَالَ وَلَدٌ نَاصِحٌ أَنَا أَخْتَارُلَهُ الأُمُوْرَ اِخْتِيَارًا وَأَخْفِي عَنْهُ. قَالَ فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ وَيَمُرُّبِه الشَّيْءُ فَيَقُوْلُ وَاللّهِ مَاقَضى بِهذَا عَلِيٌّ إِلاَّ أَنْ يَّكُوْنَ ضَلَّ.

ইবনে আবু মুলাইকা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসের (রা) নিকট লিখে পাঠালাম, তিনি যেন আমাকে একখানা কিতাব লিখে দেন, কিন্তু তন্মধ্যে মতবিরোধ ও ফিতনা সৃষ্টিকারী কথার যেন উল্লেখ না করা হয়। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, 'ছেলেটি কল্যাণকামী ও হুঁশিয়ার।' আমি তার জন্য কিছু কথা পছন্দ করে লিখে পাঠাবো এবং ফিতনা সৃষ্টিকারী কথা গোপন করবো। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আলীর (রা) ফতোয়া চেয়ে আনালেন। তিনি তা থেকে কিছু কথা লিখলেন আর কিছু অংশ দেখে বললেন, আল্লাহর শপথ, আলী (রা) এরূপ ফায়সালা করেননি। যদি তিনি এরূপ করে থাকেন তাহলে তিনি পথ হারিয়ে ফেলেছেন (ভুল করেছেন)।[৮]

عَنْ طَاؤُس قَالَ أُتِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيْهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ فَمَحَاهُ إِلاَّ قَدْرَه وَاَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِذِرَاعِه.

তাউস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাসের নিকট একখানা কিতাব আনা হলো। এর মধ্যে ছিলো আলীর (রা) ফতোয়া। ইবনে আব্বাস (রা) তা থেকে সামান্য কিছু বহাল রেখে অবশিষ্ট সবটুকু মুছে দিলেন। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা তা বর্ণনা করার সময় নিজের হাতের দিকে ইংগিত করলেন (দেখালেন মাত্র এক হাত পরিমাণ অংশ তিনি বহাল রেখেছেন)।

عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ قَالَ لَمَّا اَحْدَثُوْا تِلْكَ الأَشْيَاءَ بَعْدَ عَلِيٍ قَالَ رَجُلٌ أَصْحَابِ عَلِيٍّ قَاتَلَهُمُ اللهُ اَىَّ عِلْمٍ أَفْسَدُوْا.

আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলীর (রা) মৃত্যুর পর লোকেরা যখন এসব নতুন কথা আবিষ্কার করে (তার নামে হাদীস বর্ণনা করে), তখন তাঁর এক ছাত্র আক্ষেপের সাথে বললেন, আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন। কী চমৎকার ইল্‌মকে এরা বিকৃত করে দিয়েছে।

---

[৮] হযরত আলীর ওফাতের পর তারা তাঁর ফতোয়ার মধ্যে নিজেদের খেয়ালখুশী মতো কিছু কিছু সংযোজন করেছে, যা দীন ও শরীয়তের মধ্যে ছিল না। প্রকৃতপক্ষে হযরত আলী গোমরাহ ছিলেন না। তাই দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, সংযোজিত অংশগুলো আলীর (রা) পক্ষ থেকে ছিল না। সুতরাং সাব্যস্ত হলো, এমন মিথ্যা কথা যে বলে সে গোমরাহ।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خُشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ يَقُوْلُ لَمْ يَكُنْ يُصَدِّقُ عَلَى عَلِيٍّ فِيْ الْحَدِيْثِ عَنْهُ إِلاَّ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ.

মুগীরা (রা) বলেন, যেসব লোক আলীর (রা) উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীস বর্ণনা করত– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) ছাত্রর তার সত্যতা স্বীকার না করলে তা গ্রহণ করা হতো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

হাদীসের সনদ বর্ণনা করা দীনের অন্তর্ভুক্ত। নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) রাবী ছাড়া রেওয়ায়েত গ্রহণ করা উচিত নয়। আর রাবীদের দোষক্রটি তুলে ধরা শুধু জায়েযই নয়, বরং ওয়াজিব। এটা করা গীবত নয় যা হারাম করা হয়েছে। বরং এটা হচ্ছে দীনের বিধান থেকে ক্ষতিকারক বস্তুগুলোকে দূরে সরিয়ে তাকে নিখুঁত ও বিশুদ্ধ করা, যা অতীব প্রয়োজনীয় কাজ।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ إِنَّ هذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ.

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (তাবেঈ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই এই ইল্‌ম (ইল্‌মে হাদীসের সনদ) দীনের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তোমরা কার নিকট থেকে তোমাদের দীন গ্রহণ করছো তা ভালো করে দেখে নাও।

عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ لَمْ يَكُوْنُوْا يَسْأَلُوْنَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوْا سَمُّوْالَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرَ إِلى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذَ حَدِيْثُهُمْ وَيُنْظَرَ إِلى أَهْلِ الْبِدَاعِ فَلاَيُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ.

ইবনে সীরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন এক সময় ছিল যখন লোকেরা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো না। কিন্তু পরে যখন ফিৎনা দেখা দিলো তখন লোকেরা হাদীস বর্ণনাকারীদের বললো, তোমরা কোন্ ব্যক্তির নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করছো আমাদের কাছে তাদের নাম বর্ণনা করো। তাতে দেখা যাবে তারা আহলে সুন্নাত কি না? যদি তারা এই সম্প্রদায়ের হয় তাহলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে। আর যদি দেখা যায় তারা বিদআতী তাহলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না।

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسى قَالَ لَقِيْتُ طَاوُسًا فَقُلْتُ حَدَّثِنِيْ فُلاَنٌ كَيْتَ وَكَيْتَ قَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ.

সুলাইমান ইবনে মূসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাউসকে বললাম, অমুক ব্যক্তি আমাকে এরূপ এরূপ হাদীস শুনিয়েছে। তিনি বললেন, যদি তোমার সাথী নির্ভরযোগ্য হয় তাহলে তার থেকে হাদীস গ্রহণ করো।

عَنْ سُلَيْمَانَ بْن مُوْسى قَالَ قُلْتُ لِطَاؤُسٍ إنَّ فُلاَنًا حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا قَالَ إنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيّاً فَخُذْ عَنْهُ.

সুলাইমান ইবনে মূসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাউসকে বললাম, অমুক ব্যক্তি আমাকে এই এই হাদীস বলেছে। তিনি বললেন, তোমার সঙ্গী যদি নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে তার থেকে গ্রহণ করো।

عَن ابْن أبِيْ الزِّنَادِ عَنْ أبِيْهِ قَالَ أدْرَكْتُ بِالْمَدِيْنَةِ مِائَةً كُلُّهُمْ صَادِقُوْنَ مَايُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْحَدِيْثُ يُقَالُ لَيْسَ مِنْ أهْلِه.

ইবনে আবু যিনাদ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় প্রায় একশো জন লোকের সাক্ষাত পেয়েছি, যারা মিথ্যা থেকে নিরাপদ ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করা হতো না। কেননা তাঁদের সম্পর্কে বলা হতো, তাদের কেউ হাদীস বর্ণনা করার যোগ্য নন।[১]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ أبِيْ عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ وَحَدَّثَنِيْ أبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ وَاللَّفْظُ لَه قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ مِّسْعَرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَبْنَ إبْرَاهِيْمَ يَقُوْلُ لاَيُحَدِّثُ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلاَّ الثِّقَاتُ.

মিস্‌আ'র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবনে ইবরাহীমকে বলতে শুনেছি : নির্ভরযোগ্য (সিকাহ্) ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস গ্রহণ করা হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

হাদীস বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা এবং এ সম্পর্কে হাদীসবিশারদ আলেমগণের অভিমত।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْن قُهْزَاذَ مِنْ أهْل مَرْوَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدِ اللهِ بْن الْمُبَارَكِ يَقُوْلُ الإسْنَادُ مِنَ الدِّيْن وَلَوْلاَ الإسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ، وَقَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِيْ الْعَبَّاسُ بْنُ أبِيْ رِزْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ يَعْنَى الإسْنَادَ.

---

[১] হাদীস বর্ণনার জন্যে যেসব গুণাবলী শর্ত সে গুণ তাঁদের মধ্যে নেই। মিথ্যাবাদী না হওয়া এক জিনিস আর হাদীস বর্ণনা করার যোগ্য হওয়া অন্য জিনিস।

আবদান ইবনে উসমান বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারককে বলতে শুনেছি ঃ হাদীসের সনদ বর্ণনা করা দীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সনদ বর্ণনার গুরুত্ব না থাকতো তাহলে, যার যা খুশী তাই বলতো। ইমাম মুসলিম বলেন... আব্বাস ইবনে আবু রিযমা বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারককে বলতে শুনেছি ঃ আমাদের ও লোকদের মাঝখানে সনদ হচ্ছে সেতুবন্ধন বা খুঁটি। (খুঁটিবিহীন ঘরের অবস্থা যা, সনদবিহীন হাদীসের অবস্থাও তা)।

وَقَالَ مَحَمَّدٌ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ عِيْسَى الطَّالِقَانِيَّ قَالَ قُلْتُ لَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارِكِ يَا أَبَاعَبْدِالرَّحْمنِ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ جَاءَ إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّىَ لأَبَوَيْكَ مَعْ صَلوتِكَ وَتَصُوْمَ لَهُمَا مَعْ صَوْمِكَ؟ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ يَا أَبَاإِسْحَاقَ عَمَّنْ هذَا؟ قَالَ قُلْتُ لَه هذَا مِنْ حَدِيْثِ شِهَابِ بْنِ خِرَاش فَقَالَ ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ قُلْتُ عَنِ الْحُجَّاجِ ابْنِ دِيْنَار قَالَ ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ قُلْتُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ بَيْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَار وَبَيْنَ النَّبِىِّ ﷺ مَفَاوِزَ تَنْقَطِعُ فِيْهَا أَعْنَاقُ الْمُطِىِّ وَلكِنَّ لَيْسَ فِى الصَّدَقَةِ اِخْتِلَافٌ.

আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে ঈসা তালেকানী বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারককে বললাম, হে আবু আবদুর রাহমান! এই যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ "ভাল কাজের পর পুনরায় ভাল কাজ হচ্ছে– তুমি তোমার নামাজের সাথে তোমার মাতা-পিতার জন্যও কিছু নামাজ পড়ো এবং তোমার রোযার সাথে তাদের জন্যও কিছু রোযা রাখ"– এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? রাবী বলেন, আবদুল্লাহ বললেন, হে আবু ইসহাক! তুমি এ হাদীসটি কার কাছে শুনেছো? আমি বললাম, এটা শিহাব ইবনে খিরাশের বর্ণিত হাদীস। তিনি বললেন, "তিনি তো নির্ভরযোগ্য রাবী। আচ্ছা! তিনি কার থেকে বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, হাজ্জাজ ইবনে দীনার থেকে। তিনি বললেন, তিনিও তো সিকাহ রাবী। আচ্ছা! তিনি কার থেকে? আমি বললাম, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বললেন, হে আবু ইসহাক! হাজ্জাজ ইবনে দীনার ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে এমন এক বিশাল মরুভূমির ব্যবধান যা অতিক্রম করতে উটের ঘাড় পর্যন্ত ভেঙে পড়ে।[১০] তবে সাদ্‌কার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই।[১১]

---

[১০] হাজ্জাজ ইবনে দীনার তাবে-তাবেঈ ছিলেন। সুতরাং তাঁর ও রাসূলুল্লাহর মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একজন তাবেঈ ও একজন সাহাবী রয়েছেন, ফলে মাঝখানের এ ব্যবধান সন্দেহমুক্ত নয়। কাজেই এ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

[১১] কায়িক ইবাদতের ক্ষেত্রে একজন আর একজনের জন্য ইবাদত করলে, এর সওয়াব যার জন্য করা হয়েছে তার কাছে পৌছায় কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। হাঁ, মাল-সম্পদের ইবাদতে অন্য ব্যক্তি স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। ইমাম আবু হানিফা (রহ) বলেন, নামায, রোযা, হজ্জ ও কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব মৃতের নিকট পৌছায়। কিন্তু ইমাম শাফেঈ বলেন, তিলাওয়াতের সওয়াব পৌছায়না।

وَقَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ شَقِيْقٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُوْلُ عَلى رُءُوْسِ النَّاسِ دَعُوْا حَدِيْثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّه كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ.

আলী ইবনে শাকীক বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারককে বলতে শুনেছি, তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় লোকদের সম্মুখে বলেন, তোমরা আমর ইবনে সাবিতের হাদীস পরিহার করো, কেননা সে সলফে সালেহীনদের গালিগালাজ করে।[১২]

حَدَّثَنَا أَبُوْ عَقِيْلٍ صَاحِبُ بُهَيَّةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَالْقَاسِمِ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَيَحْيَي بْنِ سَعِيْدٍ فَقَالَ يَحْيَى لِلْقَاسِمِ يَاأَبَامُحَمَّدٍ إِنَّه قَبِيْحٌ عَلى مِثْلِكَ عَظِيْمٌ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ هذَا الدِّيْنِ فَلاَ يُوْجَدُ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ وَلاَ فَرَجٌ أَوْعِلْمٌ وَلاَمَخْرَجٌ فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ وَعَمَّ ذلِكَ قَالَ لأَنَّكَ ابْنُ إِمَامِيْ هُدًى اِبْنَ اِبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ يَقُوْلُ له الْقَاسِمُ أَقْبَحُ مِنْ ذلِكَ عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ أَنْ اَقُوْلُ بغَيْرِ عِلْمٍ أَوْاٰخُذَ عَنْ غَيْرَ ثِقَهٍ قَالَ فَسَكَتَ فَمَا أَجَابَه.

বুহাইয়্যার[১৩] আযাদকৃত গোলাম আবু আকীল বলেন, একদা আমি কাসেম ইবনে উবায়দুল্লাহ ও ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের নিকট বসা ছিলাম। এ সময় ইয়াহইয়া কাসেমকে বললেন, হে আবু মুহাম্মাদ ঃ আপনার কাছে দীন ও শরীয়ত সংক্রান্ত কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে কোন জ্ঞানগর্ভ সমাধান পাওয়া যায় না। এটা আপনার মত মর্যাদাবান ব্যক্তির জন্য অশোভনীয় ব্যাপার। কাসেম তাঁকে বললেন, কি কারণে? ইয়াহইয়া বললেন, কেননা আপনি আবু বাক্‌র ও উমারের (রা) মত দু'জন সত্যপন্থী মহান নেতার পুত্র (বংশধর)। রাবী বলেন, এর জবাবে কাসেম তাকে বললেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা জ্ঞান দান করেছেন, তার দৃষ্টিতে এর চেয়েও জঘন্য কাজ হচ্ছে– আমি না জেনে কোনো কথা বলবো অথবা এমন ব্যক্তি থেকে হাদীস গ্রহণ করবো, যে নির্ভরযোগ্য নয়। আবু আকীল বলেন, এ কথা শুনে ইয়াহইয়া নীরব হয়ে গেলেন, আর কোনো প্রতিউত্তরই করলেন না।

عَنْ أَبِىْ عَقِيْلٍ صَاحِبُ بُهَيَّةَ إِنَّ إِبْنًا لِعَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ سَأَلُوْهُ عَنْ شَيْءٍ لَّمْ يَكُنْ عِنْدَه فِيْهِ عِلْمٌ فَقَالَ لَه يَحْيى بْنُ سَعِيْدٍ وَاللهِ إِنِّىْ لأُعْظِمُ أَنْ يَّكُوْنَ مِثْلُكَ وَأَنْتَ اِمَامَى الْهُدى يَعْنِى عَمْروبْنَ عُمَرَتُسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيْهِ عِلْمٌ فَقَالَ أَعْظَمُ مِنْ ذلِكَ

---

[১২] সলফ সালেহীনদের গালমন্দ করলে, রাবীর 'আদালত' যা রাবী হওয়ার জন্যে শর্ত, তা রহিত হয়ে যায়, কাজেই এ দোষে তার বর্ণিত হাদীস অগ্রাহ্য।

[১৩] বুহাইয়্যা একজন মহিলার নাম। তিনি আয়েশার (রা) কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

ক. এই কাসেম, উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাবের পুত্র। এবং অপরদিকে কাসেমের মাতা জামিলা–ইনি হচ্ছেন উম্মে আবদুল্লাহ বিনতে কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর সিদ্দীক (রা)। অর্থাৎ পিতার দিক থেকে তিনি ফারুক আযমের এবং মাতার দিক থেকে সিদ্দীক আকবরের বংশধর। কাজেই তিনি উভয় দিক থেকে দুই সম্ভ্রান্ত বংশের আওলাদ। আরবী ভাষায় বলা হয়, 'নাজীফুত্ তারফাঈন'।

وَاللهِ عِنْدَاللهِ وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْأُخْبِرَ عَنْ غَيْرِثِقَةٍ قَالَ وَشَهِدَ أَبُوْعَقِيْلٍ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ حِيْنَ قَالاَ ذٰلِكَ.

আবু আকীল থেকে বর্ণিত। লোকেরা আবদুল্লাহ ইবনে উমারের (রা) কোন এক পুত্রের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করে। এ সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান ছিল না। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, তাকে (আবদুল্লাহ্ ইবনে উমারের পুত্র কাসেমকে) বললেন, আল্লাহর শপথ আমার কাছে এটা খুবই আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে যে, আপনার মতো ব্যক্তিকে দীন সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তার কোনো ইল্‌ম (জবাব) আপনার কাছে পাওয়া যায় না। অথচ আপনি হচ্ছেন, দু'জন মহান নেতা অর্থাৎ উমার ও ইবনে উমারের (রা) পুত্র। এর জবাবে তিনি (কাসেম) বললেন, আল্লাহর শপথ! মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে এবং আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির দৃষ্টিতে এর চেয়েও আপত্তিকর ব্যাপার হচ্ছে– যে সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই তা বলব অথবা অনির্ভরযোগ্য ও অবিশ্বস্ত লোকদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করব।
সুফিয়ান বলেন, যে সময় ইয়াহইয়া ও কাসেম এ কথোপকথন করছিলেন, তখন আবু আকীল ইয়াহইয়া ইবনে মুতাওয়াক্কিল সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىَّ وَشُعْبَةَ وَمَالِكًا وَابْنَ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّجُلِ لاَيَكُوْنُ ثَبْتًا فِى الْحَدِيْثِ فَيَأْتِيْنِى الرَّجُلُ فَيَسْأَلُوْنِىْ عَنْهُ قَالُوْا أَخْبِرْ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ.

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বলেন, আমি সুফিয়ান সাওরী, শো'বা, মালিক ও ইবনে উয়াইনাকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, যে হাদীস বর্ণনায় (সিকাহ) নির্ভরযোগ্য নয়। কোনো ব্যক্তি এসে যদি আমাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (তবে আমি তার দোষ বলে দেব কি)? জবাবে তাঁরা সবাই বললেন, হাঁ, তুমি ঐ ব্যক্তিকে (প্রশ্নকারীকে) জানিয়ে দাও, সে হাদীস বর্ণনা করার যোগ্য নয়।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّضَرَ يَقُوْلُ سُئِلَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَدِيْثٍ لِشَهْرٍ وَهُوَقَائِمٌ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرًا نَزَكُوْهُ إِنَّ شَهْرًا نَزَكُوْهُ قَالَ أَبُوْالْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ يَقُوْلُ أَخَذَتْهُ اَلْسِنَةُ النَّاسِ تَكَلَّمُوْافِيْهِ.

উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ বলেন, আমি নাদারকে বলতে শুনেছি ঃ শাহর ইবনে হাওশাব বর্ণিত একটি হাদীস সম্পর্কে ইবনে আওনকে জিজ্ঞেস করা হলো। এ সময় তিনি (ইবনে আওন) ঘরের দরজার চৌকাঠে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি বলেছেন, মুহাদ্দিসগণ তাকে তিরস্কার করেছেন, মুহাদ্দিসগণ তাকে তিরস্কার করেছেন। আবুল হুসাঈন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ (গ্রন্থকার) বলেন, লোকেরা তার সমালোচনা করেছে।

قَالَ شُعْبَةُ وَقَدْ لَقِيْتُ شَهْرًا فَلَمْ اَعْتَدَّ بِهِ.

শো'বা বলেন, একদা শাহর ইবনে হাওশাবের সাথে সাক্ষাত করেছি। কিন্তু আমি তাকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বলে গণ্য করি না।

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ إِنَّ عُبَّادَ بْنَ كَثِيْرٍ مَنْ تَعْرِفُ حَالَهُ وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ بِأَمْرٍ عَظِيْمٍ فَتَرى أَنْ أَقُوْلَ لِلنَّاسِ لاَتَأْخُذُوْا عَنهُ قَالَ سُفْيَانُ بَلَى قَالَ عَبْدُ اللهِ فَكُنْتُ إِذَا كُنْتُ فِيْ مَجْلِسٍ ذُكِرَفِيْهِ عَبَّادُ اَثْنَيْتُ عَلَيْهِ فِيْ دِيْنِهِ وَاَقُوْلُ لاَتَأْخُذُوْا عَنْهُ.

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন, আমি সুফিয়ান সাওরীকে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ যে আব্বাদ ইবনে কাসীর! যার অবস্থা সম্পর্কে আপনিও ভালোভাবে অবগত আছেন। যখনই সে হাদীস বর্ণনা করে তখন অবান্তর কথা বলে। এখন আপনার কাছে জিজ্ঞাস্য, আমি কি লোকদের তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করে দেব? সুফিয়ান বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন, তখন থেকে আমার অবস্থা এ হয়েছে যে, যদি আমি কোনো মজলিসে উপস্থিত থাকতাম আর সেখানে আব্বাদের আলোচনা উঠতো, তখন আমি তার দীনদারীর প্রশংসা করতাম কিন্তু বলে দিতাম যে, তোমরা তার নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করো না।

قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اِنتَهَيْتُ إِلى شُعْبَةَ فَقَالَ هذَا عَبَّادُبْنُ كَثِيْرٍ فَاحْذَرُوْهُ.

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, আমি শো'বার নিকট গেলে তিনি বললেন, এই যে আব্বাদ ইবনে কাসীর, তোমরা তার থেকে দূরে থাকো।

وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ سَأَلْتُ مُعَلَّى الرَّازِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سَعِيْدٍ الَّذِىْ رَوى عَنْهُ عَبَّادُبْنُ كَثِيْرٍ فَأَخْبَرَنِيْ عَنْ عِيْسى بْنِ يُوْنَسَ قَالَ كُنْتُ عَلى بَابِه وَسُفْيَانُ عِنْدَه فَلَمَّا سَأَلْتُه عَنْهُ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّه كَذَّابٌ.

ফযল ইবনে সাহ্ল বলেন, আমি মু'আল্লাহ রাযীকে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম– যার কাছ থেকে আব্বাদ হাদীস বর্ণনা করে। তিনি আমাকে ঈসা ইবনে ইউনুসের সূত্রে অবহিত করলেন। তিনি (ঈসা) বললেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদের গৃহদ্বারে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় সুফিয়ান তার কাছে উপস্থিত ছিলেন। যখন তিনি (সুফিয়ান) বাইরে এলেন, আমি তাঁকে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি (সুফিয়ান) আমাকে বললেন, সে কট্টর মিথ্যাবাদী।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْقَطَّانِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ لَمْ نَرى الصَّالِحِيْنَ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيْثِ قَالَ ابْنُ أَبِيْ عِتَابٍ فَلَقِيْتُ أَنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ فَسَأَلْتُه عَنْهُ فَقَالَ عَنْ أَبِيْهِ لَمْ تَرَاَهْلَ الْخَيْرِ فِيْ شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيْثِ قَالَ مُسْلِمٌ يَقُوْلُ يَجْرِى الْكَذِبُ عَلى لِسَانِهِمْ وَلاَيَتَعَمَّدُوْنَ الْكَذِبَ.

মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদুল কাত্তান থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নেককার ব্যক্তিদের (সূফী-দরবেশ) অন্য কোনো বস্তুর ব্যাপারে এতটা মিথ্যা বলতে দেখিনি– যত অধিক মিথ্যা বলতে দেখেছি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে। ইবনে আবু ইতাব বলেন, আমি সরাসরি মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়ার সঙ্গে সাক্ষাত করে এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি তাঁর পিতার (ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ) সূত্রে বললেন, তুমি পুণ্যবানদের (সূফি-দরবেশ) হাদীসের চেয়ে অন্য কোনো বস্তুর মধ্যে অধিক মিথ্যা বলতে দেখবে না। ইমাম মুসলিম (এ কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে) বলেন, মিথ্যা তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু তারা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলেন না।[১৪]

قَالَ أَخْبَرَنِيْ خَلِيْفَةُ بْنُ مُوْسى قَالَ دَخَلْتُ عَلى غَالِبِ بْن عُبَيْدِاللهِ فَجَعَلَ يُمْلِى عَلَيَّ حَدَّثَنِيْ مَكْحُوْلٌ حَدَّثَنِيْ مَكْحُوْلٌ فَأَخَذَهُ الْبَوْلُ فقَامَ فَنَظَرْتُ فِي الْكُرَّاسَةِ فَإِذَا فِيهَا حَدَّثَنِيْ أَبَانٌ عَنْ أَنَسٍ وَأَبَانٌ عَن فُلَانٍ فَتَرَكْتُه وَقُمْتُ.

খলীফা ইবনে মূসা বলেন, আমি গালিব ইবনে উবায়দুল্লাহর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে লেখাতে লাগলেন– মাকহুল আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমন সময় তাঁর পেশাবের বেগ হলো। তিনি পেশাব করতে চলে গেলেন। আমি এই ফাঁকে তাঁর পাণ্ডুলিপিখানির প্রতি দৃষ্টি দিলাম। দেখতে পেলাম, এতে লেখা রয়েছে– আবান আমাকে আনাসের (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং আবান অমুকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ তাতে আমি মাক্হুলের উল্লেখ পেলাম না)। অতঃপর আমি তার থেকে হাদীস গ্রহণ না করে চলে এলাম।[১৫]

وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْن عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيَّ يَقُوْلُ رَأَيْتُ فِيْ كِتَابِ عَفَّانَ حَدِيْثَ هِشَامِ أَبِى الْمِقْدَامِ حَدِيْثَ عُمَرَ بِن عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ يُقَالُ لَه يَحْيى بْنُ فَلَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن كَعْبٍ قَالَ الْحُلْوَانِيُّ قُلْتُ لِعَفَّانَ إِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ هِشَامٌ سَمِعَه مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ إِنَّمَا أُبْتُلِيَ مِنْ قِبَلِ هذَا الْحَدِيْثِ كَانَ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ عَنْ مُحَمَّدٍ ثُمَّ إِدَّعى بَعْدَه أَنَّه سَمِعَه مِنْ مُحَمَّدٍ.

---

[১৪] অর্থাৎ তাঁরা নিজেরা পুণ্যবান হওয়ায় প্রত্যেক মুসলমানকে সত্যবাদী ধারণা করেন। কোনো ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি যাচাই করাটাকে অপরাধ মনে করেন। এ প্রেক্ষিতে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সম্বন্ধেও সেই একই ধারণা পোষণ করেন। ফলে তাঁদের হাদীসে অনেক যঈফ রেওয়ায়েতও সন্নিবেশিত হয়ে যায়। একই কারণে ইমাম গাযালীর বর্ণিত হাদীস মুহাদ্দিসদের গ্রহণযোগ্য নয়। হাদীস বর্ণনাকারীদের সমালোচনা করাটা অপরিহার্য বলে হাদীস বিশারদদের ঐকমত্য রয়েছে।

[১৫] হাদীসের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসদের একটি মৌলনীতি হচ্ছে, কোন ব্যক্তির পাণ্ডুলিপিতে যা লিখিত রয়েছে তার বিপরীত বর্ণনা করলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে গালিব ইবনে উবায়দুল্লাহর উস্তাদ হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। তাই (গালিব) তাঁর উস্তাদকে বাদ দিয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নাম বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুসলিম বলেন, আমি হাসান ইবনে আলী আল হালওয়ানীকে বলতে শুনেছি ঃ আমি আবুল মিকদাম হিশামের হাদীস দেখেছি, যা তিনি উমার ইবনে আবদুল আযীযের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হিশাম বলেন, আমার কাছে এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, তার নাম ইয়াহইয়া। সে অমুকের পুত্র। সে মুহাম্মাদ ইবনে কা'বের সূত্রে বর্ণনা করেছে। হালওয়ানী বলেন, আমি আফ্ফানকে বললাম, লোকেরা বলে হিশাম নাকি মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব থেকে এ হাদীস শুনেছেন? আফ্ফান বললেন, এ হাদীসটির দরুনই হিশাম বিপাকে পড়েছেন। এক সময় হিশাম বলেছেন, ইয়াহইয়া আমাকে মুহাম্মাদের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবার দাবী করেন যে, স্বয়ং মুহাম্মাদ থেকে এ হাদীস শুনেছেন। (অর্থাৎ একবার বলেন, অমুকের মাধ্যমে শুনেছি, আবার বলেন সরাসরি শুনেছি। এতে বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়)।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ قَهْزَاذَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِاللهِ بْنَ عُثْمَانَ بْـنِ جَبَلَـةَ يَقُوْلُ قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ مَنْ هذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ رَوَيْتَ عَنْهُ حَدِيْثَ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْجِوَائِزِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَجَّاجِ اُنْظُرْ مَاوَضَعْتُ فِىْ يَدِكَ مِنْهُ.

ইমাম মুসলিম বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কুহ্যায আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উসমান ইবনে জাবালাকে বলতে শুনেছি ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ ব্যক্তিটি কে, যাঁর থেকে আপনি "ঈদুল ফিতরের দিন পুরস্কার লাভের দিন" সম্পর্কিত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমরের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন?[১৬] জবাবে ইবনুল মুবারক বললেন, তিনি হচ্ছেন সুলাইমান ইবনুল হাজ্জাজ। অতঃপর ইবনুল মুবারক বললেন, "লক্ষ্য করো, আমি তাঁর কি এক মূল্যবান বস্তু তোমার হাতে তুলে দিয়েছি।"?[১৭]

قَالَ ابْنُ قُهْزَاذَ وَسَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ يَذْكُرُ عَـنْ سُـفْيَانَ بْـنِ عَبْدَالْمَلِـكِ قَـالَ قَالَ عَبْدُاللهِ يَعْنِىْ ابْنَ الْمُبَارِكِ رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْفٍ صَاحِبَ الدَّمِ قَدْرِ الدِّرْهَمِ. وَجَلَسْتُ اِلَيْهِ مَجْلِسًا فَجَعَلْتُ اَسْتَحْيِى مِنْ أَصْحَابِىْ أَن يَّرَوْنِى جَالِسًا مَعَه كُرْهَ حَدِيْثِه.

ইবনে কুহযায বলেন, আমি ওয়াহাব ইবনে যাম'আকে সুফিয়ান ইবনে আবদুল মালিকের সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন– আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক বলেছে, আমি "কারো শরীর থেকে এক দিরহাম পরিমাণ রক্ত বের হওয়া (এতে তার অযু ও নামায নষ্ট হয়ে

---

[১৬] রমযান শেষে ফেরেশতাগণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঈদের নামাযে গমনকারী রোযাদারদের পুরস্কার লাভের সুসংবাদ ঘোষণা করতে থাকেন।

[১৭] সুলাইমান ইবনে হাজ্জাজ হচ্ছেন একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস। তাঁর বর্ণিত সমস্ত হাদীসই সহীহ বলে প্রমাণিত। লোকেরা তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করাটাকে গর্বের ব্যাপার মনে করে। এখানে আবদুল্লাহ ইবনে উসমান খুব সহজেই ইবনে মুবারক থেকে তাঁর একটি হাদীস লাভ করতে সক্ষম হন। ফলে শেষ বাক্যটি দ্বারা সুলাইমান ইবনে হাজ্জাজের মর্যাদার প্রশংসা করা হয়েছে।

যাওয়া)" সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনাকারী রাওহ্ ইবনে গুতাঈফকে দেখে তার এক মজলিসে বসলাম। আমার আশংকা হচ্ছিল, আমার সঙ্গীদের কেউ আবার আমাকে তার কাছে বসা অবস্থায় দেখে ফেলে না কি? এতে আমাকে লজ্জিত হতে হবে, কেননা লোকেরা তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করা পছন্দ করে না।[১৮]

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ بَقِيَّةُ صَدُوْقُ اللِّسَانِ وَلٰكِنَّه يَأْخُذُ عَمَّنْ اَقْبَلَ وَأَدْبَرَ.

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাকীয়া একজন সত্যবাদী লোক। কিন্তু সে (শিকাহ্, যঈফ) সব ধরনের লোকের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করে।[১৯]

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ الْحَارِثُ الأَعْوَرُ الْهَمْدَانِيُّ وَكَانَ كَذَّابًا.

শা'বী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারিস আওয়ার (এক চোখ অন্ধ) হামদানী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছে, তবে সে ছিল মিথ্যাবাদী।

عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ الْحَارِثُ الأَعْوَرُ وَهُوَيَشْهَدُ أَنَّه أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ.

মুগীরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শা'বীকে বলতে শুনেছি : হারিস আওয়ার আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছে। এরপর শা'বী শপথ করে বলেন, সে হচ্ছে মিথ্যাবাদীদের একজন।

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عَلْقَمَةُ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِيْ سَنَتَيْنِ فَقَالَ الْحَارِثُ الْقُرْآنُ هَيِّنٌ اَلْوَحْيُ اَشَدُّ.

ইবরাহীম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলকামা বললেন, আমি দু'বছরে কুরআন মজীদ পড়ে নিয়েছি। কথাটি শুনে হারিস বললো, কুরআন তো সহজ জিনিস, কিন্তু ওহী-হচ্ছে কঠিন বস্তু।[২০]

---

[১৮] ইমাম বুখারী তাঁর *তারীখ* গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাদীস বিশারদদের মতে এটি বাতিল হাদীস। এর কোন মূল নেই। তাছাড়া রাওহ ইবনে গুতাঈফ একজন দুর্বল রাবী। ইমাম বুখারী তাকে প্রত্যাখ্যাত (মুনকার) রাবী বলে উল্লেখ করেছেন। (সম্পাদক)

[১৯] বর্ণনাকারী সত্যবাদী হোক কিংবা মিথ্যাবাদী হোক সে যদি কোনো প্রকারের যাচাই-বাছাই না করেই যে কোন লোকের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করে তবে তার হাদীস নির্ভরযোগ্য নয়। বাকীয়া এ কারণেই হাদীস বিশারদদের মতে দুর্বল রাবী। তার হাদীস সম্পর্কে এ প্রবাদটি প্রসিদ্ধ :

اَحَادِيْثُ بَقِيَّةَ لَيْسَتْ فِيْهَا نَقِيَّةٌ فَكُنْ عَنْهَا تَقِيَّةً.

বাকীয়ার হাদীস পবিত্র নয়, কাজেই তা থেকে বিরত থাকো।

[২০] হারিস আকীদাগত দিক থেকে শীয়া। তার মতে এখানে 'ওহী' অর্থ হচ্ছে গোপন অসীয়াত। অর্থাৎ শীয়া সম্প্রদায়ের আকীদা হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ওফাতের সময় হযরত আলীকে (রা) ওহী ও ইলমে গায়েব সংক্রান্ত কিছু কথা অসীয়াত করে গেছেন। সেগুলো আলী (রা) ছাড়া অন্য কেউই অবগত নন। মূলতঃ তাদের এ আকীদা একটি ভ্রান্ত ধারণারই ফল। হারিস আলীর (রা) নামে অনেক মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে। উল্লিখিত মতবাদ তারই আবিস্কৃত। হাদীস বিশারদগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেবল

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ الْحَارِثَ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْقُرْآنَ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ وَالْوَحْيَ فِيْ سَنَتَيْنِ أَوْ قَالَ الْوَحْيَ فِيْ ثَلَاثِ سِنِيْنَ وَالْقُرْآنَ فِيْ سَنَتَيْنِ.

ইবরাহীম (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারিস বলেছে, আমি তিন বছরে কুরআন শিখেছি এবং ওহী শিখেছি দু'বছরে। অথবা সে বলেছে, ওহী শিখেছি তিন বছরে এবং কুরআন শিখেছি দু'বছরে।

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ الْحَارِثَ أُتُّهِمَ.

ইবরাহীম থেকে বর্ণিত। হারিসকে (মিথ্যাবাদী এবং ভ্রান্ত মাযহাবের অনুসারী হিসাবে) অভিযুক্ত করা হয়েছে।

عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ قَالَ سَمِعَ مُرَّةُ الْهَمْدَانِيُّ مِنَ الْحَارِثِ شَيْأً فَقَالَ لَهُ اقْعُدْ بِالْبَابِ قَالَ فَدَخَلَ مُرَّةُ وَأَخَذَ سَيْفَه وَقَالَ وَأَحَسَّ الْحَارِثُ بِالشَّرِّ فَذَهَبَ.

হামযাতুয-যাইয়্যাত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুররাতুল হামদানী হারিস থেকে দীন বিরোধী কথা শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, তুমি দরজায় বসো। রাবী বলেন, মুররা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে হাতে তরবারি তুলে নিলেন। রাবী বলেন, খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে টের পেয়ে হারিস পলায়ন করল।

عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ قَالَ لَنَا إِبْرَاهِيْمُ إِيَّاكُمْ وَالْمُغِيْرَةَبْنَ سَعِيْدٍ وَأَبَاعَبْدِ الرَّحِيْمِ فَإِنَّهُمَا كَذَّابَانِ.

ইবনে আউন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবরাহীম নাখঈ আমাদের বললেন, তোমরা মুগীরা ইবনে সাঈদ[২১] ও আবু আবদুর রহীমের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকো। কেননা তারা উভয়ই মিথ্যাবাদী।

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ كُنَّا نَأْتِيْ أَبَاعَبْدِالرَّحْمنِ السُّلَمِيَّ وَنَحْنُ غِلْمَةٌ اَيْفَاعٌ فَكَانَ يَقُوْلُ لَنَا لَاتُجَالِسُوْا الْقُصَّاصَ غَيْرَ أَبِي الأَحْوَصِ وَإِيَّاكُمْ وَشَقِيْقًا قَالَ وَكَانَ شَقِيْقٌ هذَا يَرى رَأْىَ الْخَوَارِجِ بِأَبِيْ وَائِلٍ.

আসিম বলেন, আমরা আবু আবদুর রাহমান সুলামীর নিকট আসা-যাওয়া করতাম। এ সময় আমরা উঠতি বয়সের যুবক ছিলাম। তিনি আমাদের বলতেন, রূপকাহিনী বর্ণনাকারীদের সাথে ওঠাবসা করো না। তবে আবুল আহওয়াসের সাথে উঠাবসা করতে আপত্তি নেই। আর অবশ্যই তোমরা শাকীকের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকো। কেননা এই

ইমাম নাসাঈ তার কাছ থেকে মাত্র দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হারিসকে কেউ কেউ রাফেযী বলে উল্লেখ করেছেন।

[২১] মুগীরা ইবনে সাঈদ কুফার অধিবাসী। সে নিজেকে নবী বলে মিথ্যা দাবী করে। ইমাম নাসাঈ তার "কিতাবুল দুআফায়" তাকে ডাহা মিথ্যুক বলে উল্লেখ করেছেন। ইবরাহীম নাখঈর যুগেই তাকে আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করা হয়।

শাকীক খারেজীদের আকীদা পোষণ করে। কিন্তু যে শাকীকের ডাক নাম অবু ওয়াইল তিনি এই এই শাকীক নন।[২২]

حَدَّثَنَا أَبُوْغَسَّانَ مُحَمَّدُبْنُ عَمْرِو الرَّازِىُّ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرًا يَقُوْلُ لَقِيْتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيْدَ الْجُعْفِىَّ فَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ كَانَ يُؤْمِنُ بِالرَّجْعَةِ.

আবু গাসসান মুহাম্মাদ ইবনে আমর রাযী বলেন, আমি জারীরকে বলতে শুনেছি ঃ আমি জাবির ইবনে ইয়াযীদ জু'ফীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কিন্তু আমি তার কাছ থেকে কোনো কিছুই লিখিনি। কেননা সে 'রাজআতের' উপর ঈমান রাখতো।[২৩]

حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُبْنُ يَزِيْدَ قَبْلَ أَنْ يُحْدِّثَ مَا أَحْدَثَ.

মিস্‌আর বলেন, জাবির ইবনে ইয়াযীদ– তার নতুন আকীদা যা সে আবিষ্কার করেছে, এর পূর্বে আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছে। (অর্থাৎ সদ্য আবিস্কৃত আকীদা প্রকাশের আগে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য ছিল, কিন্তু পরে তা আর অবশিষ্ট রয়নি।)

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ النَّاسُ يَحْمِلُوْنَ عَنْ جَابِرٍ قَبْلَ أَنْ يُظْهِرَ مَاأَظْهَرَ فَلَمَّا أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ اِتَّهَمَهُ النَّاسُ فِىْ حَدِيْثِه، وَتَرَكَه بَعْضُ النَّاسِ فَقِيْلَ لَه وَمَا أَظْهَرَ؟ قَالَ الإِيْمَانُ بِالرَّجْعَةِ.

সুফিয়ান বলেন, লোকেরা জাবির থেকে তার ভ্রান্ত আকীদা প্রকাশের পূর্বে হাদীস বর্ণনা করতো। যখন সে তার ভ্রান্ত আকীদা প্রকাশ করলো, লোকেরা তাকে হাদীস বর্ণনায় মিথ্যাবাদী হিসেবে অভিযুক্ত করলো। কিছুসংখ্যক লোক তাকে পরিত্যাগ করল। সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করা হল, সে কি আকীদা প্রকাশ করেছে? তিনি বললেন, সে রাজআতের ওপর ঈমান এনেছে।

حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ وَأَخُوْهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا الْجَرَّاحَ بْنَ مَلِيْحٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ عِنْدِىْ سَبْعُوْنَ أَلْفَ حَدِيْثٍ عَنْ أَبِىْ جَعْفَرٍ عِنِ النَّبِىِّ ﷺ كُلُّهَا.

---

[২২] যে শাকীকের নিকট বসতে নিষেধ করা হয়েছে, তার ডাক নাম ছিল আবু আবদুর রহীম। ইমাম নাসাঈ একে দুর্বল রাবী বলে উল্লেখ করেছেন। আর আবু ওয়াইল শাকীক হচ্ছেন একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী, সর্বজন সম্মানিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বুখারীতে তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে। শাকীকে দাব্বির ডাক নামও আবু আবদুর রহীম। সে খারেজীদের ন্যায় ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করতো। এও দুর্বল রাবী।

[২৩] জাবির জু'ফী আকীদাগতভাবে রাফেযী ছিল। এদের আকীদা হচ্ছে, হযরত আলী (রা) মেঘমালার মধ্যে জীবিত আছেন। কোনো এক সময় তাঁর বংশে একজন সত্যনিষ্ঠ ইমামের আবির্ভাব হবে। তখন তিনি সেখান থেকে লোকদের ডেকে বলবেন, 'তোমরা এই ইমামের সাহায্য-সমর্থনে বেরিয়ে পড়'। তখন তারা তাঁর সমর্থনে বেরিয়ে পড়বে। তাদের ভাষায় এটাই হচ্ছে 'ঈমান বির-রাজআত'। তারা মনে করে, আলী (রা) আকাশে মেঘের মধ্যে জীবিত আছেন। তাই যখন মেঘ গর্জন করে তখন তারা 'আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া আলী' বলে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা কাল্পনিক ও ভ্রান্ত আকীদা যা মূর্খতারই পরিচায়ক।

কাবীসা ও তার ভাই জাররাহ ইবনে মালীহকে বলতে শুনেছেন ঃ আমি জাবির ইবনে ইয়াযীদকে বলতে শুনেছি ঃ আবু জা'ফরের[২৪] সূত্রে আমার কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তর হাজার হাদীস মওজুদ আছে। এ হাদীসগুলো নবী (সা) থেকেই বর্ণিত।

قَالَ جَابِرٌ أَوْسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ إِنَّ عِنْدِىْ لَخَمْسِيْنَ أَلْفَ حَدِيْثٍ مَاحَدَّثْتُ مِنْهَا بِشَيْءٍ. قَالَ ثُمَّ حَدَّثَ يَوْمًا بِحَدِيْثٍ فَقَالَ هذَا مِنَ الْخَمْسِيْنَ أَلْفًا.

জাবির ইবনে ইয়াযীদ বলত, আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার হাদীস মওজুদ আছে। আমি এর সামান্য কিছুও বর্ণনা করিনি। যুহাঈর বলেন, এর পর একদিন সে একটি হাদীস বর্ণনা করে বললো, এটা ঐ পঞ্চাশ হাজারের একটি।

سَمِعْتُ سَلاَّمَ بْنَ أَبِىْ مُطِيْعٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرَ الْجُعْفِيَّ يَقُوْلُ عِنْدِىْ خَمْسِيْنَ أَلْفَ حَدِيْثٍ عِنِ النَّبِىِّ ﷺ

সাল্লাম ইবনে আবু মুতী' বলেন, আমি জাবির ইবনে ইয়াযীদ জু'ফীকে বলতে শুনেছি ঃ আমার নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত পঞ্চাশ হাজার হাদীস মওজুদ আছে।

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ جَابِرًا عَنْ قَوْلِه عَزَّوَجَلَّ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِىْ أَبِىْ أَوْيَحْكُمَ اللهُ لِىْ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ، قَالَ فَقَالَ جَابِرٌ لَمْ يَجِئْ تَأْوِيْلُ هذِه. قَالَ سُفْيَانُ وَكَذَبَ فَقُلْنَا لِسُفْيَانَ وَمَاأَرَادَ بِهذَا؟فَقَالَ إِنَّ الرَّافِضَةَ تَقُوْلُ إِنَّ عَلِيًّا فِى السَّحَابِ فَلاَ نَخْرُجُ مَعْ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ وَلَدِه حَتَّى يُنَادِىَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ يُرِيْدُ عَلِيًّا أَنَّه يُنَادِىْ أُخْرُجُوْا مَعَ فَلاَنٍ يَقُوْلُ جَابِرٌ فَذَا تَأْوِيْلُ هذِهِ الايَةِ وَكَذَبَ كَانَتْ فِىْ إِخْوَةِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

সুফিয়ান বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে জাবির জু'ফীকে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি ঃ "আমি কিছুতেই এ দেশ ত্যাগ করবো না, যতক্ষণ আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেন অথবা আল্লাহ আমার জন্য কোনো ব্যবস্থা না করেন। কেননা তিনি উত্তম ফায়সালাকারী" (সূরা ইউসুফ ঃ ৮০)। সুফিয়ান বলেন, জাবির বললো, এ আয়াতের ব্যাখ্যা এখনো প্রতিফলিত হয়নি। এ কথা শুনে সুফিয়ান বললেন ঃ জাবির মিথ্যা বলেছে। (হুমাইদী বলেন,) আমরা সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম,

---

[২৪] আর জাফর হচ্ছেন– মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী (রা), যিনি ইমাম বাকের নামে পরিচিত। অথচ ইমাম বাকের সরাসরি নবী করীম (সা) থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করেননি। কাজেই এরূপ দাবী করার দরুন জাবির যে মিথ্যা বলেছে তাই প্রমাণ হলো। তাছাড়া ইমাম বাকের ও নবীর (সা) মাঝখানে অনেক বছরের ব্যবধান। নবী (সা) ১১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন, আর আবু জাফর ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

তাহলে এ আয়াত থেকে তার উদ্দেশ্য কি? সুফিয়ান বললেন ঃ রাফেযীরা বলেন, "আলী (রা) মেঘের রাজ্যে অবস্থান করছেন। আমরা তাঁর বংশের কোনো ব্যক্তির সমর্থনে কখনো জিহাদে বের হবো না, যে পর্যন্ত আলী (রা) আকাশ থেকে আমাদেরকে আওয়াজ দিয়ে না বলবেন ঃ তোমরা অমুকের সাথে জিহাদের জন্যে বেরিয়ে পড়ো।" জাবির বলেন ঃ এ আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা এটাই। সুফিয়ান বললেন, সে মিথ্যা বলছে, কেননা এ আয়াত তো ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত।

حَدَّثَنَا سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدِّثُ بِنَحْوِ مِنْ ثَلاَثِيْنَ أَلْفَ حَدِيْثٍ مَااسْتَحِلُّ أَنْ أَذْكُرَ مِنْهَا شَيْئًا وَإِنَّ لِيْ كَذَاوَكَذَا. قَالَ مُسْلِمٌ وَسَمِعْتُ أَبَاغَسَّانَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو الرَّازِىْ قَالَ سَأَلْتُ جَرِيْرَبْنَ عَبْدِالْحِمِيْدِ فَقُلْتُ الْحَارِثُ بْنُ حِصِيْرَةَ لَقِيْتَهُ؟ قَالَ نَعَمْ شَيْخٌ طَوِيْلُ السُّكُوْتِ يُصِرُّ عَلَى أَمْرٍ عَظِيْمٍ.

সুফিয়ান বলেন, আমি জাবিরকে প্রায় ত্রিশ হাজার হাদীস বলতে শুনেছি। কিন্তু আমি তা থেকে সামান্য কিছুও প্রকাশ হালাল মনে করি না। যদি আমাকে এতো এতো পরিমাণে (ধন-সম্পদ) দান করা হয়। ইমাম মুসলিম বলেন, আমি আবু গাসসান মুহাম্মাদ ইবনে আমর রাযীকে বলতে শুনেছি ঃ আমি জারীর ইবনে আবদুল হামিদকে জিজ্ঞেস করলাম এবং আপনি কি হারিস ইবনে হাসীরার সঙ্গে কখনও সাক্ষাৎ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। একজন স্বল্পভাষী প্রবীণ বৃদ্ধ। কিন্তু একটি জঘন্য কাজের ওপর বাড়াবাড়ি করে (রাফেযীদের আকীদা পোষণ করে)।

عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ وَذَكَرَ أَيُّوْبَ رَجُلاً يَوْمًا فَقَالَ لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيْمِ اللِّسَانِ وَذَكَرَ اخَرَ فَقَالَ هُوَ يَزِيْدُ فِي الرَّقْمِ.

হাম্মাদ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আইয়ুব এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন, তার মুখের ঠিক নেই। তিনি আরেক ব্যক্তির আলোচনা করে বললেন, সে হাদীসের মধ্যে সংযোজন করে।[২৫]

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قَالَ أَيُّوْبُ إِنَّ لِيْ جَارًا ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلِه وَلَوْشَهِدَ عِنْدِىْ عَلَى تَمْرَتَيْنِ مَارَأَيْتُ شَهَادَتَه جَائِزَةً.

হাম্মাদ ইবনে যায়েদ বলেন, আইয়ুব বলেছেন– আমার এক প্রতিবেশী আছে। অতঃপর তিনি তার গুণাবলী ও মর্যাদার আলোচনা করে বললেন, সে যদি আমার সামনে দু'টি খেজুরের ব্যাপারেও সাক্ষ্য দেয়, আমি তার সাক্ষ্য জায়েয বলে গ্রহণ করবো না।

---

[২৫] অর্থাৎ একজন সত্যের সাথে মিথ্যাও বলে, অপরজন হাদীসের মধ্যে নিজের খেয়াল খুশীমতো কম-বেশী করে। একজনের মুখের ঠিক নেই, আর একজনের কলমের ঠিক নেই। (উভয়েই মিথ্যুক)।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ مَارَأَيْتُ أَيُّوبَ اِغْتَابَ أَحَدًا قَطُّ إِلاَّ عَبْدَ الْكَرِيْمِ يَعْنِيْ اَبَا أُمَيَّةَ فَإِنَّه ذَكَرَه فَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ لَقَدْ سَأَلَنِيْ عَنْ حَدِيْثٍ لِعَكْرَمَةَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرَمَةَ.

আবদুর রাজ্জাক বলেন, মা'মার বলেছেন– আমি আইয়ুবকে কখনো কারো গীবত করতে দেখিনি। কিন্তু আবদুল করীমের অর্থাৎ আবু উমাইয়ার গীবত (অনুপস্থিতিতে দুর্নাম) করতে দেখেছি। একদিন তিনি তার আলোচনা করে বলেছেন, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করুন। সে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন ব্যক্তি নয়। একদা সে আমাকে ইকরামার একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। পরে সে তা এভাবে বর্ণনা করেছে, 'আমি ইকরামা থেকে হাদীস শুনেছি' (অথচ তার এ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা)।

حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُوْدَاودَ الأَعْمى فَجَعَلَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ. فَذَكَرْنَا ذلِكَ لِقَتَادَةَ فَقَالَ كَذَبَ مَاسَمِعَ مِنْهُمْ. إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ سَائِلاً يَتَكَفَّفُ النَّاسَ زَمَنَ طَاعُوْنِ الْجَارِفِ.

হাম্মাম বলেন, অন্ধ আবু দাউদ[২৬] আমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো, 'বারাআ' (রা) আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন এবং যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) আমাদের শুনিয়েছেন আমরা– কাতাদার নিকট গিয়ে এ কথা আলোচনা করলাম। তিনি বলে উঠলেন, সে মিথ্যা বলেছে। তাঁদের নিকট থেকে সে কিছুই শুনেনি। সেতো ছিল এক ভিক্ষুক, ব্যাপক মহামারির সময় লোকদের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করত।[২৭]

أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ دَخَلَ أَبُوْدَاودَ الأَعْمى عَلى قَتَادَةَ فَلَمَّا قَامَ قَالُوْا إِنَّ هـذَا يَزْعَمُ أَنَّه لَقِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَدْرِيًّا فَقَالَ قَتَادَةُ هذَا كَانَ سَائِلاً قَبْلَ الْجَارِفِ لاَيَعْرِضُ لِشَيْءٍ مِّنْ هذَا وَلاَيَتَكَلَّمُ فِيْهِ فَوَاللهِ مَاحَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً وَّلاَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً إِلاَّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَالِكٍ.

---

[২৬] আবু দাউদ, নাম তার নুফাঈ ইবনে হারিস, অন্ধ এবং রূপকাহিনী বর্ণনাকারী। গোঁড়া রাফেযী। আলেমদের নিকট সে মিথ্যাবাদী বলে পরিচিত।

[২৭] তাউনে জারেফ, ব্যাপক মহামারী। এটা কবে হয়েছিল তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে, কারোর মতে ১৩৬ হিজরীতে। কেউ বলেন, ইবনে যুবাইরের (রা) খিলাফতকালে ৬৭ হিজরীতে। আবার কেউ বলেন, ১১৯ হিজরীতে হয়েছিল। ইমাম নববী বলেন, দু'বার ব্যাপক মহামারি দেখা দিয়েছিল– ৬৭ ও ৮৭ হিজরীতে। তবে সর্বশেষ সনের কথাটিই সঠিক বলে জানা যায়। আর ৬৭ সনে কাতাদার বয়স ছিল ৬ বছর। ৮৭ সনের মহামারী সাব্যস্ত হলে তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বস্তুত এ সময় আবু দাউদ ভিক্ষা করে বেড়িয়েছে। ফলে হাদীস শেখার সুযোগ পায়নি। কাজেই যাদের নিকট থেকে হাদীস শুনেছে বলে সে দাবী করে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ তারা তো তখন জীবিত ছিলেন না।

হাম্মাম বলেন, অন্ধ আবু দাউদ কাতাদার নিকট এলো। যখন সে উঠে চলে গেলো, লো:করা বললো, ঐ ব্যক্তি (আবু দাউদ) দাবী করে, সে নাকি আঠার জন বদরী (বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করেছে। এ কথা শুনে কাতাদা বললেন, তা কিরূপে সম্ভব? সেতো ভয়াবহ মহামারির পূর্বে ভিক্ষাবৃত্তি করে বেড়াত। সে হাদীস শেখার কোনো অবকাশই পায়নি এবং এ সম্পর্কে আলোচনা করার কোনো সুযোগও তার জোটেনি (তার দাবী মিথ্যা)। আল্লাহর কসম! হাসান বসরী (শীর্ষস্থানীয় প্রথম সারির প্রধান তাবেয়ী) প্রত্যক্ষভাবে কোন বদরী সাহাবী থেকে হাদীস শোনার সুযোগ লাভ করতে সক্ষম হননি। আর (প্রসিদ্ধ তাবেয়ী) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ও তিনি ইবনে মালিক (সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস) (রা) ছাড়া অন্য কোনো বদরী সাহাবী থেকে প্রত্যক্ষ শুনা হাদীস আমাদের বর্ণনা করতে সক্ষম হননি।

عَنْ رَقَبَةَ أَنَّ أَبَاجَعْفَرَ الْهَاشِمِيَّ الْمَدَنِيَّ كَانَ يَضَعُ أَحَادِيْثَ كَلاَمَ حَقٍّ وَلَيْسَتْ مِنْ أَحَادِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ يَرْوِيْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

রাকাবা থেকে বর্ণিত। আবু জা'ফর হাশেমী আল্ মাদানী সত্য কথাকে হাদীস বলে প্রচার করতো। পক্ষান্তরে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ছিলো না। অথচ সে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বলে বর্ণনা করতো।

عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كَانَ عَمْرُوبْنُ عُبَيْدٍ يَكْذِبُ فِيْ الْحَدِيْثِ.

ইউনুস ইবনে উবাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমর ইবনে 'উবাইদ হাদীসের মধ্যে মিথ্যা বলতো।

قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍيَقُوْلُ لِعَوْفِ بْنِ أَبِيْ جَمِيْلَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّ. قَالَ كَذَبَ وَاللهِ عَمْرٌو ولكِنَّه أَرَادَ أَن يَّحُوْزَهَا إِلى قَوْلِه الْخَبِيْثِ.

মু'আয ইবনে মু'আয বলেন, আমি আউফ ইবনে আবু জামিলাকে বললাম, আমর ইবনে 'উবাইদ আমাদের হাসান বসরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলমানদের) ওপর অস্ত্র উত্তোলন করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" 'আউফ বললেন ঃ আল্লাহর কসম, 'আমর মিথ্যা বলেছে। সে এ হাদীসটিকে তার নাপাক মতবাদের (আকাদী) সাথে একত্রিত করার অপচেষ্টা করেছে।[২৮]

---

২৮. আমর ইবনে উবাঈদ এক সময় হাসান বসরীর সাহচর্যে ছিলেন। একদা সে বাতিল আকীদা প্রকাশ করায় উস্তাদ তাকে পাঠশালা থেকে বহিষ্কার করে দেন এবং বললেন إِعْتَزِلْ عَنِّىْ! সে আমার নিকট থেকে

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ كَانَ رَجَلٌ قَدْ لَزِمَ أَيُّوْبَ وَسَمِعَ مِنْهُ فَفَقَدَه أَيُّوْبُ فَقَالُوْا لَـه يَا أَبَابَكْرٍ أَنَّه قَدْ لَزِمَ عَمْرُوبْنَ عُبَيْدٍ قَالَ حَمَّادُ فَبَيْنَا أَنَا يَوْمًا مَعَ أَيُّوْبَ وَقَدْ بَكَّرْنَا إِلَى السُّوْقِ فَاسْتَقْبَلَه الرَّجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَيُّوْبُ بَلَغَنِيْ أَنَّكَ لَزِمْتَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ قَـالَ حَمَّـادُ سَمَّاهُ يَعْنِىْ عَمْرًوا قَالَ نَعَمْ يَاأَبَابَكْرٍ إِنَّه يَجِيْئُنَا بِأَشْيَاءِ غَرَائِبَ قَالَ يَقُـوْلُ لَـه أَيُّـوْبُ إِنَّمَا نَفِرُّ أَوْ نَفْرِقُ مِنْ تِلْكَ الْغَرَائِبِ.

হাম্মাদ ইবনে যায়েদ বলেন, এক ব্যক্তি আইউব সুখতিয়ানীর সাহচর্যে থাকত এবং তাঁর নিকট হাদীস শুনতো। একদিন আইউব তাকে অনুপস্থিত দেখে জিজ্ঞেস করলে লোকেরা তাঁকে বললো, হে আবু বাক্‌র (আইউব ডাক নাম) সে তো আজকাল আমর ইবনে 'উবাইদের সাহচর্যে থাকে। হাম্মাদ বলেন, এর মধ্যে একদিন সকালে আমি আইউবের সঙ্গে বাজারের দিকে যাচ্ছিলাম। এ সময় ঐ লোকটি তার সামনে এলো।

আইউব তাকে সালাম করলেন এবং তার হাল-অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর আইউব তাকে বললেন, আমি জানতে পারলাম, তুমি নাকি বর্তমানে ঐ ব্যক্তির সাহচর্যে আছ? হাম্মাদ বলেন, তিনি তার নাম উল্লেখ করে বললেন, 'আমরের সাহচর্যে? সে বললো, হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, হে আবু বাক্‌র! সে তো আমাদের আশ্চর্য ও অশ্রুতপূর্ব কথাবার্তা শুনায়। হাম্মাদ বলেন, আইউব তাকে বললেন, আমরা এ ধরনের আজব কথাবার্তা থেকে পলায়ন করি, অথবা বললেন, ভীত হই।

حَدَّثَنَا إِبْنُ زَيْدٍ يَعْنِىْ حَمَّادًا قَالَ قِيْلَ لِأَيُّوْبَ إِنَّ عَمْرَو بْـنَ عُبَيْـدٍ رَوى عَـنِ الْحَسَنِ قَالَ لَايُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيْذِ فَقَـالَ كَـذَبَ إِنَّمَـا سَـمِعْتُ الْحَسَـنَ يَقُوْلُ يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيْذِ.

সরে পড়েছে। তখন থেকে সে মু'তাযেলী নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। মু'তাযেলীদের মতবাদ ও আকীদা হচ্ছে ঃ যে ব্যক্তি কবীরা গোনায় লিপ্ত হয় সে ঈমান থেকে বহির্ভূত হয়ে যায় এবং তাকে কাফেরও বলা যায় না, বরং ঈমান ও কুফর উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। এটাই মু'তাযেলীদের প্রসিদ্ধ মাযহাব। আর এখানে হাদীসের শব্দ লাইসা মিন্না এর বাহ্যিক অর্থ "সে ব্যক্তি মু'মিন থাকে না" দ্বারা তারা বলে, সে ইসলাম ও ঈমান থেকে বের হয়ে যায়। তবে সে কাফের হয়ে যায় কিনা সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সমস্ত আহলে সুন্নাতের উলামা ও যুক্তিবাদী আশায়েরীদের ঐকমত্য যে, কোনো মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করাটাকে হালাল বা বৈধ মনে করে হত্যা করলে সে কাফের হয়ে যায়। আর এখানে হাদীসের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে– অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানকে হত্যা করা কোনো মুসলমানের জন্য বাঞ্ছনীয় নয় এবং এটা কবীরা গোনাহ। তবে কবীরা গোনায় লিপ্ত হলে সে কাফের হয়ে যায় না। এখানে আমর ইবনে উবাঈদ لَيْسَ مِنَّا শব্দ দ্বারা ইসলাম থেকে বহির্ভূত হয়ে যাওয়ার অর্থ নিয়েছে। আরবী প্রবাদের বলে ঃ كَـلَامُ حَـقٍّ وَأُرِيْـدَ مِنْـهُ الْبَـاطِلَ দ্বিতীয়তঃ এ হাদীসের রাবী হাসান বসরী নন। তাই বলা হয়, আমর মিথ্যা বলেছে।

ইবনে যায়েদ অর্থাৎ হাম্মাদ বলেন, আইউবকে বলা হলো, 'আমর ইবনে 'উবাইদ হাসান বসরীর সূত্রে বর্ণনা করেছে, তিনি নাকি বলেছেন ঃ "কেউ নাবীয (খোরমা ইত্যাদি ভিজানো মিষ্টি শরবত) পান করে নেশাগ্রস্ত হলে তাকে বেত্রাঘাত করা যাবে না।" আইউব বললেন, 'আমর মিথ্যা কথা বলেছে। কেননা আমি স্বয়ং হাসান বসরীকে বলতে শুনেছি ঃ 'নাবীয পানে নেশাগ্রস্তকে বেত্রদণ্ড দান করা হবে।'

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلاَّمَ بْنَ أَبِىْ مُطِيْعٍ يَقُوْلُ بَلَغَ أَيُّوْبَ أَنِّىْ اٰتِى عَمْرًوا فَأَقْبَلَ عَلَىَّ يَوْمًا فَقَالَ أَرَيْتَ رَجُلاً لاَتَأْمَنُه عَلى دِيْنِه كَيْفَ تَأْمَنُه عَلى الْحَدِيْثِ.

সুলাইমান ইবনে হার্‌ব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাল্লাম ইবনে আবু মুতিকে বলতে শুনেছি ঃ আইউবের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আমি 'আমর ইবনে 'উবাইদের কাছে আসা-যাওয়া করি। তাই তিনি একদিন আমার কাছে এসে বললেন, তোমার কি ধারণা, যার দ্বীনদারী ও ঈমানদারীর ওপর আস্থা রাখা যায় না, তার বর্ণিত হাদীসের ওপর কিরূপে নির্ভর করা যেতে পারে?

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَامُوْسى يَقُوْلُ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ عُبَيْدٍ قَبْلَ أَنْ يُّحْدِثَ.

সুফিয়ান বলেন, আমি আবু মুসাকে বলতে শুনেছি ঃ 'আমর ইবনে 'উবাইদ, তার নতুন ভ্রান্ত আকীদা প্রকাশ করার পূর্বে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছে।

حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ كَتَبْتُ إِلى شُعْبَةَ أَسْأَلُه عَنْ أَبِىْ شَيْبَةَ قَاضِىُ وَاسِطٍ فَكَتَبَ إِلى لاَتَكْتُبْ عَنْهُ شَيْئًا وَمَزِّقْ كِتَابِىْ.

উবাইদুল্লাহ ইবনে মু'আয আনবারী বলেন, আমার পিতা বলেছেন ঃ আমি ওয়াসিত শহরের কাযী (বিচারপতি) আবু শায়বা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে শো'বার নিকট চিঠি লিখে পাঠালাম। জবাবে তিনি আমাকে লিখে পাঠালেন ঃ তার নিকট থেকে কোনো কিছুই লিপিবদ্ধ করো না এবং আমার চিঠিখানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলো।

وَحَدَّثَنِى الْحُلْوَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ حَدَّثْتُ حَمَّادُ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ صَالِحِ الْمُرِىِّ بِحَدِيْثٍ عَنْ ثَابِتٍ فَقَالَ كَذَبَ وَحَدَّثْتُ هَمَّامًا عَنْ صَالِحِ الْمُرِىِّ بِحَدِيْثٍ فَقَالَ كَذَبَ.

আফ্‌ফান বলেন, আমি হাম্মাদ ইবনে সালামাকে সালেহ মুররীর একটি হাদীস সম্পর্কে বললাম ঃ সে এটা সাবিতের সূত্রে বর্ণনা করেছে। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। অতঃপর আমি হাম্মাদকে সালেহ মুররীর একটি হাদীস পড়ে শুনালাম। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে।

حَدَّثَنَا أَبُوْدَاودَ قَالَ قَالَ لِيْ شُعْبَةُ ائْتِ جَرِيْرَ بْنَ حَازِمٍ فَقُلْ لَه لَايَحِلُّ لَكَ أَنْ تَرْوِىْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ فَإِنَّه يَكْذِبُ. قَالَ أَبُوْدَاودَ قُلْتُ لِشُعْبَةَ وَكَيْفَ ذَاكَ؟ فَقَالَ حَدَّثَنَا عَنِ الْحَكَمِ بِأَشْيَاءٍ لَمْ أَجِدْ لَهَا أَصْلاً قَالَ قُلْتُ لَه بِأَىِّ شَيْءٍ قَالَ قُلْتُ لِلْحَكَمِ أَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلى قَتْلى أُحُدٍ فَقَالَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صلى عَلَيْهِمْ وَدَفَنَهُمْ قُلْتُ لِلْحَكَمِ مَاتَقُوْلُ فِيْ أَوْلَادِ الزِّنَا قَالَ يُصَلِّى عَلَيْهِمْ قُلْتُ مِنْ حَدِيْثِ مِنْ يُرْوى قَالَ يُرْوى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِىِّ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَزَّارٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

আবু দাউদ বলেন, শো'বা আমাকে বললেন, তুমি জারীর ইবনে হাযেমের নিকট যাও এবং তাকে বলো ঃ হাসান ইবনে উমারা থেকে হাদীস গ্রহণ করা তোমার জন্য ঠিক নয়। কেননা সে মিথ্যা বলে। আবু দাউদ বলেন, আমি শো'বাকে জিজ্ঞেস করলাম, তার মিথ্যা বলাটা কিরূপে প্রমাণিত? শো'বা বললেন ঃ হাসান ইবনে উমারা আমাদের কাছে হাকামের সূত্রে কিছু হাদীস বর্ণনা করেছে। আমি এর কোন ভিত্তি খুঁজে পাইনি। আবু দাউদ বলেন, আমি বললাম, সেগুলো কোন্ কোন্ হাদীস? শো'বা বলেন, আমি হাকামকে জিজ্ঞেস করলাম, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ওহোদের শহীদগণের জানাযার নামায পড়েছেন? তিনি বললেন, তিনি তাদের জানাযা পড়েননি।" কিন্তু হাসান ইবনে উমারা, হাকাম থেকে, তিনি মিকসামের সূত্রে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জানাযা পড়েছেন এবং তাদের দাফনও করেছেন।" শো'বা বলেন, আমি হাকামকে জিজ্ঞেস করলাম, "জারজ সন্তানদের সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?" তিনি বললেন, "তাদের জানাযা পড়তে হবে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা কোন্ হাদীস থেকে প্রমাণিত এবং বর্ণনাকারী কে? হাকাম বললেন, হাসান বসরী থেকে বর্ণিত। কিন্তু হাসান ইবনে উমারা বলেন, হাকাম আমাদের ইয়াহইয়া ইবনে জাযযারের সূত্রে, তিনি আলী (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২৯]

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ وَذَكَرَ زِيَادَ بْنَ مَيْمُوْنٍ فَقَالَ حَلَفْتُ أَنْ لاَ أَرْوِى عَنْهُ شَيْئًا وَلاَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحْدُوْجٍ وَقَالَ لَقِيْتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُوْنٍ فَسَأَلْتُه عَنْ حَدِيْثٍ فَحَدَّثَنِىْ بِه عَنْ بَكْرِ الْمُزَنِىِّ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِىْ بِه عَنْ مُوَرِّقٍ

---

[২৯] জারজ সন্তানের ওপর জানাযা পড়া বা না পড়ার ব্যাপারে হাসান বসরী থেকে হাকামের বর্ণনা সঠিক। কেননা হাকাম হচ্ছেন হাসান বসরীর শাগরিদ। কিন্তু এ হাদীসের সনদে ইয়াহইয়া এরপর আলীর (রা) নাম উল্লেখ করাটা হাসান ইবনে উমারার ভ্রান্তি। আলেমদের অভিমত হচ্ছে, হাসান ইবনে উমারা সমালোচিত ব্যক্তি ও মাতরুকুল হাদীস।

ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِيْ بِهِ عَنِ الْحَسَنِ وَكَانَ يَنْسُبُهُمَا إِلَى الْكَذِبِ قَالَ الْحُلْوَانِيُّ سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ وَذَكَرْتُ عِنْدَهُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُوْنٍ فَنَسَبَهُ إِلَى الْكَذِبِ.

হাসান হালওয়ানী বলেন, আমি ইয়াযীদ ইবনে হারুনকে যিয়াদ ইবনে মাইমুন সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি বললেন, আমি কসম খেয়েছি, তার (যিয়াদ) থেকে কোনো কিছুই বর্ণনা করবো না এবং খালিদ ইবনে মাহদুজ থেকেও। ইয়াযীদ ইবনে হারুন বলেন, একবার আমি যিয়াদ ইবনে মাইমুনের সঙ্গে সাক্ষাত করে তাকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। সে এ হাদীসটি আমাকে বাক্‌র আল মুযানীর সূত্রে বর্ণনা করলো। দ্বিতীয়বার গিয়ে আমি তাকে সেই হাদীসটির সনদ জিজ্ঞেস করলে সে আমাকে তা মুয়াররাকের সূত্রে বর্ণনা করলো। আমি তৃতীয়বার গিয়ে তাকে এ হাদীস সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে, সে আমাকে হাসান বসরীর সূত্রে বর্ণনা করলো। ইয়াযীদ ইবনে হারুন তাদের উভয়কে মিথ্যাবাদী বলতেন। হালওয়ানী বলেন, আমি আবদুস সামাদের নিকট যিয়াদ ইবনে মাইমুনের আলোচনা করলে তিনি তাকে মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত করেন।

وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِيْ دَاودَ الطَّيَالِسِيِّ قَدْ أَكْثَرْتَ عَنْ عَبَّادَ بْنِ مَنْصُوْرٍ فَمَا لَكَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْهُ حَدِيْثَ الْعَطَّارَةِ الَّذِيْ رَوٰى لَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ؟ فَقَالَ لِيْ أَسْكُتْ فَأَنَا لَقِيْتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُوْنٍ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ مَهْدِيٍّ فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا لَه هٰذِهِ الْأَحَادِيْثُ الَّتِيْ تَرْوِيْهَا عَنْ أَنَسٍ. فَقَالَ أَرَأَيْتُمَا رَجُلاً يُذْنِبُ فَيَتُوْبُ أَلَيْسَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ مَاسَمِعْتُ مِنْ أَنَسٍ مِنْ ذَاقَلِيْلاً وَلَاكَثِيْرًا اِنْ كَانَ لَايَعْلَمُ النَّاسُ فَأَنْتُمَا لَاتَعْلَمَانِ أَنِّيْ لَمْ أَلْقَ أَنَسًا. قَالَ أَبُوْدَاودُ فَبَلَغَنَا بَعْدُ أَنَّه يَرْوِيْ فَأَتَيْنَاهُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ أَتُوْبُ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ يُحَدِّثُ فَتَرَكْنَاهُ.

মাহমুদ ইবনে গাইলান বলেন, আমি আবু দাউদ তাইয়ালেসীকে বললাম, আপনি তো আব্বাস ইবনে মানসূর থেকে অনেক হাদীসই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আপনি কি তাঁর থেকে আত্তারার[৩০] হাদীস শুনেননি যা নাযর ইবনে শুমাঈল আমাদের বর্ণনা করেছেন?

---

[৩০] কাযী আইয়ায বলেন, আত্তারার হাদীসটি যিয়াদ ইবনে মাইমুন– আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছে। মূলতঃ হাদীসটি ভিত্তিহীন এবং একটি রূপকাহিনী। তা হচ্ছে এই ঃ "হাওলায়ে আত্তারা' নাম্মী এক নারী মদীনায় বাস করতো। সে আয়েশার (রা) নিকট এসে তার স্বামীর অনেক বদনাম করেছিল। কিন্তু নবী (সা) তার কাছে তার স্বামীর অনেক গুণের প্রশংসা করেন। সাথে সাথে তিনি তাকে সন্তান জন্ম দেয়া, তাকে দুধ পান করে লালন করা, স্বামীর সাথে সদ্ব্যবহার করা ইত্যাদি অনেক ফজিলতের কথা শুনান"। এ হাদীস সহীহ নয়। যিয়াদ যে মিথ্যা কথা বলে, এ হাদীস তারই প্রমাণ বহন করে।

তিনি আমাকে বললেন, চুপ করো। আমি ও আবদুর রাহমান ইবনে মাহ্‌দী যিয়াদ ইবনে মাইমুনের সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি যে এসব হাদীস আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করো, তা কতটুকু সহীহ্ ও সঠিক? যিয়াদ বললো, তোমাদের কি অভিমত, যদি কোনো ব্যক্তি গোনাহ্ করার পর তওবা করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা কি তার সে তওবা কবুল করবেন না? আবু দাউদ বলেন, আমরা বললাম, হ্যাঁ, কবুল করবেন। যিয়াদ বললো, সত্য কথা হচ্ছে, আমি আনাস (রা) থেকে সামান্য বা অধিক কিছুই শুনিনি। অন্য লোকেরা যদি অবগত না থাকে, তাহলে তোমরাও কি জানবে না যে, আমি কখনো আনাসের (রা) সাথে সাক্ষাত করিনি (তাঁর থেকে কোনো হাদীস লাভ করিনি)। আবু দাউদ বলেন, এর কিছুদিন পর আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছলো যে, সে পুনরায় আনাসের (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করে। আমি ও আবদুর রাহমান পুনরায় তার কাছে গেলাম। সে বললো, আমি তওবা করলাম। পরে দেখা গেলো সে পূর্ববৎ আনাসের (রা) উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীস বর্ণনা করছে। তখন থেকে আমরা তাকে বর্জন করলাম।

حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ شَبَابَةَ قَالَ كَانَ عَبْدُ الْقُدُّوْسِ يُحَدِّثُنَا فَيَقُوْلُ سُوَيْدُ بْنُ عَقَلَةَ، قَالَ شَبَابَةُ وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْقُدُّوْسِ يَقُوْلُ نَهى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أن يُّتَّخَذَ الرَّوْحُ عَرَضًا. قَالَ فَقِيْلَ لَه أَىُّ شَىْءٍ هذَا؟ قَالَ يَعْنِى يُتَّخَذُ كَوَّةٌ فِىْ حَائِطٍ لِيُدْخَلَ عَلَيْهِ الرَّوْحُ. قَالَ مُسْلِمٌ وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ لِرَجُلٍ بَعْدَ مَاجَلَسَ مَهْدِىُّ بْنُ هِلَالٍ بِأَيَّامٍ ما هذِهِ الْعَيْنُ الْمَالِحَةُ الَّتِىْ نَبَعَتْ قِبَلَكُمْ؟ قَالَ نَعَمْ يَاأَبَا اِسْمَاعِيْلَ.

হাসান হালওয়ানী বলেন, আমি শাবাবাকে বলতে শুনেছি ঃ আবদুল কুদ্দুস আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতো এবং বলত, সুওয়াইদ ইবনে আকালা (অথচ হবে সুওয়াইদ ইবনে গাফালা)। শাবাবা বলেন, আমি আবদুল কুদ্দুসকে আরো বলতে শুনেছি ঃ "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পার্শ্বের থেকে বায়ু গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।" শাবাবা বলেন, কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলো– এ কথাটির অর্থ কি? তখন তিনি বললেন, অর্থাৎ কেউ যেন নির্মল বায়ু গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে পার্শ্বের দেয়ালে জানালা বা ছিদ্র তৈয়ার না করে।[৩১] ইমাম মুসলিম বলেন, আমি উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার-আল-কাওয়ারিরীকে বলতে

---

[৩১] আবদুল কুদ্দুস এ হাদীসের 'সনদ ও মতন' উভয়টিতে ভুল করেছে। হাদীসের পরিভাষায় এেকে বলা হয় تصحيف (তাস্‌হীফ)। সনদ বর্ণনায় সুয়াইদের পিতার নাম প্রকৃতপক্ষে غفلة (গাফালা), তদস্থলে সে বলেছে عقلة (আকালা)। অর্থাৎ সে শব্দের উপরের বিন্দু দু'টিকে পৃথক পৃথক না রেখে, একস্থানে একত্রিত করে فا কে ق (কাফ্) বানিয়ে ফেলেছে। আর তার দ্বিতীয় ভ্রান্তি হচ্ছে ঃ الرُّوح স্থলে الرَّوح পড়েছে। অর্থাৎ 'রা শব্দে 'পেশ'-এর স্থলে 'যবর' পড়ে অর্থে ভুল করেছে। আর غرضا এর স্থলে عرضا অর্থাৎ غ (গাঈন)

শুনেছি ঃ আমি হাম্মাদ ইবনে যায়েদকে বলতে শুনেছি ঃ তিনি এমন এক ব্যক্তিকে বললেন যে কিছুদিন মাহদী ইবনে হেলালের সাহচর্যে ছিল– 'ওটা কেমন একটি লবণাক্ত পানির ঝরনা, যা তোমাদের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে?' সে বললো– হে আবু ইসমাঈল, (হাম্মাদের ডাক নাম), হাঁ সত্যিই ওটা লোনা পানির ঝরনাই বটে।[৩২]

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَوَانَةَ قَالَ مَابَلَغَنِيْ عَنِ الْحَسَنِ حَدِيْثٌ إِلاَّ أَتَيْتُ بِهِ اَبَانَ بْنَ أَبِيْ عَيَّاشٍ فَقَرَأَهُ عَلَيَّ.

আফফান বলেন, আমি আবু আওয়ানাকে বলতে শুনেছি ঃ হাসান বসরী থেকে যে হাদীসই আমার নিকট পৌঁছতো আমি তা আবান ইবনে আবু আইয়্যাশের কাছে নিয়ে আসতাম। সে আমাকে তা পড়ে শুনাতো।[৩৩]

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَا وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ مِنْ أَبَانَ بْنِ أَبِيْ عَيَّاشٍ نَحْوًا مِنْ أَلْفِ حَدِيْثٍ. قَالَ عَلِيٌّ فَلَقِيْتُ حَمْزَةَ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَاسَمِعَ مِنْ أَبَانَ فَمَا عَرَفَ مِنْهَا إِلاَّ شَيْئًا يَسِيْرًا خَمْسَةً أَوْسِتَّةً.

আলী ইবনে মুসহির বলেন, আমি ও হামযাতুয্ যাইয়্যাত আবান ইবনে আবু আইয়্যাশ থেকে প্রায় এক হাজার হাদীস শুনেছি। আলী বলেন, একদিন আমি হামযার সাথে সাক্ষাত করলে, তিনি আমাকে অবহিত করলেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছেন এবং আবান থেকে যে সমস্ত হাদীস শুনেছিলেন তা (স্বপ্নের মধ্যে) তাঁকে শুনিয়েছেন। কিন্তু তিনি (সা) এর সামান্য ক'টি– পাঁচ অথবা ছ'টি ব্যতীত আর একটিরও স্বীকৃতি দেননি।[৩৪]

এর স্থলে ع (আঈন) পড়ে অর্থে ভুল করেছে। রূহ শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রাণ এবং রাওহ অর্থ হচ্ছে বায়ু। হাদীসের প্রকৃত শব্দ নিম্নরূপ ঃ

نهى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ يُّتَّخَذَ الرُّوْحُ غَرَضًا

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কোনো জীবন্ত প্রাণীকে (যবেহ না করে) লক্ষ্যস্থানে বসিয়ে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। অথচ আবদুল কুদ্দুস সন্দে ও হরকতে ভুল করে এক মারাত্মক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। তাই আলেমগণের নিকট সে সমালোচিত ব্যক্তি।

[৩২] মাহদী ইবনে হেলালের আকীদা বাতিল ও ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। এখানে তার বাতিল আকীদাকে লোনা পানির ঝরণার সাথে তুলনা করা হয়েছে। ফলে লবণাক্ত পানি যেমন দেহ ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, অনুরূপভাবে তার 'ইলম' মানুষের আকীদা ও আমলের জন্যে ক্ষতিকর। কাজেই এটা ইঙ্গিতে বুঝানো হয়েছে যে, মাহদী ইবনে হেলাল যঈফ রাবী। তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

[৩৩] অর্থাৎ সে আমার নিকট থেকে শোনা হাদীস অস্বীকার করে নিজেই সরাসরি হাসান বসরী থেকে শোনার মিথ্যা দাবী করতো। তাই সে মুহাদ্দিসদের কাছে মিথ্যাবাদী ও হাদীস বর্ণনায় অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি।

[৩৪] ইমাম নববী বলেন, এই বর্ণনাটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আবান ইবনে আবু আইয়াশকে দুর্বল বলে প্রমাণ করা। স্বপ্নের মাধ্যমে কোন কিছু সঠিক প্রমাণিত হয় কিনা তা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য নয়।

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ قَالَ لِيْ أَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ أُكْتُبْ عَنْ بَقِيَّةَ مَارَوٰى عَنِ الْمَعْرُوْفِيْنَ وَلَاتَكْتُبْ عَنْهُ مَارَوٰى عَنْ غَيْرِالْمَعْرُوْفِيْنَ وَلَاتَكْتُبْ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ مَارَوٰى عَنِ الْمَعْرُوْفِيْنَ وَلَاعَنْ غَيْرِهِمْ.

যাকারিয়া ইবনে আদী বলেন, আবু ইস্‌হাক আল-ফাযারী আমাকে বলেছেন ঃ বাকীয়্যা নামক রাবী, যেসব হাদীস প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের কাছ থেকে বর্ণনা করে, শুধুমাত্র সেগুলো লিপিবদ্ধ করে নাও এবং যেসব হাদীস অখ্যাত ও অপরিচিত লোকদের থেকে বর্ণনা করে তা লিখো না। কিন্তু ইসমাঈল ইবনে আইআশের[৩৫] কোনো হাদীসই গ্রহণ করো না চাই তা পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি থেকে হোক অথবা অপরিচিত ব্যক্তিদের থেকে হোক।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرٰهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ نِعْمَ الرَّجُلُ بَقِيَّةُ لَوْلَا أَنَّه يَكْنِيْ الْأَسَامِيَ وَيُسَمِّيَ الْكُنٰى كَانَ دَهْرًا يُحَدِّثُنَا عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْوَحَاظِيِّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا هُوَ عَبْدُ الْقُدُّوْسِ.

ইস্‌হাক ইবনে ইবরাহীম হানযালী বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারকের কোন এক ছাত্রের কাছে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ইবনে মুবারক বলেছেন ঃ বাকীয়্যা উত্তম ব্যক্তিই ছিলেন, যদি তাঁর মধ্যে একটা দোষ না থাকতো। তিনি রাবীর (বর্ণনাকারীর) নামকে কুনিয়াত (ডাক নাম) এবং কুনিয়াতকে নাম দ্বারা প্রকাশ করতেন।[৩৬] তিনি দীর্ঘদিন যাবত

বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্য অনুযায়ী স্বপ্নের মাধ্যমে শরীয়তের কোন দলীল প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং এর কোন নির্দেশ রহিতও হয় না। অর্থাৎ স্বপ্ন কখনো শরঈ আইনের উৎস নয়।

[৩৫] ইমাম নববী বলেন, আবু ইসহাকই কেবল ইসমাঈল ইবনে আইআশ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। পক্ষান্তরে ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন বলেছেন, আইআশ সিকাহ রাবী। ইমাম বুখারী বলেছেন, সিরিয়ার মুহাদ্দিসদের কাছ থেকে তিনি যা বর্ণনা করেছেন তা সহীহ। ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান বলেছেন, আমার সাথীরা বলতো– সিরিয়ার জ্ঞানভাণ্ডার ইসমাঈল ইবনে আইআশের কাছে রয়েছে। তিনি আরো বলেছেন, কেউ কেউ তার সমালোচনা করেছেন– কিন্তু তিনি সিকাহ রাবী, আদেল এবং সিরিয়ার মুহাদ্দিসদের হাদীস অধিক জানেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি মক্কা-মদীনার সিকাহ রাবীদের সূত্রে গরীব হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন বলেছেন, তিনি সিরিয়া রাবীদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সিকাহ রাবী, কিন্তু হেজাজের রাবীদের হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি নির্ভরযোগ্য নন। কেননা তার লিখিত কিতাব হারিয়ে গেছে এবং তার স্মরণশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। আবু হাতেম বলেছেন, সে দুর্বল হলেও তার হাদীস গ্রহণ করা যায়। আবু ইসহাক ছাড়া অপর কেউ তার হাদীস গ্রহণ করেননি বলে আমার জানা নেই। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, তিনি বাকীয়্যার তুলনায় অনেক ভাল।

[৩৬] কোন কোন রাবী মূল নামে অধিক পরিচিত। আবার কোন কোন রাবী ডাক নামে অধিক পরিচিত। কাজেই যে রাবী যে নামে প্রসিদ্ধ– কোন বর্ণনাকারী যদি তাকে সেভাবে উপস্থাপন না করে মূল নাম ও ডাক নামের উলট-পালট করে তবে এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। বাকিয়্যার এই বদ অভ্যাস ছিল।

আমাদের 'আবু সাঈদ ওহাযীর' সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরে যখন আমরা খোঁজ নিলাম তখন দেখলাম, ওহাযী হচ্ছে সেই আবদুল কুদ্দুস (যাকে হাদীস বিশারদগণ বর্জন করেছেন।)

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الاَزْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِالرَّزَّاق يَقُوْلُ مَارَأَيْتُ ابْـنَ الْمُبَـارَكِ يُفْتَحُ بِقَوْلِه كَذَّابٌ إِلاَّ لِعَبْدِ الْقُدُّوْسِ فَإِنِّى سَمِعْتُه يَقُوْلُ لَه كَذَابٌ.

আহমাদ ইবনে ইউসুফ আযদী বলেন, আমি আবদুর রাজ্জাককে বলতে শুনেছি ঃ আমি ইবনুল মুবারককে সুস্পষ্ট ভাষায় আবদুল কুদ্দুস ব্যতীত অন্য কাউকে মিথ্যাবাদী বলতে দেখিনি। কেননা আমি তাঁকে বলতে শুনছি ঃ আবদুল কুদ্দুস এক নম্বর মিথ্যাবাদী।

حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَانُعِيْمٍ وَذَكَرَالْمُعَلَّى بْنَ عِرْفَانَ فَقَالَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ وَائِلٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِصِفِّيْـنَ فَقَـالَ أَبُوْنُعَيْـمٍ أَتُـرَاهُ بُعِثَ بَعْدَ الْمَوْتِ.

আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রাহমান দারামী বলেন, আমি আবু নুয়াঈমকে বলতে শুনেছি ঃ একদা তিনি মু'আল্লা ইবনে ইরফানের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, মু'আল্লাহ বলেছে ঃ 'আবু ওয়াইল আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে ইবনে মাসউদ (রা) আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। তার কথা শুনে আবু নুয়াঈম বললেন, তোমার কি ধারণা, তিনি মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত হয়ে ফিরে এসেছেন?[৩৭]

عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ إِسْمَاعِيْلَ بْنَ عُلَيَّةَ فَحَدَّثَ رَجُلٌ عَنْ رَّجُلٍ فقلت إِنَّ هذَا لَيْسَ بِثَبْتٍ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِغْتَبْتَه قَالَ إِسْـمَاعِيْلُ مَااغْتَابَـه وَلكِنَّـه حَكَـمَ أَنَّـه لَيْسَ بِثَبْتٍ.

আফ্‌ফান ইবনে মুসলিম বলেন, আমরা ইসমাঈল ইবনে 'উলাইয়্যার নিকট বসেছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তি থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করলো। তখন আমি বললাম, 'সে ব্যক্তি হাদীস বর্ণনার উপযুক্ত নয়।' আফ্‌ফান বলেন, আমার কথাটি শুনে ঐ ব্যক্তি বললো ঃ তুমি তো তার গীবত করলে। ইসমাঈল বললেন ঃ না, সে তার গীবত করেনি, বরং সে যে হাদীস বর্ণনা করার উপযুক্ত নয় সেই সত্যটিকে উদঘাটন করেছে।

---

[৩৭] ইবনে মাসউদ (রা) ৩২ হিজরীতে ইন্‌তেকাল করেন এবং সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয় আলীর (রা) খিলাফতকালে ৩৭ হিজরীতে। কাজেই পাঁচ বছর পূর্বে মৃত ব্যক্তিকে পাঁচ বছর পরে জীবিত দেখা তখনই সম্ভব যদি তিনি পুনরুজ্জীবন লাভ করে থাকেন। সুতরাং এ কথাটি ডাহা মিথ্যা। আবু ওয়াইল হচ্ছেন একজন প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ তাবেঈ। পিছনে তাঁর সম্পর্কে মোটামুটিভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। কাজেই বলতে হবে এ মিথ্যার নায়ক মুআল্লা ইবনে ইরকান, আবু ওয়াইল নন।

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الَّذِىْ يَرْوِىْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ أَبِى الْحُوَيْرِثِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُه عَنْ شُعْبَةَ الَّذِىْ يَرْوِىْ عَنْهُ ابْنُ أَبِىْ ذِئْبٍ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُه عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوَامَةِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُه عَنْ حَرَامِ ابْنِ عُثْمَانَ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ هٰؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ فَقَالَ لَيْسُوْا بِثِقَةٍ فِىْ حَدِيْثِهِمْ. وَسَأَلْتُه عَنْ رَّجُلٍ اخَرَ نَسِيْتُ إِسْمُه فَقَالَ هَلْ رَأَيْتَه فِىْ كُتُبِىْ قُلْتُ لَا قَالَ لَوْ كَانَ ثِقَةً لَرَأَيْتَه فِىْ كُتُبِىْ.

বিশর ইবনে উমার বলেন, আমি মালিক ইবনে আনাসকে মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রাহমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যিনি সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, সে হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আমি মালিক ইবনে আনাসকে আবুল হুয়াইরিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সেও নির্ভরযোগ্য রাবী নয়। অতঃপর আমি তাঁকে শো'বা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যার থেকে ইবনে আবু যি'ব হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, সেও নির্ভরযোগ্য রাবী নয়। আমি তাঁকে তাওয়ামার আযাদকৃত গোলাম সালেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সেও নির্ভরযোগ্য নয়। এরপর আমি তাঁকে হারাম ইবনে উসমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সেও নির্ভরযোগ্য নয়। অতঃপর আমি মালিক ইবনে আনাসের নিকট উক্ত পাঁচ ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, এদের কেউই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। অবশেষে আমি তাঁকে এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম, যার নাম আমার এখন মনে নেই। তার সম্পর্কে তিনি বললেন, তার কোন হাদীস তুমি আমার কিতাবগুলোতে দেখতে পেয়েছো কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, যদি সে হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য হতো তাহলে তুমি অবশ্যই আমার কিতাবের মধ্যে তার নাম উল্লেখ পেতে (কাজেই সেও নির্ভরযোগ্য নয়)।[৩৮]

---

[৩৮] আবুল হুয়াইরিসের নাম আবদুর রাহমান ইবনে মুআবিয়া হুয়াইরিস আনসারী আলমাদানী। হাকিম আবু আহমাদ বলেন, তিনি শক্তিশালী রাবী নন। কিন্তু ইমাম আহমাদ ইমাম মালিকের মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বলেন, শো'বা তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া ইমাম বুখারী তার আত-তারিখুল কাবীর গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোন মন্তব্য করেননি। তাকরীবে উল্লেখ আছে যে, এই আবদুর রাহমান সত্যবাদী। তার স্মরণশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তাকে মুরজিয়া মতবাদের অনুসারী বলা হয়েছে।

শো'বা ইবনে দীনার হাশেমী (হাদীসের প্রখ্যাত ইমাম শো'বা ইবনে হাজ্জাজ নন) ইবনে আব্বাসের (রা) মুক্ত গোলাম ছিলেন। হাদীস বিশারদগণ তাকে যঈফ বলেছেন। ইমাম আহমাদ এবং ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন বলেছেন, সে খারাপ নয়। ইবনে আদী বলেছেন, তার কোন মুনকার হাদীস পাওয়া যায়নি। তাকরীবে আছে– এই শো'বা সত্যবাদী কিন্তু তার স্মরণশক্তি লোপ পেয়ে যায়।

حَدَّثَنَا ابْنُ ذِئْبٍ عَنْ شُرَحْبِيْلِ بْنِ سَعْدٍ وَكَانَ مُتَّهِمًا.

ইবনে আবু যি'ব শুরাহবীল ইবনে সা'দ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ শুরাহবীল ছিলো অভিযুক্ত।[৩৯]

سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الطَّالِقَانِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُوْلُ لَوْ خُيِّرْتُ بَيْنَ أَنْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ أَنْ اَلْقَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَرَّرٍ لَاخْتَرْتُ أَنْ اَلْقَاهُ ثُمَّ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلَمَّا رَأَيْتُه كَانَتْ بَعْرَةٌ أَحَبَّ اِلَيَّ مِنْهُ.

আবু ইসহাক তালেকানী বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারককে বলতে শুনেছি ঃ এক সময় আমার আকাঙ্ক্ষা এমন পর্যায়ের ছিলো যে, যদি আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করা এবং আবদুল্লাহ ইবনে মুহাররামের সঙ্গে সাক্ষাত করার মধ্যে ইখতিয়ার (স্বাধীনতা) দেয়া হতো, তাহলে আমি প্রথমে তার সাথে সাক্ষাত করাটাকেই প্রাধান্য দিতাম এবং পরে জান্নাতে প্রবেশ করতাম। পরে যখন আমি তাকে দেখতে পেলাম, (তার কার্যকলাপ দেখে) আমার মনে হলো, তাকে দেখার চেয়ে জানোয়ারের পায়খানা দেখাটাই আমার জন্যে উত্তম ছিলো।

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ زَيْدُ يَعْنِي ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ لَاتَأْخُذُوْا عَنْ أَخِيْ.

উবায়দুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, যায়েদ অর্থাৎ ইবনে আবু উনাইসা বলেছেন, তোমরা আমার ভাই (ইয়াহইয়া) থেকে হাদীস গ্রহণ করো না।[৪০]

সালেহ- বোহতানের পুত্র, মদীনার বাসিন্দা। ইমাম মালিক তাকে দুর্বল বললেও ইমাম তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন তাকে সিকাহ রাবী বলেছেন। ইমাম মালিক তাকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েছেন- যখন তার স্মরণশক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছিল। সুফিয়ান সাওরীও তাকে বার্ধক্যে পেয়েছেন এবং তার কাছে কয়েকটি মুনকার হাদীস শুনেছেন। কিন্তু যারা তার স্মরণশক্তি লোপ পাওয়ার পূর্বে তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন- সেগুলো সহীহ। ইবনে আদী বলেছেন- ইবনে আবু যি'ব, ইবনে জুরাইজ এবং যিয়াদ ইবনে সা'দ তার কাছ থেকে স্মরণশক্তি বিলোপ হওয়ার পূর্বে বর্ণনা করেছেন। ফলে এসব বর্ণনার মধ্যে কোন ত্রুটি নেই।

হারাম ইবনে উসমান আনসারীকে ইমাম বুখারী প্রত্যাখ্যাত রাবী বলেছেন। যুবাইরী বলেছেন- তিনি শিয়া মতবাদের অনুসারী। নাসাঈও তাকে যঈফ বলেছেন।

[৩৯] এখানে শুরাহবিলের প্রতি মিথ্যাবাদিতার ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ যুদ্ধবিশারদ। মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ বলেছেন, তিনি যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) সহ অনেক সাহাবা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাকরীবে উল্লেখ আছে- তিনি ছিলেন সত্যবাদী কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে স্মরণশক্তি হারিয়ে ফেলেন।

[৪০] ইয়াহইয়া ইবনে আবু উনাইসা হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেছেন, তাকে হিসাবে ধরা যায় না। নাসাঈ বলেছেন, সে দুর্বল এবং পরিত্যক্ত। তাকরীবেও তাকে দুর্বল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম নববী বলেছেন, তার ভাই যায়েদ ইবনে আবু উনাইসা সিকাহ রাবী। বুখারী এবং মুসলিম তার দলীল গ্রহণ করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে সাদ বলেছেন, তিনি সিকাহ রাবী, অসংখ্য হাদীসের অধিকারী এবং ফকীহ।

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ يَحْيى بْنُ أَبِيْ أُنَيْسَةَ كَذَّابًا.

উবায়দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে আবু উনাইসা হচ্ছে মিথ্যাবাদী।

عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ذُكِرَ فَرْقَدٌ عِنْدَ أَيُّوْبَ فَقَالَ إِنَّ فَرْقَدًا لَيْسَ صَاحِبَ حَدِيْثٍ.

হাম্মাদ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আইউবের নিকট ফারকাদ সম্পর্কে আলোচনা হলো। তিনি বললেন, ফারকাদ হাদীস বর্ণনা করার উপযোগী নয়। [প্রকৃতপক্ষে ফারকাদ একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ও খোদাভীরু ইবাদাতগুজার লোক ছিলেন, তবে হাদীস বর্ণনা করার জন্যে যেসব গুণাবলীর প্রয়োজন, সেগুলো তাঁর মধ্যে ছিলো না।]

وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبَدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيى ابْنَ سَعِيْدِنِ الْقَطَّانَ وَذُكِرَ عِنْدَه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْثِيُّ فَضَعَّفَه جِدًّا فَقِيْلَ لِيَحْيى أَضْعَفُ مِنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَطَاءٍ؟ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ مَاكُنْتُ أَرى أَحَدًا يَرْوِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ.

আবদুর রাহমান ইবনে বিশর আল-আবদী বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ কাত্তানের নিকট মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদ ইবনে উমাইর লাইসীর উল্লেখ করা হলো। আমি শুনেছি, তিনি তাকে অত্যন্ত যঈফ বলে মন্তব্য করেছেন। এ সময় কেউ ইয়াহইয়াকে জিজ্ঞেস করলো, সে কি ইয়াকুব ইবনে আতা থেকেও যঈফ? তিনি বললেন, হাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদ ইবনে উমাইর থেকে হাদীস বর্ণনা করাটা কারোর পক্ষে উচিত বলে আমি মনে করি না।

حَدَّثَنِيْ بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيى بْنَ سَعِيْدِنِ الْقَطَّانَ ضَعَّفَ حَكِيْمَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ الأَعْلى وَضَعَّفَ يَحْيى بْنَ مُوْسى بْنِ دِيْنَار قَالَ حَدِيْثُه رِيْحٌ وَضَعَّفَ مُوْسى بْنَ دِهْقَانَ وَعِيْسى بن ابى عيسى الْمَدَنِيَّ وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عِيْسى يَقُوْلُ قَالَ لِي ابْنُ الْمُبَارَكِ إِذَا قَدِمْتَ عَلى جَرِيْرٍ فَاكْتُبْ عِلْمَه كُلَّه إِلاَّ حَدِيْثَ ثَلاَثَةٍ لاَتَكْتُبْ عَنْهُ حَدِيْثَ عُبَيْدَةَ ابْنِ مُعَتِّبٍ وَالسَّرِّيِّ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ.

বিশর ইবনুল হাকাম বলেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ কাত্তানকে বলতে শুনেছি ঃ তিনি হাকীম ইবনে জুবাইর ও আবদুল আ'লাকে যঈফ বলেছেন এবং ইয়াহইয়া ইবনে মূসা ইবনে দীনারকেও যঈফ বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, তার হাদীস হচ্ছে বাতাসতুল্য।

তিনি মূসা ইবনে দিহকান ও ঈসা ইবনে আবু ঈসা মাদানীকেও যঈফ বলেছেন।[৪১] (ইমাম মুসলিম বলেন), আমি হাসান ইবনে ঈসাকে বলতে শুনেছি ঃ আমাকে ইবনে মুবারক বলেছেন, যখন তুমি জারীরের নিকট যাবে তখন তিন ব্যক্তির হাদীস ব্যতীত তার সমস্ত ইলম (হাদীস) লিপিবদ্ধ করে নিও। এ তিন ব্যক্তি হচ্ছে ঃ উবায়দা ইবনে মুআত্তিব, সিরী ইবনে ইসমাঈল ও মুহাম্মাদ ইবনে সালিম।

ইমাম মুসলিম বলেন, হাদীস বর্ণনাকারীদের দোষ-ক্রুটি ও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলেমদের যে মতামত আমরা বর্ণনা করেছি– এর ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। এ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করতে গেলে সংকলনের কলেবর বিরাট হয়ে যাবে। তবে আমরা এখানে যতটুকু আলোচনা করেছি তা একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির পথ নির্দেশের জন্য যথেষ্ট হবে। হাদীস বিশারদগণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যে নীতি নির্ধারণ ও অনুসরণ করেছেন– তা তারা এ থেকে জানতে পারবেন। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে– মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীস বর্ণনাকারীদের (রাবী) যাবতীয় দোষ-ক্রুটি প্রকাশ করে দেয়া অপরিহার্য মনে করেছেন। এ সম্পর্কে যখন তাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তারা এটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে ফতোয়া দিয়েছেন। দ্বীনের কোন কথা নকল করলে তার মাধ্যমে হয় কোন কাজ হালাল অথবা হারাম প্রমাণিত হবে, অথবা তাতে কোন কাজ করার নির্দেশ অথবা নিষেধ থাকবে, অথবা এর মাধ্যমে কোন কাজ করতে উৎসাহিত করা হবে বা কোন কাজ না করার জন্য সতর্ক করা হবে।

যাই হোক, কোন রাবীর মধ্যে যদি সততা ও বিশ্বস্ততার উপাদান না থাকে– আর অন্য কোন রাবী তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করার সময় যদি তার সম্পর্কে অনবহিত লোকদের সামনে এ ক্রুটি তুলে না ধরে তবে সে গুনাহগার হবে এবং সাধারণ মুসলমানদের সাথে প্রতারণাকারী বলে গণ্য হবে। কেননা যেসব লোক এসব হাদীস শুনবে– তারা এর সবগুলোর উপর অথবা এর কোন কোনটির ওপর আমল করে থাকবে। অথচ এর সবগুলো অথবা এর কতগুলো মনগড়া হাদীস পাওয়া মোটেই বিচিত্র নয় এবং এগুলোর কোন ভিত্তি নাও থাকতে পারে। (কোন কোন পাঠে আছে ঃ এতে অল্প বা অধিক মিথ্যা হাদীসও থাকতে পারে)। অথচ নির্ভরযোগ্য ও আস্থাশীল বর্ণনাকারীদের বর্ণিত নির্ভুল ও সহীহ হাদীসের এক বিরাট সম্ভার আমাদের সামনে রয়েছে। কাজেই এমন ব্যক্তি থেকে হাদীস গ্রহণ করার জন্যে ব্যস্ত হওয়ার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই, যার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয় এবং সে নিজেও সিকাহ রাবী নয়।

---

[৪১] হাকীম ইবনে জুবাইর আসাদী কুফার অধিবাসী ছিলেন। আবু হাতেম রাবী তাকে কট্টর শিয়া বলে উল্লেখ করেছেন। আবদুর রহমান ইবনে মাহদী এবং শোবাকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনারা হাকীম ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণনা করা ছেড়ে দিলেন কেন? তারা বললেন, আমরা দোযখে যেতে চাই না। তাকরীবে তাকে সত্যবাদী, কিন্তু যঈফ বলা হয়েছে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম তার বর্ণনা গ্রহণ করেননি। অপরদিকে ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাজা তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। মূসা ইবনে দীনার যঈফ রাবী এবং ঈসা ইবনে আবু ঈসা প্রত্যাখ্যাত রাবী।

আমি মনে করি– যেসব লোক এ ধরনের যঈফ হাদীস এবং অখ্যাত সনদ বর্ণনা করে এবং এর মধ্যকার দোষত্রুটি ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে– তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের সামনে নিজেদের বিদ্যার বহর দেখানো। লোকেরা তার হাদীসের সংখ্যাধিক্য দেখে বলবে, অমুক ব্যক্তি কত অধিক হাদীসই না জমা করেছে। যে ব্যক্তি ইলমে হাদীসের নামে এ নীতি গ্রহণ করে এবং এ পথে পা বাড়ায়, তার সম্বন্ধে বলতে হয়, হাদীস শাস্ত্রে তার কোন স্থান নেই। বস্তুত এমন ব্যক্তি আলেম হিসাবে আখ্যায়িত হওয়ার পরিবর্তে জাহেল-মূর্খ উপাধি লাভের অধিক উপযোগী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

আন'আ'ন[৪২] পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করা জায়েয যদি এ রাবীদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তাদের কেউ যদি মুদাল্লিস[৪৩] না হয়।

ইমাম মুসলিম বলেন, আমাদের যুগের কোন কোন স্বঘোষিত হাদীস বিশারদ[৪৪] হাদীসের সনদ সুস্থ ও অসুস্থ হওয়ার ব্যাপারে অভিমত প্রকাশে প্রয়াস পেয়েছেন। যদি আমরা তার

---

[৪২] যে হাদীসের সনদ عن فلان عن فلان عـــن فـــلان (অমুকের থেকে অমুক, তার থেকে অমুক বর্ণনা করেছে)– এভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকে মুআনআন (معنعن) হাদীস বলে। এ ধরনের বর্ণনায় রাবী এটা বলছেন না যে, আমি অমুকের কাছে শুনেছি অথবা অমুক আমাকে হাদীস শুনিয়েছে। তাই এতে সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, একে অপরের কাছে বর্ণিত হাদীসটি শুনেছে কিনা বা মাঝখান থেকে কোন রাবী বাদ পড়ে গেছে কিনা। এ কারণে মু'আন'আন হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে। তাদের একদল বলেছেন, যদি অর্ধস্তন রাবী তার উর্ধতন রাবীর যুগ পেয়ে থাকে এবং পরস্পর সাক্ষাৎ সম্ভব হয়– তাহলে বর্ণিত হাদীসটি মুত্তাসিল হাদীসের মর্যাদা লাভ করবে এবং দলীল হিসেবে গৃহীত হবে। ইমাম মুসলিমের এই মত। অপর দল বলেছেন, কেবল সাক্ষাৎ ঘটার সম্ভাব্যতাই যথেষ্ট নয়, বরং দুই একবার সাক্ষাত ঘটেছে বলে প্রমাণিত হতে হবে। মুহাক্কিক আলেমগণ এই মত গ্রহণ করেছেন। এবং মুসলিমের মতকে যঈফ বলেছেন। আলী ইবনুল মাদানী, বুখারী ও একদল বিশেষজ্ঞ মুসলিমের মতের বিরোধিতা করেছেন। তাদের মতে, অন্তত একবার সাক্ষাৎ ঘটেছে বলে প্রমাণিত হলে তা মুত্তাসিল হাদীসের মর্যাদা লাভ করবে। একদল লোক বলেছেন, মু'আন'আন হাদীস কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু এ মত প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। উপরন্তু এটা উলামায়ে সালফের ইজমার পরিপন্থী। ইমাম মুসলিম সম্পাদক "স্বঘোষিত হাদীস বিশারদ" বলে ইমাম বুখারী ও তার উস্তাদ আলা ইবনুল মাদানীর সমালোচনা করেছেন।

[৪৩]. তাদ্লিস অর্থ গোপন করা। কোন রাবী তার প্রকৃত উস্তাদের নাম গোপন রেখে তার উর্ধতন উস্তাদের নামে হাদীস বর্ণনা করলে এটাকে মুদাল্লাস হাদীস বলে। এতে মনে হয় যে, সে সরাসরি তার উস্তাদের শায়খের কাছে হাদীস শুনেছে। অথচ সে সরাসরি তার নিকট হাদীস শোনেনি। মুদাল্লাস হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যদি প্রমাণ হয় যে, সে সিকাহ রাবীর হাদীসে এরূপ করে অথবা নিজের উস্তাদের নাম প্রকাশ করে দেয়– তাহলে এ ধরনের হাদীস গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

মু'আন'আন হাদীসে এ ধরনের মুদাল্লিস রাবী থাকলে সেক্ষেত্রে দুই রাবীর মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটার সম্ভাব্যতা অথবা একবার সাক্ষাৎ হওয়াটাই হাদীসটি মুত্তাসিল হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট এবং তার সাথে সাক্ষাতও হয়েছে।

[৪৪] স্বঘোষিত মুহাদ্দিস বলতে ইমাম মুসলিম এখানে ইমাম বুখারীর কথা বুঝিয়েছেন। আসলে সমালোচনার জোশে তিনি এ স্বঘোষিত শব্দ ব্যবহার করেছেন।

সেই ভ্রান্ত অভিমত লিপিবদ্ধ করা এবং এর ত্রুটি আলোচনা করা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকতাম, তাহলে সেটাই হতো সঠিক সিদ্ধান্ত ও সঠিক পন্থা। কেননা ভ্রান্ত মতামত ধরাপৃষ্ঠ থেকে নির্মূল করা এবং এর প্রবক্তার নাম-গন্ধ মুছে ফেলার জন্যে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নীরব থাকাটাই সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা। এটা অশিক্ষিত-মূর্খ লোকদেরকে সেই ভ্রান্ত মতামত সম্পর্কে অনবহিত রাখার একটি কার্যকর পন্থা। কিন্তু যখন আমরা এর অশুভ পরিণাম এবং মূর্খ লোকদের যে কোন ভুল মতামতের প্রতি ত্বরিৎ বিশ্বাস স্থাপন ও উলামায়ে কেরামের নিকট অগ্রহণযোগ্য কথার প্রতি তাদের আকৃষ্ট হওয়ার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করলাম তখন আমরা এদের ভ্রান্ত মতের উল্লেখ করে তার মূলোৎপাটন করা জরুরী মনে করলাম। ইনশাল্লাহ এ মহতি কাজ মানুষের জন্যে হবে অতীব কল্যাণকর এবং এর পরিণামও শুভ হবে বলে আমরা আশা করি।

(ইমাম মুসলিম এ অনুচ্ছেদে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করছেন, যা মুসলিম শরীফের ভূমিকায় আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। তিনি বলেন,) যে ব্যক্তির বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আমরা আলোচনা শুরু করেছি এবং যার ধ্যান-ধারণাকে আমরা বাতিল বলে গণ্য করেছি তার অভিমত হচ্ছে– "যদি সনদের মধ্যে فُلاَنٌ عَنْ فُلاَنَ (অমুক অমুকের কাছ থেকে), এভাবে উল্লেখ থাকে এবং এ কথা জানা যায় যে, তারা উভয়েই একই যুগের রাবী একই সময়ের লোক তাছাড়া হাদীসটি সরাসরি শুনার এবং পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। কিন্তু সে তার উর্ধতন রাবীর কাছ থেকে শুনেছে বলে আমরা জানতে পারিনি এবং কোন রেওয়ায়েতের মধ্যেও আমরা পাইনি যে, তাদের উভয়ের মধ্যে কখনো সাক্ষাৎ ঘটেছে অথবা সামনা-সামনি কোন কথাবার্তা হয়েছে" তাহলে এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির মতে– এভাবে যত হাদীস বর্ণিত হবে তা দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না, যে পর্যন্ত প্রমাণ না হবে যে, তারা উভয়ে গোটা জীবনে একবার অথবা একাধিকবার কোন এক জায়গায় একত্রিত হয়েছিল, অথবা এর স্বপক্ষে কোন বর্ণনা মওজুদ আছে।

সুতরাং যদি এই বর্ণনাকারী ও গ্রহণকারীর মধ্যে সাক্ষাৎ এবং সামনা-সামনি শুনার কথা না জানা যায় এবং কোন হাদীস দ্বারা যদি তাদের মধ্যে অন্তত একবার সাক্ষাতের এবং তার থেকে (বর্ণনাকারী থেকে) কিছু শুনার প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহলে এ অবস্থায় ঐ ব্যক্তির মতানুসারে এ জাতীয় হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এ পর্যায়ের হাদীস গ্রহণ করা স্থগিত থাকবে ঃ যে পর্যন্ত কম বা অধিক হাদীস দ্বারা সাক্ষাত ও শোনার প্রমাণ না পাওয়া যায়।

অতঃপর ইমাম মুসলিম বলেন ঃ হে আবু ইসহাক! আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন'। হাদীসের সনদসমূহকে ক্ষত-বিক্ষত করার জন্যে এটা এমন একটা মনগড়া অভিমত, যা ইতিপূর্বে কেউ বলেনি। আর হাদীস বিশারদ উলামায়ে কেরামের কেউ এ কথার সমর্থনও করেননি।

কেননা অতীত ও বর্তমান তথা সর্বকালের হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসদের ঐকমত্য হচ্ছে– প্রত্যেক নির্ভরযোগ্য (সিকাহ্) রাবী যখন কোন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করে এবং তারা দু'জন একই যুগের লোক হওয়ার দরুন তাদের মধ্যে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ এবং একজন অন্যজন থেকে কোনো কথা শোনার সম্ভাবনা থাকে, যদিও কোন হাদীস বা খবর দ্বারা কখনো তাদের একত্রিত হওয়ার সঠিক কথা বা পরস্পর সামনা-সামনি বসে আলোচনা করার কথা জানা যায়নি; এমতাবস্থায় আলেমদের মতে এ জাতীয় হাদীস প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হবে এবং তা দলীল হিসাবে গৃহীত হবে। তবে হাঁ, যদি কোন জায়গায় সুস্পষ্টভাবে এ নিদর্শন পাওয়া যায় যে, উক্ত রাবী, যার থেকে সে বর্ণনা করে তার সাথে আদৌ তার সাক্ষাত হয়নি অথবা তার থেকে এ ব্যক্তি কোন কিছু শুনেওনি, তখন এ হাদীস দলীল হিসাবে গৃহীত হবে না। কিন্তু যেখানে ব্যাপারটি অস্পষ্ট এবং তাদের উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান, সেখানে অধস্তন রাবী তার উর্ধতন রাবীর কাছে হাদীসটি শুনেছে বলে ধরে নেয়া হবে।

অতঃপর এই নতুন মতবাদের আবিষ্কার্তাকে বা এর পৃষ্ঠপোষককে যার মতামতের কথা আমরা পূর্বে পেশ করেছি– প্রশ্ন করা যেতে পারে, অবশ্যই আপনি আপনার সমস্ত আলোচনায় এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, একজন নির্ভরযোগ্য রাবীর হাদীস অন্য একজন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে বর্ণিত হলে, তা দলীল হিসেবে স্বীকৃত এবং তদনুযায়ী আমল করা অনস্বীকার্য। পরে আপনি এ কথার পেছনে একটি শর্ত যোগ করে দিয়েছেন। তা হচ্ছে– "যে পর্যন্ত না জানা যাবে, তারা দু'জন একবার কিংবা একাধিক বার পরস্পর মিলিত হয়েছে অথবা একজন অন্যজন থেকে কিছু শুনেছে।" এখন আপনার কাছে জিজ্ঞাস্য, এ শর্তটির সমর্থন আপনি কি এমন কোন ব্যক্তি থেকে পেয়েছেন যার কথা মেনে নেয়া অপরিহার্য? অন্যথায় আপনি নিজেই আপনার এ দাবীর সমর্থনে অন্য কোন প্রমাণ উপস্থাপন করুন।

তিনি যদি দাবী করেন যে, তার এই শর্তের সমর্থনে উলামায়ে সালফের অভিমত বর্তমান রয়েছে তবে তা পেশ করার জন্য তার কাছে দাবী করা হবে। কিন্তু তিনি তার এ আবিষ্কারের পেছনে এমন কোন প্রমাণ উপস্থাপন করার কোন পথ খুঁজে পাবেননা এবং অনুরূপ মত পোষণকারীও পারবে না। যদি তিনি অন্য কোন যুক্তি দাঁড়া করাতে চান তবে সেটাও চাওয়া হবে। আর যদি তিনি একথা বলেন, "আমি অতীত ও বর্তমানের সব রাবীদের দেখেছি, তাদের একজন অপরজন থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যেখানে একজন অন্যজনকে স্বচক্ষে বা সামনাসামনি দেখেনি এবং তাদের একজন অন্যজন থেকে কোন কিছু শ্রবণও করেনি সে ক্ষেত্রে আমি দেখতে পেয়েছি– তাঁরা ঐ হাদীসের মধ্যে 'সামা' (শ্রবণ) বস্তুটি না থাকার দরুন এটাকে 'হাদীসে মুরসাল' হিসেবে বর্ণনা করা জায়েয বলে রায় দিয়েছেন।

আর মুরসাল রেওয়ায়েত (হাদীস) সমূহের ব্যাপারে আমাদের এবং মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত হচ্ছে– মুরসাল হাদীস হুজ্জাত (দলীল) হিসেবে পরিগণিত নয়। এ জন্যই

"হাদীসের প্রত্যেক বর্ণনাকারীর জন্য তার ঊর্ধতন রাবীর কাছ থেকে শ্রবণ করার শর্ত" আরোপ করেছি। যখন আমি প্রমাণ পেয়ে যাব যে, সে তার ঊর্ধতন রাবীর কাছে হাদীসটি সরাসরি শুনেছে– তখন আমি ধরে নেব যে, সে তার ঊর্ধতন রাবীর সূত্রে যতগুলো হাদীস বর্ণনা করেছে– তা সবই তার কাছে শুনেছে। অর্থাৎ তার কাছে থেকে যতগুলো হাদীস 'মু'আন'আন' হিসেবে বর্ণিত হবে, তার সবগুলোই আমার মতে 'মারফু' হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু যদি 'একটি বারও' শ্রবণ করার প্রমাণ পাওয়া যায় যায়, তাহলে তার বর্ণিত হাদীসকে আমি 'মওকুফ' হাদীস নামে অভিহিত করবো। ফলে তা 'মুর্সাল' হওয়ার সম্ভাবনায় আমার নিকট হুজ্জাত বা দলীল হিসাবে পরিগণিত হবে না।"[৪৬]

(আলী ইবনুল মাদানী এবং ইমাম বুখারীর উল্লিখিত অভিমতের জবাবে ইমাম মুসলিম বলেন) ঃ কোন হাদীসের মুরসাল হওয়ার সম্ভাবনাটাই যদি সে হাদীসটি যঈফ বলে পরিগণিত হওয়ার বা তা হুজ্জাত (দলীল) হিসাবে গ্রহণ না করার কারণ হয়ে থাকে– তাহলে মু'আন'আন সনদে বর্ণিত হাদীস গ্রহণ না করা আপনার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আপনাদের মত অনুযায়ী মু'আন'আন হাদীসের সনদে উল্লিখিত প্রথম রাবী থেকে শেষ রাবী পর্যন্ত– প্রত্যেকে তার ঊর্ধতন রাবীর কাছে সরাসরি শুনেছেন বলে প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত সে বর্ণনাটি আপনারা মেনে নিতে পারবেন না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি হাদীস হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে তার পিতার সূত্রে এবং তার পিতা থেকে আয়িশার (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়ে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, হিশাম নিশ্চিতই তার পিতার কাছে শুনেছেন এবং তার পিতা আয়িশার (রা) কাছে শুনেছেন– যেমন আমরা জানি যে, আয়িশা (রা) নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন, এরূপ নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও যদি কোন বর্ণনায় হিশাম এটা না বলেন, আমি আমার পিতার কাছে শুনেছি অথবা তিনি আমাকে খবর দিয়েছেন (বরং এর পরিবর্তে عَنْ শব্দ বর্ণনা করেন)– তাহলে হিশাম ও উরওয়ার মাঝখানে আরো একজন রাবী থাকতে পারেন। তিনি উরওয়ার কাছে শুনে হিশামকে খবর দিয়েছেন। হিশাম সরাসরি তার পিতার কাছে এ হাদীস শুনেননি।

কিন্তু হিশাম এ হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করার ইচ্ছা করলেন। তিনি যার মাধ্যমে শুনেছেন তার নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেননি। তা ছাড়া হিশাম ও তার পিতার মাঝখানে যেমন আরো একজন রাবী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে– অনুরূপভাবে আয়িশা (রা) ও উরওয়ার মাঝখানেও আরও একজন রাবী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এভাবে হাদীসের এমন প্রত্যেক সনদে, যেখানে একে অন্যের কাছ থেকে শুনার কথা উল্লেখ নেই, ঐ একই

---

[৪৬] যে হাদীসের সনদের মধ্য থেকে কোন রাবী বাদ পড়ে যায় তাকে মুরসাল হাদীস বলে। আর যে হাদীসের সনদ সিলসিলা নবী (সা) পর্যন্ত পৌঁছেনি তাকে মওকুফ হাদীস বলে। ইমাম শাফেঈর মতে মুরসাল হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এর সমর্থনে অন্য কোন বর্ণনা পাওয়া গেলে তা হুজ্জাত হিসাবে গৃহীত হবে। কিন্তু সাহাবীর মুরসাল হুজ্জাত। ইমাম আবু হানীফা, মালিক ও আহমাদের মতে সমস্ত মুরসাল হুজ্জাত হিসাবে গৃহীত।

সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও একথা জানা থাকে যে, এক রাবী অপর রাবীর কাছে অনেক হাদীস শুনেছেন– কিন্তু তবুও এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি তার কতগুলো বর্ণনা অন্য রাবীর কাছে শুনে তা মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন, এগুলো তিনি যার কাছে শুনেছেন কখনো তার নাম উল্লেখ করেননি আবার কখনো অস্পষ্টতা দূর করার জন্য নাম উল্লেখ করেছেন।[৪৭]

অধস্তন ও উর্ধতন রাবীদ্বয়ের মধ্যে বারবার দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া সত্ত্বেও তাদের বর্ণিত হাদীস মুরসাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে আমরা যে মত প্রকাশ করেছি তা অলীক বা কাল্পনিক নয়, বরং বাস্তব। নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও বিশেষজ্ঞ আলেমদের বর্ণনার মধ্যে তা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। এ পর্যায়ে ইনাশাআল্লাহ্ আমরা তাদের বর্ণিত হাদীস থেকে আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে দলীল হিসাবে কিছু উদাহরণ পেশ করব। যেমন–

إِنَّ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيَّ وَابْنَ الْمُبَارَكِ وَوَكِيْعًا وَابْنَ نُمَيْرٍ وَجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ رَوَوْا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَاأَجِدُ.

অর্থ ঃ আইউব সুখতিয়ানী, ইবনুল মুবারক, ওয়াকী, ইবনে নুমাইর এবং আরো একদল রাবী হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি (আয়িশা) বলেছেন ঃ "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর হালাল (ইহরাম বিহীন) অবস্থায় এবং ইহরাম অবস্থায় সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি লাগিয়েছি, যা আমার কাছে ছিল।"

হুবহু এ হাদীসটিই লাইস ইবনে সা'দ, দাউদ আত্তার, হুমাইদ ইবনে আসওয়াদ, উহাইব ইবনে খালিদ ও আবু উসামা– হিশামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হিশাম বলেছেন, আমাকে উসমান ইবনে উরওয়া অবহিত করেছেন, তিনি উরওয়া থেকে, তিনি আয়িশা (রা) থেকে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।[৪৮]

---

[৪৭] এ পর্যন্ত যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তার সারমর্ম হচ্ছে– আলী ইবনুল মাদানী ও ইমাম বুখারীর মতামতের সমালোচনা করতে গিয়ে ইমাম মুসলিম বলেন, আপনারা মু'আন'আন হাদীসকে রাবী ও মরবী আনহুর মধ্যে সাক্ষাত এবং প্রত্যক্ষভাবে শোনার অভাব থাকার দরুন হুজ্জাত হিসাবে মেনে নিতে পারেন না। কারণ তা মুরসাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এমতাবস্থায় যেখানে রাবী ও মরবী আনহুর মধ্যে বহুবার সাক্ষাৎ হয়েছে বলে জানা গেছে সেখানেও তো ইরসাল বা ইনকিতার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা কেবল মাত্র একটিবার দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার দরুন একথা নির্দ্বিধায় দাবী করা যায় না যে, ঐ রাবী তার মরবী আনহুর সমস্ত হাদীস শুনেছে। কারণ এখানেও সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে কোন হাদীস প্রত্যক্ষভাবে আবার কোন কোন হাদীস পরোক্ষভাবে লাভ করেছে। কাজেই একথা স্বীকার করতে হবে যে, কোন হাদীস মু'আন'আন হলেই তার মুরসাল হওয়াটা অপরিহার্য নয়।

[৪৮] এখানে হিশাম ও উরওয়ার মাঝখানে উসমান ইবনে উরওয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যদিও আমরা ভালভাবে অবগত আছি যে, হিশাম তার পিতার কাছ থেকে বহুবার সাক্ষাতে এবং প্রত্যক্ষভাবে

وَرَوى هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اِعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ فَأُرَجِّلُه وَأَنَا حَائِضٌ.

অর্থ ঃ হিশাম তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি আয়িশার (রা) সূত্রে, তিনি (আয়িশা) বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফে থাকাকালীন আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন এবং আমি তাঁর মাথা আঁচড়ে দিতাম। অথচ আমি ছিলাম ঋতুবতী।

অপরদিকে হুবহু এ হাদীসটিই মালিক ইবনে আনাস– যুহরী থেকে, তিনি উরওয়া থেকে, তিনি 'আমরা থেকে, তিনি আয়িশা (রা) থেকে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। (ইমাম মালিকের এই বর্ণনায় উরওয়া এবং আয়িশার (রা) মাঝখানে আমরা নাম্নী রাবীকে দেখা যাচ্ছে)।

وَرَوى الزُّهْرِىُّ وَصَالِحُ بْنُ اَبِى حَسَّانَ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

অর্থ ঃ যুহরী ও সালেহ ইবনে আবু হাসসান– আবু সালামা থেকে, তিনি আয়িশার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় চুমু খেতেন।

فَقَالَ يَحْيى بْنُ أَبِىْ كَثِيْرٍ فِى هذَا الْخَبَرِ فِى الْقُبْلَةِ أَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَخْبَرَه أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَه أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

অর্থ ঃ ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর চুমু খাওয়া সম্পর্কিত এই হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ আবু সালামা ইবনে আবদুর রাহমান আমাকে খবর দিয়েছেন, উমার ইবনে আবদুল আযীয তাকে খবর দিয়েছেন, উরওয়া তাকে খবর দিয়েছেন, আয়িশা (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় তাঁকে চুমা দিতেন।[৪৯]

হাদীস শুনেছেন। এতদসত্ত্বেও দেখা যায়, হিশাম তার পিতা থেকে কখনো কখনো প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনো কখনো পরোক্ষভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কাজেই শুধু একটিবার সাক্ষাতের ওপর ভিত্তি করে কোন রাবীর সবগুলো হাদীস মুত্তাসিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট মনে করা যায় না। অতএব, মু'আন'আন হাদীসের মধ্যে সাক্ষাতের শর্ত আরোপ করার পেছনে কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। বরং তাতে বহু সহীহ হাদীস, যা মু'আন'আন সনদে বর্ণিত হয়েছে– একটি দুর্বল সন্দেহের দরুন অকেজো হবার আশংকা দেখা দেবে।

[৪৯] এখানে চুমুর হাদীসে প্রথমে যুহরী ও সালেহ-এর সনদে আবু সালামা প্রত্যক্ষভাবে আয়িশা (রা) থেকে এবং দ্বিতীয় সনদে আবু সালামা ও আয়িশার মাঝখানে উমার ইবনে আবদুল আযীয এবং উরওয়া এ

وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَطْعَمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لُحُوْمَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَةِ.

অর্থ ঃ ইবনে 'উআইনা ও অপরাপর রাবীগণ 'আমর ইবনে দীনার থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (জাবির) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘোড়ার গোশত খাইয়েছেন। তিনি আমাদের গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

ঠিক এ হাদীসটিই হাম্মাদ ইবনে যায়েদ– 'আমর থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনে আলী থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। (এ সূত্রে 'আমর ইবনে দীনার ও জাবিরের মাঝখানে মুহাম্মাদ ইবনে আলীর অবস্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে)। এ জাতীয় সনদে বর্ণিত অসংখ্য হাদীস রয়েছে। আমরা এখানে সামান্য কয়েকটি উদাহরণ পেশ করলাম। বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল ও বিবেকবান লোকদের জন্য এ কয়টি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

ইতিপূর্বে আমরা যার মতামত সম্পর্কে আলোচনা করে এসেছি তার কাছে হাদীসের মধ্যে দোষত্রুটির প্রসার ঘটানো এবং একে খাটো করে দেখার একটিমাত্র কারণই আছে আর তা হচ্ছে– যতক্ষণ কোন রাবী তার ঊর্ধতন রাবীর কাছে কিছু শুনেছেন বলে জানা না যাবে ততক্ষণ তার বর্ণিত হাদীসটি মুরসাল বলে গণ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব, যে হাদীসের রাবী তার ঊর্ধতন রাবীর কাছে শুনেছেন বলে অন্য কোনভাবে প্রমাণিত হয়েছে– এরূপ হাদীস তার নিজের মত অনুযায়ী দলীল হিসেবে গ্রহণ করা থেকে তাকে বিরত থাকতে হবে। তিনি কেবল এমন হাদীসই দলীল হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন, যার মধ্যে শ্রবণের (سماع) কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। কেননা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, হাদীসের রাবীদের বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে। কখনো তারা স্বেচ্ছায় হাদীসকে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেন এবং যার কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন তার নাম উল্লেখ করেন না। আবার কখনো তাদের সংরক্ষিত পূর্ণ সনদ উল্লেখ করেন। ফলে তারা যদি সনদকে নুযূল (নিম্নগামী)[৫০] করার ইচ্ছা করেন (অর্থাৎ ইরসাল করতে চান) তখন নুযূল করেন। আবার যদি সউদ (ঊর্ধগামী) করার ইচ্ছা করেন (অর্থাৎ মরফু[৫১] করতে চান) তখন সউদ করেন।

দু'জন রাবীকে দেখা যাচ্ছে। যুহরীর সনদে তাদের দু'জনের নাম নেই। আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে– ইয়াহইয়া, আবু সালামা, উমার এবং উরওয়া– চারজনই তাবেঈ। আবু সালামা, অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রাহমান ইবনে আওফ বয়োজ্যেষ্ঠ তাবেঈ এবং উমার তাদের তুলনায় কনিষ্ঠ তাবেঈ। কিন্তু তারা তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[৫০] রাবী তাঁর সমস্ত উস্তাদের নাম উল্লেখ না করে মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করাটা যথেষ্ট মনে করলে হাদীসের পরিভাষায় এটাকে 'নুযূল', আর যখন হুবহু সমস্ত উসতাদের নাম বর্ণনা করেন তখন তাকে 'সউদ' বলা হয়।

[৫১] যে হাদীসের সনদে কখনো বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়ে না এবং এ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সনদের সিলসিলা পৌঁছে যায়, তাকে মরফু হাদীস বলে।

সালফে সালেহীন ইমামদের মধ্যে যারা হাদীসের প্রয়োগ ও ব্যবহার করতেন এবং সনদের সুস্থতা ও অসুস্থতা যাচাই করতেন যেমন, হাদীদ বিশারদ আইউব সুখতিয়ানী, ইবনে আউন, মালিক ইবনে আনাস, শো'বা ইবনে হাজ্জাজ, ইয়াহইয়া ইবনে সা'ঈদ কাত্তান, আবদুর রাহমান ইবনে মাহদী এবং তাদের পরবর্তী স্তরের মুহাদ্দিসগণের কেউ রাবীদের পরস্পরের কাছ থেকে শুনার প্রসঙ্গ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। এ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া কেবল আমাদের সমালোচিত ব্যক্তির কাজ। অবশ্য যে রাবী মুদাল্লিস রাবী হিসাবে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েছে– কেবল তার রেওয়ায়েত গ্রহণ করার সময়ই তারা 'সরাসরি শুনার' ব্যাপারটি অনুসন্ধান করে দেখতেন এবং তা পর্যালোচনা করতেন। তাদের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট রাবীর মধ্যে থেকে তাদলীস করার বদ-অভ্যাস দূর করা। কিন্তু যিনি মুদাল্লিস রাবী নন তার বেলায়ও 'সাক্ষাতে শুনার' ব্যাপারটি উল্লিখিত মনীষীগণ অনুসন্ধান করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

(ইমাম মুসলিম তার দাবীর সমর্থনে বলেন, রাবীদের মধ্যে সরাসরি 'সাক্ষাত' বা 'শুনার' কোন প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও তাদের কেউ মুদাল্লিস নন বলেও প্রমাণ আছে। কেবল সমসাময়িক ও সমবয়সী হওয়ার দরুন দেখা-সাক্ষাতের সম্ভাবনা আছে এরূপ রাবীদের 'মু'আন'আন' হাদীস মুহাদ্দিসদের নিকট 'মরফু' হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।) যেমন আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আনসারী (রা)। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি (তাঁর সমসাময়িক ও সমবয়সী) সাহাবী হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) এবং আবু মাসউদ (উকবা ইবনে আমর) আনসারী বদরী (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি তাদের উভয়ের কাছ থেকে একটি করে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সংযোজন করেছেন। অথচ তার বর্ণনার কোথাও এই দু'জন সাহাবী থেকে সরাসরি শুনার কথা উল্লেখ নেই। তাছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রা) কখনো হুযাইফা (রা) এবং আবু মাসউদের (রা) সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং তাদের কাছে হাদীস শুনেছেন বলেও আমাদের জানা নেই। এমনকি তিনি তাদের দু'জনকে চাক্ষুস দেখেছেন বলে কোন বর্ণনা আমরা পাইনি। (কিন্তু যেহেতু আবদুল্লাহ (রা) নিজেই একজন সাহাবী এবং অপর দুই সাহাবী হুযাইফা ও আবু মাসউদের সাথে তার সাক্ষাত হওয়ার এবং শুনার সম্ভাবনা রয়েছে– এজন্য عن সনদে বর্ণিত তার হাদীস মুত্তাসিল হিসেবেই গণ্য।)

হাদীস বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যারা ইন্তেকাল করেছেন এবং যাদেরকে আমরা জীবিত পেয়েছি, তাদের কেউ আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রা) ও আবু মাসউদের (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস দু'টিকে যঈফ বলে দোষারোপ করেননি। বরং তারা এ হাদীস দুটো এবং এর অনুরূপ বর্ণনাগুলোকে সহীহ এবং শক্তিশালী হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তারা এসব হাদীস ব্যবহার করা এবং এগুলো দলীল হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয বলেছেন। কিন্তু

আমাদের সমালোচিত ব্যক্তির মতানুযায়ী এগুলো গর্হিত ও অকেজো হাদীসরূপে গণ্য হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সাক্ষাত এবং শ্রবণ প্রমাণ না হবে।[৫২]

ইমাম মুসলিম বলেন, মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট যে সমস্ত হাদীস সহীহ ও নির্দোষ হিসাবে স্বীকৃত, কিন্তু আমাদের সমালোচিত ব্যক্তির নিকট যঈফ হিসাবে চিহ্নি ত– যদি আমরা এর পরিপূর্ণ সংখ্যা হিসাব করার চেষ্টা করি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা অসমর্থ হয়ে পড়বো এবং সবগুলোর আলোচনা করাটাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে নমুনাস্বরূপ এর কিছু আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই। যেমন–

আবু উসমান নাহদী (আবদুর রাহমান ইবনে মাল্লা– ১৩০ বছর বয়সে ইন্তেকাল) এবং আবু রাফে সায়েগ (নুফাই মাদানী)। তাঁরা উভয়ে জাহেলী যুগ পেয়েছেন (কিন্তু মহানবীর সাক্ষাত লাভে সমর্থ হননি), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট সাহাবীদের সাহচর্যও লাভ করেছেন এবং তাদের থেকে হাদীসও বর্ণনা করেছেন। এমনকি আরো সামনে অগ্রসর হয়ে আবু হুরায়রা (রা), ইবনে উমার (রা) এবং তাদের মত আরো অনেকের সাহচর্য লাভ করেছেন। তারা উভয়ই উবাই ইবনে কা'বের (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতদসত্ত্বেও কোন বর্ণনার মাধ্যমে এটা প্রমাণ হয়নি যে, তারা উভয়ে উবাই ইবনে কা'বকে (রা) দেখেছেন অথবা তার কাছে কিছু শুনেছেন।

আবু আমর শাইবানী সা'দ ইবনে আইয়াস) জাহেলী যুগও পেয়েছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় ছিলেন একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক। তিনি এবং আবু মা'মার আবদুল্লাহ ইবনে সাখবারা উভয়ে আবু মাসউদ আনসারীর (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দু'টি করে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর উবাইদ ইবনে উমাইর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ উবাইদ মহানবীর (স) যুগে জন্মগ্রহণ করেন। কায়েস ইবনে হাযিম, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পেয়েছেন, আবু মাসউদ আনসারীর (রা) সূত্রে তাঁর তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবদুর রাহমান ইবনে আবু লাইলা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে হাদীস লাভ করেছেন এবং আলীর (রা) সাহচর্য পেয়েছেন। তিনি আনাস ইবনে মালিকের (রা) সূত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রিবয়ী ইবনে হিরাশ– ইমরান ইবনে হুসাইনের (রা) সূত্রে তাঁর দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি (রিবয়ী) আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন।

---

[৫২] এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের জবাব হচ্ছে– যে রেওয়ায়েতে দেখা ও শুনার প্রমাণ নেই, তা থেকে ইরসাল হওয়ার সন্দেহ রহিত হবে না। এ ব্যাপারে শুধু শুধু টানা-হেঁচড়া করে আদৌ কোন লাভ নেই। তবে সাহাবী এবং নির্ভরযোগ্য তাবেঈদের মুরসালসমূহ গ্রহণযোগ্য। সুতরাং তা সহীহ ও দলীল হিসেবে গণ্য। কাজেই আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদের (রা) বর্ণিত হাদীস নিয়ে যে বিরাট আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে তা সাহাবীর মুরসাল হওয়ার প্রেক্ষিতে আমাদের কাছেও সহীহ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

নাফে ইবনে জুবাইর ইবনে মুতঈম– আবু শুরাইহ (খুয়াইলিদ ইবনে আমর) আল খুযাঈর (রা) সূত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

নু'মান ইবনে আবু আইয়্যাশ– আবু সাঈ'দ খুদরীর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আতা ইবনে ইয়াযীদ লাইসী– তামীমুদ-দারীর (রা) সূত্রে তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুলাইমান ইবনে ইয়াসার– রাফে' ইবনে খাদীজের (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হুমাইদ ইবনে আবদুর রাহমান হিমইয়ারী– আবু হুরায়রার (রা) সূত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন।

যে কয়জন তাবেঈর নাম আমরা এখানে উল্লেখ করলাম– তাঁরা সাহাবাদের সূত্রেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা সাহাবাদের থেকে সরাসরি হাদীস শুনেছেন বলে কোন নির্দিষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়নি এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সরাসরি সাক্ষাৎ হয়েছে বলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও এসব হাদীস এবং এর সনদ হাদীস বিশারদদের নিকট সহীহ বলে স্বীকৃত। তাদের কেউ এর কোন একটি বর্ণনাকে যঈফ বলেছেন অথবা বর্ণনাকারী সরাসরি শুনেছেন কিনা তা অনুসন্ধান করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কেননা তারা (রাবী এবং মরবী আনহু) একই যুগের লোক হওয়ার দরুন তাদের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাত হওয়াটা সম্ভব ছিল। তাই "সরাসরি শুনা এবং সাক্ষাতের" ব্যাপারটি অস্বীকার করা যায় না। তাদের প্রত্যেকের একে অপরের কাছ থেকে হাদীস শুনা বা হাসিল করাও সম্ভব ছিল।

কিন্তু আমাদের সমালোচিত ব্যক্তি হাদীসকে খাটো এবং দুর্বল করার জন্য যে কারণ দাঁড় করিয়েছেন তা বিবেচনার যোগ্যও নয়। কেননা এটা একটা বিদ'আতী মতবাদ এবং তৈরী করা কথা। সালফে সালেহীনের কেউই এরূপ কথা বলেননি। পরবর্তীকালের বিশেষজ্ঞরাও এ মত প্রত্যাখ্যান করেছেন। সুতরাং এর দীর্ঘ প্রতিবাদ করার আর কোন প্রয়োজন নেই।

মুকাদ্দামা সমাপ্ত

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায় ঃ
কিতাবুল ঈমান

অনুচ্ছেদ ঃ ১
ঈমান

كتاب الايمان

(قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِعَوْنِ اللّٰهِ نَبْتَدِىءُ وَإِيَّاهُ
نَسْتَكْفِي وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللّٰهِ جَلَّ جَلَالُهُ

حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَهَذَا حَدِيثُهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا
كَهْمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ
الْجُهَنِيُّ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا لَوْ لَقِينَا أَحَدًا
مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هٰؤُلَاءِ فِي الْقَدَرِ فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللّٰهِ
ابْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ
شِمَالِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ
يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ
قَالَ فَإِذَا لَقِيتَ أُولٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ

لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللّٰهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا
رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ
حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ
وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ
أَنْ لَا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ
الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ
الْاِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ
وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْاِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ
فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ
أَمَارَتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ
قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ
فَاِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ

১। ইয়াহইয়া ইব্‌নে ইয়া'মার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বসরার অধিবাসী মা'বাদ জুহানীই প্রথম ব্যক্তি যে তাক্‌দীর অস্বীকার করে। আমি ও হুমাঈদ ইব্‌নে আবদুর রহমান উভয়ে হজ্জ অথবা উম্‌রার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম। আমরা বললাম যদি আমরা এ সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কোনো সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়ে যাই তাহলে ঐ সমস্ত লোকেরা তাক্‌দীর সম্বন্ধে যা কিছু বলে সে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করব। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমার (রা)কে মসজিদে ঢুকার পথে পেয়ে

গেলাম। আমি ও আমার সাথী তাঁকে এমনভাবে ঘিরে নিলাম যে, আমাদের একজন তাঁর ডানে এবং অপর জন তাঁর বামে থাকলাম। আমি মনে করলাম আমার সাথী আমাকেই কথা বলার সুযোগ দেবে। (কারণ আমি ছিলাম বাকপটু)। আমি বললামঃ "হে আবু আবদুর রহ্মান! আমাদের এলাকায় এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটেছে, তারা একদিকে কুরআন পাঠ করে অপরদিকে জ্ঞানের অন্বেষণও করে। ইয়াহইয়া তাদের কিছু গুণাবলীর কথাও উল্লেখ করলেন। তাদের ধারণা (বক্তব্য) হচ্ছে, তাক্দীর বলতে কিছু নেই, এবং প্রত্যেক কাজ অকস্মাৎ সংঘটিত হয়।" ইব্নে উমার (রা) বললেনঃ "যখন তুমি এদের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আর আমার সাথেও তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আল্লাহ্র নামে শপথ করে বললেন, এদের কারো কাছে যদি উহোদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে এবং তা দান–খয়রাত করে দেয় তবে আল্লাহ্ তার এ দান গ্রহণ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাক্দীরের উপর ঈমান না আনবে। অতঃপর তিনি বললেনঃ আমার পিতা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমাদের সামনে আবির্ভূত হলো। তার পরনের কাপড়–চোপড় ছিলো ধব্ধবে সাদা এবং মাথার চুলগুলো ছিলো মিশ্ কালো। সফর করে আসার কোনো চিহ্নও তার মধ্যে দেখা যায়নি। আমাদের কেউই তাকে চিনেও না। অবশেষে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বসলো। সে তার হাঁটুদ্বয় নবীর (সা) হাঁটুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে দিলো এবং দুই হাতের তালু তাঁর (অথবা নিজের) উরুর উপর রাখলো। এবং বললো, হে মুহাম্মাদ (সা)! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে বলুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ইসলাম হচ্ছে এইঃ তুমি সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ (মা'বুদ) নেই, এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং যদি পথ অতিক্রম করার সামর্থ হয় তখন বাইতুল্লাহ্র হজ্জ করবে। সে বললো, আপনি সত্যই বলেছেন। বর্ণনাকারী (উমার রা) বলেন, আমরা তার কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলাম। কেননা সে (অজ্ঞের ন্যায়) প্রশ্ন করছে আর (বিজ্ঞের ন্যায়) সমর্থন করছে। এরপর সে বললোঃ আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশ্তাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর প্রেরিত নবীগণ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখবে এবং তুমি তাক্দীর ও এর ভালো ও মন্দের প্রতিও ঈমান রাখবে। সে বললো, আপনি সত্যই বলেছেন। এবার সে বললো, আমাকে 'ইহ্সান' সম্পর্কে বলুন! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ 'ইহ্সান' এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে যেন তাঁকে দেখছো, যদি তাঁকে না দেখো তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে অনুভব করবে। এবার সে জিজ্ঞেস করলো। আমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে বলুন! রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী কিছু জানেনা। অতঃপর সে বললো, তাহলে আমাকে এর কিছু নিদর্শন বলুন। তিনি বললেনঃ দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে, এবং (এককালের) নগ্নপদ বস্ত্রহীন, দুস্থ কাঙালকে বক্রীর রাখালদের বড় বড় দালান–কোঠার মালিক হয়ে গর্ব–অহংকারে মত্ত দেখতে পাবে। বর্ণনাকারী (উমার রা) বলেনঃ এরপর লোকটি চলে গেলো।

আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেনঃ হে উমার! তুমি কি জানো প্রশ্নকারী কে? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেনঃ ইনি ছিলেন জিব্রাঈল (আ)। তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।[১]

حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِىُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ لَمَّا تَكَلَّمَ مَعْبَدٌ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ فِى شَأْنِ الْقَدَرِ أَنْكَرْنَا ذٰلِكَ قَالَ فَحَجَجْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِىُّ حَجَّةً وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ كَهْمَسٍ وَإِسْنَادِهِ وَفِيهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانُ أَحْرُفٍ

২। ইয়াহ্ইয়া ইব্নে ইয়া'মার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাক্দীর সম্পর্কে মা'বাদ যখন তার আকীদা ও মতামত প্রকাশ করলো আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম। তিনি বলেনঃ আমি ও হুমাঈদ ইব্নে আবদুর রহমান হিম্ইয়ারী হজ্জ করতে গেলাম। অতঃপর বর্ণনাকারীগণ এ হাদীসের অবশিষ্ট অংশ কাহ্মাসের সনদ ও অর্থানুযায়ী বর্ণনা করেছেন। এতে অবশ্য শব্দের কম-বেশী (শাব্দিক পার্থক্য) রয়েছে।

وحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَا لَقِينَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرْنَا الْقَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ فَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ كَنَحْوِ حَدِيثِهِمْ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ شَىْءٌ مِنْ زِيَادَةٍ وَقَدْ نَقَصَ مِنْهُ شَيْئًا

---

১. (ক) "দাসী তার মনিবকে প্রসব করার" বিভিন্ন অর্থ হতে পারেঃ যেমন- ছেলে মায়ের সাথে দাসী সুলভ আচরণ করবে। যে দাসীর সাথে ছেলের পিতার যৌন সম্পর্ক ছিল, পিতার মৃত্যুর পর ছেলে তার সাথে সে সম্পর্ক স্থাপন করবে। সচরাচর সন্তান তার মায়ের সাথে নাফরমানী ও দুর্ব্যবহার করবে ইত্যাদি।

৩। ইয়াহইয়া ইব্‌নে ইয়া'মার ও হুমাঈদ ইব্‌নে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, একদা আমরা আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা)–এর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাঁর কাছে তাক্‌দীর সম্পর্কে ও ঐ সকল লোকেরা (মা'বাদ ও তার অনুসারীরা) যা মন্তব্য করে তা উল্লেখ করি। অতঃপর এ হাদীসটি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উমার (রা)–এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনাকারীরা যেরূপ বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে বুরাইদাহ্ ঠিক অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। অবশ্য কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে।

وحدّثني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

৪। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে ইয়া'মার ইব্‌নে উমার (রা) এর উদ্ধৃতি দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্ব বর্ণিত বর্ণনাকারীদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২
ঈমান কি এবং এর বৈশিষ্টসমূহের বর্ণনা

وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ

الْحُفَاةُ رُؤُسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَاِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِى الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا

فِى خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ تَلَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ

الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَىِّ أَرْضٍ

تَمُوتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَ ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوا عَلَىَّ

الرَّجُلَ فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا جِبْرِيلُ

جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ

৫। আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় একজন লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করালো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, ঈমান কি? তিনি বললেন, ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশতাকুল, তাঁর (নাযিলকৃত) কিতাব, (আখিরাতে) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান রাখবে এবং পুনরুত্থান দিবসের ওপরও ঈমান আনবে। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, ইসলাম কি? তিনি বললেন, ইসলাম এই যে, তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে থাকবে, কিন্তু তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ফরজকৃত নামায কায়েম করবে, নির্ধারিত ফরয যাকাত আদায় করবে এবং রমযানে রোযা রাখবে। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, ইহ্‌সান কি? তিনি বললেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে যেন তাঁকে দেখছো; যদি তাঁকে না দেখো তা হলে তিনি তোমাকে দেখছেন (বলে অনুভব করবে)। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, কিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশী কিছু জানেন না। তবে আমি তোমাকে তার (কিয়ামতের) কিছু নিদর্শন বলে দিচ্ছিঃ যখন দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে এটা তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি। আর যখন বস্ত্রহীন, জুতাহীন (ব্যক্তি) জনগণের নেতা হবে, এটাও তার একটি নিদর্শন। আর কালো উটের রাখালরা যখন সুউচ্চ দালান-কোঠা নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে, এটাও তার একটি নিদর্শন। প্রকৃতপক্ষে যে পাঁচটি জিনিষের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ রাখেন, কিয়ামতের জ্ঞান তারই অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নবর্ণিত আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ "আল্লাহ্‌র নিকটই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে, আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এবং মাতৃগর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন। কোনো প্রাণীই আগামী কাল কী উপার্জন করবে তা জানেনা এবং কোন যমীনে সে মৃত্যুবরণ করবে তাও জানেনা। বস্তুতঃ আল্লাহ্ই সব জানেন, এবং তিনি সব বিষয়ই ওয়াকিফহাল"- (সুরা লোকমানঃ ৩৪)। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকটি চলে

গেলো। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা ঐ লোকটিকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনো। লোকেরা তাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে ছুটে গেলো, কিন্তু তাঁরা কিছুই দেখতে পেলনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইনি ছিলেন জিব্‌রীল (আ); লোকদেরকে তাদের 'দ্বীন' শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।

(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر) حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الاسناد مثله غير أن في روايته اذا ولدت الأمة بعلها يعني السراري

৬। আবু হাইয়ান আত্ তাঈমী (রা) এই সনদে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তাঁর বর্ণনায় এটুকুন রয়েছে যে ' যখন দাসী তার স্বামীকে প্রসব করবে, অর্থাৎ তার দাস সন্তানকে।১(খ)

(حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه أن يسألوه فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الاسلام قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان قال صدقت قال يا رسول الله ما الايمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله قال صدقت قال يا رسول الله ما الاحسان قال أن تخشى الله كأنك تراه فانك ان لا تكن تراه فانه يراك قال صدقت قال يا رسول الله متى تقوم الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك عن أشراطها اذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها واذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها واذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من

(খ) নিঃস্ব ব্যক্তিরা দালান কোঠার গর্ব করার অর্থ হচ্ছেঃ অকুলীন কুলীন হবে এবং দেশ ও সমাজের নেতৃত্ব অনুপযুক্ত ও অযোগ্য লোকদের হাতে চলে যাবে।

أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَ ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوهُ عَلَيَّ فَالْتُمِسَ
فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا جِبْرِيلُ أَرَادَ أَنْ تَعَلَّمُوا إِذْ لَمْ تَسْأَلُوا

৭। 'আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবাদের) বললেন, তোমরা আমাকে প্রশ্ন করো। কিন্তু লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করতে সংকোচ বোধ করল। বর্ণনাকারী বলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁর হাঁটুর কাছে বসে বললোঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, 'ইসলাম' কি? উত্তরে তিনি বললেনঃ "তুমি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না, নামায কাঁয়েম করবে,যাকাত আদায় করবে, এবং রমযানের রোযা রাখবে।" সে বললো, আপনি সত্যই বলেছেন। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল, 'ঈমান' কি? তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশ্তাকুল, তাঁর কিতাব, আখিরাতে তাঁর সাথে সাক্ষাত ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান রাখবে। মরনের পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি ঈমান রাখবে এবং তাক্দীরের উপরও পূর্ণ ঈমান রাখবে। সে বললো, আপনি সত্যই বলেছেন। এবার সে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! 'ইহ্সান' কি? তিনি বললেন, "তুমি এমন ভাবে আল্লাহ্কে ভয় করো যেন তুমি তাঁকে দেখছো, আর যদি তুমি তাঁকে না দেখো, তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে অনুভব করো"। সে বললো, আপনি সত্যই বলেছেন। এবার সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে সে প্রশ্নকারীর চাইতে অধিক কিছু জ্ঞাত নয়। তবে আমি তার নিদর্শন ও লক্ষন সমূহ তোমাকে বলে দিচ্ছিঃ 'যখন তুমি দেখবে কোনো নারী তার মনিবকে প্রসব করবে' এটা কিয়ামতের একটি নিদর্শন। যখন তুমি দেখবে, জুতা বিহীন, বস্ত্রহীন, বধির ও বোবা পৃথিবীতে শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, এটা তার একটি নিদর্শন। আর যখন তুমি দেখবে মেষ চাকররা সুউচ্চ দালান–কোঠা নিয়ে গর্ব করছে, এটাও তার (কিয়ামতের) একটি নিদর্শন। যে পাঁচটি অদৃশ্য বস্তুর জ্ঞান আল্লাহ্ ছাড়া কেউই জানে না, কিয়ামতের জ্ঞান তারই অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর নবী (সা) এ আয়াত পাঠ করলেন "অবশ্যই আল্লাহ্র নিকটই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। মাতৃগর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন। কোনো জীবই আগামী কাল কী উপার্জন করবে তা জানেনা এবং কোন এলাকায় সে মরবে তাও জানেনা " তিনি সূরার শেষ পর্যন্তই পাঠ করলেন। এরপর লোকটি চলে গেলো। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সা) সাহাবাদের বললেন; তোমরা লোকটিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। অথচ অনেক খোঁজা–খুজি করা হলো কিন্তু তাঁরা তাকে আর পেলোনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

ইনি হলেন জিব্‌রীল আলাইহিস্‌ সালাম। যখন তোমরা (আমাকে) কিছুই জিজ্ঞেস করছিলেনা তখন তিনি তোমাদেরকে (দ্বীন) শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

নামাযের বর্ণনা—যা ইসলামের রোকন সমূহের অন্যতম।

(حدثنا) قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ

৮। আবু সুহাইল থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ্‌কে (রা) বলতে শুনেছেনঃ নজদের অধিবাসী এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো। তার মাথার চুল গুলো ছিলো এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত। আমরা তার গুণ গুণ আওয়ায শুনছিলাম, কিন্তু সে কি বলছিলো তা বুঝা যাচ্ছিলোনা। মনে হল সে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতি নিকটে এসে ইসলাম সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করছে। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'দিন–রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায'। সে বললো, এ ছাড়া আমার আরো কোনো নামায আছে কি? তিনি বললেন, না তবে নফল পড়তে পারো। এর পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, "এবং রমযান মাসের রোযা'। সে বললো, এ ছাড়া আমার উপর আরো রোযা আছে কি? তিনি বললেন, না, তবে নফল রোযা রাখতে পারো। বর্ণনা কারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহ

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যাকাত প্রদানের কথাও বললেন, সে জিজ্ঞেস করলো, এ ছাড়া আমার উপর আরো কোনো কর্তব্য আছে কি? তিনি বললেন, না। তবে নফল দান-সাদ্‌কা করতে পারো। বর্ণনা কারী বলেন, এরপর লোকটি এ কথা বলতে বলতে চলে গেল, "আমি এর বেশীও করবো না, আর কমও করবোনা।" তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটি যদি তার কথার সত্যতা প্রমান করতে পারে তা হলে সফল কাম হয়েছে।"

(حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ .

৯। তাল্‌হা ইব্‌নে উবাইদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইমাম মালিকের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এ হাদীসের শেষাংশে বলেছেন, "অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সে সফলকাম হয়েছে যদি সে সত্য কথা বলে থাকে"। অথবা তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সা) বললেন, "সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করেছে, যদি সে সত্য কথা বলে থাকে"।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

ইসলামের রোকনসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার বর্ণনা।

(حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ قَالَ

صَدَقَ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْاَرْضَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَمَنْ نَصَبَ هٰذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَبِالَّذِى خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْاَرْضَ وَنَصَبَ هٰذِهِ الْجِبَالَ آللّٰهُ اَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ اَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِى اَرْسَلَكَ آللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ اَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِى اَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِى اَرْسَلَكَ آللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ اَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِى سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِى اَرْسَلَكَ آللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ اَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلاً قَالَ صَدَقَ قَالَ ثُمَّ وَلَّى قَالَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا اَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ

১০। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করতে (কুরআনে) আমাদের নিষেধ করা হয়েছে। তাই কোন বুদ্ধিমান বেদুঈন এসে তাঁকে প্রশ্ন করতে থাকলে আমরা তা শুনে আশ্চর্যান্বিত হতাম। একদা এক বেদুঈন এসে তাঁকে বললো, হে মুহাম্মাদ! আপনার প্রতিনিধি আমাদের কাছে গিয়ে বলল, আপনি নাকি দাবী করেন যে, আল্লাহ্ আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন 'সে সত্যই বলেছে'। সে জিজ্ঞেস করলো, কে আসমান সৃষ্টি করেছেন? তিনি বললেন, 'আল্লাহ্'। সে জিজ্ঞেস করলো, মাটির পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তিনি বললেন, 'আল্লাহ্'। সে জিজ্ঞেস করলো, এ সুউচ্চ পর্বতমালা দাঁড় করিয়ে তন্মধ্যে বিভিন্ন ভোগ্য জিনিস বস্তু সৃষ্টি করেছে কে? তিনি বললেন, 'আল্লাহ্'। সে বললো, সেই সত্তার শপথ! যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং পাহাড়গুলো যথাস্থানে স্থাপন করেছেন, আল্লাহ্ কি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন, 'হাঁ'। সে বললো, আপনার প্রতিনিধি বলেছে যে, আমাদের উপর দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ধার্য করা হয়েছে। তিনি বললেন, 'সে সত্যই বলেছে'। সে বললো, শপথ সেই সত্তার যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, 'হাঁ'। সে বললো, আপনার প্রতিনিধি বলেছে যে, আমাদের মাল-সম্পদের যাকাত দেয়া আমাদের উপর ফরয। তিনি বললেন, 'সে সত্য বলেছে'। সে

বললো, যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহ্‌কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন 'হাঁ'। সে বললো, আপনার প্রতিনিধি বলেছে যে, আমাদের উপর প্রতি বছর রমযান মাসের রোযা ফরজ করা হয়েছে। তিনি বললেন, সে সত্য বলেছে। সে বললো, যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ করে বলছি,আল্লাহ্ কি আপনাকে এর হুকুম দিয়েছেন? তিনি বললেন, 'হাঁ'। সে বললো, আপনার প্রতিনিধি বলেছে যে, 'আমাদের ওপর বাইতুল্লায় গিয়ে হজ্জ করা ফরজ করা হয়েছে যদি রাস্তা অতিক্রম করার সামর্থ থাকে। তিনি বললেন, সে সত্য বলেছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটি চলে যেতে যেতে বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন। আমি এ নির্দেশ গুলোর মধ্যে কমবেশী করবনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃএ ব্যক্তি সত্য বলে থাকলে অবশ্যই সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে।[২]

(حدثنى عَبْدُ اللهِ بنُ هَاشِمِ العَبْدِىُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ

ابْنُ الْمُغِيرَةِ)عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُهِينَا فِى الْقُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ شَىْءٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ

১১। সাবেত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার ব্যাপারে কুরআনে আমাদেরকে নিষেধ করেদেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি (আনাস) পূর্ব বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী গোটা হাদীসটি বর্ণণা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

যে ঈমানের বদৌলতে বেহেশ্‌তে যাওয়া যাবে এবং যে ব্যক্তি (আল্লাহর) নির্দেশকে আঁকড়ে ধরেছে সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করেছে।

(حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى

بْنُ طَلْحَةَ قَالَ) حَدَّثَنِى أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى سَفَرٍ

فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَوْ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِى بِمَا يُقَرِّبُنِى مِنَ الْجَنَّةِ

---

২. এ আগন্তুক প্রশ্নকারী ব্যক্তি বণু সা'দ ইবৃনে বকর গোত্রের যিসাস ইবৃনে সা'লাবা। নবম হিজরীতে সে নবীর (সা) কাছে এসেছিলো।

وَمَا يُبَاعِدُنِى مِنَ النَّارِ قَالَ فَكَفَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَظَرَ فِى أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ وُفِّقَ أَوْ لَقَدْ هُدِىَ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ فَأَعَادَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْبُدُ اللّٰهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ دَعِ النَّاقَةَ

১২। আবু আইয়ুব (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে এসে তাঁর উটের লাগাম ধরে ফেললো। এ সময় তিনি সফরে ছিলেন। সে বললোঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অথবা হে মুহাম্মাদ (সা), আমাকে এমন কিছু কাজের কথা বলুন যা আমাকে বেহেশ্‌তের নিকটবর্তী করে দেবে এবং আগুন (জাহান্নাম) থেকে দূরে রাখবে। বর্ণনাকারী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেমে গেলেন। তিনি সাহাবীদের দিকে তাকালেন। অতঃপর বললেনঃ নিশ্চয়ই তাকে অনুগ্রহ করা হয়েছে, অথবা তিনি বললেনঃ তাকে হেদায়েত দান করা হয়েছে। তিনি বললেনঃ তুমি কি বলেছিলে? রাবী বলেন, লোকটি তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তাঁর সাথে কোন কিছুই শরীক করোনা, নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো, আত্মীয়–স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ। উষ্ট্রীর লাগাম ছেড়ে দাও।

(وحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ ابْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ مَوْهَبٍ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ) عَنْ أَبِى أَيُّوبَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ

১৩। আবু আইয়ুব (রা) থেকে বর্ণিত। এ সূত্রেও ওপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

(حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ) عَنْ أَبِى أَيُّوبَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْنِينِى مِنَ الْجَنَّةِ

وَيُبَاعِدُنِى مِنَ النَّارِ قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ أَبِى شَيْبَةَ اِنْ تَمَسَّكَ بِهِ

১৪। আবু আইয়ুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললোঃ আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন যা আমি করলে, আমাকে বেহেশ্‌তের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেনঃ আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করোনা, নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো, এবং আত্মীয়–স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ। লোকটি চলে গেলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাকে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে যদি সে দৃঢ়ভাবে আঁক্‌ড়ে রাখে তাহলে বেহেশ্‌তো প্রবেশ করবে। আর ইব্‌নে আবু শাইবার বর্ণনায় 'ইন তামাসসা বিমা'র পরিবর্তে 'ইন তামাসসাকা বিহি' উল্লেখ আছে।

(وحَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هٰذَا شَيْئًا أَبَدًا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا

১৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমাকে এমন কাজের নির্দেশ দিন, যা করলে আমি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারি। তিনি বললেন; আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করোনা, ফরজ নামায কায়েম করো, নির্ধারিত যাকাত আদায় করো এবং রমযানের রোযা রাখো। সে বললোঃ সেই সত্তার শপথ যার হাতে

আমার প্রাণ, আমি কখনো এর মধ্যে বৃদ্ধিও করবনা, আর তাথেকে কমাবও না। লোকটি যখন চলে গেলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যদি কেউ কোনো বেহেশ্‌তী লোক দেখে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন এ ব্যক্তিকে দেখে নেয়।৩

(حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان) عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت اذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم

১৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নো'মান ইব্‌নে কাউকা্‌ল (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললোঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার কি মত, যদি আমি ফরজ নামায পড়ি, হারামকে হারাম মেনে বর্জন করি, আর হালালকে হালাল বলে গ্রহন করি তাহলে আমি কি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হাঁ'।

(وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكرياء قالا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان) عن جابر قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله وزادا فيه ولم أزد على ذلك شيئا

১৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নো'মান ইবনে কাউকাল (রা) এসে বললোঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, (এরপর থেকে) পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য এ বর্ণণায় আরো আছেঃ "এবং আমি এর অধিক কিছুই না করি"।

৩. মোল্লা আলী কারী (রা) বলেছেনঃ সম্ভবতঃ তখনও নফল রোযা ও নামায ইত্যাদির বিধান শরিয়তে প্রয়োগ হয়নি। তাই কেবল মাত্র ফরযগুলোর নির্দেশ দিয়ে ছিলেন এবং নবী (সা) দৃঢ়তার সাথে উক্ত ব্যক্তিকে বেহেশ্‌তী বলার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। যেমন– নির্দেশিত কাজ করা ও নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করার প্রতি তার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করা, বস্তুতঃ এমন ব্যক্তিই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে অথবা এমন কাজ যারা করবে তারা জান্নাতী হবে অথবা ওহীর মাধ্যমে নবী (সা) অবগত হয়েছিলেন যে, এ ব্যক্তি জান্নাতী।

(وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا

১৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার মত যদি আমি সমস্ত ফরয নামাযগুলো পড়ি, রমযানের রোযা রাখি, হালালকে হালাল বলে গ্রহণ করি আর হারামকে হারাম জেনে পরিত্যাগ করি এবং এর অধিক কিছুই না করি, তাহলে আমি কি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবো? তিনি বললেন, 'হাঁ'। অতঃপর লোকটি বললো, আল্লাহর শপথ, আমি এর ওপর নিজের পক্ষ থেকে কিছু বাড়াবনা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬
ইসলামের রোকন ও গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভসমূহের বর্ণনা

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْأَحْمَرَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ فَقَالَ رَجُلٌ الْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ قَالَ لَا صِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৯। ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্‌র একত্ব ঘোষণা করা, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানে রোযা রাখা এবং হজ্জ করা। এক ব্যক্তি (ইব্‌নে উমারকে) বললোঃ প্রথমে হজ্জ এবং পরে রমযানের রোজা রাখা? ইব্‌নে উমার (রা)

বললেন; 'না' এরূপ নয়, বরং প্রথমে রমযানের রোযা এবং পরে হজ্জ এভাবেই আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছি।

(وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا سَعْدُ
ابْنُ طَارِقٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى اَنْ يُعْبَدَ اللّٰهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُوْنَهُ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ
الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

২০। ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ পাঁচটি জিনিসের ওপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং তিনি ছাড়া আর সব কিছু অস্বীকার করা (অর্থাৎ ইবাদাতের মালিক তিনি একাই), নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, বাইতুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ করা ও রমযানের রোযা রাখা।

(حَدَّثَنَا يْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ
ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ) قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ
الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ
الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

২১। আবদুল্লাহ্ (ইব্‌নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের ওপর। এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দাহ্ ও রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ করা ও রমযানের রোযা রাখা।

(وَحَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ
عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ طَاوُسًا) اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَلَا تَغْزُوْ فَقَالَ اِنِّي سَمِعْتُ

رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِنَّ الْاِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ

২২। এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমারকে (রা) জিজ্ঞেস করলো, আপনি জিহাদে অংশগ্রহণ করছেন না কেন? তিনি বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। একথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানের রোযা রাখা ও বাইতুল্লাহ্‌র হজ্জ করা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

আল্লাহ্ তায়া'লা, তাঁর রাসূল (সা) ও দীনের বিধানসমূহের ওপর ঈমান আনার নির্দেশ দেয়া, এদিকে জনগণকে আহ্বান করা, দীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা, তা মনে রাখা এবং যার কাছে দীন পৌঁছেনি তার কাছে পৌঁছে দেয়া

(حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ) سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ (ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللّٰهِ اِنَّا هٰذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَلَا نَخْلُصُ اِلَيْكَ اِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ وَنَدْعُو اِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْاِيمَانِ بِاللّٰهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ فَقَالَ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ زَادَ خَلَفٌ فِي رِوَايَتِهِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً

২৩। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমরা রাবী'আ গোত্রের লোক। আমাদের ও আপনার মাঝখানে কাফের মুদার গোত্র প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। তাই আমরা (হারাম) সম্মানিত মাস ছাড়া অন্য সময় আপনার নিকট আসতে পারিনা। কাজেই আপনি আমাদেরকে কতগুলো কাজের নির্দেশ দিন, যা আমরা নিজেরাও পালন করবো এবং আমাদের পশ্চাতে রেখে আসা লোকদেরও এদিকে আহ্বান করবো। তিনি বললেনঃ আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয়ে হুকুম দেবো এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করবো। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা। (রাবী বলেন,) অতঃপর তিনি তার ব্যাখ্যায় বললেনঃ (আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে), "এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই, এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, আর তোমাদের অর্জিত গণীমাতের মালের এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মালে জমা দেবে। আর আমি তোমাদেরকে শুক্‌নো কদুর (লাউয়ের) খোল, সবুজ রংয়ের কলসী, খেজুর কান্ডের কাষ্ঠপাত্র এবং আলকাত্‌রা মাখানো হাঁড়ি-বাসন–এ চারটি (জিনিষের ব্যবহার) থেকে নিষেধ করছি।[৪] বর্ণনাকারী খালাফ তাঁর বর্ণনায় আরো বলেছেনঃ "এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই, এ বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক সংখ্যা বুঝা যায় আঙ্গুল দিয়ে তেমন এক সংকেত দিলেন।

(حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ الْوَفْدُ أَوْ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوا رَبِيعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا

---

৪. উল্লেখিত পাত্রগুলো ছিলো মদের পাত্র। মদ সংরক্ষণ ও পানের জন্যে এ পাত্রগুলো সচরাচর ব্যবহার করা হতো। তারা ছিলো ঘোর মদখোর জাতি। মদ ব্যতীত তাদের জীবন ছিল বৃথা। তাই এ পাত্রগুলোর ব্যবহার হারাম করার কারণ স্বরূপ বলা যায়, প্রথমতঃ মদ হারাম হবার পর তখনো বেশী দিন অতিক্রান্ত হয়নি। এ পাত্রগুলো দেখলে আবার মদের স্মৃতি মনের মাঝে জেগে ওঠার আশংকা ছিলো। ফলে মদ পানের আকাঙ্খা জেগে ওঠা অস্বাভাবিক ছিলোনা। দ্বিতীয়তঃ তারা আঙ্গুর, কিস্‌মিস্, মনাক্কা ইত্যাদি ভিজিয়ে যে 'নাবীয' বা মিষ্টি শরবত প্রস্তুত করতো তাও এসব পাত্রে করতো। এসব পাত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলো রং, আলকাতরা লাগানোর দরুন বন্ধ হয়ে যেতো, ফলে তা সহজে মদে পরিণত হতো। অবশ্য পরে যখন দীর্ঘকাল অতীত হবার পর তাদের মধ্যে ইসলামের মজবুতী ও মদ হারাম হবার আকিদা গাঢ় হয়েছে, তখন উক্ত হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

النَّدَامَى قَالَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَيَّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ قَالَ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ قَالَ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللّٰهِ قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسًا مِنَ الْمَغْنَمِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ شُعْبَةُ وَرُبَّمَا قَالَ النَّقِيرِ قَالَ شُعْبَةُ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ وَقَالَ احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوا بِهِ مِنْ وَرَائِكُمْ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ مَنْ وَرَاءَكُمْ وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ الْمُقَيَّرِ

২৪। আবু জাম্‌রা (নসর ইব্‌নে ইমরান) বলেন, আমি ইব্‌নে আব্বাসের (রা) সম্মুখে তাঁর ও ভিন্‌দেশী লোকদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করতাম। একদা জনৈক মহিলা এসে তাঁকে মাটির কলসীর মধ্যে 'নাবীয' প্রস্তুত করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেনঃ কাদের এই প্রতিনিধিদল? অথবা তিনি বললেন, কোন্ গোত্রের লোক? তারা বললো, রাবী'আ গোত্রের। তিনি বললেন, ঐ গোত্রের, অথবা বললেন, প্রতিনিধি দলের আগমণ শুভ হোক। তাদের লজ্জিত হওয়ার ও অপমানিত হওয়ারও কোন কারণ নেই (তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে)। ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, এরপর তারা বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমরা দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে আপনার কাছে এসেছি। আমাদের ও আপনার মাঝখানে কাফের মুদার গোত্র বাস করে। তাই আমরা মাহে-হারাম (সম্মানিত মাস) ছাড়া অন্য সময় আপনার কাছে আসতে পারি না। আপনি আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে কোনো কাজের কথা বলে দিন। আমরা তা আমাদের পশ্চাতের লোকদের জানিয়ে দেবো, এবং তার মাধ্যমে আমরাও বেহেশ্‌তে যেতে পারবো। ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর তিনি তাদেরকে চারটি বিষয়ে হুকুম দিলেন এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করলেন। তিনি তাদেরকে এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার অর্থ কি? তারা বললো, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন'। তিনি বললেনঃ এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ (সা) তাঁর রাসূল। নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং রমযানের রোযা রাখা। আর তোমরা গণীমতের (যুদ্ধলব্ধ)

মালের এক পঞ্চমাংশ (বাইতুলমালে) জমা দেবে। আর তিনি তাদেরকে সবুজ রংয়ের কলসী, শুক্‌না কদুর খোল এবং আলকাত্‌রা মাখানো বাসন বা হাঁড়ি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। শো'বা বলেন, তিনি চতুর্থ নিষিদ্ধ জিনিষ হিসেবে কখনো 'নাকীর' (খেজুর কান্ডের পাত্র) আবার কখনো 'আল্ মুকাইয়ার' (আল্‌কাতরা মাখানো বাসন) বলেছেন। পরে তিনি আরো বলেছেনঃ এ সব কথা তোমরা ভালোভাবে মনে রেখো এবং তোমাদের পিছের লোকদের জানিয়ে দিও। আবু বকর তাঁর বর্ণনায় কেবল 'তোমাদের পেছনের লোকদের উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনার মধ্যে 'আল্ মুকাইয়ার' শব্দটির উল্লেখ নেই।

(وحدثني عبيد الله

ابن معاذ حدثنا أبي ح وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قالا جميعا حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة وقال أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة

২৫। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে এ সূত্রেও এ হাদীসটি শো'বার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুযায়ীই বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে শুক্‌নো কদুর খোল, কাষ্ঠের পাত্র, সবুজ রং লাগানো কল্‌সী ও আল্‌কাতরা মাখানো পাতিলের মধ্যে 'নাবীয' প্রস্তুত করতে নিষেধ করছি। ইব্‌নে মুয়া'য তাঁর হাদীসে তাঁর পিতার সূত্রে নিম্নের বাক্যটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়েস গোত্রের ক্ষত চিহ্নিত দলপতির উদ্দেশ্যে বললেনঃ[৫] তোমার মধ্যে এমন দুটি উত্তম বৈশিষ্ট বিদ্যমান রয়েছে যা আল্লাহ্‌র কাছে বেশী প্রিয়। একটি বুদ্ধিমত্তা আর অপরটি স্থিরতা'।

---

৫. দলপতি ছিলেন মুন্‌যির ইবনে আ'য়েয। তার মুখমন্ডলে ক্ষতের একটি দাগ ছিলো। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে 'আশাজ্জ' উপাধিতে সম্বোধন করেছেন। বস্তুতঃ নবী (সা)ই তাকে এ উপাধি দিয়েছেন। পরে তিনি "আশাজ্জে আল্ আস্‌রী" নামে খ্যাত হয়েছেন। আবদুল কায়েস গোত্রের লোকেরা ৮ম হিজরীতে নবী (সা) মক্কা বিজয় অভিযানে রওয়ানা হবার পূর্বেই মদীনায় আগমন করেছিল। তাদের সংখ্যা ছিলো চৌদ্দ জন। আর এক বর্ণনায় আছে চল্লিশজন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ
عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْ لَقِيَ الْوَفْدَ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ سَعِيدٌ وَذَكَرَ قَتَادَةُ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّ أُنَاسًا
مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ
وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلاَ نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَأْمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا
وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ إِذَا نَحْنُ أَخَذْنَا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ
عَنْ أَرْبَعٍ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَصُومُوا رَمَضَانَ
وَأَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ قَالُوا
يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ قَالَ بَلَى جِذْعٌ تَنْقُرُونَهُ فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ قَالَ سَعِيدٌ
أَوْ قَالَ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ
أَوْ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ قَالَ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ قَالَ
وَكُنْتُ أَخْبَأُهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ فَفِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فِي
أَسْقِيَةِ الأَدَمِ الَّتِي يُلاَثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْجِرْذَانِ وَلاَ تَبْقَى بِهَا
أَسْقِيَةُ الأَدَمِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ وَإِنْ
أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ قَالَ وَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ
يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ

২৬। কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগত আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতকারী এক ব্যক্তি আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাঈদ বলেছেনঃ কাতাদাহ আবু নাদরার নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত তাঁর এ হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, আবদুল কায়েসের ক'জন লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর নবী, আমরা রাবী'আ গোত্রের লোক। আমাদের ও আপনার মাঝখানে কাফের মুদার গোত্রের অবস্থান। তাই আমরা মাহে হারাম[৬] ব্যতীত অন্য কোনো সময় আপনার কাছে আসতে পারি না। কাজেই আপনি আমাদেরকে এমন কিছু কাজের নির্দেশ দিন, যা করার জন্য আমরা আমাদের পশ্চাতের লোকদেরকে হুকুম করবো এবং আমরা নিজেরাও তা বাস্তবায়ন করে এর মাধ্যমে বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমি তোমাদেরকে চারটি কাজের হুকুম করবো, আর চারটি জিনিষ থেকে নিষেধ করবো। তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো, তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করোনা, নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রমযানের রোযা রাখ। আর গণীমতের সম্পদ থেকে এক পঞ্চমাংশ দান করো। আমি তোমাদের কদুর শুক্নো খোল, সবুজ রং লাগানো কলসী, আল্কাতরা লাগানো হাঁড়ি-পাতিল ও কাষ্ঠ পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করছি। তারা বললো, হে আল্লাহ্র নবী 'নাকীর' (কাষ্ঠ পাত্র) সম্বন্ধে আপনি সম্পূর্ণ অবগত আছেন কি? তিনি বললেন, 'হাঁ'। খেজুর গাছের কান্ড যা তোমরা খাদাই করে নাও পরে এর মধ্যে খেজুরের টুক্রাগুলো নিক্ষেপ করো, (অর্থাৎ খেজুরের মধ্যে পানি ঢেলে তা দ্বারা 'নাবীয' অথবা 'মদ' প্রস্তুত করে থাকো)। সাঈদ বলেন, অথবা তিনি (নবী সা) বলেছেন, খুরমার টুক্রা নিক্ষেপ করো, পরে তম্মধ্যে কিছু পানি ঢেলে দাও। অবশেষে যখন তার ফেনা থেমে যায় (অর্থাৎ তা মদে পরিণত হয়) তখন তোমরা পান করো। ফলে তোমাদের কেউ অথবা তাদের কেউ মদের নেশায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে আপন চাচাত ভাইকে তরবারি দিয়ে হত্যা করে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেনঃ উক্ত প্রতিনিধি দলের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলো যার শরীরের মধ্যে ছিলো ক্ষতের চিহ্ন। সে বলল, লজ্জাবশতঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমার ক্ষত চিহ্নটি লুকিয়ে রাখলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, তা হলে আমরা পানীয় বস্তু কিসে পান করবো? তিন বললেনঃ চাম্ড়ার থলি বা মশকের মধ্যে যার মুখ রশি দ্বারা বেঁধে দেয়া হয়। তারা বললো, হে আল্লাহর নবী, আমাদের এলাকায় ইঁদুরের উপদ্রব খুব বেশী, ফলে চাম্ড়ার থলি একটিও নিরাপদে থাকেনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যদিও তা ইঁদুরে খেয়ে ফেলে, যদিও তা ইঁদুরে খেয়ে ফেলে, যদিও তা ইঁদুরে খেয়ে ফেলে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়েস গোত্রের ক্ষত চিহ্নওয়ালা লোকটির উদ্দেশ্যে বললেনঃ অবশ্য তোমার মধ্যে এমন দু'টি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যা আল্লাহ্র কাছে খুবই প্রিয়। একটি বুদ্ধিমত্তা আর অপরটি ধৈর্য ও স্থিরতা।

---

৬. মহররম, রজব, যিল্কদ ও যিল্হজ্জ। এ চার মাসকে হারাম মাস বলা হয়।

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ لَقِيَ ذَاكَ الْوَفْدَ وَذَكَرَ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ وَتَذِيفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ أَوِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ. وَلَمْ يَقُلْ قَالَ سَعِيدٌ أَوْ قَالَ مِنَ التَّمْرِ

২৭। কাতাদাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উক্ত (আবদুল কায়েসের) প্রতিনিধি দলের সাথে যাদের সাক্ষাৎ হয়েছিলো তাদের একাধিক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন'। আবু নাদরা আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিগণ যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো'।..... ইব্নে উলাইয়ার বর্ণনার অনুরূপ। তবে তাতে উল্লেখ আছে যে, তোমরা এর (কাষ্ঠপাত্রের) মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খেজুর, খুরমা এবং পানি ঢেলে দিয়ে থাকো(تغرفون এর পরিবর্তে تذيفون রয়েছে) এবং সাঈদের 'খেজুরের' কথাটি উল্লেখ নেই।

(حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ أَنَّ أَبَا نَضْرَةَ أَخْبَرَهُ وَحَسَنًا أَخْبَرَهُمَا) أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاءَكَ مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الأَشْرِبَةِ فَقَالَ لاَ تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاءَكَ أَوَتَدْرِي مَا النَّقِيرُ قَالَ نَعَمِ الْجِذْعُ يُنْقَرُ وَسَطُهُ وَلاَ فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ فِي الْحَنْتَمَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَى

২৮। আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) বলেন, যখন আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল, তখন বললোঃ হে আল্লাহ্র নবী, আল্লাহ্ আপনার কল্যাণ করুন, অথবা আল্লাহ আমাদের প্রাণ আপনার জন্যে উৎসর্গ করুন। পানপাত্রের মধ্যে আমাদের জন্যে কোন্ ধরণের পাত্র উপযোগী? তিনি বললেন, 'নাকীরের'

পানীয় দ্রব্য পান করো না। এবার তারা বললোঃ হে আল্লাহ্‌র নবী, আল্লাহ্ আপনার কল্যাণ করুন। 'নাকীর' কি তা আপনি কি জানেন? তিনি বললেনঃ 'হাঁ'। খেজুর গাছের কান্ডের মধ্য ভাগ খুঁড়ে তৈরী করা হয়। এবং 'দুব্‌বা ও হান্‌তামের' মধ্যেও পানীয় পান করতে পারবেনা, তবে তোমাদের উচিত যে পাত্রের মুখ রশি দ্বারা বাঁধা যায় (অর্থাৎ চামড়ার মশক বা থলি) তা ব্যবহার করা।[৭]

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

শাহাদাতাঈন ও ইসলামী শরীআতের দিকে লোকদের আহ্বান করা

(حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ اسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ

أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رُبَّمَا قَالَ وَكِيعٌ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ

اِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ

خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ

الْمَظْلُومِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ

---

৭. হাদীসে বর্ণিত পাত্রগুলো সেকালে আরবদের মদ তৈরী ও রাখার পাত্র বিশেষ। 'দুব্বা' হলো কদুর শুকনা খোল দ্বারা তৈরী সুরাপাত্র। 'মুযাফ্‌ফাত' এক ধরনের পাত্র যার ভেতরে আলকাতরা লেপে মদ রাখা হতো। 'হান্‌তাম' সবুজ রং মাখানো রঙ্গীন কলসী। 'নাকীর' খেজুর গাছের কান্ড বা গোড়া দিয়ে তৈরী সুরাপাত্রের নাম। মদ হারাম হওয়ার সাথে সাথে এসব পাত্রেরও বিলুপ্তি ঘটেছে। স্মরণ রাখতে হবে তরল ও কঠিন সর্ব প্রকার মদ, তাড়ি, গাঁজা ও আফিম কিংবা যেকোন বস্তু, যা মদ জাতীয় হয়, নাম পরিবর্তন করেও পান বা ব্যবহার করা হারাম। এমন কি ঔষধ হিসেবেও, পরিমাণে এক ফোটা হলেও, নেশা না করলেও, অন্য ঔষধের সাথে সামাণ্য পরিমাণ মিশিয়েও সর্ব রকমে সর্বাবস্থায় তরল মদ, তাড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করা হারাম। আর শক্ত বা কঠিন যদি হয় যেমন আফিম, ভাঙ ও গাঁজা এসব নেশা জাতীয় পদার্থ ঔষধ হিসেবে যদি এত কম পরিমাণে ব্যবহার করা হয়, যাতে নেশা সৃষ্টি করে না ইমাম আবূ ইউসুফের মতে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী, যদি সে উক্ত হারাম বস্তু মিশানো অপরিহার্য বলে মত প্রকাশ করে তবে তা জায়েয আছে। কিন্তু নেশা পরিমাণ ব্যবহার করা হারাম। অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি হারাম বস্তুর হুকুমও তাই। মূলতঃ যে বস্তু অধিক পরিমাণ ব্যবহারে নেশা সৃষ্টি করে, তার সামাণ্যও হারাম, যদিও তা এক ফোটা হয়, ফলে মৃতসঞ্জীবনী সুধা বা সুরা, শোধিত স্পীরিট, ব্রানডী বা যেকোন নাম দেয়া হোক না কেন এগুলোর হুকুম কি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

২৯। ইব্নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মু'য়ায ইব্নে জাবাল (রা) বলেছেনঃ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (ইয়ামন) পাঠালেন, তখন বললেনঃ তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছো যারা কিতাবধারী। সুতরাং তাদেরকে আহ্বান জানাবে এ সাক্ষ্য দেয়ার জন্যঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই আর আমি আল্লাহ্র রাসূল। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, প্রত্যহ দিন রাতে আল্লাহ্ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তোমার এ কথাও মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন– যা তাদের ধনীদের থেকে সংগৃহীত করা হবে এবং তাদেরই দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা এ কথাও মেনে নেয়, তবে তাদের ভালো ভালো সম্পদগুলো গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকো। আর মযলুমের অভিশাপকে ভয় করো, কেননা তার ও আল্লাহ্র মাঝখানে কোনো আড়াল নেই।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحٰقَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ اسْحٰقَ عَنْ يَحْيَى ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ

৩০। ইব্নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াযকে (রা) ইয়ামন দেশে পাঠালেন, এবং বললেনঃ অচিরেই তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছো...। হাদীসের বাকী অংশ ওয়াকী'র বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اِسْمٰعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ قَالَ اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلٰى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ عِبَادَةُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِذَا عَرَفُوا اللّٰهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَاِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ

أَللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَاِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ

৩১। ইবনে আববাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াযকে (রা) ইয়ামন পাঠালেন, এবং বললেনঃ তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছো যারা কিতাবধারী। কাজেই তুমি তাদেরকে সর্বপ্রথম মহান শক্তিশালী আল্লাহ্র ইবাদাতের দিকেই আহবান জানাবে। সুতরাং তারা যখন মহান ক্ষমতাবান আল্লাহর পরিচয় পাবে, তখন তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, অবশ্যই আল্লাহ্ দিন রাতের মধ্যে তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছেন। যখন তারা এ কাজ করবে, তখন তাদেরককে একথাও জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তাদের ওপর যাকাতও ফরয করেছেন। এটা তাদের (ধনীদের) মাল-সম্পদ থেকে নেয়া হবে এবং তাদেরই দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। যদি তারা এটা মেনে নেয়, তবে তুমি তাদের থেকে যাকাত সংগ্রহ করো। কিন্তু তাদের উত্তম উত্তম বস্তুগুলো গ্রহন করা থেকে বিরত থাকো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

লোকদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ, যে পর্যন্ত না তারা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং নবী (সা) যে বিধান নিয়ে এসেছেন সে সমস্তের ওপরে ঈমান আনে। ফলে যে ব্যক্তি এ সব কাজ করলো সে তার জান-মাল নিরাপদ রাখলো। অবশ্য আইনের দাবী আলাদা এবং তার অন্তরের গোপনীয়তা আল্লাহর ওপরই ন্যস্ত। আর যে ব্যক্তি যাকাত প্রদানে ও ইসলামের অন্যান্য দাবী আদায়ে অস্বীকৃতি জানায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং ইসলামের বাহ্যিক নিদর্শন সমূহের যথা যথ রক্ষনাবেক্ষন করা ইমামের (শাসকের) দায়িত্ব

(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ فَمَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ

عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللّٰهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

৩২।আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর আবু বকর (রা) খলীফা নিযুক্ত হলেন। এসময় আরবের একদল লোক (যাকাত অস্বীকার করে) মুরতাদ হয়ে গেলো। (আবুবকর (রা) তা'দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প করলেন) উমার (রা) বললেনঃ আপনি কিরূপে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন? অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই) আর যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বললো, সে তার জান-মাল আমার হাত থেকে রক্ষা করলো। অবশ্য আইনের দাবী আলাদা। (অর্থাৎ ইসলামের বিধান অনুযায়ী দন্ডনীয় কোনো অপরাধ করলে তাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে) তার আসল বিচারের ভার আল্লাহ্‌র ওপর ন্যস্ত। আবু বকর (রা) বললেনঃ আল্লাহ্‌র কসম, যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। কেননা যাকাত হচ্ছে মালের (ওপর বঞ্চিতের) অধিকার। আল্লাহ্‌র কসম, যদি তারা আমাকে একখানা রশি প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায় যা তারা (যাকাত বাবত) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করতো, তবে আমি এ অস্বীকৃতির কারনে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। এবার উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেনঃ আল্লাহ্‌র কসম, ব্যাপারটা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে আলাহ্ তারা'লা আবু বকরের হৃদয়কে যুদ্ধের জন্যে প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। আমি স্পষ্টই উপলব্ধি করলাম, এটাই (আবুবকরের সিদ্ধান্তই) সঠিক এবং যথার্থ।

(وحدثنا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ

৩৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত তারা 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ না বলে। যে ব্যক্তি 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বললো সে আমার হাত থেকে তার জান–মাল রক্ষা করলো, অবশ্য অপরাধ করলে আইনের বিধান তার ওপর কার্যকর হওয়া স্বতন্ত্র কথা। তার (আখিরাতের) হিসাব–নিকাশ আল্লাহ তায়া' লার ওপর ন্যস্ত।

(حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ ح وَحَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

৩৪। আবুহুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত তারা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে সাক্ষ্য না দেয়, আর আমার প্রতি এবং আমি যা (দ্বীন ও শরীয়াত) নিয়ে এসেছি, তার প্রতি ঈমান না আনে। আর যখন তারা এ কাজ করলো, আমার হাত থেকে তাদের জান–মাল নিরাপদে রাখলো। অবশ্য আইনের বিধান ও দাবী স্বতন্ত্র । তাদের চূড়ান্ত বিচারের ভার আল্লাহ্‌র ওপর ন্যস্ত।

(وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح

৩৫। আবুসালেহ ও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে আমি আদিষ্ট হয়েছি। হাদীসে অবশিষ্ট অংশ আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত ইবনুল মুসাইয়াবের হাদীসের অনুরূপ।

(وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ

৩৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষন তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ না বলে। আর যখনই লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্ বললো, আমার হাত থেকে তাদের জান-মাল নিরাপদে রাখলো। অবশ্য আইনের দাবী স্বতন্ত্র। আর তাদের প্রকৃত বিচার আল্লাহ্র ওপরই ন্যস্ত। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করলেনঃ "হে নবী, আপনি একজন উপদেশ দান কারী। আপনি তাদের ওপর পর্যবেক্ষক নন"-(সূরা গাশিয়াঃ২১, ২২)

(حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

৩৭। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তার সাক্ষ্য দেবে যে, "আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল , আর নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। যখন তারা এ কাজ করলো আমার হাত থেকে নিজেদের জান–মাল রক্ষা করলো, অবশ্য তাদের চূড়ান্ত বিচারের ভার আল্লাহ্র ওপরেই ন্যস্ত।

وحدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر قالا حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله

৩৮। আবু মালিক থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বললো এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব উপাসনা প্রত্যাখ্যান করলো, সে তার জান ও মালকে নিরাপদ করে নিয়েছে (অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হারাম)। তার চূড়ান্ত হিসাব নিকাশ আল্লাহ্র ওপর ন্যস্ত।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر ح وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هرون كلاهما عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر بمثله

৩৯। আবু মালিক থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শনেছেনঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে এক এবং অদ্বিতীয় বলে মেনে নিয়েছে' –– অতঃপর পূর্ববর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

মৃত্যুর লক্ষণ দেখা দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত কারো ইসলাম গ্রহণ কবুল করা হবে। মুশরিকদের জন্য দোয়া করা জায়েয নহে। যে ব্যক্তি মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে নিশ্চিত জাহান্নামী। কোন উসীলাই তার উপকারে আসবেনা

وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن

ابْنِ شِهَابٍ قَالَ) أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

৪০। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবু তালিবের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে গেলেন এবং সেখানে তিনি আবু জাহ্ল ও আবুদুল্লাহ্ ইবনে উমাইয়া ইবনে মুগীরাকে উপস্থিত দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আবু তালিবকে লক্ষ্য করে) বললেনঃ হে আমার চাচা, আপনি 'লা–ইলাহা– ইল্লাল্লাহ্ ' কথাটি বলুন। এর দ্বারাই আমি আল্লাহ্র কাছে আপনার জন্যে সাক্ষ্য দেব। তখন আবু জাহ্ল ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু উমাইয়া বলে ওঠলো, হে আবু তালিব, তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাত (দ্বীন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে? (অর্থাৎ সে দ্বীন পরিত্যাগ করবে?) এদিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার তাঁর কথাটি পেশ করতে থাকলেন। আবু তালিব শেষ পর্যন্ত যে কথা বললেন তা হলো, তিনি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাতের ওপরই অবিচল থাকবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলতে অস্বীকৃতি জানালেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ্র শপথ, যতক্ষণ আমাকে নিষেধ না করা হয় আমি আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো। এ প্রসঙ্গে সুমহান আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করলেনঃ "নবী এবং ঈমানদারদের পক্ষে মুশ্রিকদের জন্যে

ক্ষমা প্রার্থনা করা শোভা পায়না, যদিও তারা (মুশরিকরা) নিকট আত্মীয় হয়। কেননা তারা যে জাহান্নামী হবে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে" আবু তালিবের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ "হে নবী, নিশ্চয়ই হেদায়াত আপনার হাতে নয় যে, যাকে আপনি চাইবেন হেদায়াত করতে পারবেন। বরং আল্লাহ্ যাকে চান তাকে হেদায়াত দান করেন, আর কে হেদায়াত প্রাপ্ত হবে তিনিই বেশী জানেন"।

وحدثنا اسحق بن ابراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ح وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قالا حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد مثله غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين وقال في حديثه ويعودان في تلك المقالة وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزالا به

৪১। যুহরী থেকে এই সনদে ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে সালেহ্‌র বর্ণনাটি- "পরে আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে নাযিল করলেন" পর্যন্তই সমাপ্ত হয়েগেছে। আর আয়াত দু'টি তিনি উল্লেখ করেননি। অবশ্য তাঁর হাদীসে, "এবং তারা উভয়েই (আবু জাহ্‌ল ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আবু উমাইয়াহ্) তাদের সে কথাটি পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো" -বর্ণনা করেছেন কিন্তু মা'মারের হাদীসের মধ্যে হা-যিহিল্ মাকালাতা-এর স্থলে আল্ কালিমাতা বর্ণিত হয়েছে। এবং তারা উভয়ে বার বার তাদের কথা আওড়াতে লাগলো।[৮]

حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قالا حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة

৮. নবী (সা) এর নবুয়ত লাভের সময় তাঁর চাচা চারজন জীবিত ছিলেন। দুই জন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাঁরা হলেন, হাম্‌যা ও আব্বাস, আর যে দু'জন ইসলাম গ্রহণ করেনি তারা হচ্ছে আবু তালিব ও আবু লাহাব। আবু তালিবের প্রকৃত নাম আব্‌দে মুনাফ এবং আবু লাহাবের আসল নাম আবদুল ওয্‌যা। আবু জাহালের প্রকৃত নাম আ'মর ইবনে হিশাম। আবুদল্লাহ্ ইবনে আবু উমাইয়া, নবী (সা) এর পত্নী উম্মে সালামার সহোদর ভাই। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেই বছরই হুনাইনের যুদ্ধে শহীদ হন। আবু তালিব নবী (সা)-এর হিজরতের সামান্য কাল পূর্বেই মক্কায় মৃত্যু বরণ করে, এবং হযরত খাদিজা (রা) তার মৃত্যুর মাত্র তিন দিন পরেই ইন্তিকাল করেন। এ সময় নবী (সা)-এর বয়স ছিলো ৪৯ বছর ৮মাস ১১ দিন।

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَبَى فَأَنْزَلَ اللّٰهُ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ الْآيَةَ

৪২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচার (আবু তালিবের) মৃত্যুর সময় বললেনঃ হে চাচা, বলুন! 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্' এ দ্বারা আমি কিয়ামাতের দিন আপনার জন্যে সাক্ষ্য দেবো। কিন্তু সে তা বলতে স্পষ্ট অস্বীকৃতি জানালো। বর্ণনাকারী বলেন, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ নাযিল করলেন; "নিশ্চয়ই আপনি (হে নবী,) যাকে চান তাকে হেদায়েত দান করতে পারবেন না"। আয়াতের শেষ পর্যন্ত-।

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ ابْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ يَقُولُونَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذٰلِكَ الْجَزَعُ لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

৪৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা (আবু তালিব) কে বলেছিলেন,'বলুন 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্' এর দ্বারা কিয়ামাতের দিন আমি আপনার জন্যে সাক্ষ্য দেবো। সে (আবু তালিব) বললোঃ যদি কুরাইশরা আমাকে এ কথা বলে লজ্জা দেয়ার আশংকা না থাকতো যে, " মূলতঃ তাকে (আবু তালিবকে) এ কথা বলার জন্যে মৃত্যু ভয় ঘাবড়িয়ে তুলেছিলো", তা হলে আমি এখনই তোমার সম্মুখে তা স্বীকার করে নিতাম। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ নাযিল করলেন, "নিশ্চয়ই (হে নবী,) আপনি যাকে চান তাকে হেদায়াত দান করতে পারবেন না, বরং আল্লাহ্ যাকে চান তাকে হেদায়াত দান করেন।"

অনুচ্ছেদ : ১১

যে ব্যক্তি তাওহীদের ওপর মারা যাবে সে জান্নাতে যাবে

(حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ

أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حُمْرَانَ) عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

৪৪। উস্‌মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অন্তরে এ বিশ্বাস রেখে মৃত্যু বরণ করলো যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে।[৯]

(حدثنا

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ) سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَهُ سَوَاءً

৪৫। উসমান (রা) বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি----পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

(حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ قَالَ فَنَفِدَتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ قَالَ حَتَّى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْمِ فَدَعَوْتَ اللَّهَ عَلَيْهَا قَالَ فَفَعَلَ قَالَ فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرِّهِ وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ قَالَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ

৯. হাদীসে বর্ণিত - **يعلم** (ইয়া'লামু) শব্দ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কেবলমাত্র মৌখিক বলাই যথেষ্ট নয় বরং অন্তর থেকে দৃঢ় প্রত্যয়ে বিশ্বাস থাকতে হবে। অন্যান্য অনেক হাদীস থেকে জানা যায় যে, গুনাহ্‌গার মু'মীন জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাই উভয় প্রকারের হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে বলা হয়েছে যে, হয়তো জাহান্নামে যাওয়ার পর এক সময় আল্লাহ্ সরাসরি মাফ করে জান্নাতে দেবেন, অথবা ফেরেশ্‌তাদের কিংবা নবীদের কিংবা মু'মেনীনে সালেহীনের সুফারিশক্রমে জান্নাত নসীব হবে। ফলে উক্ত ঈমানের বদৌলতে অনেক দেরীতে হলেও তার জান্নাত নসীব হবে। কিন্তু শাস্তি ভোগ করার আগে নয়।

قُلْتُ وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَى قَالَ كَانُوا يَمَصُّونَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهَا قَالَ حَتَّى مَلأَ الْقَوْمُ أَزْوِدَتَهُمْ قَالَ فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لاَ يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ

৪৬।আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক অভিযানে ছিলাম। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী লোকদের খাদ্য সম্ভার নিঃশেষ হয়ে গেলো। রাবী বলেন, তিনি (নবী সা) কারো কারো সওয়ারীর উট জবেহ করতে মনস্থ করেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অবশিষ্ট খাদ্য সামগ্রী এক জায়গায় জমা করে বরকতের জন্য আপনি যদি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাই করলেন। ফলে গম ওয়ালা তার গম, খেজুরের মালিক তার খেজুর নিয়ে আসল। (অধস্তন) রাবী বলেন, যে বীচি ওয়ালা তার বীচি নিয়ে হাজির হলো। আমি (মুজাহিদকে) বলাম, খেজুর বীচি দিয়ে তারা কি করতো? তিনি বললেনঃ (ক্ষুধার সময়) লোকেরা তা চুষতো এবং পানি পান করতো। রাবী বলেন, তিনি খাদ্যে বরকতের দোয়া করলেন। লোকেরা তাদের পাত্র সমূহ পরিপূর্ণ করে নিলো। বর্ণনাকারী বলেন এ সময় তিনি বললেনঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আর আমি আল্লাহ্‌র রাসূল! যে কোনো বান্দা সন্দেহাতীতভাবে এ বাক্য দু'টির ওপর ঈমান আনবে ,সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ شَكَّ الأَعْمَشُ قَالَ لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْعَلُوا قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ وَلَكِنْ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ فَدَعَا بِنِطَعٍ فَبَسَطَهُ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ

ذُرَةٍ قَالَ وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ قَالَ وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكِسْرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النِّطَعِ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ قَالَ فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَؤُوهُ قَالَ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ لَا يَلْقَى اللّٰهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ

৪৭। আবু হুরাইরা (রা) অথবা আবু সাঈদ (রা) (আ'মাশের সন্দেহ) থেকে বর্ণিত। তাবুকের যুদ্ধাভিযানে লোকদের খাদ্য সম্ভারের অভাব দেখা দিলো। তারা এসে বললোঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল।! যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে আমরা আমাদের ভারবাহী উট জবেহ করে খেতেও পারি আর চর্বিও সংগ্রহ করতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাই কর। রাবী বলেন, উমার (রা) এসে আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি আপনি এমন কাজ করেন (অর্থাৎ উট জবেহ্ করার অনুমতি দেন) তাহলে সওয়ারীর অভাব দেখা দেবে। বরং লোকদেরকে তাদের অবশিষ্ট খাদ্যসামগ্রী নিয়ে আসতে নির্দেশ দিন। আর আপনি এতে বরকতের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন। আশাকরি আল্লাহ্ এর মধ্যে বরকত দান করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'হাঁ', (এটাই করো) বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি একখানা চাদর আনিয়ে তা বিছিয়ে দিলেন, এবং লোকদেরকে তাদের অবশিষ্ট খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আসতে বললেন। ফলে কোনো ব্যক্তি এক মুষ্টি জোয়ার (গমজাতীয় শস্য), কেউ এক মুষ্টি খেজুর এবং কেউ রুটির টুকরা নিয়ে আসলো। সর্বসাকুল্যে চাদরের ওপর অতি সামান্য পরিমাণ জিনিষ একত্রিত হলো। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্যে বরকতের দোয়া করলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ এবার তোমরা তোমাদের পাত্রগুলো ভর্তি করে নিয়ে যাও। বর্ণনাকারী বলেনঃ লোকেরা তাদের পাত্রগুলো এমনভাবে পরিপূর্ণ করে নিলো যে, বাহিনীর লোকদের কাছে আর একটি পাত্রও অবশিষ্ট থাকল না। বর্ণনাকারী বলেন; তারা সকলে তৃপ্তিসহকারে আহার করলো, এবং কিছু পরিমাণ অবশিষ্টও রয়ে গেলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এবং আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল। কোনো বান্দা সন্দেহাতীতভাবে এ দু'বাক্যের সাক্ষ্য দিলে, সে আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবেনা (অর্থাৎ সে বেশ্‌তে প্রবেশ করবে)।

(حدثنا داود بن رشيد

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ) حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ

৪৮। উবাদাহ্ ইবনে সামিত (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি বলে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোন ইলাহ্ নেই, তিনি এক আর মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল, আর নিশ্চয় ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র বান্দা, তাঁর বান্দীর (মরিয়মের) পুত্র ও তাঁর সেই কালেমা – যা তিনি মরিয়মকে পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত একটি 'রূহ' মাত্র, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের আটটি দরজার যেটি দিয়ে প্রবেশ করতে চাইবে, প্রবেশ করাবেন।

(وحدثني أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ) عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ

৪৯। উমাইর ইবনে হানী থেকে এই সনদে ওপরের বর্ণার অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে, তবে আরো আছে, তার আমল যা–ই হোক না কেন আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। কিন্তু 'জান্নাতের আট দরযার যেখানে দিয়েই সে চাইবে' এই বাক্যটি এই বর্ণনায় উল্লেখ নেই।

(حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ) عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ

عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَهْلاً لِمَ تَبْكِي فَوَاللَّهِ لَئِنِ اسْتُشْهِدْتُ لأَشْهَدَنَّ لَكَ وَلَئِنْ شُفِّعْتُ لأَشْفَعَنَّ لَكَ وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لأَنْفَعَنَّكَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلاَّ حَدَّثْتُكُمُوهُ إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا وَسَوْفَ أُحَدِّثُكُمُوهُ الْيَوْمَ وَقَدْ أُحِيطَ بِنَفْسِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ

৫০। সুনাবিহী থেকে বর্ণিত। তিনি উবাদাহ ইবনে সামিতের (রা) উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। সুনাবিহী বলেনঃ উবাদাহ ইবনে সামিত (রা) যখন মৃত্যু শয্যায় তখন আমি তাঁর কাছে গেলাম, (তাঁকে দেখে) আমি কেঁদে দিলাম। এ সময় তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন; থামো, কেনো কাঁদছো? আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমাকে সাক্ষ্য বানানো হয়, আমি তোমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবো, আর যদি সুফারিশ করার অধিকার লাভ করতে পারি তোমার জন্যে সুপারিশ করবো। আর যদি তোমার কোনো উপকার করতে পারি, নিশ্চয়ই তাও করবো। অতঃপর তিনি বললেনঃ আল্লাহ্‌র শপথ! এ যাবত আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে কোন হাদীস শুনেছি, যার মধ্যে তোমাদের জন্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তা আমি অবশ্যই তোমাদের কাছে বর্ণনা করেছি। কিন্তু একটি মাত্র হাদীস (যা এতোদিন আমি তোমাদেরকে বলিনি) আজ এখনই তা আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করবো। কেননা বর্তমানে আমি মৃত্যুর বেষ্টনিতে আবদ্ধ। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল আল্লাহ্ তার ওপর আগুন (জাহান্নাম) হারাম করেছেন।

(حدثنا

هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاَّ مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ

قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ إِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ

৫১। মুয়া'য ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে সওয়ারীর ওপর বসা ছিলাম। তাঁর এবং আমার মাঝখানে শুধু সওয়ারীর পিঠের ওপরের কাঠিই আড়াল ছিলো। তিনি আমাকে ডেকে বললেনঃ হে মুয়া'য ইবনে জাবাল! আমি বললাম, 'লাব্বাঈক' (আমি এইতো এখানে উপস্থিত আছি; হে আল্লাহ্র রাসূল! ওয়া সায়াদাঈকা' (আপনার মঙ্গল হোক। এবলে তিনি কিছুক্ষণ পথ অতিক্রম করলেন। অতঃপর তিনি অনুরূপভাবে আমাকে ডাকলেন, আর আমিও অনুরূপভাবে জওয়াব দিলাম। পুনরায় তিনি কিছুক্ষণ চলার পর আমাকে বললেনঃ তুমি কি জানো যে, বান্দাহদের ওপর আল্লাহ্র কি অধিকার রয়েছে? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন; বান্দাহ্দের ওপর আল্লাহ্র দাবী এই যে, বান্দাহ্ আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছু শরীক করবেনা। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ চললেন এবং পুনরায় আমাকে ডাকলেন; আর আমিও লাববাঈক ওয়া সায়া'দাঈকা বলে জবাব দিলাম। এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার কি জানা আছে, বান্দাহ্ যখন এটা করে, তখন আল্লাহ্র ওপর বান্দাহ্দের কি অধিকার দাঁড়ায়? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই বেশী জানেন! তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ قَالَ فَقَالَ يَا مُعَاذُ تَدْرِي مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا

৫২। মুআ'য ইব্‌নে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে 'উফাঈর' নামক গাধার পিঠে সওয়ার ছিলাম। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে মুআ'য, তুমি কি জানো বান্দাহ্‌দের ওপর আল্লাহ্‌র কি হক রয়েছে আর আল্লাহর ওপরইবা বান্দাহদের কি অধিকার রয়েছে? আমি বললামঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেনঃ বান্দাহ্‌দের ওপর আল্লাহ্‌র দাবী হচ্ছে, "তারা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে আর অন্য কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না। এবং আল্লাহ্‌র ওপর বান্দাহ্‌দের অধিকার হচ্ছে, যে বান্দাহ্ তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবেনা তিনি তাকে আযাব দেবেন না। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি লোকদেরকে এ সুসংবাদ দান করবো না? তিনি বললেন, তাদেরকে এ সুসংবাদ দিওনা, কেননা তাতে তারা এর ওপর নির্ভর করে (আমল করা পরিহার করে) বসবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَالْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا الْأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ يُعْبَدَ اللّٰهُ وَلَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ قَالَ أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ فَقَالَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ

৫৩। মুয়া'য ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মুয়া'য, তোমার কি জানা আছে বান্দাহ্‌দের ওপর আল্লাহ্‌র কি অধিকার রয়েছে? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই বেশী অবগত। তিনি বললেনঃ (আল্লাহ্‌র হক হচ্ছে;) আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা আর কাউকে তাঁর সাথে শরীক না করা। তিনি আবার বললেনঃ তুমি কি জানো তাঁর (আল্লাহ্‌র) ওপর তাদের (বান্দাহ্‌দের) অধিকার কি যখন তারা এটা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেনঃ তিনি তাদেরকে আযাব দেবেন না।

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُولُ دَعَانِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى النَّاسِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

৫৪। আস্ওয়াদ ইব্নে হেলাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি মুয়া'য (রা) কে বলতে শুনেছিঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন, আর আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম। তিনি বললেনঃ "তুমি কি অবগত আছো যে, মানুষের ওপর মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্র অধিকার কি?" ... ওপরের হাদীসের অনুরূপ।

(حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ
ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ) قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي نَفَرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبْطَأَ
عَلَيْنَا وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا فَلَمْ
أَجِدْ فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ وَالرَّبِيعُ الْجَدْوَلُ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ
الثَّعْلَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا فَفَزِعْنَا
فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي
فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ قَالَ اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ
يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ فَقَالَ
مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ هَاتَانِ نَعْلَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي بِهِمَا مَنْ
لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَخَرَرْتُ
لِاسْتِي فَقَالَ ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً

وَرَكِبَنِي عُمَرُ فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثَرِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ
قُلْتُ لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتِي قَالَ ارْجِعْ
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ
وَأُمِّي أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ
قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلِّهِمْ

৫৫। আবু হুরাইরাহ্ (রা) বলেন, একদা আমরা (সাহাবাগণ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে বসেছিলাম। আমাদের জামায়াতে আবু বকর এবং উমার (রা)ও ছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝ থেকে উঠে গেলেন। দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি ফিরে না আসায় আমাদের আশংকা হল তিনি কোথাও বিপদের সম্মুখীন হলেন কিনা। তাই আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আর আমিই সর্ব প্রথম বিচলিত হলাম। তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোঁজে বের হয়ে পড়লাম। আমি বনু নাজ্জারের জনৈক আনসারীর বাগানের কাছে এস পৌছলাম। আর বাগানের অভ্যন্তরে প্রবেশের কোনো পথ পাই কিনা তার অন্বেষণে চার দিকে ঘুরতে থাকলাম। কিন্তু তা পেলাম না। হঠাৎ দেখতে পেলাম বাইরের একটি কূপ থেকে ছোট একটি নালা বাগানের অভ্যন্তরে প্রবাহিত হচ্ছে। সংকীর্ণ নালাকেই 'জাদওয়াল' বলা হয়। অতঃপর আমি আঁটসাঁট হয়ে নর্দমার মধ্য দিয়ে ঢুকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেনঃ আবু হুরাইরা নাকি? আমি বললাম, জী হাঁ হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ কি ব্যাপার? আমি বললামঃ আপনি আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ উঠে চলে আসলেন, আর দীর্ঘক্ষণ পরও ফিরে না যাওয়ায় আমরা বিচলিত হয়ে পড়েছি। আমাদের অনুপস্থিতিতে কোথাও আপনি বিপদের সম্মুখীন হলেন কি না আমাদের এ আশংকা হল। আর আমিই সর্ব প্রথম বিচলিত হয়ে পড়ি। আমি এ দেয়ালের কাছে এসে শেয়ালের মতো আঁট সাঁট হয়ে নালার ভেতর দিয়ে এখানে উপস্থিত হলাম। অন্যান্যরা আমার পেছনে আছে। তিনি তাঁর জুতা জোড়া আমাকে দিয়ে বললেনঃ হে আবু হুরাইরা, আমার জুতা জোড়া সাথে নিয়ে যাও। এই বাগানের বাইরে যার সাথেই তোমার সাক্ষাত হয় তাকে বলোঃ "যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এ সাক্ষ্যদেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই", তাকে বেহেস্তের সুসংবাদ দাও"। বর্ণনাকারী (আবু হুরাইরা রা) বলেনঃ সর্ব প্রথম উমার (রা)

এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তিনি আমাকে বললেনঃ হে আবু হুরাইরাঃ জুতা জোড়া কার? আমি বললামঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। তিনি আমাকে এ জুতা জোড়াসহ এই বলে পাঠিয়েছেন যে, "যে ব্যক্তি প্রশান্ত মনে এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো 'ইলাহ্' নেই, তাকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দেবে"। তিনি (আবু হুরাইরা রা) বলেন, আমার এ কথা শুনে উমার (রা) আমার বুকের উপর এমন জোরে চপেটাঘাত করলেন যে, আমি পেছন দিকে পড়ে গেলাম। আর তিনি বললেন, হে আবু হুরাইরা, তুমি (রাসূলুল্লাহ্‌র সা) কাছে ফিরে চলো। তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কাঁদো কাঁদো অবস্থায় ফিরে আসলাম। আমার পেছনে পেছনে উমার (রা) ও তথায় উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আবু হুরাইরা, তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, আমার সাথে উমরের সাক্ষাত হয়েছিলো এবং আপনি আমাকে যে সুসংবাদ নিয়ে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে এটা জানালে, তিনি আমার বুকে এমন জোরে ঘুষি মারলেন যে, আমি পিছন দিকে পড়ে যাই। তিনি এটাও বলেছেন যে, আমি যেন (আপনার কাছে) ফিরে আসি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন; হে উমার, কোন্ বস্তু তোমাকে এমন কাজ করতে উদ্যত করলো? তিনি (উমার) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আপনি কি আপনার জুতা জোড়া সহ আবু হুরাইরাকে এ বলে এ বলে পাঠিয়েছেন যে, যার সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয় তাকে বলো, যে ব্যক্তি সর্বান্তকরণে এ সাক্ষ্য দেবে যে, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই" তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও? তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সা) বললেনঃ হাঁ। উমার (রা) বললেনঃ এরূপ করবেন না। কেননা আমার আশংকা হচ্ছে এতে লোকেরা (আমল বর্জন করে) এর ওপর ভরসা করে বসে থাকবে, কাজেই লোকদেরকে আমল করার সুযোগ দিন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আচ্ছা। তাদেরকে (লোকদেরকে) আমল করার সুযোগ দাও।

(حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ) حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا قَالَ إِذًا يَتَّكِلُوا فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا

৫৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীতে উপবিষ্ট ছিলেন এবং মুআয ইবনে জাবাল (রা) তাঁর পেছনেঐ একই সওয়ারীর পিঠে ছিলেন। তিনি বললেনঃ হে মুআয! তিনি (মুয়া'য) বললেনঃ লাব্বাঈকা হে আল্লাহ্‌র রাসূলঃ ওয়া সায়াদাইকা। তিনি বললেনঃ মুআয, তিনি সাড়া দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার খেদমতে হাযির আছি। তিনি পুনরায় বললেনঃ হে মুআয। তিনি উত্তর দিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি আপনার খেদমতে হাযির আছি। অতঃপর তিনি বললেনঃ যে কোনো বান্দাহ্ এ বলে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো 'ইলাহ্' নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দাহ্ ও রাসূল– আল্লাহ্ নিশ্চিয়ই এমন বান্দাহ্‌র ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন। মুআয (রা) বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি লোকদেরকে এ সংবাদ জানিয়ে দেবো যাতে তারা সুসংবাদ গ্রহণ করতে পাবে? তিনি বললেনঃ এ সংবাদ জানিয়ে দিলে তারা আমল বর্জন করে এ প্রত্যাশায় বসে থাকবে। ফলে মুআয (রা) ইল্‌ম গোপন করার গুনাহ্ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে মৃত্যুর পূর্বে এ হাদীসটি প্রকাশ করেছেন।

(حدثنى شيبان بن فروخ حدثنا سليمان يعنى ابن المغيرة قال حدثنا ثابت) عن أنس بن مالك قال حدثنى محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغنى عنك قال أصابنى فى بصرى بعض الشىء فبعثت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى أحب أن تأتينى فتصلى فى منزلى فأتخذه مصلى قال فأتى النبى صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلى فى منزلى وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره الى مالك ابن دخشم قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا اله الا الله وأنى رسول الله قالوا انه يقول ذلك وما هو فى قلبه قال لا يشهد أحد أن لا اله الا الله وأنى رسول الله فيدخل النار أو تطعمه قال أنس فأعجبنى هذا الحديث فقلت لابنى اكتبه فكتبه

৫৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে মাহ্মুদ ইবনে রাবী– ইত্বান ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। মাহ্মুদ বলেন, আমি মদীনায় আসলাম এবং ইত্বানের সাথে সাক্ষাত করে বললাম; আপনার সূত্রে একটি হাদীস আমার কাছে পৌঁছেছে (সুতরাং ঘটনাটি আমাকে সবিস্তারে বলুন)। তিনি (ইত্বান) বললেন, আমার দৃষ্টি শক্তি কিছুটা কমে যাওয়ায় আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ মর্মে সংবাদ পাঠালাম যে, আমার ইচ্ছা–আপনি আমার বাড়িতে এসে এক জায়গায় নামায পড়বেন এবং আমি সে জায়গাটি নামাযের জন্যে নির্দিষ্ট করে নেবো। তিনি (ইত্বান) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাঁর সাথে তাঁর কতক সাহাবীও আসলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করেই নামায পড়তে লাগলেন। আর তাঁর সাহাবীরা আপোষে কথা বার্তা বলতে রইলেন। তাঁদের আলোচনার এক পর্যায়ে এসে তাঁরা মালিক ইবনে দুখাইশিম সম্পর্কে মস্তবড় আপত্তিকর কথা বলে ফেললেন। কেউ কেউ তাকে অহংকারী বলেও অভিহিত করলেন। এমন কি কয়েকজন এ ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন যে, নবী (সা) তাকে বদ দোয়া করুন এবং সে ধ্বংস হয়ে যাক। আবার কেউ এ বাসনাও প্রকাশ করলেন যে, যদি তার ওপর আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনা নেমে আসতো তাহলে খুবই উত্তম হতো। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেনঃ সে (মালিক কি এ কথার সাক্ষ্য দেয়না যে," আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল"? লোকেরা বললোঃ সে তা মুখে বলেঠিকই; তবে তার অন্তরে এর প্রতি কোন আকর্ষন নেই। তিনি বললেনঃ "যে কেউ এ সাক্ষ্য দেবে যে,আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল সে জাহান্নামে প্রবেশ করবেনা । অথবা তিনি বলেছেনঃ আগুন তাকে ভক্ষণ করবেনা। আনাস (রা) বলেন, এ হাদীসটি আমার কাছে খুবই চমৎকার লেগেছে। তাই আমি আমার পুত্রকে বললাম, এটা লিখে নাও। সুতরাং সে তা লিখে নিলো।

(حدثنى أبو بكر بن نافع العبدى

حدثنا بهز حدثنا حماد حدثنا ثابت) عن أنس قال حدثني عتبان بن مالك انه عمى فأرسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال فخط لى مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم ثم ذكر نحو حديث سليمان ابن المغيرة

৫৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইত্‌বান ইবনে মালিক (রা) আমাকে বলেছেন যে, তিনি দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ মর্মে সংবাদ পাঠালেন যে,"আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমার বাড়িতে আসুন এবং আমার ঘরের মধ্যে আমার জন্যে একটি জায়গা মসজিদরূপে নির্দিষ্ট করে দিন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং তাঁর সাথে একদল সাহাবাও আসেন কিন্তু মালিক ইবনে দুখাইশিম নামে এক ব্যক্তি অনুপস্থিত রইল। এ হাদীসের অবশিষ্ট অংশ সুলাইমান ইবনে মুগীরার হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদকে (সা) রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছে সে মু'মিন

(حدثنا) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَبِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا •

৫৯। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহ্‌কে নিজের রব, ইসলামকে নিজের দ্বীন এবং মুহাম্মাদ (সা) কে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছে সে ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

ঈমানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা এবং এর সর্বোত্তম ও সাধারণ শাখা। লজ্জা সম্ভ্রমের ফযিলত এবং এটা ঈমানের অঙ্গ হওয়ার বর্ণনা

(حدثنا) عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

৬০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ঈমানের শাখা হচ্ছে সত্তরের কিছু বেশী এবং লজ্জা ঈমানের একটি (বিশেষ) শাখা।

(حدثنا زهير بن حرب

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

৬১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে অথবা (বলেছেন) ষাটের কিছু বেশী শাখা আছে। এর সর্বোত্তম শাখা হচ্ছেঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই' বলা এবং সাধারণ শাখা হচ্ছেঃ চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া। আর লজ্জা হচ্ছে ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।

(حدثنا

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ) عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ

৬২। সালেম থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে পেলেন এক (আনসারী) ব্যক্তি তার ভাইকে লজ্জা সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছে। তখন নবী (সা) বললেনঃ লজ্জা হচ্ছে ঈমানের অংগ।[১০]

(حدثنا عبد بن حميد حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ مَرَّ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَعِظُ أَخَاهُ

---

১০. এ লোকটির ভাই অতীব লজ্জাশীল ছিলো, তাই সে তাকে অত লজ্জা ত্যাগ করার উপদেশ দিচ্ছিলো। হাদীসের মূল অর্থ হচ্ছেঃ ঈমান যেরূপ অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে, অনুরূপ লজ্জাও। অথবা লজ্জা ঈমানের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ও পরিচায়ক। ফলে লজ্জাহীন ব্যক্তি বেঈমান।

৬৩। যুহ্‌রী থেকে এই সনদে একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে বলা হয়েছেঃ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক আনসারীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় সে তার ভাইকে উপদেশ দিচ্ছিলো"

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا السَّوَّارِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِينَةً فَقَالَ عِمْرَانُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صُحُفِكَ

৬৪। আবুস্ সাওয়ার থেকে বর্ণিত। তিনি ইম্‌রান ইবনে হুসাইন কে (রা) বলতে শুনেছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ লজ্জা–সমভ্রম কল্যানকেই ডেকে আনে। বুশাইর ইবনে কা'ব বলেন, জ্ঞান–বিজ্ঞানের পুস্তকে লিখা আছে যে, এর (লজ্জা) মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং প্রশান্তি নেমে আসে। তার কথা শুনে, ইমরান বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ নিঃসৃত বাণীই বর্ণনা করছি। আর তুমি আমাকে বল্‌ছো তোমাদের বইয়ের কথা।

حدثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ حَدَّثَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ فِي رَهْطٍ مِنَّا وَفِينَا بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَوْمَئِذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ قَالَ أَوْ قَالَ الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوِ الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً وَوَقَارًا لِلَّهِ وَمِنْهُ ضَعْفٌ قَالَ فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ وَقَالَ أَلَا أَرَانِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُعَارِضُ فِيهِ قَالَ فَأَعَادَ

عِمْرَانُ الْحَدِيثَ قَالَ فَأَعَادَ بُشَيْرٌ فَغَضِبَ عِمْرَانُ قَالَ فَمَا زِلْنَا نَقُولُ فِيهِ إِنَّهُ مِنَّا يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ

৬৫। আবু কাতাদাহ বলেন, একদা আমরা আমাদের দলের সাথে ইম্‌রান ইবনে হুসাইনের (রা) কাছে উপস্থিত ছিলাম। বুশাইর ইবনে কা'বও আমাদের মাঝে ছিলো। সেদিন ইম্‌রান (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ লজ্জার সবটুকুই ভাল। অথবা তিনি বলেছেনঃ গোটা লজ্জাই উত্তম। তখন বুশাইর ইবনে কাব বলে ওঠলো, আমরা কোনো কোন গ্রন্থে অথবা বলেছে কোনো কোন দর্শন গ্রন্থে পেয়েছি, এর (লজ্জার) দ্বারা স্থিরতা,গাম্ভীর্য এবং প্রশান্তি অর্জিত হয়। অবশ্য এর মধ্যে দুর্বলতাও রয়েছে। তার কথাশুনে ইম্‌রান এমন ভাবে রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর দু' চোখ লাল হয়ে গেলো আর বললেনঃ আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু সালাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করছি, আর তুমি তার উল্টো কথা বলছ! তিনি (বর্ণনা কারী) বললেন, ইম্‌রান (রা) পুনরায় তাঁর হাদীসটির আবৃত্তি করলেন এবং বুশাইর ও তার কথাটি পুনরাবৃত্তি করল। ফলে ইমরান (রা) আরো অধিক রাগান্বিত হয়ে গেলেন। অবশেষে আমরা তাকে (ইমরান) উদ্দেশ্য করে বলতে থাকলাম, হে আবু নুজাইদ, সে (বুশাইর) আমাদেরই একজন, তার মধ্যে কোনো দোষ নেই।[১১]

(حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ قَالَ) سَمِعْتُ حُجَيْرَ بْنَ الرَّبِيعِ الْعَدَوِيَّ يَقُولُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ

৬৬। হুজাইর ইবনে রাবী' আল-আ'দব্যী ইমরান ইবনে হুছাইনের উদ্ধৃতি দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অবিকল হাম্বাদ ইবনে যাঈদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

ইসলামের ব্যাপক বৈশিষ্ট

(حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ

ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ)عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ قُلْ لِي فِي الْاِسْلَامِ

قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ غَيْرَكَ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللّٰهِ فَاسْتَقِمْ

৬৭। সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলুন যে সম্পর্কে আমি 'আপনার পরে', আবু উসামার হাদীসে রয়েছে –'আপনি ছাড়া' আর কাউকে জিজ্ঞেস করবনা। তিনি বললেনঃ 'বলো আমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনলাম' অতঃপর এর ওপর অবিচল থাক।

অনুচ্ছেদ : ১৫
ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর কোন কাজটি সবচে' উত্তম

(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ)عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ

لَمْ تَعْرِفْ

৬৮। আবদুল্লাহ্ ইব্নে আ'মর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, ইসলামের কোন্ কাজটি সবচেয়ে ভালো? তিনি বললেনঃ অভুক্তকে খাওয়ানো এবং চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেয়া।[১২]

---

১১. আবু নুজাইদ, ইমরানের ডাক নাম। বুশাইর মূলত খাঁটি মু'মিন। তবে রাসূলের হাদীসের মুকাবিলায় দর্শন গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়ায় তাকে মুনাফিক চিন্তা করা ঠিক হবেনা। আসলে কথা বলার যথার্থ তারতম্য করার যোগ্যতা তার ছিল না। বস্তুতঃ অন্যান্য দর্শনের বই-পুস্তকে উপদেশমূলক কথা বিদ্যমান আছে বটে। কিন্তু তাই বলে কুরআন কিংবা হাদীসের মুকাবিলায় তা পেশ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

১২. সালামের দ্বারা নম্রতা ও শিষ্টাচার প্রকাশ পায়। সালাম দেয়া 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, সর্বোচ্চে 'ওয়াজিব'। অমুসলমানকে প্রথমে সালাম দেয়া নিষেধ। অনুরূপভাবে "ফাসেকে মু'লিন" যে প্রকাশ্যে গুনাহ ও পাপ কাজে লিপ্ত ও জড়িত তাকেও সালাম করা নিষেধ। অবশ্য মুসলিম ও অমুসলিম সম্মিলিত জামায়াতে সালাম করতে হলে বলবে "আস্সালামু আলা মানি ত্তাবায়াল হুদা"।

(وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصرى أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب) عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده

৬৯। আবুল খায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌নে আ'মর ইবনুল আসকে (রা) বলতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলোঃ কোন্ ধরনের মুসলমান উত্তম? তিনি বললেনঃ যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট থেকে মুসলমানরা নিরাপদে থাকে।[১৩]

(حدثنا حسن الحلوانى وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم قال عبد أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول) سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

৭০। জাবির (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট থেকে মুসলমানগণ নিরাপদে থাকে সেই প্রকৃত মুসলমান।

(وحدثنى سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى قال حدثنى أبى حدثنا أبو بردة بن عبد الله ابن أبى بردة بن أبى موسى عن أبى بردة) عن أبى موسى قال قلت يارسول الله أى الاسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده

৭১। আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন্ (মুসলিমের) ইসলাম সবচেয়ে ভালো? তিনি বললেনঃ যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট থেকে মুসলমানগন নিরাপদ থাকে তার ইসলাম সবচেয়ে ভালো।

---

১৩. মানুষের অধিকাংশ কাজ জিহ্বা ও হাত দ্বারাই সংঘটিত হয়। তাই এ দু'অঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে। আর হাদীসের অর্থ হচ্ছেঃ এটি প্রকৃত ও পরিপূর্ণ মুসলমানের পরিচায়ক।

وَحَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

৭২। বুরাইদ ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) এই সনদে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো কোন্ মুসলিম সবচেয়ে ভালো? অবিকল পূর্বের হাদীসে বর্ণিত কথার অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ১৬

যেসব গুন অর্জনের মাধ্যমে ঈমানের স্বাদ লাভ করা যায়

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

৭৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট আছে, সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। (১) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সব কিছুর চেয়ে তার নিকট অধিক প্রিয়।(২) সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসে। (৩) আল্লাহ তাকে কুফরী থেকে মুক্তি দানের পর পুনর্বার কুফরীর মধ্যে ফিরে যেতে সে এতটা অপছন্দ করে যেমন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে অপছন্দ করে।*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ

৭৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট বিদ্যমান সে ঈমানের স্বাদ উপভোগ করেছে। (১) যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যেই কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসে। (২) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অন্য সব কিছুর চেয়ে তার নিকট অধিক প্রিয়। (৩) আল্লাহ্ তাকে (ঈমান গ্রহনের মাধ্যমে) কুফরী থেকে মুক্তি দান করার পর পুনর্বার সেই কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়ার চাইতে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকেই সে ভাল মনে করে।

(حدثنا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

৭৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। তবে এই সূত্রে উল্লেখ আছে, তিনি বলেছেনঃ "ইহুদী অথবা নাসারা ধর্মের দিকে পূনর্বার ফিরে যাওয়ার চেয়ে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকেই ভাল মনে করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

রাসূলুল্লাহকে (সা) পিতা, পুত্র, পরিবার—পরিজন ও সব কিছুর চেয়ে অধিক ভালবাসা ওয়াজিব

(وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ الرَّجُلُ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

৭৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোনো বান্দাহ্, (আবদুল ওয়ারিসের হাদীসের মধ্যে কোনো ব্যক্তি) কখনো ঈমানদার হতে পারবেনা–যে পর্যন্ত আমি তার কাছে, তার পরিবার–পরিজন, ধন–সম্পদ এবং সমস্ত মানুষের চাইতে অধিক প্রিয় না হই।

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

৭৭। আনাস ইব্নে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ কখনো পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবেনা যে পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা, পুত্র এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিকতর প্রিয় না হই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

কোন ব্যক্তি নিজের জন্য যা পছন্দ করবে; অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করবে

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

৭৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবেনা যতক্ষন পর্যন্ত সে নিজের জন্যে যা পছন্দ করে তার (মুসলিম) ভাই এর জন্যে (অথবা তিনি বলেছেন তার প্রতি বেশীর জন্যেও) তাই পছন্দ না করে।

(وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ قَتَادَةَ) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ

عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ أَوْ قَالَ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

৭৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ। কোনো বান্দাহ্ পূর্ণ ঈমানদার হবে না যতক্ষন পর্যন্ত সে নিজের জন্যে যা পছন্দ করে, তার প্রতিবেশীর জন্যে অথবা তিনি বলেছেনঃ তার (মুসলিম) ভাই-এর জন্যেও তাই পছন্দ না করে।

(حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

৮০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তির অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

প্রতিবেশী ও মেহমানদের সাথে সদ্ব্যবহার করার প্রতি উৎসাহ প্রদান, আর (ভালো কথা ব্যতীত) অনাবশ্যকীয় কথা থেকে নীরব থাকা

(حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

৮১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের ওপর ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমান রাখে সে যেন মেহমানদের সমাদর করে।

(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت

৮২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন মেহ্‌মানের সমাদর করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই ভালো কথা বলে, অন্যথা চুপ থাকে। সে যেন অতিথির যথাযথ সমাদর করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন কল্যানের কথা বলে নতুবা চুপ্ থাকে।

(وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حصين غير أنه قال فليحسن إلى جاره

৮৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন.....পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। তবে এ বর্ণনায় আছেঃ "সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদাচরন করে।"[১৪]

(حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع نافع بن جبير يخبر) عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه

১৪. বুখারীর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে নবী (সা) বলেনঃ জিব্‌রাঈল (আ) হর–হামেশা প্রতিবেশীর হক আদায়ের ব্যাপারে আমাকে এতো বেশী অসিয়ত করেন যে, আমার ধারনা হয়ে গেলো অচিরেই প্রতিবেশীকে (নিকটতম আত্মীয়ের মতো) ওয়ারিসের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এ হাদীস থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, প্রতিবেশীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত।

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ

৮৪। আবু শুরাইহ্ আল্-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন মেহমানের সমাদর করে। যে ব্যাক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

মন্দ কাজে বাধা দেয়া ঈমানের অংগ। ঈমান বাড়ে ও কমে। ভালো কাজের আদেশ করা ও মন্দ কাজে নিষেধ করা উভয়টিই ওয়াজিব

(حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ) عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهٰذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هٰذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

৮৫। তারিক ইব্‌নে শিহাব (আবু বকর ইব্‌নে আবু শাইবার হাদীসে) বলেন, মারওয়ান ঈদের দিন নামাযের পূর্বে খুত্‌বা দেয়ার বিদআতী প্রথার প্রচলন করে। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, "খুত্‌বার আগে নামায"– (সম্পন্ন করুন)। মারওয়ান বললেন, এখন থেকে সে নিয়ম পরিত্যাগ করা হল। সাথে সাথে আবু সাঈদ খুদরী (রা) ওঠে বললেন, ঐ ব্যক্তি তার কর্তব্য পালন করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ গর্হিত কাজ হতে দেখলে সে যেন স্বহস্তে (শক্তি প্রয়োগ) পরিবর্তন করে দেয়, যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখ (বাক্য) দ্বারা এর পরিবর্তন করবে। আর যদি সে সাধ্যও না থাকে, তখন অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে, তবে এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম পরিচায়ক।

(حدثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي قِصَّةِ مَرْوَانَ وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ

৮৬। আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। এ সূত্রেও ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

(حدثني عَمْرٌو النَّاقِدُ

وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَحَدَّثْتُهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَأَنْكَرَهُ عَلَيَّ فَقَدِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَنَزَلَ بِقَنَاةَ فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُهُ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثْتُهُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ صَالِحٌ وَقَدْ تُحُدِّثَ بِنَحْوِ ذَلِكَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ

৮৭। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্উদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার পূর্বে আল্লাহ তায়া'লা যে নবীকেই কোন উম্মাতের মধ্যে পাঠিয়েছেন, তাদের মধ্যে তাঁর জন্য একদল সাহাবীও ছিল। তারা তাঁর সুন্নাতকে সমুন্নত রাখত এবং তাঁর নির্দেশের অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের অবর্তমানে কতগুলো মন্দ লোক স্থলাভিষিক্ত হয়। তারা মুখে যা বলে নিজেরা তা করেনা। আর যা করে তার জন্য তাদেরকে নির্দেশ করা হয়নি। অতএব যে ব্যক্তি তাদের হাত (শক্তি) দ্বারা মুকাবিলা করবে, সে মু'মিন। যে ব্যক্তি মুখ দ্বারা তাদের মুকাবিলা করবে সেও মু'মিন। আর যে ব্যক্তি অন্তর দ্বারা তাদের মুকাবিলা করবে সেও মু'মিন। এরপর আর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমানের স্তর নেই। আবু রাফে' বলেন, আমি এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে (রা) বললাম। তিনি আমার সামনে এটা অস্বীকার করলেন। পরে এক সময় ইব্নে মাস্উদ (রা) 'কানাত' নামক স্থানে আসলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) আমাকে সাথে নিয়ে তার সাথে দেখা করতে গেলেন। আমরা বসলাম, আমি ইব্নে মাসউদকে (রা) এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে অবিকল সেরূপই বর্ণনা করলেন, যেরূপ আমি ইব্নে উমারকে (রা) বর্ণনা করেছিলাম। সালেহ্ বলেন, আবু রাফে' থেকে হুবহু এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

(وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ الْفُضَيْلِ الْخَطْمِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ

ابْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ كَانَ لَهُ

حَوَارِيُّونَ يَهْتَدُونَ بِهَدْيِهِ وَيَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِهِ مِثْلَ حَدِيثِ صَالِحٍ وَلَمْ يَذْكُرْ قُدُومَ ابْنِ مَسْعُودٍ

وَاجْتِمَاعَ ابْنِ عُمَرَ مَعَهُ

৮৮। আবদুল্লাহ ইব্নে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে কোন নবীর জন্যে এমন কিছু সংখ্যক নিবেদিত প্রাণ সহচর জুটেছিলো, যাঁরা তাঁর নির্দেশিত পথে জীবন যাপন করেছেন এবং তাঁর সুন্নাতকে সমুন্নত রেখেছেন।" হাদীসের অবশিষ্ট অংশ হুবহু সালেহ্-এর হাদীসের অনুরূপ। তবে এ বর্ণনায় ইব্নে মাস্উদের আগমন ও তাঁর সাথে ইব্নে উমারের একত্রিত হওয়ার কথা উল্লেখ নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

ঈমানদারদের একের তুলনায় অপরের ঈমানী শক্তি কমবেশী হতে পারে। ইয়ামন বাসীদের ঈমানদারীর প্রশংসা

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن ادريس كلهم عن اسماعيل بن أبي خالد ح وحدثنا يحي ابن حبيب الحارثي واللفظ له حدثنا معتمر عن اسماعيل قال سمعت قيسا يروى عن أبي مسعود قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الا ان الايمان ههنا وان القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الابل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر

৮৯। আবু মাস্উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দ্বারা ইয়ামন দেশের দিকে ইঙ্গিত করে বললেনঃ শুনে নাও, ঈমান এখানেই। নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়ের কাঠিন্যতা রাবিআ ও মুদার গোত্রের উটের চীৎকারকারী রাখালদের মধ্যে যেদিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়।

حدثنا أبو الربيع الزهراني أنبأنا حماد حدثنا أيوب حدثنا محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة الايمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية

৯০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইয়ামনবাসী (সেচ্ছায় মুসলমান হওয়ার জন্য) এসেছে। হৃদয়ের দিক থেকে তারা অতীব কোমল, ঈমান ইয়ামনবাসীদের , তত্ত্বজ্ঞান ইয়ামনবাসীদের এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাও ইয়ামনবাসীদের মধ্যে প্রবল।

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي ح وحدثني عمرو الناقد حدثنا اسحق بن يوسف الأزرق كلاهما عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৯১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন.....উপরের হাদীসের অনুরূপ।

(وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً الْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ

৯২। আগাররজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , আবু হুরাইরা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কাছে ইয়ামনবাসীরা এসেছে। তারা হৃদয়ের দিক থেকে অতীব কোমল, তাত্বিক জ্ঞানের চর্চা ইয়ামন বাসীদের মধ্যে এবং হিকমতের চর্চাও ইয়ামনবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান।

(حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالإِبِلِ الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ

৯৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কুফরীর উৎস পূর্বদিকে। গর্ব ও অহমিকা রয়েছে পশমী তাঁবুর অধিবাসী ঘোড়া ও উট চালকদের মধ্যে। স্বস্তি ও শান্তি বক্রী পালকদের মধ্যে।

(وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ عَنْ أَبِيهِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْكُفْرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ وَالْفَخْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْوَبَرِ

৯৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঈমান ইয়ামনবাসীদের মধ্যে, কুফরী পূর্বদিকে, স্বস্তি ও শান্তি বকরী পালকদের মধ্যে, গর্ব–অহমিকা ঘোড়া ও উটের রাখালদের মধ্যে।

(وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ

৯৫। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ গর্ব ও অহমিকা উট চালকদের মধ্যে। স্বস্তি ও শান্তি বক্‌রী পালকদের মধ্যে।

(وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ

৯৬। যুহ্‌রী থেকে এ সূত্রে পূর্বের হাদীসের অবিকল বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় আরো আছেঃ ঈমান ইয়ামনবাসীর মধ্যে এবং হিকমতও ইয়ামনবাসীর মধ্যে।

(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً وَأَضْعَفُ قُلُوبًا الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ السَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ قِبَلَ مَطْلِعِ الشَّمْسِ

৯৭। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ ইয়ামনবাসীরা (তোমাদের কাছে) এসেছে। তারা কোমল হৃদয় ও নরম আত্মার অধিকারী। ঈমান ইয়ামনবাসীর, হিকমতও ইয়ামনবাসীদের মধ্যে প্রবল। স্বস্তি ও শান্তি বকরীওয়ালাদের মধ্যে। গর্ব ও অহমিকা উট চালকদের মধ্যে, যেদিক থেকে সূর্য উদিত হয়।

(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية رأس الكفر قبل المشرق

৯৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইয়ামনবাসী তোমাদের নিকট আগমন করেছে। তারা হৃদয়ের দিক থেকে অতীব কোমল, অন্তরের দিক থেকে অত্যন্ত সহনশীল। ঈমান ইয়ামনবাসীদের এবং হিকমতও ইয়ামন বাসীদের প্রাবল্য। কুফরের উৎস পূর্বদিকে।

(وحدثنا قتيبة ابن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير) عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق

৯৯। আমাশ থেকে এ সনদে ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে 'কুফরের উৎস পূর্ব দিকে' এ বাক্যটি বর্ণনাকরেননি।

(وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي ح وحدثني بشر بن خالد حدثنا محمد يعني ابن جعفر قالا حدثنا شعبة) عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير وزاد والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الشاء

১০০। আ'মাশ শেকে এ সূত্রে অবিকল জারীরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সুত্রে আরো আছেঃ গর্ব ও অহমিকা উটের রাখাল ও মালিকের মধ্যে আর শান্তি ও স্বস্তি বা সহিষ্ণুতা বক্‌রীর রাখাল ও মালিকের মধ্যে।

(وحدثنا

إسحق بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير) أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز

১০১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হৃদয়ের কঠোরতা ও অন্তরের নিষ্ঠুরতা প্রাচ্যের লোকদের মধ্যে এবং ঈমান হেজাযবাসীর মধ্যে।

অনুচ্ছেদ : ২২

মু'মিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। মু'মিনকে ভালোবাসা ঈমানের অংগ, আর সালামের ব্যাপক প্রচলন ভালোবাসা অর্জনের সূত্র

(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم

১০২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মু'মিন না হওয়া পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। আর তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তোমরা মু'মিন হতে পারবেনা। আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তুর কথা বলব না, যা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করবে? নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করো।

(وحدثني زهير

ابن حرب أنبأنا جرير) عن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية ووكيع

১০৩। আ'মাশ থেকে এই সনদে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা মু'মিন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা,---- আবু মুয়াবিয়া ও ওয়াকির সনদে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

নসিহতই হচ্ছে দ্বীন

(حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام ثم) حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

১০৪। সুফিয়ান বলেন, আমি সুহাইলকে বললাম, আ'মর আমাদেরকে কা' কা' থেকে তোমার পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীস বর্ণনা করেন, ফলে উক্ত সনদটি অনেক বড় হয়ে গেছে সুতরাং আমার আকাংখা তুমি (সম্ভব হলে) তা থেকে যে কোনো একজন (রা' বী) বর্ণনা কারীকে বাদ দিয়ে আমাকে একটি সংক্ষিপ্ত সনদ দাও। উত্তরে সুহাইল বললেনঃআমি এ হাদীসটি এমন এক ব্যক্তি থেকে শুনেছি, যিনি আমার পিতার (শাম) সিরিয়া দেশীয় বন্ধু ছিলেন। অতপর মুহাম্মাদ ইবনে উবাদ আল্‌মাককী বলেন, সুফিয়ান আমাদেরকে সুহাইল থেকে তিনি আতা ইবনে ইয়াজিদ থেকে তিনি তামীমুদ্‌দারী থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "দ্বীন হচ্ছে নসীহত করা এবং হিতাকাংখী হওয়া। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্যে হিতাকাংখী হব? তিনি বললেনঃআল্লাহ্ ও তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখার ব্যাপারে, আর মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও জন সাধারণের জন্যে নসীহত (কল্যাণ কামনার পথ) অবলম্বন করাই হচ্ছে দ্বীন।[১৫]

---

১৫. আল্লাহ্র জন্যে নসীহত হচ্ছে" ঃ আল্লাহ্কে তাঁর যাবতীয় গুনাবলীসহ প্রকাশ্যে ও গোপনে স্বীকার করে তাঁর আনুগত্যে নিজেকে সমর্পণ করা, সমস্ত নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা, যেমন হাওয়ারীগণ হযরত ঈসা (আ)কে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ আল্লাহ্র জন্যে নসীহতকারী কে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, যে ব্যক্তি মানুষের হকের উপর আল্লাহ্র হককে প্রাধান্য দেয়। "কিতাবুল্লাহ্র নসীহত" হচ্ছেঃ তা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া, শুদ্ধ করে পাঠ করা ও তার বাত্‌লানো সীমা অতিক্রম না করা ও যথাযথ আমল করা এবং কুরআনে তাহ্‌রীফ ও বিকৃতকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ জিহাদ করা। "রাসূলের জন্যে নসীহত" হচ্ছেঃ তাঁকে জীবিত ও মৃত সর্বঅবস্থায় সম্মান করা, তাঁর অনুসৃত সুন্নাতের ওপর আমল করা,

(وحدثني محمد بن حاتم حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي) عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

১০৫। তামীমুদ্‌দারী (রা) থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীসবর্ণিত হয়েছে।

(وحدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه) وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله

১০৬। আবু সালেহ তামীমুদ্‌দারী (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس) عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم

১০৭। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্‌ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যান (কামনা) করার বাইআত করেছি।

জাগতিক ও বৈষয়িক সব কিছুর চেয়ে তাঁকে অধিক মহব্বত করা ইত্যাদি। "মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্যে নসীহত হচ্ছে": তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা, তাদের অসাবধানতা ও ভুলের সংশোধন করার চেষ্টা করা ও যুলম থেকে বিরত রাখা, জনসাধারণের কল্যাণে তাদের সাথে এগিয়ে আসা ইত্যাদি। "জনসাধারণের জন্যে নসীহত হচ্ছে": মানুষের সাথে সদাচরণ বজায় রাখা, কল্যাণমূলক কাজ করা, কারোর অনিষ্ট না করা, মানুষকে ভালো বাসা ইত্যাদি।

(حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ سَمِعَ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

১০৮। যিয়াদ ইবনে ইলাকা বলেন, আমি জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্‌কে (রা) বলতে শুনেছিঃ আমি প্রত্যেক মুসলিমের কল্যান কামনা করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাইআত গ্রহণ করেছি।

(حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ) عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِي فِيمَا اسْتَطَعْتَ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ يَعْقُوبُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ

১০৯। জারীর (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শ্রবণ ও আনুগত্যের বাইআ'ত গ্রহন করলে, তিনি আমাকে শিখিয়ে দিলেনঃ (বলো) –যতদূর আমার সাধ্যে কুলায়'। কেননা সাধ্যের অতিরিক্ত করতে বান্দাহ্ অপারগ। আর প্রত্যেক মুসলমানের কল্যান কামনার ব্যাপারেও (বাইআ'ত করেছি)। ইয়াকুব তার বর্ণনায় বলেন, সাইয়ার আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (অর্থাৎ সুরাইজের বর্ণনায় عَنْ রয়েছে কিন্তু এখানে حَدَّثَنَا দ্বারা বর্ণিত হয়েছে)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

গুনাহের দরুন ঈমানে ত্রুটি হয়, পরিপূর্ণ মু'মিন থাকেনা

(حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولاَنِ) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ

مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّثُهُمْ هٰؤُلَاءِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُولُ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

১১০। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন থাকা অবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারেনা। ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন সে মু'মিন থাকেনা। কোন ব্যক্তি মুমিন থাকা অবস্থায় চুরিতে লিপ্ত হতে পারেনা। কোন ব্যক্তি মুমিন থাকা অবস্থায় মদ পানে লিপ্ত হতে পারেনা। ইবনে শিহাব বলেন, আবদুল মালিক ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান আমাকে অবহিত করেছেন যে, আবু বকর ঐসব বাক্য তাদেরকে আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেছেন। পরে তিনি বলেনঃ আবু হুরাইরা উপরোক্ত শব্দ গুলোর সাথে এ বাক্যটিও সংযুক্ত করতেনঃ "ছিনতাইকারী যখন প্রকাশ্যে ছিনতাই করে, আর লোক অসহায় ও নিরূপায় হয়ে তার দিকে শুধু দৃষ্টিনিক্ষেপ করেই থাকে, তখন সেও মু'মিন থাকেনা"।

(وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ يَذْكُرُ مَعَ ذِكْرِ النُّهْبَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَاتَ شَرَفٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ هٰذَا إِلَّا النُّهْبَةَ

১১১। আবুহুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়------ অতঃপর ছিনতাইর ঘটনাসহ অবিকল পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে (যাতা শারাফিন্)

প্রভাবশালী ব্যক্তি এ কথাটি উল্লেখ করেননি। ইবনে শিহাব বলেনঃ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব ও আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান আবু হুরাইরার উদ্ধৃতি দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু বকরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে এতে 'নোহ্বা' বা ছিনতাইর উল্লেখ নেই।

(وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَذَكَرَ النُّهْبَةَ وَلَمْ يَقُلْ ذَاتَ شَرَفٍ

১১২। আবু সালামা ও আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান আবু হুরাইরার (রা) উদ্ধৃতি দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন, যে রূপ ওকাইল যুহ্‌রী থেকে আবু বকর ইবনে আবদুর রহমানের উদ্ধৃতি দিয়ে আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে অবশ্য ছিনতাই এর ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন বটে,তবে যাতা–শারাফিন শব্দ বর্ণনা করেননি।

(وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১১৩। এ সূত্রেও পূর্বের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ هٰؤُلَاءِ بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ أَنَّ الْعَلَاءَ وَصَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ فِيهَا وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ وَزَادَ وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ

১১৪। আলা' ইবনে আবদুর রহমান তাঁর পিতার সূত্রে আবু হুরাইরা (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

এরা সবাই অবিকল যুহরীর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আলা' ও সাফওয়ান ইবনে সুলাইম তাদের হাদীসের মধ্যে "আর লোকেরা অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় ছিনতাইকারীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাকে" এ বাক্যটির উল্লেখ নেই। অবশ্য হাম্মামের হাদীসে আছে ঃ "মু'মিন লোকেরা তার দিকে তাকিয়েই থাকে যখন কোনো ব্যক্তি ছিনতাই করে তখন সে মু'মিন থাকেনা।" আর এ বাক্যটিও উল্লেখ আছে ঃ "যখন তোমাদের কোন আত্মসাৎকারী আত্মসাৎ করে তখন সে মু'মিন থাকে না"। সুতরাং তোমরা এ কাজ করা থেকে দূরে সরে থাকো। দূরে সরে থাকো।

(حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ

১১৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন সে মু'মিন থাকেনা। চোর যখন চুরি করে তখন সে মু'মিন থাকেনা। আর সুরাপায়ী যখন সুরা পান করে তখন সেও মু'মিন থাকেনা। অবশ্য এরপর তাওবার সুযোগ আছে।

(حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ

১১৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হাদীসের সনদ নবী (সা) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন সে মু'মিন থাকেনা।[১৬] অতঃপর এ সূত্রেও অবিকল শো'বার হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

মুনাফিকের স্বভাব

(حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ

১১৮। আবদুল্লাহ্ ইব্নে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ চারটি (দোষ) যার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এ দোষগুলোর একটি বর্তমান রয়েছে তার ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব থেকে যায়। (১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে। (২) সে সন্ধি চুক্তি করলে তার বিপরীত করে। (৩) সে ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৪) সে ঝগড়া করলে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে। সুফিয়ানের হাদীসের মধ্যে রয়েছেঃ "আর যদি কারোর মধ্যে এ দোষগুলোর একটি বিদ্যমান থাকে, তা হলে তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব রয়েছে।

(حدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ

وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سُهَيْلٍ نَافِعُ

---

১৬. উল্লেখিত অন্যায় কাজগুলো করার সময় মু'মিন থাকেনা অর্থ আমাদের সল্‌ফে সালেহীন সমস্ত মণিষীদের মতে, "সে পরিপূর্ণ ঈমানদার থাকে না"। হাঁ যদি উক্ত হারাম কাজগুলোকে হালাল বা বৈধ মনে করে তাতে লিপ্ত হয়,তখন সে মু'মিন থাকে না বরং কাফের হয়ে যায়।

ابْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

১১৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। মুনাফিকের আলামত (চিহ্ন) তিনটি, (১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, (২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার কাছে কোনো আমানত (গচ্ছিত) রাখলে তা খেয়ানত (আত্মসাৎ) করে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ

أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

১২০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুনাফিকের আলামত তিনটি। কথা বললে মিথ্যা বলে। ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং কোনো কিছু আমানত রাখলে তা খেয়ানত করে।

(حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ

الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ أَبُو زُكَيْرٍ قَالَ) سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ

১২১। আলা' ইবনে আবদুর রহমান এই সনদের ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এতে আরো আছে, তিনি (রাসূলুল্লাহ সা) বলেছেন মুনাফিকের পরিচয় তিনটি। যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলে ধারণা করে।

(وَحَدَّثَنِي أَبُو نَصْرٍ

التَّمَّارُ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدٍ

ابْنِ الْمُسَيَّبِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ ذَكَرَ فِيهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ

১২২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (হাদীসটি) ইয়াহইয়া ইব্নে মুহাম্মাদ আ'লা থেকে যেরূপ বর্ণনা করেছেন হুবহু সেরূপই। তবে যদিও রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান বলে মনে করে" – এ বাক্যটিও বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

যে ব্যক্তি মুসলিম ভাইকে 'হে কাফের' বললো, তার ঈমানের অবস্থা কি?

(حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

১২৩। ইব্নে উ'মর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি কোনো ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইকে কাফের বলে তা তাদের উভয়ের একজনের ওপর অবশ্যই বর্তাবে।

(وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ

১২৪। আবদুল্লাহ্ ইব্নে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি ইব্নে উমরকে (রা) বলতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি কোনো লোক তার (মুসলিম) ভাইকে কাফের বলে তা তাদের দু'জনের যে কোন একজনের ওপর পতিত হবে। সে যাকে বলেছে যদি সে সত্য সত্যই কাফের হয়ে থাকে, তাহলে তো ঠিকই বলেছে। অন্যথায় কুফরী' তার নিজের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

যে ব্যক্তি জেনে শুনে নিজের পিতৃপরিচয় দিতে ঘৃণা করে, তার ঈমানের অবস্থা

(وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ حَدَّثَهُ) عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ

১২৫। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ যে ব্যক্তি নিজের পিতা সম্পর্কে অবগত থেকেও অপর কাউকে পিতা বলে দাবী করে সে কুফরী করলো। আর যে নিজেকে এমন বংশের বলে দাবী করে যে বংশের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই সে নিজের বাসস্থান জাহান্নামে তৈরী করে নিল। আর যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কাফের বলে ডাকলো, অথবা বললো হে আল্লাহ্‌র দুশমন, অথচ সে এরূপ নয়, তখন এ বাক্য তার নিজের দিকেই ফিরে আসবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

যে ব্যক্তি নিজের পিতৃ পরিচয় গোপন করে সে কুফরী করে

(حدثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ) عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ

১২৬। ইরাক ইব্‌নে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরাইরাকে বলতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা নিজেদের পিতৃপরিচয় থেকে বিমুখ হয়োনা। কেননা যে ব্যক্তি নিজের পিতৃপরিচয় দিতে ঘৃণাবোধ করলো, সে কুফরী করলো।

(حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ لَمَّا ادُّعِيَ زِيَادٌ لَقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ سَمِعَ أُذُنَايَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنِ ادَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১২৭। আবু উসমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যিয়াদকে আবু সুফিয়ানের পুত্র বলে) দাবী করা হল তখন আমি আবু বাকরার (রা) সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে বললামঃ 'তোমরা এ (জঘন্য) কাজ কিভাবে করলে? অথচ আমি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে (রা) বলতে শুনেছি; আমার দু'কান রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেঃ যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে অপরকে নিজের পিতা বলে দাবী করে, অথচ সে ভালোভাবেই অবগত যে, সে তার পিতা নয়, এমন ব্যক্তির জন্যে বেহেশ্‌ত হারাম। আবু বাকরা (রা) বললেনঃ একথা আমিও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছি।[১৭]

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

মুসলমানকে গালি—গালাজ করা কবীরা গুনাহ এবং তার সাথে মারামারি করা কুফরী।

(حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ)عَنْ سَعْدٍ وَأَبِي بَكْرَةَ كِلَاهُمَا يَقُولُ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ ادَّعَى

---

১৭. ইসলামের পূর্বে 'সুমাইয়া' নাম্নী এক বাঁদীর সাথে আবু সুফিয়ানের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। তাতে তার এক সন্তান জন্মায়, এই সে যিয়াদ। উক্ত মহিলাটি ছিল ওবাঈদুস্ সাকাফীর স্ত্রী। আর যিয়াদ ছিল আবু বকরার বৈ-মাতৃক ভাই। ইতিহাস প্রসিদ্ধ যিয়াদ, যিয়াদ ইবনে উম্মেহী, যিয়াদ ইবনে সুমাইয়া ও যিয়াদ ইবনে উবাঈদুস্—সাকাফী নামেও পরিচিত। 'সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের' পূর্ব পর্যন্ত সে হযরত আলী (রা)—এর সমর্থক ছিল। তার বুদ্ধিমত্তা ও রণ কৌশল দেখে হযরত মুয়াবিয়া তাকে আবু সুফিয়ানের পুত্র বলে নিজের ভাই সম্বোধন করলে, তখন থেকে সে নিজেকে আবু সুফিয়ানের পুত্র ঘোষণা করে মুয়াবিয়ার দলে ভিড়লো। অথচ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। الولد للفراش অর্থাৎ বিছানা যার সন্তানও তার। কাজেই যিয়াদকে আবু সুফিয়ানের পুত্র বলা হারাম।

الَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

১২৮। সা'দ ও আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়েই বলেন, আমার দু'কান শুনেছে এবং আমার অন্তর সংরক্ষণ করেছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অপরকে স্বীয় পিতা বলে দাবী করে অথচ সে ভালোভাবে জানে যে, সে তার পিতা নয়, তার জন্যে জান্নাত হারাম।

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ قَالَ زُبَيْدٌ فَقُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ قَوْلُ زُبَيْدٍ لِأَبِي وَائِلٍ

১২৯। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুসলমানকে গালাগালি করা' ফিস্‌ক' বড়গুনাহ্ । আর তার সাথে যুদ্ধ ও মারামারি করা কুফরী। যুবাঈদ বলেনঃ আমি আবু ওয়াইলকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি সরাসরি আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে শুনেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। শো'বার হাদীসে আবু ওয়াইলকে যুবাঈদ যে কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন তার উল্লেখ নেই।

(حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ كِلَاهُمَا) عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

১৩০। আবু ওয়াইল আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অপর হাদীসের অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৩০

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ "আমার পরে তোমারা পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে ফিরে যেয়োনা"

(حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ) عَنْ جَدِّهِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

১৩১। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের দিন আমাকে বললেনঃ জনতাকে চুপ্‌করাও (আমি কিছু কথা বলবো)। অতঃপর তিনি বললেনঃ আমার পরে তোমরা পরস্পর মারামারি ও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে কুফরীর পথে ফিরে যেয়োনা।

(وحدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

১৩২। ইব্‌নে উমর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ওপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(وحدثني أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَيْحَكُمْ أَوْ قَالَ وَيْلَكُمْ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

১৩৩। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বিদায়–হজ্জের দিন (ভাষনে) বলেছেনঃ সাবধান! সাবধান! আমার (ওফাতের) পরে তোমরা অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে কুফরীর দিকে ফিরে যেয়োনা।

(حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ وَاقِدٍ

১৩৪। ইব্‌নে উমরের (রা) এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শো'বার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি (শোবা) ওয়াকেদ থেকে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৩১
বংশ তুলে নিন্দাকারী ও মৃতের জন্যে বিলাপ কারীর কর্মকান্ড কুফর নামে আখ্যায়িত

(وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ

১৩৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মানুষের মধ্যে এমন দুটি স্বভাব রয়েছে যা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। কারো বংশ তুলে তিরস্কার করা এবং মৃতের জন্য বিলাপ করে কান্না কাটিকরা।

অনুচ্ছেদ : ৩২
পলাতক ক্রীতদাসকে কাফের নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে

(حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى

يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَالَ مَنْصُورٌ قَدْ وَاللّٰهِ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُرْوَى عَنِّي هٰهُنَا بِالْبَصْرَةِ

১৩৬। শা'বী থেকে বর্ণিত। তিনি জারীরকে বলতে শুনেছেনঃ যে ক্রীতদাস তার মনিব থেকে পলায়ন করে, সে তাদের কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত কুফরীতে লিপ্ত থাকে। (অর্থাৎ সে অকৃতজ্ঞ)। মানসূর বলেনঃ আল্লাহ্‌র কসম, এ হাদীসটি নিশ্চিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মরফূ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে বসরায় এ হাদীসটি আমার নিকট থেকে (মরফূ) বর্ণনা করাটা আমি পছন্দ করিনা।

(حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ)

عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ

১৩৭। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে গোলাম (মনিব থেকে) পলায়ন করলো, তার থেকে (ইসলামের) জিম্মাদারী) রহিত হয়ে গেলো।

(حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ) عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ

১৩৮। শা'বী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করতেন, তিনি বলেছেনঃ যে গোলাম (তার মনিব থেকে) পলায়ন করে তার নামায কবুল হয়না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

যে ব্যক্তি বললো নক্ষত্রের দরুণ আমরা বৃষ্টি পেয়েছি, সে কুফরী করলো

(حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُتْبَةَ) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ

بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ

১৩৯। যায়িদ ইব্‌নে খালিদ আল্‌জুহনী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে হুদায়বিয়ায় ফজরের নামায আদায় করেন। ঐ রাতে বর্ষা হয়েছিলো এবং বর্ষার পরেই তিনি এই নামায আদায় করেছিলেন। নামায শেষে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেনঃ তোমরা জানো কি তোমাদের রব কি বলেছেন? তারা বললো, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ বলেছেন, আমার কিছু বান্দাহ্ আমার প্রতি ঈমানদার থাকে এবং কিছু বান্দাহ্ কাফের হয়ে যায়। যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে সে আমার প্রতি ঈমানদার এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে ব্যক্তি বলে, অমুক অমুক নক্ষত্রের উদয়ের কারণে আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী ও নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী।

(حَدَّثَنِي) حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالَ مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ الْكَوَاكِبُ وَبِالْكَوَاكِبِ

১৪০। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা কি জানো তোমাদের মহান পরাক্রমশালী রব কি বলেছেন? তিনি বলেছেনঃ আমি আমার বান্দাদের ওপর কিছু নিয়ামত (বৃষ্টি) বর্ষণ করেছি, অথচ তাদের এক দল সে নিয়ামতে আবিশ্বাসী হয়ে সকাল বেলা বলে, নক্ষত্র তাদেরকে এ নিয়ামত দিয়েছে?

(وحدثني محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث ح وحدثني عمرو بن سواد أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه) عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا

১৪১। আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখনই আল্লাহ্ আকাশ থেকে বরকত (বৃষ্টি) নাযিল করেন, ভোরবেলা এক দল লোক সে নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অথচ আল্লাহ্ তা'য়ালাই বৃষ্টি নাযিল করেন। আর তারা বলে, অমুক অমুক নক্ষত্র তাদেরকে বৃষ্টি দান করেছে। মুরাদীর হাদীসে "অমুক অমুক নক্ষত্রের দরুণ তারা বৃষ্টি পেয়েছে", বর্ণিত হয়েছে।

(وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة وهو ابن عمار حدثنا أبو زميل قال) حدثني ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون

১৪২। ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় লোকদের ওপর বৃষ্টি হলে তিনি বললেনঃ ভোরবেলা কতক লোক (আল্লাহ্‌র) শোকরগুজার ও কৃতজ্ঞ হয় এবং তাদের কতক আবার অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। তাদের কিছু সংখ্যক বলে এটা (বৃষ্টি) আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগ্রহ ও রহমতে বর্ষিত হয়েছে। আর তাদের কতক লোক বলে, অমুক অমুক নক্ষত্র সত্যে প্রমাণিত হলো। বর্ণনাকারী বলেন, এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হলোঃ "না, আমি শপথ করছি তারকা সমূহের অবস্থিতি

স্থানের। .... এখান থেকে...... "তোমরা তোমাদের রিযিককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ"– (সূরা ওয়াকিয়াহ্ঃ ৭৫–৮২) এ পর্যন্ত নাযিল হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

ঈমানের নিদর্শন হচ্ছে আলী (রা) ও আনসারদের ভালবাসা এবং মুনাফেকীর নিদর্শন হচ্ছে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ الْمُؤْمِنِ حُبُّ الْأَنْصَارِ

১৪৩। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আবদুল্লাহ ইবনে জাব্‌র বলেন, আমি আনাসকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা হচ্ছে মুনাফিকের নিদর্শন, আর আনসারদের প্রতি ভালবাসা হচ্ছে মু'মিনের নিদর্শন।

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ حُبُّ الْأَنْصَارِ آيَةُ الْإِيمَانِ وَبُغْضُهُمْ آيَةُ النِّفَاقِ

১৪৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ঈমানের নিদর্শন হচ্ছে আনসারদের ভালবাসা এবং মুনাফেকীর নিদর্শন হচ্ছে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذُ ابْنُ مُعَاذٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَنْصَارِ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ

وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللّٰهُ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِعَدِيٍّ سَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ قَالَ إِيَّايَ حَدَّثَ

১৪৫। আদী' ইবনে সাবিত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারাআকে (রা) বলতে শুনেছি; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের সম্বন্ধে বলেছেনঃ মু'মিনরাই তাদেরকে ভালবাসে এবং মুনাফিকরাই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসে আল্লাহ্ তাকে ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে আল্লাহ্র ও তার প্রতি বিদ্বেষ রাখেন। শো'বা বলেন, আমি আদী'কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এ হাদীসটি বারা'আ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন; হাঁ, সত্যই তিনি আমাকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

১৪৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের ওপর ঈমান রাখে সে আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারেনা।

(وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

১৪৭। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারেনা।

(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش .

ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت) عن زر قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق

১৪৮। যিররি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, সেই সত্তার শপথ যিনি বীজ থেকে অঙ্কুর উদগম করেন এবং প্রাণী সৃষ্টি করেন! নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অসিয়াত করেছেন যে, মু'মিনরাই আমাকে ভালবাসবে এবং মুনাফিকরাই আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

আনুগত্যের ত্রুটির দরুণ ঈমানের ঘাটতি হয় এবং কুফর শব্দটি আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করা ব্যতীতও অকৃতজ্ঞতা ও অন্যের অনুগ্রহ অস্বীকার করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়

(حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله ابن دينار) عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين

১৪৯। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদের বললেনঃ হে মহিলা সমাজ, তোমরা বেশীকরে দান-

সাদকা করো এবং অধিক পরিমাণে ইস্‌তিগফার (তওবা) করো। কেননা আমি তোমাদের অধিকাংশকে দোযখে দেখেছি (অর্থাৎ দোযখে বেশীর ভাগই স্ত্রীলোকদের দেখেছি) এ সময় তাদের মধ্য থেকে এক বুদ্ধিমতি নারী বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমাদের অধিকাংশ কেন দোযখী? তিনি জবাব দিলেন, তোমরা খুব বেশী অভিশাপ দিয়ে থাকো এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আমি তোমাদের চাইতে আর কাউকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে অপরিপক্ক দেখিনা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তোমরা বিচক্ষণ ব্যক্তিদের বুদ্ধি বিবেক হরণ করে থাকো। সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমাদের জ্ঞান ও দ্বীনদারীর মধ্যে কি অপরিপক্কতা রয়েছে? তিনি জবাব দিলেন, তোমাদের জ্ঞানের অপরিপক্কতা হচ্ছে এইঃ দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। এটাই তোমাদের জ্ঞানের অপরিপক্কতা বা ত্রুটির নিদর্শন। আর ঋতু অবস্থার দিনগুলোতে তোমাদের কেউ নামাযও পড়তে পারেনা এবং রমযানের রোযাও রাখতে পারেনা। এটাই তোমাদের দ্বীনদারী অপরিপক্কতার নিদর্শন।

(وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ) عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

১৫০। ইবনুল হাদ থেকে এই সিলসিলায় ওপরের হাদীসের অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে।

(وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ

وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ

عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا

يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو

عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৫১। আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) ও আবু হুরাইরা (রা) থেকে ইব্‌নে উমরের (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থজ্ঞাপক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সব বর্ণনাকারীর হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দেয় তার বিরুদ্ধে 'কুফর' শব্দের ব্যবহার

(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول ياويله وفي رواية أبي كريب ياويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار

১৫২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন আদম সন্তান সিজ্‌দার আয়াত পাঠ করে, অতঃপর সিজ্‌দা করে তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে একপাশে সরে দাঁড়ায় এবং বলতে থাকে; হায় আমার পোড়া কপাল! আদম সন্তানকে সিজ্‌দা করার নির্দেশ করা হলে সে সিজ্‌দা করলো। ফলে তার জন্যে জান্নাত। আর আমাকেও সিজ্‌দার নির্দেশ করা হয়েছিলো কিন্তু আমি অস্বীকার করলাম, তাই আমার জন্য জাহান্নাম।

(حدثني زهير بن حرب حدثنا وكيع) حدثنا الأعمش بهذا الاسناد مثله غير أنه قال فعصيت فلي النار

১৫৩। আ'মাশ থেকে এই সনদেও ও পরের হাদীসের অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে তিনি 'ফাআবাইতু' শব্দের পরিবর্তে 'ফাআসাইতু' শব্দের উল্লেখ করেছেন।

(حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش) عن أبي سفيان قال سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة

১৫৪। আবু সুফিয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবিরকে (রা) বলতে শুনেছি, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরের মাঝখানে নামায ছেড়ে দেয়াই হচ্ছে ব্যবধান।

(حدثنا) أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

১৫৫। আবু যুবাইর (রহ) জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহ্‌কে (রা) বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরের মাঝখানে নামায বর্জন করাই হচ্ছে ব্যবধান।[১৮]

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান রাখাই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম কাজ

(وحدثنا) مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ

১৫৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেসকরা হল, 'কোন্ কাজ সবচাইতে উত্তম'? তিনি বললেনঃ

---

১৮. মানুষকে শিরক ও কুফর থেকে দূরে রাখার একমাত্র প্রাচীর হচ্ছে নামায। নামায তাকে এসব জঘন্য কাজে লিপ্ত হতে বাধা দেয়। বান্দাহ যখন নামায পরিত্যাগ করে তখন তার মাঝে এবং শিরক ও কুফরের মাঝখানে কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকেনা। যে ব্যক্তি নামাযের বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করে তা পরিত্যাগ করে সে উম্মাতের সর্বসম্মত ঐক্যমত অনুযায়ী ইসলামের গন্ডি থেকে বহিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি নামাযের ফরজিয়াতকে স্বীকার করে অলসতা ও বদঅভ্যাসের শিকার হয়ে তা পরিত্যাগ করে-- সে কবীরাহ গুনার মত জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়। ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফেয়ী এবং জমহুরের মতে এই ব্যক্তি ফাসেক বলে গণ্য হবে। তাদের মতে তাকে তওবা করিয়ে নামায পড়তে বাধ্য করতে হবে। যদি সে তওবা না করে এবং নামায পড়া শুরু না করে-- তবে ইসলামী সরকারের বিচার বিভাগ তাকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করবে। ইমাম আবু হানীফা ও কুফাবাসী আইনবিদদের মতে তাকে হত্যা না করে বন্দী করে রাখতে হবে যতক্ষণ নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে না ওঠে। অপর একদল আলেমের মতে নামায পরিত্যাগকারী কাফের হয়ে যায়। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই মত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও ইসহাক ইবনে রাহুইয়া এই মত গ্রহণ করেছেন।

মহামহিম আল্লাহ্‌র প্রতি পোষণ। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেনঃ 'হজ্জে মাবরূর' বা নিখুঁজ ও ত্রুটিমুক্ত হজ্জ। মুহাম্মাদ ইব্‌নে জা'ফরের বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেছেনঃ "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান"।

(وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

১৫৭। যুহ্‌রী থেকে এই সনদ সিল্‌সিলায় ওপরের হাদীসের অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে।

(حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ اللَّيْثِيِّ) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ

১৫৮। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, কোন্ কাজ সব চাইতে উত্তম? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান পোষণ করা ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ ধরনের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম? তিনি বললেনঃ যার মূল্য অধিক ও মালিকের কাছে বেশী প্রিয়। আমি বললাম; যদি আমি তা করতে সমর্থ না হই (তাহলে কি করবো)? তিনি বললেনঃ কোন কারিগর বা শিল্পীকে তার শিল্পকর্মে সাহায্য করবে অথবা কোনো অদক্ষ ও অনিপুণ লোককে সাহায্য করবে, (অর্থাৎ তুমি দক্ষ হলে তাকে শিক্ষা দেবে)। আমি আবার বললাম, যদি আমি কোনো একটি কাজ করতে সক্ষম না হই তাহলে কি করবো? তিনি বললেনঃ মানব সমাজকে তোমার ক্ষতিকর কাজ বা প্রভাব থেকে মুক্তি রাখো। কেননা, এটাও একটা সাদ্‌কা যা' তুমি নিজের জন্যে করতে পারো।

حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير أنه قال فتعين الصانع أو تصنع لأخرق

১৫৯। আবু যার (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এ হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য থাকলেও অর্থ একই।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها قال قلت ثم أي قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه

১৬০। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজটি আল্লাহ্‌র নিকট বেশী প্রিয়? তিনি বললেনঃ সময়মতো নামায আদায় করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তার পর কোন্‌টি? তিন বললেনঃ পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। অতঃপর বর্ণনাকরী বলেন, যদি আমি তাঁর নিকট আরও বেশী জিজ্ঞেস করতাম, তিনি আমার নিকট আরো বেশী বর্ণনা করতেন, তবে তাঁর কষ্ট হবে, এ ভেবেই আমি আর অধিক জানতে চাইনি।

حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا مروان الفزاري حدثنا أبو يعفور عن الوليد ابن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب الى الجنة قال الصلاة على مواقيتها قلت وما ذا يا نبي الله قال بر الوالدين قلت وماذا يا نبي الله قال الجهاد في سبيل الله

১৬১। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র নবী, কোন্ কাজটি জান্নাতের অতি নিকটবর্তী করে দেয়? তিনি বললেনঃ সময়মতো নামায পড়া। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র নবী, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেনঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র নবী, তারপর কোন্‌টা? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা।

(وحدثنا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ) أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِىَّ قَالَ حَدَّثَنِى صَاحِبُ هٰذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَىُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ ثُمَّ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِى

১৬২। আবু আ'মর শাইবানী বলেন, ঐ গৃহের মালিক আমাকে বর্ণনা করেছেন, এ বলে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাস্‌উদের (রা) ঘরের দিকে ইঙ্গিত করলেন, তিনি বলেছেন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজটি। আল্লাহ্‌র নিকট সব চাইতে বেশী প্রিয়? তিনি বললেনঃ সময়মতো নামায আদায় করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেনঃ তারপর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে এসব কিছু বলেছেন। তবে যদি আমি তাঁর নিকট আরও বেশী জিজ্ঞেস করতাম তিনি আমাকে আরো অধিক বলতেন।

(حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللّٰهِ وَمَا سَمَّاهُ لَنَا

১৬৩। মুহাম্মাদ ইব্‌নে জা'ফর বলেন, শো'বা এই সনদে ওপরের হাদীসের অবিকল বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এই বর্ণনায় "আবদুল্লাহ্‌র ঘরের দিকে ইঙ্গিত করেছেন' একথা আছে কিন্তু তাঁর নাম উল্লেখ নাই।"

(حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِى عَمْرٍو

و الشَّيْبَانِيِّ)عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَوِ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ

১৬৪। আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ উত্তম কাজের মধ্যে অথবা বলেছেন উত্তম কাজ হচ্ছে সময়মতো নামায আদায় করা ও পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

'শিরক' হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্য পাপ এবং অপরাপর শক্ত গুনাহের বর্ণনা

(حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ)عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ذٰلِكَ لَعَظِيمٌ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ

১৬৫। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, সবচেয়ে বড় পাপ কোন্‌টি? তিনি বললেনঃ (কাউকে) আল্লাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি তাঁকে বললাম, এটা অবশ্যই মহাপাপ। আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেনঃ তোমার সন্তান তোমার খাদ্যে ভাগ বসাবে এই আশংকায় তুমি তাকে হত্যা করছ। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেনঃ তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনা করা।

(حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ)عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ أَنْ تَدْعُوَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ

خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

১৬৬। আমর ইব্নে শুরাহ্বীল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্নে মাস্‌উদ (রা) বলেছেনঃ এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো; হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে জঘন্য গুনাহ্ কোন্‌টি? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বী সাব্যস্ত করা অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেনঃ তুমি তোমার সন্তানকে এভয়ে হত্যা করছ যে, সে তোমার খাদ্যে ভাগ বসাবে। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেনঃ তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনায় লিপ্ত হওয়া। অতঃপর মহান ক্ষমতাশালী আল্লাহ তা'য়ালা এই বাণীর সত্যতা সমর্থন করে আয়াত নাযিল করলেনঃ 'যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে ডাকেনা; আল্লাহ্‌র হারাম করা কোনো জীবনকে অকারণ হত্যা করেনা এবং যিনায় লিপ্ত হয় না তারাই রহ্‌মানের খাঁটি বান্দাহ) আর যে কেউ এ কাজ করে সে তার কৃত পাপের প্রতিফল ভোগ করবেই"– (সূরা আল্–ফুরকানঃ ৬৮)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

জঘন্যতম অপরাধ সমূহের বর্ণনা এবং এর শ্রেণী বিভাগ

(حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ

১৬৭। আবদুর রহমান ইব্নে আবু বাকরাহ্ থেকে তাঁর পিতার (আবু বাক্‌রাহ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম, তিনি তিন বার বললেনঃ আমি কি তোমাদের অবহিত করবোনা যে, কবীরা গুনাহ্‌গুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ্ কোন্‌টি? তারপর তিনি বললেনঃ

আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, পিতা মাতাকে কষ্ট দেয়া বা তাদের নাফরমানী করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া অথবা তিনি বলেছেন, মিথ্যা কথা বলা। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথাগুলো বলার সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং এ কথাগুলো বারবার উচ্চারণ করতে থাকলেন। অবশেষে আমরা মনে মনে বললাম, আহ! যদি তিনি থামতেন।

(وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد وهو ابن الحارث حدثنا شعبة أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر) عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور

১৬৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবীরা গুনাহ্‌সমূহ বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা, (অবৈধভাবে) কোনো জীবন (মানুষকে) হত্যা করা এবং মিথ্যা কথা বলা জঘন্যতম অপরাধ।

(وحدثني محمد بن الوليد بن عبد الحميد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال) حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال قول الزور أو قال شهادة الزور قال شعبة وأكبر ظني أنه شهادة الزور

১৬৯। উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌নে আবু বকর (রা) বলেন, আমি আনাস ইব্‌নে মালিককে (রা) বলতে শুনেছিঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবীরা গুনাহ্ সম্বন্ধে আলোচনা করলেন অথবা কবীরা গুনাহ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেনঃ (কবীরা গুনাহ্ হলো) আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার করা, অবৈধভাবে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং পিতা-মাতার নাফরমানী করা। অতঃপর তিনি বললেনঃ সর্বাপেক্ষা বড় ও শক্ত গুনাহ্ কোন্‌টি? তিনি বললেন তা হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা অথবা (তিনি বলেছেন) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। (শো'বা বলেন, আমার প্রবল ধারণা, তিনি বলেছেন "মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া"।

(حدثني) هرون بن سعيد الأيلي حدثنا

ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يارسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

১৭০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সাতটি ধ্বংসকারী জিনিষ থেকে তোমরা বিরত থাকো। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, সেগুলো কি কি? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, যাদু টোনা করা, আল্লাহ্‌ নিষিদ্ধ করেছেন এমন প্রাণীকে অকারণ হত্যা করা, ইয়াতীমের মালআত্মসাত করা, সুদ খাওয়া, জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং সতী সাধবী নিষ্কলুষ মুমিন স্ত্রীলোকের ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা।

(حدثنا) قتيبة بن سعيد حدثنا

الليث عن ابن الهاد عن سعد بن ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن) عن عبد الله بن عمرو ابن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يارسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه

১৭১। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে আ'মর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোনো ব্যক্তি তার পিতা মাতাকে গালি দেয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, কোন লোক কি পিতা মাতাকে গালি দিতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ (দিয়ে থাকে)। যেমন– একজন অপরজনের বাপকে গালি দেয়, তখন সেও পাল্টা এ লোকের বাপকে গালি দেয়, আবার ঐ ব্যক্তি একজনের মা'কে গালি দেয়, ফলে সেও এ ব্যক্তির মা'কে গালি দেয়। (সুতরাং ব্যক্তি নিজেই তার মাতাপিতাকে এভাবে গালি শুনায়।)

(وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا) عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

১৭২। সা'দ ইব্‌নে ইব্‌রাহীম থেকে এই সনদ সূত্রে ওপরের হাদীসের অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

গর্ব ও অহংকার হারাম

(وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ فُضَيْلٍ الْفُقَيْمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

১৭৩। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যার অন্তরে অণু পরিমাণ গর্ব অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বললোঃ কোনো ব্যক্তি এটাই পছন্দ করে যে তার পোষাক সুন্দর হোক এবং জুতা জোড়াও খুব সুন্দর হোক, (তাও কি অহংকার)। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ সুন্দর, এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হচ্ছে, সত্য ও ন্যায়কে উপেক্ষণ করা এবং মানুষকে তুচ্ছ মনে করা।

(حدثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ قَالَ مِنْجَابٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ اِيمَانٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ

১৭৪। আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এমন কোনো ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে। আর এমন কোনো ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার আছে।

(وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

১৭৫। আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শিরক না করা অবস্থায় মারা যায় সে জান্নাতী। আর যে মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে জাহান্নামী

(حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ وَكِيعٌ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا وَمَنْ مَاتَ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

১৭৬। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করে সে জাহান্নামী. আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আর আমি বলছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক না করে মারা যায় সে জান্নাতী।

(وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ) عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ فَقَالَ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

১৭৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাত ও জাহান্নাম ওয়াজিবকারী বস্তু দু'টি কি কি? তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে অংশীদার না বানিয়ে মৃত্যুবরণ করলো সে জান্নাতী। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক বানিয়ে মারা গেলো সে জাহান্নামী।

(وحدثني أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

১৭৮। জাবির ইব্নে আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করে যে, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করেনি, সে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে তাঁর সাক্ষাতে উপস্থিত হবে সে দোযখে প্রবেশ করবে।

(وحدثني إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ

১৭৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ...... ওপরের হাদীসের অনুরূপ।

(وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال) سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق

১৮০। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ জিব্‌রাইল আলাইহিস সালাম এসে আমাকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক না করে মারা যাবে সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে, আমি (আবু যার) জিজ্ঞেস করলাম, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও? তিনি বললেনঃ (হাঁ) যদিও সে যিনা করে এবং চুরি করে।

(حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قالا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه) أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر

১৮১। আবু যার (রা) বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে দেখলাম তিনি একখানা সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছেন (তাই আমি চলে গেলাম)। পুনরায় অমি তাঁর কাছে আসলাম, তখনও তিনি ঘুমে ছিলেন। অতঃপর আবার আসলাম, এবার তিনি ঘুম থেকে উঠেছেন, আমি তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি বললেনঃ যদি কোনো বান্দাহ্ বলে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" আল্লাহ্ ছাড়া কোনো

ইলাহ্ নেই এবং এর ওপরেই তার মৃত্যু হয়, সে নিশ্চিত বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও? তিনি বললেনঃ (হাঁ) যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও? তিনি বললেনঃ যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও। এভাবে আমি তিনবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম আর তিনি একই জবাব দিলেন। অতঃপর তিনি চতুর্থবারে বললেনঃ যদিও আবু যারের নাক-ভূলুণ্ঠিত হয় তবুও।[১৯] বর্ণনাকারী আবুল আসওয়াদ আদ্দীলী বলেন, আবু যার (রা) এ কথা বলতে বলতে সেখান থেকে বেরিয়ে আসলেনঃ 'যদি আবু যারের নাক ভূলুণ্ঠিত হয় তবুও।

অনুচ্ছেদ : ৪২

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পর কোনো কাফেরকে হত্যা করা হারাম।

(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَاللَّفْظُ مُتَقَارِبٌ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ) عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلّٰهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

১৮২। মিক্‌দাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনার কি মত? যদি আমি কোনো কাফেরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হই, আর সে আমার ওপর আক্রমণ করে তরবারী দ্বারা আমার এক হাত কেটে ফেলে অতঃপর সে এক বৃক্ষের আড়ালে গিয়ে আমার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে এবং এ কথা বলে যে, আমি আল্লাহ্‌র জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। হে আল্লাহ্‌র রাসূল, তার এ কথা বলার পর আমি কি তাকে হত্যা করবো? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ না তাকে হত্যা করো না। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, সে তো আমার একটি হাত কেটে ফেলেছে আর এটা কাটার পরই সে ঐ কথা বলেছে?

১৯. কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করা অথবা ক্ষমা লাভের পরই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে এর আগে নয়।

এমতাবস্থায় আমি কি তাকে হত্যা করবো? এবারও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাকে হত্যা করোনা। কেননা যদি তুমি তাকে হত্যা করো তাহলে, তাকে হত্যা করার পূর্বে তুমি যে অবস্থায় ছিলে, সে তোমার সে অবস্থায় এসে যাবে। আর ঐ কালেমা বলার পূর্বে সে যে অবস্থায় ছিলো, তুমিসে অবস্থায় এসে যাবে।

(حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ جَمِيعًا) عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا الْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ فَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ أَسْلَمْتُ لِلّٰهِ كَمَا قَالَ اللَّيْثُ فِي حَدِيثِهِ وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِ فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لِأَقْتُلَهُ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

১৮৩। যুহরী থেকে এ সনদে পূর্বের হদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের বর্ণনায় বিভিন্ন 'রাবীর' নাম উল্লেখ রয়েছে। তবে তাঁদের বর্ণনায় কিছু শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে। যেমন 'লাইস' তাঁর হাদীস যেরূপ বর্ণনা করেছেন, আওযায়ী ও ইব্নে জুরাইজ তাঁদের হাদীসে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। "ঐ ব্যক্তি বললো, আমি আল্লার কাছে আত্মসমর্পন করেছি।" কিন্তু মা'মার তাঁর হাদীসে বলেছেনঃ "আমি যখন তাকে হত্যা করার জন্যে উদ্বত হলাম তখন সে বললো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)।

(وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ ثُمَّ الْجُنْدَعِيُّ أَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ) أَنَّ الْمِقْدَادَ ابْنَ عَمْرٍو ابْنَ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيَّ وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ

১৮৪। মিকদাদ ইব্‌নে আমর ইব্‌নে আসওয়াদ আলকিন্দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যুহরা গোত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছিলেন। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, যদি আমি কোনো কাফেরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হই । হাদীসের অবশিষ্ঠ লাইসের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

(حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَهٰذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا فَقَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذٰلِكَ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَقَتَلْتَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ قَالَ أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ وَأَنَا وَاللّٰهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ يَعْنِي أُسَامَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ أَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ

১৮৫। উসামা ইব্‌নে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এক জিহাদ অভিযানে পাঠালে, আমরা প্রত্যূষে 'জুহাইনার '(একটি শাখা গোত্র) 'আল্‌হুরাকায়' গিয়ে পৌছলাম। এ সময় আমি এক ব্যক্তির পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে ধরে ফেলি। অবস্থা বেগতিক দেখে সে বললো,'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ কিন্তু আমি তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত তাকে হত্যা করে ফেললাম। কালেমা পড়ার পর আমি তাকে হত্যা করেছি বিধায়, আমার মনে সংশয়ের উদ্রেক হলো। তাই ঘটনাটি আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিটক উল্লেখ করলাম। তিনি বললেনঃ তুমি কি তাকে 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার পর হত্যা করেছে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, সে অস্ত্রের ভয়ে জান বাঁচানের জন্যেই এরূপ বলেছে। তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেনঃ তুমি আর অন্তর চিড়ে দেখলে না কেন যে, এ বাক্যটি অন্তর থেকে

বলেছিলো কি না? (রাবী বলেন), তিনি এ কথাটি বারবার আবৃত্তি করতে থাকলেন। আর আমি মনে মনে অনুশোচনা করতে থাকলাম, 'হায়! যদি আমি আজই ইসলাম গ্রহণ করতাম! বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) টিপ্পনি দিয়ে বলে উঠলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি কখনো কোনো মুসলমানকে হত্যা করবো না, যেভাবে এ পেটুক (উসামা) মুসলমানকে হত্যা করেছে। তখন জনৈক ব্যক্তি বললো, আল্লাহ তা'য়ালা কি এ কথা বলেননি যে, "তোমরা তাদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে জিহাদ করো, যে পর্যন্ত আল্লাহ্র দ্বীন পরিপূর্ণ না হয়ে যায়? এর জবাবে সা'দ (রা) বললেন, আমরা জিহাদ করি, যাতে ফেৎনা না থাকে, কিন্তু তুমি আর তোমার সঙ্গীগণ এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ কর, যেন ফেৎনা সৃষ্টি হয়।

(حدثنا يعقوب الدورقى حدثنا هشيم أخبرنا حصين) حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة ابن زيد بن حارثة يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله الا الله فكف عنه الأنصارى وطعنته برمحى حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال لى يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا قال فقال أقتلته بعد ما قال لا إله الا الله قال فما زال يكررها على حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم

১৮৬। আবু যাব্ইয়ান বলেন, আমি উসামা ইবনে যায়িদ ইবনে হারেসাকে (রা) বলতে শুনেছিঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 'জুহাইনার' (শাখা গোত্র) 'হুরাকার' বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠালেন। আমরা প্রত্যূষে তাদের কাছে গিয়ে পৌছলাম এবং তাদেরকে পরাস্ত করলাম। এ সময় আমি ও এক আনসারী ব্যক্তি তাদের এক জনের পশ্চাৎধাবন করলাম। যখন আমরা তাকে আক্রমণ করলাম তখন সে 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্', বলে ওঠলো। ফলে আনসারী ব্যক্তিটি তাকে হত্যা করা থাকলো। কিন্তু আমি তাকে আমার বর্শা দ্বারা আঘাত করলাম, এমন কি তাকে হত্যা করে ফেললাম। পরে যখন আমরা (মদীনায়) ফিরে আসলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ খবর পৌছলো। তিনি আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে উসামা, তুমি তাকে 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার পর হত্যা করেছো? আমি বললাম; হে

আল্লাহ্র রাসূল, সে নিজের জান বাঁচানোর জন্যেই এরূপ করেছে। তিনি আবার ও বললেনঃ তুমি কি তাকে লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পর হত্যা করেছো? তিনি বারবার এ কথাটি আবৃত্তি করতে থাকলেন। আমি মনে মনে অনুশোচনা করতে লাগলাম, হায়! আমি যদি ঐ দিনের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করতাম!

(حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش حدثنا عمرو بن عاصم
حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالدا الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز حدث) عن
صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث الى عسعس بن سلامة
زمن فتنة ابن الزبير فقال اجمع لي نفرا من اخوانك حتى أحدثهم فبعث رسولا اليهم فلما
اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث
فلما دار الحديث اليه حسر البرنس عن رأسه فقال اني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن
نبيكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين الى قوم من المشركين وانهم
التقوا فكان رجل من المشركين اذا شاء أن يقصد الى رجل من المسلمين قصد له فقتله
وان رجلا من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه
السيف قال لا اله الا الله فقتله فجاء البشير الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى
أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لم قتلته قال يا رسول الله أوجع في المسلمين
وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا واني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا اله الا الله قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت
يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم

الْقِيَامَةِ قَالَ فَجَعَلَ لاَ يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

১৮৭। সাফ্ওয়ান ইবনে মুহরিয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে যুবাইরের (হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সাথে) সংঘাতের সময় জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ্ বাজালী আস্আ'স্ ইবনে সুলামার নিকট বলে পাঠালেন যে, তুমি তোমার (মুসলিম) ভাইদেরকে একত্রিত করো। আমি তাদেরকে কিছু কথা বার্তা বলবো। অতএব তিনি লোকদের নিকট দূত পাঠালেন। যখন লোকজন সমবেত হলো, তখন জুনদুব (রা) আসলেন। তাঁর মাথায় সবুজ রং–এর একখানা রুমাল ছিল। তিনি এসে বললেন, তোমরা যে সব কথাবার্তা বলছিলে তা বলে শেষ করো। অবশেষে তাঁর কথাবার্তা বলার পালা আসলো। সুতরাং যখন তাঁর আলোচনা করার সময় হলো, তিনি মাথা থেকে রুমাল খানা সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের কাছে এ উদ্দেশ্যে এসেছি যে, তোমাদের কাছে তোমাদের নবীর (সা) হাদীস বর্ণনা করবো। 'একবার' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশ্রিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের এক দলা সৈন্য প্রেরণ করলেন। তাঁরা মুশ্রিকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। মুশরিকেরেদ এক ব্যক্তি যখনই কোনো মুসলমানকে হত্যা করার ইচ্ছা করতো, তখন সে তার পশ্চাদ্ধাবন করতো এবং তাকে শহীদ করে দিতো। এ অবস্থা থেকে মুসলমানদের এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজতেছিল। বর্ণনাকারী বলেন; আমরা বলাবলি করছিলাম ইনি উসামা ইবনে যায়িদই হবেন। যখন তিনি তার ওপর তরবারি উত্তোলন করলেন, সে বললো; 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাকে হত্যা করলেন। অতঃপর যুদ্ধ জয়ের সুসংবাদ বহনকারী দূত যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো তিনি তাকে যুদ্ধের যাবতীয় অবস্থা ও বিবরণ জিজ্ঞেস করলেন। আর সে বর্ণনা করতে লাগল। অবশেষে সে ঐ ব্যক্তির (উসামার) ঘটনাটি ও রাসূলুল্লাহকে (সা) অবহিত করলো। খবর শুনে তিনি তাকে (উসামাকে) ডেকে ঘটনাটি জিজ্ঞেস করলেন এবং কেন তাকে হত্যা করেছে তাও জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, ঐ ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলো এবং সে অমুক অমুককে শহীদ করে দিয়েছে। তিনি ক'জনের নামও উল্লেখ করলেন। আমি তাকে হত্যা করার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম এবং তার ওপর আক্রমণ করলাম, কিন্তু যখন সে তরবারী দেখলো, তখন (কোনো উপায়ান্তর না দেখে) বলে উঠলোঃ "লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সত্যই তুমি তাকে হত্যা করেছো? সে বললো, জী হাঁ! তখন তিনি বললেনঃ কিয়ামাতের দিন যখন 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' তোমার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ নিয়ে আসবে তখন তুমি কি করবে? উসামা (রা) বললেন হে আল্লাহ্র রাসূল, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিন বললেনঃ কিয়ামাতের দিন যখন লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ ফরিয়াদ নিয়ে আসবে তখন তুমি কি করবে? রাবী বলেন, তিনি এর অতিরিক্ত আর কিছুই বলেননি। বরং তিনি বারবার বলতে লাগলেনঃ কিয়ামাতের দিন যখন লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ নিয়ে হাযির হবে তখন তুমি কি জবাব দেবে?

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

নবীর(সা) বাণীঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا

১৮৮। ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ابْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا

১৮৯। আইয়াস ইবনে সালামা থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের ওপর তরবারী চালাবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا

১৯০। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের ওপর অস্ত্র ধারণ করবে, সে আমাদের (মুসলমানদের) দলভুক্ত নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়

(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ ح وَحَدَّثَنَا
أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ) عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ
غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

১৯১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করে সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।

(وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ
قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هٰذَا
يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ
مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

১৯২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্য শস্যের একটি স্তুপের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করলেন। তিনি স্তুপের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন ফলে হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজে গেলো। তিনি বললেনঃ হে স্তুপের মালিক, এ কি ব্যাপার? লোকটি বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল, এতে বৃষ্টির পানি লেগেছে। তিনি বললেনঃ সেগুলো তুমি স্তুপের ওপরে রাখলেনা কেন? তাহলে লোকেরা দেখে নিতে পারত। জেনে রেখো! যে ব্যক্তি ধোকাবাজি করে, আমার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

অনুচ্ছেদ : ৪৫

মৃত্যুশোকে মুখমণ্ডলে আঘাত করা, জামা–কাপড় ছেঁড়া ও জাহিলী যুগের ন্যায় কথা বার্তা বলা

(حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق) عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية هذا حديث يحيى وأما ابن نمير وأبو بكر فقالا وشق ودعا بغير ألف.

১৯৩। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি শোকে মূহ্যমান হয়ে গাল চাপড়ায়, আঁচল বা জামা ছিঁড়ে এবং জাহিলী যুগের ন্যায় কথাবার্তা বলে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। এ হাদীসটি ইয়াহিয়ার বর্ণিত। ইবনে নুমাইর ও আবু বকর বলেছেনঃ ওয়া শাক্কা ওয়া দাআ' – আলিফ ব্যতীত। অর্থাৎ أو এর স্থলে و বলেছেন।

(وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ح وحدثنا إسحق ابن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا حدثنا عيسى بن يونس جميعا) عن الأعمش بهذا الإسناد وقالا وشق ودعا

১৯৪। আ'মাশ থেকে উক্ত সিল্‌সিলায় ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এখানে জারীর ও আলী ইবনে খাশ্‌রাম বলেছেনঃ 'এবং জামা ছিঁড়ে ও প্রলাপ বকে' (আলিফ ছাড়া 'ওয়াও' দ্বারা বর্ণিত হয়েছে)।

(حدثنا الحكم بن موسى القنطري حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال) حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من

أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ

১৯৫। আবু বুরদাহ্ ইবনে আবু মূসা (রা) বলেন, আবু মূসা (রা) রোগযন্ত্রণায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। তাঁর মাথা তাঁর পরিবারের এক মহিলার কোলের মধ্যে ছিল। তাঁর পরিবারের আর একটি মহিলা চীৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগলো। কিন্তু তাঁকে কাঁদতে নিষেধ করার মতো শক্তি তাঁর (আবু মূসা) ছিলো না। যখন তিনি হুঁশ্ ফিরে পেলেন তখন বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজের প্রতি অসুন্তুষ্ট ছিলেন আমিও সে কাজে নারাজ। যেসব স্ত্রীলোক বিলাপ করে কাঁদে, মাথার চুল ছিঁড়ে এবং পরিধেয় বস্ত্র ছিন্নভিন্ন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।

(حدثنا

عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَخْرَةَ يَذْكُرُ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَا أُغْمِيَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ قَالَا ثُمَّ أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمِي وَكَانَ يُحَدِّثُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ

১৯৬।আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ ও আবু বুরদাহ্ ইবনে আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, আবু মূসা (রা) রোগযন্ত্রণায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। এ সময় তাঁর স্ত্রী উম্মে আবদুল্লাহ্ চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করলো, তাঁরা উভয়ে বলেনঃ পরে তাঁর সংজ্ঞা ফিরে আসলে তিনি (স্ত্রীকে লক্ষ্য করে) বললেন, তুমি কি জাননা? এ কথা বলে তিনি স্ত্রীকে হাদীস বর্ণনা করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে সমস্ত মহিলা শোকে অবির্ভূত হয়ে মাথার চুলমুড়ে ফেলে, চীৎকার দিয়ে কাঁদে এবং জামা কাপড় ছিঁড়ে তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

(حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ حَدَّثَنَا

هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ امْرَأَةِ أَبِي مُوسَى) عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ) عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ لَيْسَ مِنَّا وَلَمْ يَقُلْ بَرِيءٌ

১৯৭। বিভিন্ন বর্ণনাকারী আবু মূসা (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (ওপরের হাদীসের অনুরূপ) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে ঈয়াদ আশ্‌য়ারীর বর্ণনায় আছে তিনি বলেছেনঃ "যেসব নারী এরূপ কাজ করে তারা আমার দলভূক্ত নয়"। এ বর্ণনায় তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" এ কথা বলেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

চোগলখুরী করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

(وحَدَّثَنِي شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ) عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا يَنُمُّ الْحَدِيثَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

১৯৮। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জানতে পারলেন, এক ব্যক্তি চোগলখুরী করে বেড়ায়। তিনি (হুযাইফা) বললেন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ চোগলখোর বেহ্‌শতে প্রবেশ করতে পারবেনা।[১৯]

(حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ) عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ فَكُنَّا جُلُوسًا فِي

১৯. ফ্যাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একজনের কথা আরেক জনের কানে লাগানোকে বলা হয় চোগলখুরী। চোগলখুরীর দরুন সামাজিক জীবনে কলহ সৃষ্টি হয় এবং শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়।

الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْقَوْمُ هٰذَا مِمَّنْ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ قَالَ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

১৯৯। হাম্মাম ইবনে হারিস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মানুষের কথাবার্তা সরকারী কর্মকর্তার নিকট বর্ণনা করত। একদা আমরা মসজিদে বসা ছিলাম। এ সময় লোকেরা বলাবলি করলো, এ ব্যক্তি মানুষের কথাবার্তা আমীরের কাছে পৌছিয়ে থাকে। সে লোকটি এসে আমাদের কাছে বসলো। হুযাইফা (রা) বললেন; আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ চোগলখোর বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবেনা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُذَيْفَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا فَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ إِنَّ هٰذَا يَرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ أَشْيَاءَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ إِرَادَةَ أَنْ يُسْمِعَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

২০০। হাম্মাম ইবনে হারিস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা হুযাইফার (রা) সাথে মসজিদে বসাছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আমাদের কাছে বসলো। হুযাইফাকে (রা) বলা হল, এ ব্যক্তি মানুষের কিছু কথাবার্তা বাদশাহ্ নিকট পৌছায়। হুযাইফা (রা) ঐ ব্যক্তিকে শুনানোর উদ্দেশ্যে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ : ৪৭

পায়ের গোছার নীচে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া, দান করে খোঁটা দেয়া এবং মিথ্যা শপথ করে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ (হারাম)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

২০১। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ্‌তা'য়ালা কিয়ামাতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। বরং তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি তিন বার পাঠ করলেন। আবু যার (রা) বলে ওঠলেন, তারা তো ধ্বংস হবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ্‌র রাসূল, এরা কারা? তিনি বললেনঃ যে লোক পায়ের গোছার নীচে কাপড় ঝুলিয়ে চলে, কোনো কিছু দান করে খোঁটা দেয় এবং মিথ্যা শপথ করে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে।[২০]

(وحدثني أبو بكر

ابْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ) عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ

২০২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামাতের দিন কথা বলবেন না। খোঁটাদানকারী, সে যা কিছু দান সাদ্‌কা করে পরক্ষণেই তার খোঁটা দেয়। আর যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে তার পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে এবং যে ব্যক্তি টাখ্‌নুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে চলে বা পরিধান করে।

(وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

---

২০. কোনো ওযর ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিধানের লুঙ্গি, প্যান্ট, পায়জামা, জামা, জুব্বা ইত্যাদি পায়ের নীচের গিরার নীচে ঝুলিয়ে চলা নিষিদ্ধ ও হারাম। গর্ব অহংকারের ভাব অন্তরে না থাকলেও তা নিষেধ।

২০৩। শোবা' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সুলাইমানকে এই সনদ সিল্‌সিলায় বলতে শুনেছি, তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সা) বলেছেনঃ তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ্ কথা বলবেন না, এদের দিকে দৃষ্টি দেবেন না এবং এদেরকে পবিত্রও করবেন না। বরং এদের জন্যে রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি।

(وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

২০৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ্ কিয়ামাতের দিন কথা বলবেন না এবং এদেরকে পবিত্রও করবেন না। আবু মুয়াবিয়ার বর্ণনায় আছেঃ এদের দিকে দৃষ্টি দেবেন না, বরং এদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। বয়ঃবৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক ও অহংকারী ফকির।

(وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ

২০৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন না. এদের দিকে নযরও দেবেন না, এবং এদেরকে পবিত্রও করবেন না, বরং এদের জন্যে

রয়েছে কঠোর শাস্তি। যে ব্যক্তির নিকট অতিরিক্ত পানি থাকা সত্ত্বেও তা পথিককে দেয় না। যে ব্যবসায়ী আসরের পর[২১] তার পণ্য সামগ্রী ক্রেতার নিকট আল্লাহ্‌র কসম করে বিক্রি করে আর বলে, আমি এ পণ্য এতো এতো মূল্যে ক্রয় করেছি, আর ক্রেতা তাকে সত্যবাদী মনে করে, কিন্তু প্রকৃতব্যাপার তার উল্টো। যে ব্যক্তি ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধান) হাতে কেবল পার্থিব স্বার্থে বাইআ'ত করে, যদি ইমাম তাকে কিছু পার্থিব সুযোগ দেয়, তাহলে সে তার বাইআ'তের প্রতিজ্ঞা পূরণ করে, আর যদি তা থেকে কিছু না দেয় তাহলে আর প্রতিজ্ঞা পূরণ করে না।

(وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ

২০৬। আ'মাশ থেকে এই সনদে ওপরের হাদীসের অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে। তবে জারীরের বর্ণনায় ক্রয়–বিক্রয়ের স্থলে দর কষাকষি' বলা হয়েছে।

(وحدثني عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي صَالِحٍ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُرَاهُ مَرْفُوعًا قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ وَبَاقِي حَدِيثِهِ نَحْوُ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ

২০৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ্ কথা বলবেন না, তাদের দিকে দৃষ্টিও দেবেন না এবং তাদের জন্যে রয়েছে কঠোরতম শাস্তি। যে ব্যক্তি আসরের নামাযের পর (মিথ্যা) শপথ করে কোনো মুসলমানের ধন–সম্পদ আত্মসাৎ করে।..... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ আ'মাশের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

---

২১. আসরের নামাযের পর দিনের শেষ এবং রাতের আগমনের মাঝখানে ফেরেশ্‌তাদের সাক্ষাতের সময়। হাদীসে এ সময়ের বিশেষ গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। তাই উক্ত সময়ে গুনাহ্ করা শক্ত ও কঠোরতম নিষিদ্ধ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

আত্মহত্যা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তি যে অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করে তা দিয়েই তাকে দোযখের মধ্যে শাস্তি দেয়া হবে।

(حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

২০৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোনো লৌহ অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে লোহার অস্ত্রই তার হাতে দেয়া হবে। এর দ্বারা সে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে অনন্তকাল নিজের পেটকে নিজেই ফুঁড়তে থাকবে, আর সে জাহান্নামই হবে তার চিরস্থায়ী বাসস্থান। আর যে ব্যক্তি বিষ পানে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে অনন্তকাল তাই চাটতে থাকবে। সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে চিরকাল এভাবে নিজেকে নিক্ষেপ করতে থাকবে। আর সেখানেই সে অনন্তকাল অবস্থান করবে।

(وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) (ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ

২০৯। জারীর, ইবনুল হারিস ও খালিদ এরা সবাই উক্ত সিলসিলায় পূর্বের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, আর শো'বার বর্ণনায় তার উর্ধতন রাবী সুলাইমান বলেন, আমি যাকওয়ানকে বলতে শুনেছি।

(حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامِ بْنِ أَبِي سَلَّامٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ أَخْبَرَهُ) أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِي شَيْءٍ لَا يَمْلِكُهُ

২১০। সাবিত ইবনে দাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি গাছের তলায় (হুদাইবিয়ার প্রান্তরে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআ'ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের নামে মিথ্যা শপথ করলো, সে অনুরূপই হলো যেরূপ সে বলেছে। আর কোন ব্যক্তি যে অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে তা দিয়েই তাকে কিয়ামাতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। আর কোন ব্যক্তি যে বস্তুর মালিক নয়, তা মান্নত করলে, তার ওপর কিছুই নেই (তা আদায় করতে হবে না)।

(حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ) عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ اِلَّا قِلَّةً وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ

২১১। সাবিত ইবনে দাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি যে জিনিষের মালিক নয় তার মান্নত করলে তা ওয়াজিব হয় না। কোনো মু'মিনের ওপর লানত (অভিসম্পাত) করা তাকে হত্যা করার শামিল। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করে, কিয়ামাতের দিন তাকে ঐ বস্তু দ্বারাই শাস্তি দেয়াহবে। যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ দ্বারা নিজের সম্পদ বাড়াতে চায়, আল্লাহ্ তা কমিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে তার পরিণতিও একইরূপ হবে।

(حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ

أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ هٰذَا حَدِيثُ سُفْيَانَ وَأَمَّا شُعْبَةُ فَحَدِيثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ذُبِحَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২১২। সাবিত ইবনে দাহ্হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের নামে মিথ্যা শপথ করে, সে অনুরূপই হবে যেরূপ সে বলেছে। যে ব্যক্তি কোনো বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করে, আল্লাহ তাকে সে বস্তু দ্বারাই জাহান্নামের আগুনের মধ্যে শাস্তি দেবেন। এ বর্ণনাটি অধস্তন রাবী সুফিয়ানের। অধস্তন রাবী শো'বার বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া ন্য কোনো ধর্মের নামে মিথ্যা শপথ করে, সে অনুরূপই হবে যেরূপ সে বলেছে। আর যে ব্যক্তি কোনো বস্তু দ্বারা নিজেকে যবেহ করে কিয়ামাতের দিন তাকে সে বস্তু দ্বারাই যবাই করা হবে।

(وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يُدْعَى بِالْإِسْلَامِ هٰذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرْنَا الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ الَّذِي قُلْتَ لَهُ آنِفًا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذٰلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلٰكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِذَلِكَ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَأَنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

২১৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে দোযখী বলে চিহ্নিত করলেন, যে আমাদের মাঝে মুসলিম বলে পরিচিত ছিল। যখন আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হলাম, ঐ লোকটি ভীষণভাবে যুদ্ধ করলো, সে আহত হয়ে গেলো। এ সময় কেউ এসে বললো; হে আল্লাহর রাসূল, কিছুক্ষণ আগে আপনি যার সম্পর্কে বলেছিলেন যে সে দোযখী আজ সে ভীষণভাবে জিহাদ করে মারা গেছে। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সে জাহান্নামে চলে গেছে। কিন্তু এতে কোনো কোনো মুসলমান সন্দেহে পতিত হল। ইত্যবসরে কেউ এসে বললো, লোকটি এখনও মরেনি, তবে সে মারাত্মকভাবে আহত। পরে যখন রাত হলো, সে জখমের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সংবাদ জানানো হলো। তিনি বললেনঃ আল্লাহু আক্বার, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি নিশ্চিত আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ ও তাঁর রাসূল। অতঃপর তিনি বিলালকে (রা) নির্দেশ দিলেন এবং তিনি লোকদের মাঝে ঘোষণা করলেনঃ মুসলমান ব্যতীত কোনো ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা পাপী ব্যক্তির দ্বারাও এ দ্বীনের সাহায্য ও শক্তি প্রদান করবেন।

(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ حَيٌّ مِنَ الْعَرَبِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالُوا مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ أَبَدًا قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ

قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ حَتَّى جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

২১৪। সাহ্ল ইবনে সা'দ আস্-সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুশরিকদের মধ্যে মুকাবিলা হলো এবং উভয় দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং মুশরিকরাও তাদের শিবিরে ফিরে গেলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলো, সে মুশ্‌রিকদের পশ্চাদ্ধাবন করে যাকেই সামনে পেত নিজের তরবারি দ্বারা তাকে হত্যা করেই ছাড়তো। তারা বললো, আমাদের কেউই অমুকের মত এ যুদ্ধে অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ জেনে রাখো! সে জাহান্নামী। অতঃপর দলের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলো। আমি তার সঙ্গে থেকে সর্বদা তাকে পর্যবেক্ষণ করবো। অতঃপর সে তার সঙ্গে সঙ্গে চললো, যখন ঐ ব্যক্তি কোথাও থামতো, এ ব্যক্তিও থেমে যেতো, আর যখন সে দ্রুত দৌড়াতো তখন এও দ্রুত দৌড়াতো। এক সময় ঐ লোকটি মারাত্মকভাবে আহত হল। সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করতে লাগলো। সে তার তরবারির বাঁট মাটিতে রাখল এবং এর তীক্ষ্ণ মাথা তার বুকের মাঝখানে রাখল। অতঃপর চাপ দিয়ে তা বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করলো। তাকে অনুসরণকারী লোকটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল! তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ ব্যাপার কি? লোকটি বললো, একটি লোক সম্পর্কে আপনি কিছুক্ষণ পূর্বে বলেছিলেন, 'সে জাহান্নামী'। আপনার এ কথা শুনে লোকেরা কিছুটা হতবাক হয়েছিল। আমি বললাম, আমি তোমাদের হয়ে তার সম্পর্কে খোঁজ রাখব। আমি তার পর্যবেক্ষণে লেগে গেলাম। অবশেষে লোকটি মারাত্মকভাবে আহত হয়ে দ্রুত মৃত্যু কামনা করতে থাকলো। সে তরবারির বাঁট মাটিতে রেখে তীক্ষ্ণ

প্রান্ত স্বীয় বক্ষে গেঁথে দিয়ে আত্মহত্যা করলো। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ মানুষের বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি জান্নাতে যাওয়ার উপযোগী কাজ করতে থাকে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামী। অনুরূপভাবে মানুষের বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তি জাহান্নামী হবার উপযোগী কাজ করতে থাকে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতী।

(حدثنى) محمد بن رافع حدثنا الزبيرى وهو محمد بن عبد الله بن الزبير) حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول ان رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقأ الدم حتى مات قال ربكم قد حرمت عليه الجنة ثم مد يده الى المسجد فقال إى والله لقد حدثنى بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا المسجد

২১৫। শাইবান বলেন, আমি হাসান বস্‌রীকে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্বেকার (উম্মাতের) এক ব্যক্তির একটি ফোঁড়া হয়েছিল। তা তাকে অসহ্য যন্ত্রণা দিচ্ছিল। সে তূনীর থেকে তীর বের করে ফোঁড়াটি ফুঁড়ে দিল। কিন্তু কিছুতেই তার রক্তক্ষরণ বন্ধ হলো না। অবশেষে সে মারা গেলো। তোমাদের মহান রব বললেনঃ নিশ্চয়ই আমি তার জন্যে বেহেশ্‌ত হারাম করে দিয়েছি।[২২] অতঃপর তিনি (হাসান বস্‌রী) বস্‌রার জামে মসজিদের দিকে হাত তুলে ইঙ্গিত করে বললেন, হাঁ, আল্লাহ্‌র কসম, জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) হাদীসটি আমাকে এ মসজিদের মধ্যেই বর্ণনা করেছেন।

(وحدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبى قال) سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلى فى هذا المسجد فما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل فيمن كان قبلكم خراج فذكر نحوه

---

২২. এরূপ হত্যার দরুন চিরকালের জন্য জান্নাত হারাম হয় না। তবে শাস্তি ভোগ করার পর মু'মিন হলে জান্নাতে যাবে।

২১৬। হাসান বসরী (রা) বলেন, জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ্ আল বাজালী (রা) এ মসজিদে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি যা বলেছেন আমি তা ভুলেও যাইনি আর আমার এ আশঙ্কাও নেই যে, জুনদুব (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যা বলেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের পূর্বে (সাবেক উম্মাতের মধ্যে) এক ব্যক্তির একটি ফোঁড়া হয়েছিলো, অতঃপর অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯

আমানত আত্মসাত করা হারাম। ঈমানদার লোক ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা

(حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ فُلَانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ

২১৭। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, খাইবারের যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক'জন সাহাবী এসে বলতে লাগল, অমুক অমুক শহীদ হয়ে গেছেন। অবশেষে তাঁরা আর একজন লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, অমুকও শহীদ হয়ে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কখনো নয়। সে একখানা চাদর অথবা (বলেছেন) একটি জুব্বা যুদ্ধ-লব্ধ মাল থেকে আত্মসাত করার দরুণ আমি তাকে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে দেখতে পেয়েছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ইবনুল খাত্তাব, যাও এবং লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, মু'মিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। তিনি (উমার রা) বলেন, আমি বেরিয়ে পড়লাম এবং ঘোষণা করে দিলাম। সাবধান, ঈমানদার লোক ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدُّؤَلِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا وَرِقًا غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامٍ يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِيَ قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِيَ بِسَهْمٍ فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ فَقُلْنَا هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ قَالَ فَفَزِعَ النَّاسُ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ

২১৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাইবারের অভিযানে বের হলাম। আল্লাহ্ আমাদেরকে জয়যুক্ত করলেন। গণীমাত হিসেবে আমরা স্বর্ণ বা রৌপ্য লাভ করিনি। বরং যা পেলাম তা ছিলো আসবাবপত্র, খাদ্যদ্রব্য, কাপড়–চোপড় ইত্যাদি। অতঃপর আমরা ওখান থেকে এক সমভূমির দিকে রওয়ানা হলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর একটি গোলাম ছিলো। 'জুযাম' গোত্রের জনৈক ব্যক্তি গোলামটি তাঁকে উপহার দিয়েছিলো। তাকে রিফাআ ইবনে যায়িদ নামে ডাকা হত। সে দুবাইব গোত্রের লোক ছিল। যখন আমরা সমতল ভূমিতে অবতরণ করলাম, গোলামটি উঠে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'হাওদা' খুলছিলো। এমন সময় হঠাৎ একটি তীর এসে তার শরীরে বিদ্ধ হলো। আর তাতেই সে তৎক্ষনাৎ মারা গেলো। এ দেখে আমরা বলে উঠলামঃ খুশীর বিষয় তার, মোবারক হোক! সে শাহাদাত লাভ করলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কখনো নয়। সেই মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে

মুহাম্মাদের প্রাণ, বন্টন করা ছাড়াই খাইবার যুদ্ধের গণীমাত থেকে সে যে চাদর নিয়েছে তা আগুণ হয়ে অবশ্যই তাকে দগ্ধ করবে। তাঁর এ কথা শুনে সমস্ত লোক ভীত হয়ে পড়লো। এক ব্যক্তি জুতার একটি কিংবা দু'টি ফিতা নিয়ে এসে বললো হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি এটি খাইবারের দিন তুলে নিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এ একটি অথবা দু'টি জুতার ফিতা আগুনের ফিতায় রূপান্তরিত হতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০

আত্মহত্যাকারী কাফের হয়ে যায় না

(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم جميعا عن سليمان قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير) عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة هاجر اليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك فقال غفر لي بهجرتي الى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراك مغطيا يديك قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر

২১৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তুফাইল ইব্‌নে আ'মর আদ্‌ দাউসী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনার কোনো মজবুত

দুর্গ এবং আত্মরক্ষার জন্য কোনো সুরক্ষিত স্থানের প্রয়োজন আছে কি? রাবী বললো, জাহিলী যুগে দাউসীদের একটি দুর্গ ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। কেননা (তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার) এ সম্মান আল্লাহ্ তা'আলা আনসারদের ভাগ্যেই নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরাত করলেন, তুফাইল ইব্নে আমর তাঁর অনুসরণ করলো। তার সাথে তার স্বগোত্রীয় এক ব্যক্তিও হিজরত করলো। কিন্তু মদীনার আব হাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল হলনা। তার সঙ্গের লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়লো। রোগ যন্ত্রণা তার সহ্য হলনা। সে তীরের একটি চেপ্টা ফলা নিয়ে হাতের আঙ্গুলের জোড়াগুলো কেটে ফেললো। ফলে তার দুই হাত দিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হল। অবশেষে সে মারা গেল। তুফাইল ইব্নে আমর তাকে স্বপ্নে দেখলো। সে দেখলো যে, তার দৈহিক অবস্থা খুবই সুন্দর। সে আরো দেখলো যে, ঐ লোকটি তার আঙ্গুলগুলো জড়িয়ে রেখেছে। তুফাইল তাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার প্রভু তোমার সাথে কি ধরনের ব্যবহার করেছেন? সে বললো, তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে হিজরাত করার দরুণ তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুফাইল তাকে আরো জিজ্ঞেস করলো, তোমার হাত দু'খানা কেন জড়ানো অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি? সে বললো, আমাকে বলে দেয়া হয়েছে, তুমি স্বেচ্ছায় নিজের দেহের যে অংশ নষ্ট করেছো তা আমরা কখনও ঠিক করে দেবনা।' তুফাইল এ ঘটনাটি আদ্যোপান্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বর্ণনা করলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্যে দোয়া করে বললেনঃ হে আল্লাহ, তার হাত দুটিকে তুমি ক্ষমা করে দাও।

অনুচ্ছেদ : ৫১

যাদের অন্তরে সামান্য পরিমাণও ঈমান থাকবে কিয়ামাতের নিকটবর্তী সময়ে একটি বায়ু প্রবাহিত হয়ে তাদেরকে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়ে দেবে

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ أَبِيهِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ رِيحًا مِنَ الْيَمَنِ أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ فَلَا تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ قَالَ أَبُو عَلْقَمَةَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ

২২০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ (কিয়ামাতের নিকটবর্তী সময়ে) ইয়ামন দেশের দিক থেকে এমন মৃদু বায়ু প্রবাহিত করবেন যা হবে রেশমের চেয়েও মোলায়েম।

আবু আল্‌কামার বর্ণনা অনুযায়ী, যার অন্তরে শস্য বীজের পরিমাণ, আর আবদুল আযীযের বর্ণনা অনুযায়ী যার অন্তরে অনু পরিমাণ ঈমান থাকবে, এই বায়ু এমন কোন ব্যক্তিকে ছেড়ে দেবেনা। বরং তাকে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়ে দেবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

ফিতনা –ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা ব্যাপক হওয়ার পূর্বেই নেক কাজ করার জন্যে এগিয়ে আসার প্রতি উৎসাহ প্রদান

(حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا اسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا

২২১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ফিতনা–ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই তোমরা কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করো। এ বিপর্যয় তোমাদেরকে অন্ধকার রাতের মত গ্রাস করে নেবে। কোন ব্যক্তির ভোর হবে মুমিন অবস্থায় আর সন্ধ্যা হবে কাফের অবস্থায়। আর তার সন্ধ্যা হবে মুমিন অবস্থায় সকাল হবে কাফের অবস্থায়। মানুষ দুনিয়ার সামান্যতম স্বার্থের বিনিময়ে নিজের দ্বীনকে বিকিয়ে দেবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩

মু'মিন ব্যক্তির কাজ নিষ্ফল হয়ে যায় কিনা এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা

(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني) عن أنس بن مالك أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الى آخر الآية جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ

فَقَالَ يَاأَبَاعَمْرٍو مَاشَأْنُ ثَابِت أَشْتَكَى قَالَ سَعْدٌ اِنَّهُ لَجَارِى وَمَاعَلِمْتُ لَهُ بِشَكْوَى قَالَ فَأَتَاهُ سَعْدٌ فَذَكَرَلَهُ قَوْلَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ثَابِتٌ أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّى مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ سَعْدٌ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةَ

২২২। আনাস ইব্‌নে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নিম্নের এ আয়াতটি নাযিল হলো–"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বর চড়া করোনা"– তখন সাবিত ইবনে কায়েস (রা) তার গৃহের মধ্যে বসে গেলেন এবং বলতেন আমি জাহান্নামী। এই ভেবে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাতায়াত করা থেকে বিরত থাকলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে মুআয (রা)কে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আবু আমর, সাবিতের কি খবর, সে কি অসুস্থ? সা'দ বললেনঃ সে তো আমার প্রতিবেশী। সে অসুস্থ কিনা তা আমি জানিনা। বর্ণনাকারী (আনাস) বলেন; অতঃপর সা'দ (রা) তার নিকট আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা তাকে শুনালেন। সাবিত (রা) বললেন, এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে আর তোমরা ভালো করেই জান যে, আমার গলার আওয়াজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তোমাদের গলার আওয়াজের চেয়ে বেশী উঁচু হয়ে যায়। কাজেই আমি জাহান্নামী। সা'দ (রা) সাবিতের এ কথাগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বর্ণনা করলেন। তিনি বললেনঃ "বরং সে তো জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

(وحدثنا قطن

ابْنُ نُسَيْرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ ابْنُ شَمَّاسٍ خَطِيبَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَمَّادٍ وَلَيْسَ فِى حَدِيثِهِ ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ

২২৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে সাম্মাস (রা) আনসারদের খতীব ছিলেন। যখন ঐ আয়াত নাযিল হলো............ হাম্মাদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে সা'দ ইবনে মুআযের কথা উল্লেখ নেই।

وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِى الْحَدِيثِ

২২৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো– "তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বর বুলন্দ করোনা"। .... ওপরের হাদীসের অনুরূপ। তবে এ হাদীসে সা'দ ইবনে মুআযের উল্লেখ নেই।

وَحَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَسَدِىُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَذْكُرُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَزَادَ فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِى بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

২২৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো................. অতঃপর গোটা হাদীসের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনায় সা'দের উল্লেখ করেননি। তবে বর্ণনায় আরো আছেঃ তখন থেকে আমরা মনে করতাম একজন জান্নাতী লোক আমাদের মধ্যে চলা–ফেরা করছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪

জাহিলী যুগের কৃতকর্মের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে কিনা

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ أُنَاسٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِى الْإِسْلَامِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِهَا وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ

২২৬। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল,

আমরা জাহিলী যুগে যে সমস্ত কাজ করেছি, সে জন্যে কি পাক্ড়াও হবো? তিনি বললেনঃ যারা আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করার পর সৎ কাজ করবে, তাদেরকে জাহিলী যুগের কাজের দরুন পাক্ড়াও করা হবেনা। কিন্তু যারা ইসলাম গ্রহণের পরেও অসৎ কাজে লিপ্ত হবে, তারা জাহিলী যুগের অপকর্মের জন্য এবং ইসলামের মধ্যে কৃত পাপের জন্যে পাক্ড়াও হবে।২৩

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ووكيع ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر

২২৭। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, যে আল্লাহর রাসূল, আমরা জাহিলী যুগে যে সমস্ত (অন্যায়) কাজ করেছি সেজন্যে কি পাক্ড়াও হবো? তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে ইসলাম গ্রহণ করার পর সৎ কাজ করেছে তাকে জাহিলী যুগের কাজের জন্যে পাকড়াও করা হবেনা। কিন্তু যে ব্যক্তি (কপট মনে) ইসলাম গ্রহণ করার পর অসৎ কর্মে লিপ্ত হয়েছে তাকে আগের এবং পরের সব অন্যায় কাজের জন্য পাকড়াও করা হবে।

حدثنا منجاب بن الحارث التميمي أخبرنا علي ابن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله

২২৮। আলী ইবনে মুস্‌হির এ সনদসূত্রে আ'মাশ থেকে ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫

ইসলাম গ্রহণ করলে অতীতের সমস্ত অপরাধ ধ্বংস হয়ে যায়। অনুরূপভাবে হজ্জ ও হিজরাত সবগুনাহ ধ্বংস করে দেয়

حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحق بن منصور كلهم عن أبي

২৩. ইসলাম গ্রহণ করার পর যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত পাপে লিপ্ত হয় যা সে জাহেলী যুগে করেছিলো তা হলে পরোক্ষভাবে এটাই প্রমাণ হয় যে, সে কুফরী থেকে তওবা করে পাপ থেকে নয়। তাই জাহেলী পাপের জন্যও শাস্তি ভোগ করতে হবে। এটা ইমাম আবু হানিফার মত।

عَاصِمٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِى أَبَا عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ شُمَاسَةَ الْمَهْرِىِّ قَالَ حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِى سِيَاقَةِ الْمَوْتِ فَبَكَى طَوِيلًا وَحَوَّلَ وَجْهَهُ اِلَى الْجِدَارِ فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ يَاأَبَتَاهُ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا قَالَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ اِنِّى قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلَاثٍ لَقَدْ رَأَيْتُنِى وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى وَلَا أَحَبَّ اِلَىَّ أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا جَعَلَ اللّٰهُ الْاِسْلَامَ فِى قَلْبِى أَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِينَهُ قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِى قَالَ مَالَكَ يَا عَمْرُو قَالَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ قَالَ تَشْتَرِطُ بِمَاذَا قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِى قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْاِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَجَلَّ فِى عَيْنِى مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَىَّ مِنْهُ اِجْلَالًا لَهُ وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأَنِّى لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَىَّ مِنْهُ وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِى مَا حَالِى فِيهَا فَاِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِى نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَاِذَا دَفَنْتُمُونِى فَشُنُّوا عَلَىَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِى قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّى

২২৯। ইবনে শুমাসাতুল মাহ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আ'মর ইনবুল আস (রা) যখন মৃত্যু শয্যায় ছিলেন, আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে

কাঁদলেন এবং দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে (বিষন্ন মনেকি যেন) ভাবছিলেন। তাঁর ছেলে বলতে লাগল, হে আব্বা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে এই সুসংবাদ দেননি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে এরূপ সুসংবাদ দেননি? বর্ণনাকারী বলেন, (তার কথা শুনে) তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন, অবশ্যই আমরা যা কিছু পুঁজি সঞ্চয় করেছি তন্মধ্যে "আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল"– সবচেয়ে উত্তম সঞ্চয়। আমি আমার জীবনে তিনটি ধাপ (পর্যায়) অতিক্রম করে এসেছি। (ক) আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আমার চাইতে অধিক বিদ্বেষ পোষণ করতে আর কাউকে দেখিনি। তখন আমার আকাঙ্খা ছিলো যে, যদি আমি সুযোগ পাই তাহলে তাঁকে হত্যা করে মনের ঝাল মেটাব। আমি যদি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতাম, তাহলে নিশ্চিতই আমি জাহান্নামী হতাম। (খ) অতপর যখন আল্লাহ্ আমার অন্তরে ইসলামের প্রেরণা ঢেলে দিলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম; হে আল্লাহ্র নবী, আপনার ডান হাত প্রসারিত করুন। আমি আপনার কাছে বাইআ'ত করবো। তিনি তাঁর ডান হাত প্রসারিত করলে, আমি আমার হাতখানা টেনে নিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আ'মর, তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম আমি কিছু শর্ত করতে চাই। তিনি বললেনঃ তুমি কি শর্ত করতে চাও? আমি বললাম, আমি এই শর্ত করতে চাই যে, আমাকে ক্ষমা করা হোক। তিনি বললেনঃ হে আ'মর! তুমি কি জাননা 'ইসলাম' পূর্বেকার সমস্ত অপরাধ ধ্বংস করে দেয়, অনুরূপভাবে হিজরাত ও হজ্জের দ্বারাও পূর্বেকার সমস্ত অপরাধ ধ্বংস হয়ে যায়? তখন থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অন্য কোনো ব্যক্তি আমার কাছে অধিক প্রিয় ছিলো না। বস্তুতঃ আমার দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন কোন সৃষ্টি ছিলোনা। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মহিমার এমনি এক প্রভাব ছিল যে, আমি কখনো তাঁর মুখমন্ডলের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে স্থির থাকতে পারতাম না। যদি কেউ আমাকে তাঁর দৈহিক সৌষ্ঠবের বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করত তাও আমার দ্বারা সম্ভব হতোনা। যদি এ অবস্থায় আমার মৃত্যু হত তাহলে আমি আশা করতে পারতাম যে, আমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। (গ) অতপর আমাদের ওপর বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত হলো। আমি অবগত নই যে, এগুলোর মধ্যে আমার অবস্থা কি? অতএব যখন আমি মারা যাবো, কোনো 'ক্রন্দরতা নারী[২৪] এবং আগুন যেন আমার লাশের সাথে না যায়। যখন তোমরা আমায় দাফন করবে, আমার কবরের ওপরে ভালোভাবে মাটি ঢেলে দেবে। অতঃপর একটি উট যবেহ্ করা ও তার গোশ্ত বিতরণ করতে যে পরিমাণ সময় লাগে এটুকু সময় তোমরা আমার কবরের পাশে অবস্থান করবে। তাতে আমি তোমাদের সাহচর্যের কিছুটা শান্তি অনুভব করতে পারব এবং আমার প্রভুর প্রেরিত দূতকে (মুনকার নাকীর ফিরিশ্তা) আমি কি জবাব দিতে পারি তা প্রত্যক্ষ করবো।

---

২৪. জাহেলী যুগে মৃত ব্যক্তির সাথে বিলাপকারীনী নারী ও আগুন কবরস্থানে নেয়ার রেওয়াজ ছিল। ইসলামে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আলেমদের ঐক্যমত ক্রন্দনরতা নারী নেয়া হারাম এবং আগুন নেয়া মাকরুহ। অবশ্য দাফন শেষে কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করতঃ দোয়া কালাম পাঠ করা মুস্তাহাব।

(حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَاللَّفْظُ لِإِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا ثُمَّ أَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو لَحَسَنٌ وَلَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا وَنَزَلَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ

২৩০। ইবনে আববাস (রা) থেকে বর্ণিত। এমন কিছু সংখ্যক লোক যারা মুশরিক অবস্থায় ব্যাপকহারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে এবং যেনা– ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো; আপনি যা বলেন এবং যে দিকে আহ্বান করেন তা খুবই উত্তম। তবে আমাদেরকে বলুন, অতীত জীবনে আমরা যে সমস্ত কুকর্ম করেছি তা মুছেযাবে কিনা? (তা হলে আমরা ইসলাম গ্রহন করবো।) তখন নিম্নের আয়াত নাযিল হলোঃ " যে সমস্ত লোক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইলাহ মানেনা, আল্লাহ্র হারাম করা কোন প্রাণকে অকারণে ধ্বংস করেনা এবং যেনা–ব্যভিচার করেনা। যারা ঐ সমস্ত কাজে লিপ্ত হবে, তারা নিজেদের পাপের প্রতিফল পাবে"–(সূরা আল্ ফুরকানঃ ৬৮)। আর এ আয়াতও নাযিল হলোঃ "হে আমার বান্দাহ্গন, যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছো, তারা আল্লাহ তাআ'লার দয়া ও রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা নিসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমামীল"– (সূরা আয্ যুমারঃ৫৩)।

অনুচ্ছেদ : ৫৬

কাফের যখন ইসলাম গ্রহন করে, তার কুফরী যুগের নেক কাজের বর্ণনা

(حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ . وَالتَّحَنُّثُ التَّعَبُّدُ

২৩১। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি মত– অজ্ঞতার যুগে আমি যে সব ভালো কাজ করেছি তার কোনো প্রতিদান আমি পাবো কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ অতীতে যাবতীয় সৎ কাজ সমেতই তুমি মুসলমান হয়েছো।"[২৫] 'আত্-তাহান্নুস্' শব্দের অর্থ– 'আত্-তায়া' ববুদ' –অর্থাৎ যাবতীয় সৎ ও পুণ্য কাজ।

وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ صِلَةِ رَحِمٍ أَفِيهَا أَجْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ

২৩২। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে বলুন জাহিলী যুগে ভাল কাজ মনে করে যে দান খয়রাত করেছি, দাস মুক্ত করেছি বা আত্মীয়তার সম্পর্ক বা রক্ত বন্ধন বা আত্মীয়তা রক্ষা করেছি তার জন্যে কোনো প্রতিদান পাওয়া যাবে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ অতীতে যে সব কল্যানকর কাজ করেছো, তা সমেতই তুমি মুসলিম হয়েছো।

২৫. এ ব্যক্যটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। (ক) অতীতে সম্পন্ন পুণ্য কাজের বদৌলতেই তুমি বর্তমানে মুসলমান হবার সৌভাগ্য লাভ করেছো। (খ) অতীতে পুণ্যের কাজ করে যে সুনাম ও সুখ্যাতি তুমি অর্জন করেছো, ইসলামের মধ্যেও তা বহাল থাকবে। যেমন خيار كم في الجاهلية خيار كم في الاسلام – (গ) অতীতে তুমি যে ধরনের এবং যত প্রকারের পুণ্যের কাজ করেছো ইসলামী জিন্দেগীতেও তোমার দ্বারা সে সমস্ত কাজ হবে। ইতিহাসে প্রমাণঃ হাকীম ইবনে হিযাম ১২০ বছর হায়াত পেয়েছিলেন, তম্মধ্যে ৬০ বছর ইসলাম পূর্বে এবং ৬০ বছর ইসলামের মধ্যে কাটিয়েছেন। ইসলাম পূর্বে ১০০ গোলাম মুক্ত করেছেন এবং ১০০ যোদ্ধার যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করেছেন। ইসলামের জীবনেও ঠিক অনুরূপ কাজ সমাধা করেছেন। এ জাতীয় আরো বহুকাজ তিনি করেছিলেন।

(حدثنا) اسحق بن ابراهيم وعبد بن حميد قالا اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهرى بهذا الاسناد ح وحدثنا اسحق بن ابراهيم اخبرنا ابو معاوية حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن حكيم بن حزام قال قلت يارسول الله اشياء كنت افعلها فى الجاهلية قال هشام يعنى اتبرر بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلفت لك من الخير قلت فوالله لا ادع شيئا صنعته فى الجاهلية الا فعلت فى الاسلام مثله

২৩৩। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, কিছু কাজ– হিসাম বলেন; অর্থাৎ যে সব সৎ কাজ জাহিলী যুগে আমি করেছিলাম, তার কোনো প্রতিদান আমার জন্যে হবে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি অতীত জীবনে যে সব সওয়াবের কাজ করেছো তা সহকারেই তুমি মুসলিম হয়েছো। আমি বললাম; আল্লাহর শপথ, জাহিলী যুগে আমি যে সব নেক কাজ করেছি তা কখনও পরিত্যাগ করবো না, বরং ইসলামের মধ্যেও অনুরূপ কাজ করতে থাকবো।

(حدثنا) ابو بكر بن ابى شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن ابيه ان حكيم ابن حزام اعتق فى الجاهلية مائة رقبة وحمل على مائة بعير ثم اعتق فى الاسلام مائة رقبة وحمل على مائة بعير ثم اتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم

২৩৪। হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) জাহিলী যুগে একশো দাস মুক্ত করেছেন এবং সওয়ারীর জন্য একশো উট দান করেছিলেন। অতঃপর মুসলমান হওয়ার পরও পুনরায় একশো দাস মুক্ত করেছেন এবং আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য একশ' উট দান করেছেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭

সত্যনিষ্ঠ ও নির্ভেজাল ঈমানের বর্ণনা

(حدثنا) ابو بكر بن ابى شيبة حدثنا عبد الله بن ادريس وابو معاوية ووكيع عن

الْأَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتِ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ اِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

২৩৫। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলোঃ "যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে যুল্মের সাথে মিশ্রিত করেনি"–(সূরা আল্ আনআমঃ৮২) এ আয়াতের মর্মার্থ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কাছে খুবই কঠিন মনে হলো। তাঁরা বললেন; "আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে তার ঈমানকে যুল্মের সাথে মিশ্রিত করেনি"? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা যা মনে করেছো তা নয়। বরং এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে তাই যা লোকমান (আ) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেনঃ " হে বৎস, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করোনা, কেননা শির্‌ক হচ্ছে অতিবড় যুলুমের কাজ (সূরালোকমানঃ১৩)।

حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ ابْنُ اِدْرِيسَ حَدَّثَنِيهِ أَوَّلًا أَبِي عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْأَعْمَشِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْهُ

২৩৬। ইবনে ইউনুস, ইবনে মুস্‌হির ও ইবনে ইদ্রিস, এরা সবাই এই সনদে আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে ইবনে ইদ্রিস তাঁর হাদীসে বলেছেন, প্রথমে আমার পিতা আমাকে আ'বান ইবনে তাগলিবের উদ্ধৃতি দিয়ে আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন, পরে আমি সরাসরি তাঁর থেকে শুনেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮

যেসব খারাপ কথা, খারাপ কল্পনা ও প্ররোচনা মনের মাঝে উদয় হয় তা স্থায়ী না হলে আল্লাহ তাআলা এ জন্য পাকড়াও করবেননা। তিনি কারো ওপর তার ক্ষমতার বাইরে কিছু চাপিয়ে দেননা। ভাল ও মন্দ চিন্তার পরিণাম

(حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ وَأُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ وَاللَّفْظُ لِأُمَيَّةَ قَالَا حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَالَ فَاشْتَدَّ
ذٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى
الرُّكَبِ فَقَالُوا أَيْ رَسُولَ اللَّهِ كُلِّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدْ
أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هٰذِهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيقُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا
قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ فَأَنْزَلَ
اللَّهُ فِي إِثْرِهَا آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَلَمَّا فَعَلُوا
ذٰلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا قَالَ نَعَمْ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا قَالَ نَعَمْ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ قَالَ نَعَمْ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ
لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ قَالَ نَعَمْ

২৩৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরআনের এ আয়াত নাযিল হলোঃ " আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার। তোমাদের অন্তরের কথা তোমরা প্রকাশ করো অথবা গোপন করো, তার হিসাব তিনি তোমাদের থেকে গ্রহণ করবেন। এর পর তিনি যাকে চাইবেন ক্ষমা করবেন আর যাকে চাইবেন শাস্তি দেবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সব কিছুর ওপর সর্ব শক্তিমান–(সূরা আল্ বাকারাহঃ২৮৪)। বর্ণনা কারী বলেন; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কাছে এ আয়াত বড়ই কঠিন মনে হলো। তাই তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদেরকে নামায, রোযা, জিহাদ ও সাদ্কা ইত্যাদির বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যা আমাদের জন্যে এমনিই কষ্টকর। আবার এখন আপনার ওপর এই আয়াত নাযিল হয়েছে যা আমাদের সামর্থের বহির্ভুত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তা হলে কি তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী দু'কিতাবধারী সম্প্রদায়ের মতো বলতে চাও? যেমন তারা বলেছিলোঃ ' আমরা নির্দেশ শুনেছি বটে কিন্তু মানবনা"– (সূরা আল্ বাকারাহঃ৯৩)। বরং তোমরা বলোঃ " আমরা নির্দেশ শুনেছি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তা মেনেও নিয়েছি। হে খোদা, আমরা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমাদেরকে তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে" (সূরা আল্ বাকারাহঃ২৮৫)। অতঃপর তাঁরা বললেন, আমরা নির্দেশ শুনেছি, বাস্তব ক্ষেত্রে তা মেনেও নিয়েছি। হে প্রভু, আমরা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর আমাদেরকে তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে। যখন লোকেরা আয়াতটি পড়ে নিলো এবং তাদের অন্তরেও এর দাগ কাটলো মহান ক্ষমতাবান আল্লাহ তায়া'লা এর পরক্ষনেই নাযিল করলেনঃ "রাসূল সেই হিদায়াত ও পথ নির্দেশকেই বিশ্বাস করেছে, যা তার প্রভুর নিকট থেকে নাযিল হয়েছে। আর যারা এ রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাও এ হিদায়াতকে মনে প্রাণে মেনে নিয়েছে। এরা সকলেই আল্লাহ্, ফিরিশ্তা, তাঁর কিতাব সমূহ এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে। আর তাদের কথাও এইঃ আমরা আল্লাহ্র রাসূলদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করিনা। আমরা নির্দেশ শুনেছি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তা মেনে নিয়েছি। হে খোদা, আমরা তোমার কাছে গুনাহ্ মাফের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর আমাদেরকে তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করতেই হবে" (২৮৫) অতঃপর যখন তাঁরা পরিপূর্ণভাবে মনে প্রাণে এ নির্দেশ মেনে নিলেন, পরে তা আল্লাহ তায়া'লা মানসুখ করে দিলেন, এবং নাযিল করলেনঃ "আল্লাহ্ কোনো ব্যক্তির ওপরই তার শক্তি সামর্থের অধিক বোঝা চাপিয়ে দেন না। প্রত্যেক ব্যক্তিই যে ভাল কাজ করেছে, তার প্রতিফল তার নিজের জন্যেই। আর যা কিছু পাপ কাজ করেছে তার কুফলও তার নিজের ওপরই পড়বে। (সুতরাং হে ঈমানদারগণ, তোমরা এভাবে দোয়া করো)ঃ হে আমাদের প্রভু, ভুল–ভ্রান্তি বশতঃ আমাদের যা কিছু ত্রুটি হয়, তার জন্যে আমাদেরকে শাস্তি দিয়োনা"। আল্লাহ্ বললেন, হাঁ। "হে প্রভু, আমাদের ওপর সে ধরনের বোঝা চাপিয়ে দিয়োনা, যেরূপ আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলে"। তিনি বললেন, হাঁ। "হে খোদা, যে বোঝা বহণ করার শক্তি–ক্ষমতা আমাদের নেই, তা আমাদের ওপর চাপিওনা। তিনি বললেন,হাঁ।

"আমাদের প্রতি উদারতা দেখাও! আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো। আমাদের প্রতি রহমত নাযিল করো, তুমিই আমাদের মাওলা–আশ্রয়দাতা, সুতরাং কাফেরদের প্রতিকূলে আমাদেরকে সাহায্য করো"। (২৮৬)। তিনি বললেন, হাঁ। অর্থাৎ তোমাদের এ আরজি ও আরাধনা আমি কবুল করলাম।

(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة

وأبو كريب وإسحق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد قال سمعت سعيد بن جبير يحدث) عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قال قد فعلت

২৩৮। ইবনে আববাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলোঃ তোমাদের অন্তরের কথা তোমরা প্রকাশ করো, আর চাই তা গোপন করো, তার হিসাব আল্লাহ্ তোমাদের থেকে নেবেন"। এ আয়াত শুনার পর লোকদের অন্তরে এমন এক বস্তু (ভীতি) প্রবেশ করলো যা এর পূর্বে তাদের মনে ঢুকেনি। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ বরং তোমরা বলোঃ আমরা আদেশ ও নির্দেশ শুনেছি, তা অনুসরণ করেছি এবং বাস্তবে তা মেনে নিয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আল্লাহ তায়া'লা তাদের অন্তরে ঈমানের মজবুতী ঢেলে দিলেন এবং এ আয়াত নাযিল করলেনঃ "আল্লাহ্ কোনো প্রাণীর ওপরই তার শক্তি সামর্থের অধিক দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না। প্রত্যেক ব্যক্তিই যে পুন্য অর্জন করেছে, তার প্রতিফল তার নিজের জন্যেই। আর যাকিছু পাপ সঞ্চয় করেছে, তার কুফলও তার নিজের ওপরই পড়বে। (সুতরাং হে ঈমানদারগণ, তোমরা এ ভাবে দোয়া করো)ঃ হে আমাদের প্রতিপালক, ভুল–ভ্রান্তি বশতঃ আমাদের যা কিছু ত্রুটি হয় তার জন্যে আমাদেরকে পাকড়াও করোনা । আল্লাহ্ বললেনঃ আমি কবুল করলাম।

"হে আমাদের প্রভু, আমাদের ওপর সে ধরণের বোঝা চাপিয়ে দিয়োনা যেরূপ আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলে।" তিনি বললেনঃ আমি কবুল করলাম। "হে আমাদের প্রভু, আমাদের প্রতি উদারতা দেখাও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো, আমাদের প্রতি রহমত নাযিল করো, তুমিই আমাদের মাওলা–আশ্রয়দাতা। আল্লাহ্ বললেনঃ আমি কবুল করলাম।

(حدثنا) سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَالَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ

২৩৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তায়া'লা আমার উম্মাতের কল্পনা প্রসূত বিষয়ের ওপর শাস্তি দেবেন না, যে পর্যন্ত সে তা প্রকাশ না করে অথবা কাজে পরিণত না করে।

(حدثنا) عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ ابْرَاهِيمَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَالَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ

২৪০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ আমার উম্মাতের সে সমস্ত চিন্তা–ধারনা মাফ করে দিয়েছেন যা তার অন্তরের কল্পনায় আসে যে পর্যন্ত সে তা কাজে পরিনত না করে কিংবা কথায় প্রকাশ না করে।

(وحدثني) زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَهِشَامٌ ح وَحَدَّثَنِي اسْحَقُ ابْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبَانَ جَمِيعًا) عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ

২৪১। কাতাদা থেকে এই সনদ সিল্‌সিলায় ওপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحق أخبرنا سفيان وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا

২৪২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহান আল্লাহ্ তায়া'লা বলেছেনঃ যখন আমার কোনো বান্দাহ্ কোনো মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন তিনি (ফিরিশ্‌তা দেরকে) বলেন, তার বিরুদ্ধে কিছুই লিখোনা। তবে যদি সে তার পরিকল্পনা কাজে পরিণত করে, তখন একটি মাত্র গুনাহ্ লিখো। আর যদি সে কোনো ভালো কাজ করার ইচ্ছে করে এবং সে কাজটি তখনও করেনি, এমতাবস্থায় তার জন্যে একটি সওয়াব লিখো, আর যদি সে তা কাজে পরিণত করে তখন দশটি সওয়াব লিখো।

(حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه) عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة

২৪৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহান ক্ষমতাবান আল্লাহ্ বলেনঃ যখন আমার কোনো বান্দাহ কোনো নেক কাজ করার ইচ্ছা করে অথচ তা এখনও কাজে পরিণত করেনি তখন আমি তার জন্যে একটি সওয়াব লিখি। আর যদি সে উক্ত কাজটি সমাধা করে তখন তার জন্যে দশটি সওয়াব থেকে সাত শ' গুন পর্যন্ত লিখে থাকি। আর যদি সে কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করে এবং তা তখনও কাজে পরিণত করেনি তার জন্যে কিছুই লিখিনা। আর যদি তা কাজে পরিণত করে তখন কেবলমাত্র একটি গুনাহ লিখে থাকি।

(وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل اذا تحدث عبدى بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فاذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها واذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فاذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فان عملها فاكتبوها له بمثلها وان تركها فاكتبوها له حسنة انما تركها من جراى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أحسن أحدكم اسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله

২৪৪। আবু হুরাইরা (রা) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তায়া'লা বলেছেনঃ যখন আমার কোনো বান্দাহ্ মনে মনে কোনো ভালো কাজ করার কল্পনা করে, তখন সে কাজ না করতেই আমি তার জন্যে একটি সওয়াব লিখে রাখি। আর যদি সে কাজটি সম্পন্ন করে কখন দশটি নেকী লিখে রাখি। আর যদি সে অন্তরে অন্তরে কোনো মন্দ কাজ করার কল্পনা করে, তখন সে কাজ না করা পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করে দিই। আর যদি সে কাজটি করে ফেলে তখন একটি গুনাহ্ লিখে রাখি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেনঃ ফিরিশ্‌তারা বলেনঃ হে প্রভু, তোমার অমুক বান্দাহ্ একটি মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করেছে অথচ তিনি স্বচক্ষে তাকে দেখেন, তখন তিনি তাদেরকে (ফিরিশ্‌তাদেরকে) বলেনঃ তাকে পাহারা দাও। (অর্থাৎ দেখো সে কি করে)। যদি সে এ কাজটি করে, তা হলে, একটি গুনাহ লিখো। আর যদি সে তা পরিত্যাগ করে তা হলে একটি নেকী লিখে দাও। কেননা সে আমার ভয়েই তা বর্জন করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি তোমাদের কেউ নিষ্ঠার সাথে ইসলাম গ্রহণ করে তখন তার প্রত্যেকটি নেক কাজ যা সে করে তার জন্যে দশ থেকে সাত শ' গুণ পরিমান নেকী লিখা হয় এবং প্রত্যেক মন্দ কাজের জন্য কেবল মাত্র একটি করে গুণাহ্ লিখা হয়। এ ভাবে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত) চলতে থাকে।

(وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ

২৪৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোনো নেক কাজ করার ইচ্ছা করে, কিন্তু তা কাজে পরিনত করেনি তখন তার জন্যে একটি নেকী লিখা হয়। আর যে ব্যক্তি কোনো নেক কাজ করার ইচ্ছে করার পর তা কাজে পরিণত করে তার জন্যে দশ থেকে সাত শ' পর্যন্ত নেকী লিখা হয়। আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করার ইচ্ছে করে, তা কাজে পরিণত করেনি, তার জন্যে কিছুই লিখা হয়না। তবে যদি তা করে তখন লিখা হয়।

(حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ

عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً

২৪৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহান প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেনঃ তিনি বলেনঃ আল্লাহ তায়া'লা ভালো এবং মন্দ উভয়টিকে লিপি বদ্ধ করেন। অতঃপর তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করার ইচ্ছা করে অথচ তা এখনও বাস্তবে পরিণত করেনি, তার জন্যে আল্লাহ্ নিজের কাছে একটি পূর্ণাংগ সওয়াব লিপি বদ্ধ করেন। আর যদি সে কোনো ভাল কাজ করার ইচ্ছা করে এবং তা বাস্তবেও পরিণত করে, তখন আল্লাহ্ নিজের কাছে

দশ থেকে সাত শ' বা আরো অনেক গুণ বেশী সওয়াব লিপি বদ্ধ করেন। আর যদি সে কোনো মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করে এবং তা বাস্তবে পরিণত না করে, তখন আল্লাহ্ নিজের কাছে একটি পরিপূর্ণ সওয়াব লিখেন, কিন্তু যদি সে মন্দ কাজটি বাস্তবে পরিণত করে, তখন আল্লাহ্ তায়া'লা কেবল মাত্র একটি পাপই লিপি বদ্ধ করেন।

(وحدثنا يحيى بن يحيى

حَدَّثَنَا جعفر بن سليمان)عن الجعد أبي عثمان في هذا الاسناد بمعنى حديث عبد الوارث

وزاد ومحاها الله ولا يهلك على الله الا هالك

২৪৭। আল্-জাআ'দ আবু উসমান থেকে এই সনদে আবদুল ওয়ারিসের হাদীসের অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এ বর্ণনায় আরো আছেঃ "অথবা আল্লাহ্ তার সে মন্দটাকে মুছে ফেলেন, বস্তুতঃ সে ব্যক্তিই ধ্বংস হয় যে নিজেকেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।[২৬]

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯

মনে কুমন্ত্রনা ও কুচিন্তার উদয় হলে যা বলবে

(حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه)عن أبي هريرة قال جاء ناس

من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه انا نجد في أنفسنا مايتعاظم أحدنا أن يتكلم به

قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الايمان

২৪৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলোঃ কোনো কোনো সময় আমরা আমাদের অন্তরের মাঝে এমন কিছু অনুভব করি, তা আমাদের কেউ মুখে উচ্চারণ করা ভয়ঙ্কর গুনাহ্ মনে করে। তিনি বললেনঃ তোমরা কি এমন কিছু অনুভব করো? তারা বললো, হাঁ! তিনি বললেনঃ এটা তো সুস্পষ্ট ঈমানের নিদর্শন।

---

২৬. অর্থাৎ- আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি অসীম দয়া ও অনুগ্রহ করতে থাকেন। তাঁর দয়ার পরিধি ব্যাপক। এতদ্সত্ত্বেও যদি কোন হতভাগ্য স্বেচ্ছায়, কথায় ও কাজে পংকিলতায় নিমজ্জিত হয় এবং ভাল কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তা হলে প্রকৃতপক্ষে সে নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনলো।

وحدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة ح وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد وأبو بكر بن اسحق قالا حدثنا أبو الجواب عن عمار بن رزيق كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث

২৪৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বিভিন্ন রাবী এই সনদে ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار حدثني علي ابن عثام عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الايمان

২৫০। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়াস্ ওয়াসা (কুমন্ত্রনা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেছেনঃ এটাতো নির্ভেজাল ঈমানের পরিচায়ক।

حدثنا هرون بن معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهرون قالا حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله

২৫১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হামেশা লোকেরা নিজেদের পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসা করতে থাকে, এ সবই তো আল্লাহর সৃষ্টি, তবে আল্লাহ্কে কে সৃষ্টি করেছে? যদি কেউ মনের মধ্যে এরূপ অনুভবকরে তবে অবশ্যই বলবে, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি।

وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو النضر حدثنا أبو سعيد المؤدب عن هشام بن عروة بهذا الاسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض فيقول الله ثم ذكر بمثله وزاد ورسله

২৫২। হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে এই সনদে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কারো কাছে শয়তান আসে এবং জিজ্ঞেস করে , এ আকাশ কে সৃষ্টি করেছে? এ যমীন কে সৃষ্টি করেছে? সে বলে, 'আল্লাহ্ তাআলাই এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং –"ওয়া রুসুলিহী' শব্দটিও উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ আমি তাঁর রাসূলের ওপরও ঈমান এনেছি।

حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فاذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته

২৫৩। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কারোর কাছে শয়তান এসে জিজ্ঞেস করে এটা ওটা কে সৃষ্টি করেছে? অবশেষে সে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের 'রবকে' কে সৃষ্টি করেছে? ব্যাপার যখন এ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং এ থেকে বিরত থাকে।

حدثني عبد الملك ابن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا مثل حديث ابن أخي ابن شهاب

২৫৪। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোনো বান্দার কাছে শয়তান এসে বলে অমুক জিনিষ কে সৃষ্টি করেছে, এটা কে সৃষ্টি করেছে? অবশেষে এ কথাও জিজ্ঞেস করে, তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? ব্যাপার যখন এ পর্যন্ত পৌছে তখন আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় কামনা করো এবং এ আলোচনা পরিহার করো।

(حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْعِلْمِ حَتَّى يَقُولُوا هٰذَا اللّٰهُ خَلَقَنَا فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ قَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ قَدْ سَأَلَنِي اثْنَانِ وَهٰذَا الثَّالِثُ أَوْ قَالَ سَأَلَنِي وَاحِدٌ وَهٰذَا الثَّانِي.

২৫৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সর্বদা লোকেরা তোমাদের কাছে জ্ঞানের কথা জিজ্ঞেস করবে। অবশেষে তারা বলবে,আল্লাহ্ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্কে কে সৃষ্টি করেছে? বর্ণনাকারী বলেন, (এ হাদীস বর্ণনা করার সময়) তিনি (আবু হুরাইরা) এক ব্যক্তির হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন। তিনি (আবু হুরাইরা রা) বললেন, আল্লাহ্ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন। কেননা ইতিপূর্বে আমাকে দু'জনে এ জাতীয় প্রশ্ন করেছিলো, আর এ হচ্ছে তৃতীয় জন অথবা তিনি বলেছেন, ইতিপূর্বে এক ব্যক্তি তাকে এরূপ প্রশ্ন করেছিল আর এ হচ্ছে দ্বিতীয় প্রশ্নকারী।

(وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ) عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِسْنَادِ وَلٰكِنْ قَدْ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ

২৫৬। মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরাইরা (রা) বললেন, সর্বদা লোকেরা ---- হাদীসে আবদুল ওয়ারিসের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে

সনদের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখ করেননি। অবশ্য হাদীসের সমাপ্তিতে বলেছেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন।

(وحدثني عبد الله بن الرومي حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة وهو ابن عمار حدثنا يحيى حدثنا أبو سلمة) عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله قال فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله قال فأخذ حصى بكفه فرماهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي

২৫৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হে আবু হুরাইরা! হামেশা লোকেরা তোমাকে নানা প্রশ্ন করবে। অবশেষে তারা এ প্রশ্নও করবে যে, এই যে আল্লাহ, কে তাঁকে সৃষ্টি করেছে ? তিনি বলেনঃ একদা আমি মসজিদে উপস্থিত ছিলাম সে সময় ক'জন বেদুইন এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, হে আবু হুরাইরা, আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করেছে? একথা শুনে তিনি এক মুষ্টি কংকর তুলে তাদের দিকে নিক্ষেপ করে বললেনঃ এখান থেকে দূর হও, দূর হও। আমার বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন।

(حدثني محمد بن حاتم حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان حدثنا يزيد بن الأصم قال) سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلقه

২৫৮। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ লোকেরা তোমাদের কাছে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত এটাও বলবে যে, আল্লাহ্ প্রতিটি জিনিষ সৃষ্টি করেছেন, তবে তাঁকে কে সৃষ্টি করেছে?

(حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي حدثنا محمد بن فضيل عن

مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ

اِنَّ أُمَّتَكَ لَايَزَالُونَ يَقُولُونَ مَا كَذَا مَا كَذَا حَتَّى يَقُولُوا هٰذَا اللّٰهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ

২৫৯। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেনঃ তোমার উম্মাত হামেশা এ ধরনের কথা বলবে। অর্থাৎ তারা বলবে, আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন, তবে আল্লাহ তা'য়ালাকে কে সৃষ্টি করেছেন?

(حَدَّثَنَاه اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ

ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْمُخْتَارِ) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ

أَنَّ إِسْحٰقَ لَمْ يَذْكُرْ قَالَ قَالَ اللّٰهُ إِنَّ أُمَّتَكَ

২৬০। আনাস (রা) বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ..ওপরের হাদীসের অনুরূপ। তবে ইসহাক, তার হাদীসে قَالَ قَالَ اللّٰهُ اِنَّ اُمَّتَكَ এ বাক্যটি বর্ণনা করেন।

অনুচ্ছেদ : ৬০

যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কসম করে, তার পরিণাম জাহান্নাম

(حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ

قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى الْحُرَقَةِ

عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِيِّ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ

২৬১। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের সম্পদ আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে (মিথ্যা) শপথ

করে, আল্লাহ্ তার জন্যে জাহান্নাম ওয়াজিব ও জান্নাত হারাম করেছেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদিও তা ক্ষুদ্র জিনিষ হয়? তিনি বললেনঃ যদি তা বাব্‌লা গাছের একটি শাখাও হয় তবুও।

(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم وهرون بن عبد الله جميعا) عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله

২৬২। আবু উমামা আল হারেসী (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ .... ওপরের হাদীসের অনুরূপ।

(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو معاوية ووكيع ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له أخبرنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل) عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىء مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال صدق أبو عبد الرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة فقلت لا قال فيمينه قلت إذن يحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىء مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية

২৬৩। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের সম্পদ আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে, সে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার ওপরে ভীষণ অসন্তুষ্ট। বর্ণনাকারী (আবু ওয়াইল) বলেন, অতপর আশ্‌আস ইবনে কায়েস (রা) সেখানে আসলেন এবং বললেন, আবু আবদুর রহমান (আবদুল্লাহ্) তোমাদের কি বলেছেন? তারা বললো, এই এই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, আবু আবদুর রহমান সত্যই বলেছেন। মূলত আমার ব্যাপারেই এই হুকুম নাযিল হয়েছে। আমারও এক ব্যক্তির মধ্যে ইয়ামন দেশের এক খন্ড জমি নিয়ে বিবাদ ছিল। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার কাছে কোনো দলীল প্রমাণ আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেনঃ তোমার প্রতিপক্ষের ওপর তোমাকে নির্ভর করতে হবে। আমি বললাম, যে কোনো অবস্থায় সে শপথ করে ফেলবে। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের সম্পদ আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে সে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হলোঃ "যারা সামান্য পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজেদের কসমকে বিক্রি করে.........." আয়াতের শেষ পর্যন্ত (সূরা আল্ ইমরানঃ ৭৭)।

(حدثنا) إسحق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ثم ذكر نحو حديث الأعمش غير أنه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه

২৬৪। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কারো সম্পদ আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার ওপর খুবই অসন্তুষ্ট। হাদীসের পরবর্তী অংশ আ'মাসের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এ হাদীসে বর্ণনা করেছেনঃ আমারও এক ব্যক্তির মধ্যে একটি কূপ নিয়ে বিবাদ ছিলো। আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ দায়ের করলাম। তিনি বললেনঃ তুমি দু'জন সাক্ষী পেশ করো, অথবা তোমার প্রতিপক্ষ শপথ করবে।

(وحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ) سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

২৬৫। ইবনে মাস্‌উদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের সম্পদ আত্মসাত করার জন্য মিথ্যা শপথ করে সে আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ। আবদুল্লাহ্‌ (রা) বলেন, অতঃপর এ কথার সমর্থনে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে এ আয়াত পাঠ করলেনঃ "যারা সাময়িক স্বার্থের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা এবং তাদের শপথগুলোকে বিক্রি করে" আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

(حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو عَاصِمٍ الْحَنَفِيُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَلَكَ يَمِينُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

২৬৬। আলকামা ইবনে ওয়াইল থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (ওয়াইল) বলেন, হাদরা মাউতের এক ব্যক্তি এবং কিন্দার এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলো। হাদরামী বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল, এ ব্যক্তি আমার পৈত্রিক সম্পত্তি জবর দখল করে আছে, আর কিন্দী বললো, জমিটি আমার দখলে এবং আমিই তাতে চাষ বাস করি। তাতে এ ব্যক্তির কোনো অধিকার নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদরামীকে বললেনঃ তোমার কোনো সাক্ষী প্রমাণ আছে কি? সে বললো, না। তিনি বললেনঃ এমতাবস্থায় তোমার প্রতিপক্ষকে শপথ করতে হবে। সে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল, লোকটি পাপী, সে তো মিথ্যা শপথ করেই বসবে। সে কোনো পরোয়াই করবে না। তিনি বললেনঃ তোমার জন্যে এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। যখন ঐ ব্যক্তি কসম খাওয়ার জন্যে উঠে পড়লো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যদি সে মিথ্যা কসম করে অন্যের সম্পদ আত্মসাত করে, (কিয়ামাতের দিন) সে আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন।[২৭]

(وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ هٰذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي يَا رَسُولَ اللهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عِبْدَانَ قَالَ بَيِّنَتُكَ قَالَ لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ قَالَ يَمِينُهُ قَالَ إِذَنْ يَذْهَبُ بِهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَاكَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ إِسْحَقُ فِي رِوَايَتِهِ رَبِيعَةُ بْنُ عَيْدَانَ

২৬৭। ওয়াইল ইবনে হুজ্র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় দু'ব্যক্তি এক খন্ড

২৭. কোনো বিবাদপূর্ণ বিষয়ে সাক্ষী না পাওয়া গেলে বিবাদীকে কসম বা হলফ করার নির্দেশ দেয়া হয়। এ হলফের ওপর ভিত্তি করেই মামলার রায় দেয়া হয়। এমতাবস্থায় মিথ্যা কসম করে অন্যের ধন-সম্পদ হস্তগত করা বা আত্মসাৎ করা খুবই সহজ। কেউ যাতে এভাবে কারোর হক না মারে, সে সম্পর্কেই এ হাদীসে বলা হয়েছে এবং এর ভয়াবহ পরিনাম সম্পর্কেও সাবধান করা হয়েছে।

জমির বিবাদ নিয়ে তাঁর নিকট আসলো, তাদের একজন বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, এ ব্যক্তি জাহিলী যুগে আমার এক খন্ড জমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। বাদী ইমরুল কায়েস ইবনে আবেস আল্‌কিন্দী। আর বিবাদীর নাম রাবীআ ইবনে আবদান। বাদীর কথা শুনে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার দাবীর সমর্থনে দলীল প্রমাণ পেশ করো। সে বললো, আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই। তিনি বললেনঃ তোমার প্রতিপক্ষকে হল্‌ফ করিয়ে সে মতে রায় প্রদান করা হবে। সে বললো, ঐ ব্যক্তি শপথ করে আমার সম্পত্তি আত্মসাত করেই ছাড়বে। তিনি বললেনঃ এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, যখন ঐ ব্যক্তি কসম করার জন্যে দাঁড়ালো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অন্যের ভূমি হস্তগত করে,সে আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার ওপর চরম অসন্তুষ্ট। ইসহাক তাঁর বর্ণনায় বলেছেনঃ লোকটির নাম, রাবীআ ইবনে 'আইদান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১

যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ দখল করেত উদ্যত হয় তাকে হত্যা করা বৈধ। সে যদি এ অবস্থায় নিহত হয় তবে সে জাহান্নামী। আর যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়,সে শহীদ

(حَدَّثَنِى أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِى قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِى قَالَ قَاتِلْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِى قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِى النَّارِ

২৬৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এস বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনার কি মত, যদি কোনো ব্যক্তি এসে অন্যায়ভাবে আমার সম্পদ কেড়ে নিতে চায় (তখন আমি কি করবো)? তিনি বললেনঃ তুমি তাকে তোমার সম্পদ দিয়োনা। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, যদি সে আমার ওপর আক্রমণ করে তখন কি করবো? তিনি বললেনঃ তুমি তাকে হত্যা করে দাও। সে জিজ্ঞেস করলো, যদি সে আমাকে হত্যা করে? তিনি বললেনঃ তুমি হবে শহীদ। সে জিজ্ঞেস করলো, যদি আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেনঃ সে হবে জাহান্নামী।

(حدثنى الحسن بن على الحلوانى و إسحق بن منصور و محمد بن رافع وألفاظهم متقاربة قال إسحق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرنى سليمان الأحول) أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبى سفيان ما كان تيسروا للقتال فركب خالد بن العاص الى عبد الله ابن عمرو فوعظه خالد فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد

২৬৯। উমার ইবনে আবদুর রহমানের আযাদকৃত গোলাম সাবিত বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) ও আন্‌বাসা ইবনে আবু সুফিয়ানের (রা) মধ্যে (ঝরনার পানি সেচন নিয়ে) সম্পর্কের চরম অবনতি হলো এবং পরস্পর সংঘর্ষে অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। খালিদ ইবনে আস দ্রুত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমরের সাথে সাক্ষাত করেন। খালিদ তাকে কিছু নসিহত করলেন এবং সংঘর্ষ থেকে বিরত থাকার জন্যে অনুরোধ জানালেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আ'মর (রা) বললেন, তুমি কি অবগত নও যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার ধন সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ?

(وحدثنيه محمد بن حاتم) حدثنا محمد بن بكر (ح وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلى) حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الاسناد مثله

২৭০। মুহাম্মাদ ইবনে বকর ও আবু আসিম উভয়েই ইবনে জুরাঈজ থেকে উক্ত সিল্‌সিলায় ওপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২

যে শাসক জনগণের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলে সে জাহান্নামী

(حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو الأشهب) عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزنى فى مرضه الذى مات فيه قال معقل إنى محدثك حديثا سمعته من

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

২৭১। হাসান বস্‌রী থকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মা'কাল ইবনে ইয়াসার আল্‌-মুযানী (রা) যে রোগে ইন্তিকাল করেন, সে সময় উবাইদুল্লাহ্‌ ইবনে যিয়াদ (বস্‌রার শাসক) তাঁকে দেখতে গেলো। মা'কাল (রা) বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস শুনাবো যা আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। কিন্তু যদি আমি জানতে পারতাম যে, আমি আরো কিছুদিন জীবিত থাকবো, তাহলে, আজও আমি তোমাকে তা বর্ণনা করতাম না।[২৭] আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যদি কোনো বান্দাহকে আল্লাহ্‌ জনগণের শাসক নিযুক্ত করেন, আর সে তাদের অধিকার হরণ করে এবং খেয়ানতকারী হিসেবে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্‌ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।

(حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دَخَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ وَجِعٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَمْ أَكُنْ حَدَّثْتُكَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتَرْعِي اللَّهُ عَبْدًا رَعِيَّةً يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهَا إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ قَالَ أَلَّا كُنْتَ حَدَّثْتَنِي هٰذَا قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدَّثْتُكَ أَوْ لَمْ أَكُنْ لِأُحَدِّثَكَ

২৭২। হাসান বস্‌রী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাইদুল্লাহ্‌ ইবনে যিয়াদ মা'কাল ইবনে ইয়াসারের কাছে গেলেন। তখন তিনি (মা'কাল রা) রোগ শয্যায় শায়িত। ইবনে যিয়াদ তার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলো। মা'কাল (রা) বললেন, আমি তোমাকে একটি হাদীস শুনাবো যা ইতিপূর্বে তোমাকে শুনাইনি। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোনো বান্দাহ্‌কে আল্লাহ্‌ জনগণের শাসক নিযুক্ত করেন, আর সে যদি

২৭. উবাইদুল্লাহ, ইতিহাস- প্রসিদ্ধ কুখ্যাত যিয়াদের পুত্র। সে ছিল বয়সে যুবক। হযরত মুয়াবিয়ার (রা) পক্ষ থেকে বস্‌রার শাসক নিযুক্ত হয়েছিল। তার পিতার মতো সেও ছিল অত্যাচারী। হযরত মা'কাল (রা) একদিন জনগণের সামনে বললেন, আমি একে কিছু নসিহত করবো। এর পর হঠাৎ তিনি রোগ শয্যায় ঢলে পড়েন।

প্রজাবৃন্দের অধিকার হরণকারী ও খেয়ানতকারীরূপে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। (তাঁর কথা শুনে) ইবনে যিয়াদ বললো, আপনি এ হাদীসটি আমাকে ইতিপূর্বে কেন বর্ণনা করেন নি? তিনি বললেন, আমি আজও তোমাকে তা বর্ণনা করার ছিলাম না, তবুও বর্ণনা করতে বাধ্য হলাম।

(وحدثني القاسم بن زكريا. حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام قال) قال الحسن كنا عند معقل بن يسار نعوده فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل اني ساحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمعنى حديثهما

২৭৩। হাসান বসরী বলেন, আমরা মা'কাল ইবনে ইয়াসারের (রা) কাছে ছিলাম। এমন সময় উবাইদুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদ তাঁর নিকট আগমন করলো। মা'কাল (রা) তাকে বললেন; আমি তোমাকে একটি হাদীস বর্ণনা করবো যা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। .... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইয়াহ্ইয়া ও শাইবান ইবনে ফাররুখের বর্ণিত হাদীসের অর্থের অনুরূপ।

(وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى واسحق بن ابراهيم قال اسحق أخبرنا وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة) عن أبي المليح ان عبيد الله ابن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل اني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح الا لم يدخل معهم الجنة

২৭৪। আবুল মালীহ্ থেকে বর্ণিত। উবাইদুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদ মা'কাল ইবনে ইয়াসারকে (রা) দেখতে আসল। তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। মা'কাল (রা) তাকে বললেন, আজ আমি তোমাকে একটি হাদীস শুনাবো। যদি আমি মৃত্যু শয্যায় না হতাম তাহলে আজও তা তোমাকে বর্ণনা করতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের যাবতীয় ব্যাপারে শাসক নিযুক্তহয়ে তাদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিধান করলো না, এমতাবস্থায় সে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩

কারো কারো অন্তর থেকে আমানত (বিশ্বস্ততা) ও ঈমান উঠে যাবে এবং তদস্থলে অন্তর কলুষতা বিস্তার করবে

(حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جِذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الأَمَانَةِ قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصًى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِينًا حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا أَجْلَدَهُ مَا أَظْرَفَهُ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلَىَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ دِينُهُ وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ سَاعِيهِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلاَّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا

২৭৫। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দু'টি হাদীস শুনিয়েছেন। এর একটি বাস্তবায়িত হতে আমি দেখেছি এবং অপরটি বাস্তবায়িত হবার অপেক্ষায় আছে। তিনি আমাদেরকে বর্ণনা করেছেনঃ আমানত মানুষের অন্তরের গভীরে সংরক্ষিত। অতঃপর কুরআন নাযিল হল। লোকেরা কুরআন থেকে বিধি-বিধান অবগত হয়েছে এবং রাসূলের সুন্নাত থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেছে। অতপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে আমানত উঠে যাওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ মানুষ ঘুমিয়ে যাবে এবং তাদের অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হবে। কেবলমাত্র তার সামান্যতম প্রভাব অবশিষ্ট থাকবে। পুনরায় মানুষ ঘুমিয়ে

যাবে। আবার অবশিষ্ট আমানত তাদের অন্তর থেকে তুলে নেয়া হবে। অতপর জ্বলন্ত অঙ্গার পায়ে লেগে ফোস্কা পড়ে যাওয়ার ন্যায় চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট থাকবে। তুমি তা দেখবে উঁচু কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর ভেতর কিছুই নেই। অতপর তিনি একটি পাথর কুচি তুলে নিয়ে নিজের পায়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে দিলেন। আর অবস্থা এমন হবে যে, লোকেরা পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় করবে কিন্তু তাদের কেউ আমানত রক্ষা করবেনা। বলা হবে অমুক বংশে একজন আমানদার ব্যক্তি রয়েছে। তার সম্পর্কে এ কথাও বলা হবে সে কতইনা বুদ্ধিমান! কতইনা চালাক! কতইনা বাহাদুর! অথচ তার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমানও থাকবেনা।[২৮] বর্ণনাকারী বলেন, আমার ওপর এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে যে, আমি তোমাদের কারো সাথে ক্রয় বিক্রয় করতে এতটুকু দ্বিধা করতাম না। কারণ যদি সে মুসলিম হয়- ইসলামই তাকে প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি থেকে রক্ষা করবে। আর যদি সে খৃষ্টান কিংবা ইয়াহুদী হয় তবে তাদের শাসকই ধোঁকাবাজি ও বিশ্বাস ভঙ্গ থেকে তাদের রক্ষা করত। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি অমুক অমুক ব্যক্তি অর্থাৎ হাতে গোনা দু' এক জন লোক ব্যতীত কারো সাথে ক্রয়-বিক্রয় ও লেন-দেন করিনা।

وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي ووكيع ح وحدثنا اسحق
ابن ابراهيم حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الاسناد مثله

২৭৬। আ' মাশ থেকে এই সনদ সিল্‌সিলায় ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابو خالد يعنى سليمان بن حيان عن سعد
ابن طارق عن ربعي عن حذيفة قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه
وسلم يذكر الفتن فقال قوم نحن سمعناه فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل فى أهله وجاره قالوا
أجل قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن أيكم سمع النبى صلى الله عليه
وسلم يذكر الفتن التى تموج موج البحر قال حذيفة فأسكت القوم فقلت أنا قال أنت لله
أبوك قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب

---

২৮. আমানত ও ঈমান মূলতঃ একই বস্তু! তাই হাদীসে বলা হয়েছে "যার কাছে আমানত নেই, তার কাছে ঈমানও নেই।"

كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ قَالَ حُذَيْفَةُ وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ قَالَ عُمَرُ أَكَسْرًا لَا أَبَا لَكَ فَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ قُلْتُ لَا بَلْ يُكْسَرُ وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ ذٰلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ قَالَ أَبُو خَالِدٍ فَقُلْتُ لِسَعْدٍ يَا أَبَا مَالِكٍ مَا أَسْوَدُ مُرْبَادًّا قَالَ شِدَّةُ الْبَيَاضِ فِي سَوَادٍ قَالَ قُلْتُ فَمَا الْكُوزُ مُجَخِّيًا قَالَ مَنْكُوسًا

২৭৭। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমারের (রা) নিকট বসা ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের ফিত্না সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলোচনা করতে শুনেছি। লোকেরা বললো, হাঁ আমরা তাঁকে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি বললেনঃ তোমরা হয়ত কোনো ব্যক্তির পরিবার পরিজন ধন সম্পদ ও তার পাড়া-প্রতিবেশীর ফিতনার কথাই বুঝেছো। তারা বললো, হাঁ! তিনি বললেন, নামায, রোযা এবং সাদ্‌কা খয়রাত দ্বারা তো এগুলোর ক্ষতিপূরণ করা যায়। কিন্তু তোমাদের কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ঐ ফেৎনার কথা শুনেছে, যা সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত উত্থিত হয়ে চারদিক তোল পাড় করে ফেলবে? হুযাইফা (রা) বলেন, সব লোক নীরব হয়ে গেলো। তখন আমি বললাম, আমি আছি। তিনি বললেনঃ হাঁ, এ কাজ তোমারই। তুমিই বাপের বেটা (তোমার পিতা ভাল লোক ছিল) হুযাইফা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ মানুষের অন্তরে অবিরত একটির পর একটি ফিতনা আসতে থাকবে, যেভাবে চাটাই বুনার সময় এর পাতাগুলো একাধারে আসতে থাকে।[২৯] ফলে যে অন্তর তা গ্রহণ করবে তার মধ্যে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে। আর যে অন্তর তা গ্রহণ করবেনা তার মধ্যে একটি সাদা দাগ পড়ে যাবে। অবশেষে অন্তর দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একটি হবে মর্মর পাথরের মতো স্বচ্ছ ও সাদা। আস্‌মান ও যমীন যতদিন টিকে থাকবে কোনো প্রকারের ফিতনাই তার ক্ষতি করতে পারবেনা। আর কালো দাগ পড়া অন্তরটি হবে উপুড় হওয়া কলসীর

২৯. এ বাক্যে---শব্দের তিনটি পাঠ রয়েছে। অতএব তিনটি অর্থ হতে পারে। একটি অনুবাদে উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দটি--- হলে এর অর্থ হবেঃ ফিতনা এসে অন্তরের মধ্যে সংযুক্ত হয়ে যাবে-যেভাবে মাদুর শায়িত ব্যক্তির পার্শ্বদেশের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ বারবার এ ফিতনা আসতেই থাকবে। শব্দটি ---হলে এ অর্থ হবেঃ অন্তরের মধ্যে ফিতনা এসে মাদুরের মত সংযুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ্র আশ্রয় চাই আল্লাহ্র আশ্রয় চাই এই ফিতনা থেকে। অর্থাৎ, আল্লাহ! আমাদেরকে এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা করুন।

মতো। ভালকে ভাল হিসেবে এবং মন্দকে মন্দ হিসেবে তারতম্য করার যোগ্যতা তার থাকবেনা। ফলে যা ইচ্ছা তাই গ্রহণ করবে। হুযাইফা (রা) বলেন, আমি তাঁকে (উমার) বললাম, (এতে আপনার কোন ক্ষতি হবেনা কেননা) এ ফিতনার মাঝেও আপনার মাঝে এক বন্ধ দরজা রয়েছে। তা অচিরেই ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমার (রা) হতচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অকল্যাণ হোক, তা কি ভেঙ্গেই যাবে? যদি তা খুলে দেয়া হতো তা হলে হয়ত পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতো। আমি বললাম, না, তা ভেঙ্গেই দেয়া হবে। আমি তাকে এ কথাও বললাম যে, ঐ দরজাটি হচ্ছে, 'একটি মানুষ'। হয় তাকে হত্যা করা হবে। অথবা সে মৃত্যুবরণ করবে।[৩০] এগুলো কোন ভুল কথা নয়। আবু খালিদ বলেন, আমি সা'দকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু মালেক, "আসওয়াদে মুরবাদ্দ" অর্থ কি? তিনি বললেনঃ কালোর মধ্যে সাদার তীব্রতা। তিনি বলেন, আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, কূযু মুজাখ্খীয়ান কি? তিনি বললেন, অধমুখী কলসী।

(وحدثنى)
ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ حُذَيْفَةُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ جَلَسَ فَحَدَّثَنَا فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْسِ لَمَّا جَلَسْتُ إِلَيْهِ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتَنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَ أَبِي مَالِكٍ لِقَوْلِهِ مُرْبَادًّا مُجَخِّيًا

২৭৮। রিবঈ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হুযাইফা (রা) উমারের (রা) নিকট থেকে বিদায় হয়ে আমাদের মাঝে এসে বসলেন এবং আমাদেরকে বললেন; গতকাল যখন আমি আমীরুল মু'মিনীনের কাছে বসা ছিলাম তখন তিনি তাঁর সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন; ফিতনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো বাণী আপনাদের মধ্যে কেউ স্মরণ রেখেছেন কি? ......হাদীসের পরবর্তী অংশ আবু খালিদের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে আবু মালিক যে, 'মুরবাদ্দে মুজাখ্খীর' ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা এখানে উল্লেখ নেই।

---

৩০. 'একটি বন্ধ দরজা রয়েছে, যা অচিরেই ভেংগে যাবে। দরজাটি হচ্ছে একটি মানুষ। সে নিহত হবে অথবা মৃত্যু বরন করবে।' -এগুলো খুবই রহস্যপূর্ণ কথা। অপর বর্ণনা থেকে জানা যায় এই মানুষটি হচ্ছেন দ্বিতীয় খলীফা উমর (রা)। তার শাহাদাতের পর ফিতনার শুরু হয় এবং তা ব্যাপকতর হতে থাকে। উসমানের (রা) শাহাদাত, উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফীনের যুদ্ধ, খারিজী ফিতনা, আলীর (রা) শাহাদাত, ইসলামী খিলাফতের পরিসমাপ্তি, হাসান ভাতৃদ্বয়ের শাহাদাত, আহলে বাইতের অসম্মান, মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে সেল নিক্ষেপ করে এর মর্যাদা হানি- ইত্যাদি বিপর্যয়গুলো মুসলিম উম্মার ঐক্য, সংহতি, শান্তি-শৃংখলা ও ভ্রাতৃত্ব বোধকে খতম করে দেয়। উমরের (রা) শহীদ হওয়ার মধ্য দিয়ে বিপর্যয়ের যে বন্ধ দরজা খুলে গেছে তা আজো বন্ধ হয়নি। বরং দিন দিন বিপর্যয় আরো ব্যাপকতর হচ্ছে। বিশেষজ্ঞগণ 'দরজাটি হচ্ছে একজন মানুষ' বলতে উমারকেই (রা) মনে করেন। তবে সঠিক জ্ঞানের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা।

(وحدثنى محمد بن المثنى وعمرو بن على وعقبة ابن مكرم العمى قالوا حدثنا محمد بن أبى عدى عن سليمان التيمى عن نعيم بن أبى هند عن ربعى بن حراش) عن حذيفة أن عمر قال من يحدثنا أو قال أيكم يحدثنا وفيهم حذيفة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الفتنة قال حذيفة أنا وساق الحديث كنحو حديث أبى مالك عن ربعى وقال فى الحديث قال حذيفة حدثته حديثا ليس بالأغاليط وقال يعنى أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

২৭৯। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) বললেন, কে অথবা তিনি বললেন, আপনাদের কে আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফিতনা সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করতে পারবেন? হুযাইফাও (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হুযাইফা (রা) বললেন, আমি বলতে পারবো। --- অবশিষ্ট অংশ পূর্বের অনুরূপ। হুযাইফা (রা) বললেন, আমি তাঁকে (উমার রা) এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছি যার মধ্যে ভুল-ভ্রান্তির লেশ মাত্র নেই। বর্ণনাকারী বলেন, অর্থাৎ আমি যা কিছু বলেছি তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেই বলেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪

ইসলাম আগন্তুকের মত অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছিল। আবার অপরিচিতের মতই তা প্রত্যাবর্তন করবে এবং দুই মসজিদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তা গুটিয়ে আসবে

(حدثنا محمد بن عباد وابن أبى عمر جميعا عن مروان الفزارى قال ابن عباد حدثنا مروان عن يزيد يعنى ابن كيسان عن أبى حازم) عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء

২৮০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইসলাম আগন্তুকের মত অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়ে ছিল। আবার আগন্তুকের মতই অপরিচিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। এই গরীবদের জন্য মুবারকবাদ।[৩১]

وحدثنى محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قالا حدثنا شبابة بن سوار حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمرى عن أبيه عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية فى جحرها

২৮১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ স্বল্পসংখ্যক দরিদ্র মুহাজিরদের দ্বারাই ইসলামের সূচনা হয়েছিল। অচিরেই তা আবার সূচনা লগ্নের মত গরিবী অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। তা উভয় মসজিদের (মক্কা ও মদীনার) মধ্যবর্তী এলাকায় গুটিয়ে আসবে, যেমন সাপ তার গর্তের দিকে গুটিয়ে আসে।

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبى حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص ابن عاصم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها

২৮২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ঈমান (শেষ পর্যন্ত) মদীনায় এমন ভাবে গুটিয়ে আসবে যেমন সাপ তার গর্তের ভিতরে গুটিয়ে আসে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫

শেষ যামানায় ঈমান উঠে যাবে

(حدثنى زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت) عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض الله الله

৩১. ইসলামের সূচনা গুটি ক'জন লোকের দ্বারাই হয়েছে। তাদের অপরিসীম ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়েই তা ব্যাপক বিস্তৃতিলাভ করেছে। আবার কিয়ামতের পূর্বক্ষণে তা আবার গুটি কয়েক লোকের মধ্যে হয়ে যাবে অর্থাৎ শেষ যুগে ইসলাম ও ঈমান রক্ষা করা সূচনার যুগের মতই কঠিন হয়ে পড়বে। সূচনাতে ইসলাম মানুষের কাছে অপরিচিত মুসাফিরের মত আশ্রয়হীন ছিল। শেষ যুগেও একই অবস্থা হবে।

২৮৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে পর্যন্ত যমীনের বুকে আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলা হবে সে পর্যন্ত কিয়ামাত অনুষ্ঠিত হবেনা।[৩২]

(حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت) عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله

২৮৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলার মত একজন অবশিষ্ট থাকলেওকিয়ামাত অনুষ্ঠিত হবেনা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬

জীবনের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ঈমান লুকিয়ে রাখা জায়েয

(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق) عن حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحصوا لي كم يلفظ الإسلام قال فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا

২৮৫। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি নির্দেশ দিলেনঃ কতজন লোক ইসলাম গ্রহন করেছে তার হিসাব করে আমাকে বল। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি কি আমাদের সম্পর্কে কিছু আশংকা করেন? আমাদের সংখ্যা ছশো থেকে সাত শো' পর্যন্ত। তিনি বললেনঃ তোমরা জাননা, হয়ত তোমরা কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। রাবী বলেন, এরপর একসময় আমরা এমন পরীক্ষা ও বিপদের সম্মুখীন হই যে, আমাদের কোন কোন লোককে ভীত–সন্ত্রস্ত অবস্থায় আত্মগোপন করে নামায আদায় করতে হয়েছে।[৩৩]

---

৩২. অর্থাৎ সবচেয়ে মন্দ লোকদের মধ্যেই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যেমন পূর্বে এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের পূর্বক্ষণে ইয়ামন দেশের দিক থেকে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়ে হঠাৎ মু'মিন দেরকে মৃত্যু প্রদান করবে। অতঃপর ------মন্দ লোকেরাই অবশিষ্ট থেকে যাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭

দুর্বল ঈমানের লোকদের উৎসাহ প্রদান এবং নির্ভরযোগ্য প্রমান ছাড়া কাউকে মুমিন বলা নিষেধ

(حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ)عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِ فُلَانًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمٌ أَقُولُهَا ثَلَاثًا وَيُرَدِّدُهَا عَلَيَّ ثَلَاثًا أَوْ مُسْلِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ

২৮৬। আমের ইবনে সা'দ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সা'দ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মধ্যে কিছু মাল বন্টন করলেন, আমি বললাম. হে আল্লাহ্র রাসূল, অমুক কে দিন। কেননা সে মু'মিন। (বুখারীর রেওয়ায়েতে আছে, আমি তাকে মু'মিন বলে জানি)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ অথবা মুসলিম। আমি আমার কথাটি তিনবার বললাম এবং তিনিও "মুসলিম"[৩৪] কথাটি তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ আমি ব্যক্তি বিশেষকে দান করি; অথচ অন্য লোক আমার নিকট তার চেয়ে অধিক প্রিয়। তবে এ আশংকায় এরূপ করি যে, পাছে (সে কোনো গুনাহর কাজ করে বসে অথবা ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে মুরতাদ হয়েযায়) আল্লাহ্ তাকে উল্টোমুখে আগুনে ফেলে দেবেন।[৩৫]

(حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا

يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ

---

৩৩. কারো কারো মতে হযরত উসমানের (রা) খিলাফতের শেষ পর্যায়ে কুফার গভর্নর অলীদ ইবনে উক্বা প্রত্যেকটি না'মায ওয়াক্তের শেষ ভাগে পড়াতো। তাই লোকেরা গোপনে ওয়াক্তের প্রথমভাগে নামায পড়তো। কারো কারো মতে হযরত উস্মান (রা) সফর অবস্থায়ও কসর না করে পুরা নামায পড়তেন, তাই লোকেরা গোপনে কসর পড়তো। কেউ কেউ বলেন এটা ছিল হাজ্জাজ ইব্নে ইউসুফের ফিতনা ও মক্কা আক্রমনের সময়। আবার কেউ বলেন, সিফ্ফীনের যুদ্ধের সময় লোকেরা গোপনে নামায পড়তো, অন্যথায় ফিতনায় পতিত হবার আশংকা ছিল।

৩৪. অন্তরে বিশ্বাসীকে মু'মিন বলে, কাজেই ঈমানের সম্পর্ক হচ্ছে মূলতঃ অন্তরের সাথে। আর বাহ্যিকভাবে আত্ম সমর্পণ করে ইসলামের কাজ করলে তাকে মুসলিম বলা হয়। ফলে বাহ্যিক অবস্থার সাথে ইসলামের সম্পর্ক। সুতরাং নবীর (সা) কথার তাৎপর্য হচ্ছে তুমি তো তার অন্তরের খবর জানোনা। কাজেই তাকে মু'মিন না বলে মুসলিম বলাই উচিত।

৩৫. এ কথার তাৎপর্য এই যে, যার ঈমান সবল, তাকে তো রাসূলুল্লাহ্ (স) বেশী ভালোবাসেন। তাকে মাল না দিলে সে মন খারাপ করে কোনো গুনাহ্ বা কুফরীর দিকে যাবেনা। অপর দিকে দুর্বল ঈমানদারকে না দিলে তার কুফরীর দিকে চলে যাওয়ার আশংকা আছে। আর হৃদয় জয় করার জন্য তাবে দান করে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন।

أَبِي وَقَّاصٍ) عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ سَعْدٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَالَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَالَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا عَلِمْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَالَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمًا إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْ

২৮৭। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোককে কিছু দান করলেন। সা'দ (রা) সেখানে বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের একজনকে বাদ দিলেন, তাকে কিছুই দিলেন না। আমার মতে সেই ব্যক্তিই ছিলো সবচেয়ে উত্তম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, কি ব্যাপার আপনি অমুক কে বাদ দিলেন? আল্লাহ্র কসম, আমি তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেন, 'না, মুসলিম বলো। এরপর আমি কিছুক্ষণ চুপ রইলাম, পুনরায় সে কথাটি আমাকে প্রভাবিত করল। আমি আবার বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি অমুককে কেন বাদ দিলেন? আল্লাহ্র শপথ, আমি তাকে মু'মিন বলেই জানি'। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মুসলিম' বলো।। আমি কিছুক্ষণ চুপ রইলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তাতে প্রভাবিত হয়ে আবার বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি অমুক কে দান করছেন না কেন? আল্লাহ্র শপথ, আমি তাকে মু'মিন হিসেবেই জানি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'মুসলিম' বলো। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে আমি ব্যক্তি বিশেষকে দান করি। অথচ যাকে আমি দিচ্ছিনা সে আমার নিকট ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক প্রিয়। এই আশংকায় তাকে দান করি যে, পাছে সে এমন কোনো কাজ করতে পারে যদ্দরুন সে উল্টোমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

(حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ) حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ

أَنَّهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ وَزَادَ فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مَالَكَ عَنْ فُلَانٍ

২৮৮। আমের ইবনে সা'দ (রা) থেকে তার পিতা সা'দের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোককে কিছু দান করলেন। আমিও তাদের মধ্যে বসা ছিলাম। হাদীসের পরবর্তী অংশ ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ হাদীসে আরো আছেঃ 'অতঃপর আমি উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চুপে-চুপে বললাম,হে আল্লাহ্‌র রাসূল, ব্যাপার কি আপনি অমুককে দিচ্ছেন না কেন?

(وحدثنا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ) سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ هٰذَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي ثُمَّ قَالَ أَقِتَالًا أَيْ سَعْدُ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ

২৮৯। মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ (রা) এ সূত্রে ওপরের হাদীসে বর্ণনা করেছেন। এতে আরো আছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে আমার (সা'দ) ঘাড় ও বাহুর মাঝখানে আঘাত করে বললেনঃ হে সা'দ, তুমি কি লড়তে চাও? আমি নিশ্চিতই ব্যক্তি বিশেষকে দান করি -----(শেষ পর্যন্ত)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮

দলীল প্রমান অকাট্য হলে হৃদয়ে অধিক প্রশান্তি হাসিল হয়

(وحدثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ

أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ

وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ

২৯০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সন্দেহের ব্যাপারে ইব্রাহীম (আ) থেকে আমরা অধিক উপযুক্ত ছিলাম যখন তিনি বললেন; " প্রভু, তুমি কিভাবে মৃত্যুকে পুণর্জীবিত কর তা আমাকে দেখাও। তিনি (আল্লাহ) বললেনঃ তুমি কি বিশ্বাস করোনা? তিনি বললেন, হাঁ বিশ্বাস করি। তবে মনের প্রশান্তির জন্য আবেদন করছি (সূরা আল বাকারাঃ২৬০)। আর আল্লাহ্ লূতের (আ) ওপর রহমত ও দয়া করুন। তিনি সুদৃঢ় ও কঠিন আশ্রয় স্থল চেয়েছিলেন। যত কাল যাবত ইউসুফ (আ) বন্দী খানায় বন্দী ছিলেন, আমি যদি তদ্রুপ থাকতাম, তবে আহ্বানকারীর ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিতাম।[৩৬]

(وَحَدَّثَنِي بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ

ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ

---

(১) এখানে স্থূল দৃষ্টিতে চিন্তা করলে মনে হতে পারে ইবরাহীম (আঃ) সংশয়ে পতিত হয়েছেন। এরূপ ধারনা করা মূলতই ভুল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নবী হওয়া সত্ত্বেও ইবরাহীমের (আ) মধ্যে যদি সংশয় জাগত তাহলে অতি সহজেই আমার মনেও সংশয় দেখা দিত। কিন্তু তোমরা জান আমার মধ্যে কোন সংশয় নেই। অতএব ইবরাহীম আলাইহি সালামও সংশয়ে পতিত হননি। একটা বিষয় চাক্ষুসভাবে দেখার জন্য এটা ছিল আল্লাহ্‌র কাছে একজন নবীর আবেদন। যেমন ঈসা (আ) আসমান থেকে খাবার অবতীর্ণ করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আবেদন করেছিলেন– (সূরা মায়েদাঃ ১১৪)। তাছাড়া আমরা কুরআন মজীদেই দেখতে পাচ্ছি, মহান আল্লাহ্ বলছেনঃ তোমার কি বিশ্বাস হয় না? উত্তরে ইবরাহীম (আ) বলছেন, হাঁ, তবে আমার মনের প্রশান্তির জন্য, আত্মতৃপ্তির জন্য।

লূত আলাইহি সালামের কাওমকে ধ্বংস করার জন্য আযাবের ফেরেশতারা সুদর্শন যুবকদের বেশে আবির্ভূত হয়। দুশ্চরিত্র লোকেরা তাদের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হওয়ার জন্য অগ্রসর হয়। এ সময় লূত (আ) বলছিলেন, "আমার যদি শক্তি থাকত তাহলে তোমাদের সোজা করে দিতাম অথবা কোন মজবুত আশ্রয়স্থল পেলে সেখানে আশ্রয় নিতাম– (সূরা হুদঃ ৮০)। এখানে দেখা যাচ্ছে তিনি মজবুত আশ্রয়স্থল খুঁজছেন। অথচ একজন নবীর পক্ষে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর আশ্রয় বা সাহায্য চাওয়া সমীচীন নয়। বস্তুতঃ একথা বলে লূত (আ) মেহমানদের সামনে তাদের সম্মান সম্ভ্রমের হেফাজতের ব্যাপারে নিজের অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছেন। তিনি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা হারিয়ে একথা বলেননি। বরং কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ব্যতিব্যস্ত অবস্থায় একথা বলেছেন। ইমাম নববী এখানে মজবুত আশ্রয় স্থলের অর্থ করেছেন– "আল্লাহ্ তাআলা।

ইউসুফ (আ) দীর্ঘদিন ধরে মিসরের কারাগারে বন্দী ছিলেন। বাদশার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার জন্য লোকেরা যখন তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে আনতে গেল-- তিনি বললেন, আগে প্রমাণ হোক যে অপরাধে আমাকে কারাদন্ড দেয়া হয়েছে-- বাস্তবিকই আমি অপরাধী ছিলাম কিনা? ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে মহানবী (সা) বলেছেনঃ আমাকে যদি এরূপ প্রস্তাব দেয়া হত তাহলে আমি কোনরূপ শর্ত আরোপ না করেই জেল থেকে বেরিয়ে আসতাম। এই মন্তব্য করে তিনি ইউসুফ আলাইহিস সালামের মহান মর্যাদা, দৃঢ় মনোভাব এবং অবিচল মনোভাবের কথা তুলে ধরেছেন।

وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى جَازَهَا

২৯১। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব ও আবু উবাঈদ– আবু হুরাইরার (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ওপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন বর্ণনা করেছেন ইউনুস যুহ্‌রী থেকে। আর মালিকের হাদীসের মধ্যে আছেঃ "আমার হৃদয়ের প্রশান্তির জন্যে" (অর্থাৎ মৃতকে জীবিত করার দৃশ্যটি চাক্ষুষ দেখে নেয়ার ইচ্ছা রাখি)। অতঃপর নবী (র) আয়াতটির শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন।

حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِوَايَةِ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَنْجَزَهَا

২৯২। আবু উয়াইস তাঁর উক্ত সিল্‌সিলায় যুহ্‌রী থেকে মালিকের বর্ণনার অনুরূপ বলেছেন। এতে আরো আছেঃ অতঃপর নবী (স) এ আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৬৯

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র মানব জাতির জন্য পাঠানো হয়েছে এবং তাঁর দীন অন্য সব দীনকে রহিত করে দিয়েছে– এ কথাগুলো মেনে নেয়া ফরজ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৯৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ প্রত্যেক নবীকে তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের প্রায় অনুরূপ মুজিযা দেয়া হয়েছিল। অতপর লোকেরা তাঁর ওপর ঈমান আনে। কিন্তু আমাকে যে মুজিযা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে ওহী

(কুরআন) যা আল্লাহ তায়া'লা আমার ওপর নাযিল করেছেন। আমি আশাকরি, কিয়ামাতের দিন তাঁদের অনুসারীদের তুলনায় আমার অনুসারীদের সংখ্যা হবে সর্বাধিক।৩৭

(حدثنى يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب قال وأخبرنى عمرو أن أبا يونس حدثه عن) أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب النار

২৯৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে (আমি) মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ, বর্তমান মানবগোষ্ঠীর কোনো ইহুদী বা নাসারা আমার আবির্ভাবের সংবাদ শুনার পর, যে 'দ্বীন' নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যু বরণ করলে সে নিশ্চিতই জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمدانى) عن الشعبى قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبى فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون فى الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته فقال الشعبى حدثنى أبو بردة بن أبى موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبى صلى الله عليه

৩৭. একই সময়ে-দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় একাধিক নবী আগমন করেছিলেন। শরিয়তের দিক থেকে তাঁদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য না থাকলেও প্রত্যেকের মু'জিযা ছিলো পৃথক পৃথক। হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা একই নিয়মে চলে আসছে। ফলে নবীর তিরোধানের সাথে সাথে তার মু'জিযা ও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কাজেই তাঁদের অনুপস্থিতিতে পরবর্তীকালে ঈমান আনার মাধ্যম হিসেবে কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। যেমন হযরত মুসা (আ) লাঠির দ্বারাই মু'জিযা দেখিয়েছেন, তাঁর ওফাতের পর ঐ লাঠি দুনিয়াতে মওজুত থাকা সত্ত্বেও কোনো লাভ হয়নি। এর বিপরীত হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে মু'জিযা স্বরূপ দেয়া হয়েছে "আল কুরআন"। তাঁর জীবদ্দশায় তা যেমন মানুষের ঈমান আনার মাধ্যম ছিল, তাঁর অবর্তমানেও কিয়ামত পর্যন্ত একই অবস্থায় বহাল থাকবে।

وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيِّ خُذْ هٰذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هٰذَا إِلَى الْمَدِينَةِ و

২৯৫। ইমাম শা'বী থেকে বর্ণিত। তিনি (অধস্তন রাবী) বলেন, আমি খোরাসানের এক ব্যক্তিকে দেখেছি সে শা'বীকে জিজ্ঞেস করলো, হে আবু আমর, আমাদের খোরাসান বাসীরা বলে; যে ব্যক্তি তার ক্রীতদাসীকে আযাদ করার পর তাকে বিয়ে করে, সে যেন কুরবানীর উঠের ওপর সওয়ার হল। শা'বী বলেন, আবু বুরদা ইবনে আবু মুসা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তিন প্রকারের লোককে দ্বিগুন পুরস্কার দেয়া হবে। ১। আহ্লে কিতাবের লোক, যারা তাদের নবীর ওপর ঈমান এনেছে, অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের সময়–তাঁর প্রতিও ঈমান এনেছে, তাঁর আনুগত্য করেছে ও তাঁকে সত্যবাদী বলে মেনে নিয়েছে। তার জন্যে দ্বিগুন পুরস্কার রয়েছে। ২। অধীনস্থ গোলাম যে আল্লাহ্র হক আদায় করে এবং তার মনিবের হকও আদায় করে, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। ৩। কোন লোকের একটি বাঁদী আছে, সে তাকে উত্তমরূপে পানাহার করায়, তাকে সুন্দরভাবে সৎগুণাবলী সম্পন্ন করে গড়ে তোলে, অতঃপর তাকে স্বাধীন করে বিয়ে করে। তার জন্যেও দ্বিগুণ পুবস্কার রয়েছে। অতঃপর শা'বী খোরাসানের লোকটিকে বললেন; বিনা পরিশ্রমেই তুমি এ হাদীসটি নিয়ে যাও। অথচ এর চেয়ে ক্ষুদ্র একটি হাদীস সংগ্রহের জন্যে কোন ব্যক্তিকে সুদূর মদীনা পর্যন্ত যেতে হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

২৯৬। আবু বকর ইবনে আবু শাইবা, ইবনে আবু উমার ও উবাইদুল্লাহ্ ইবনে মুয়া'য এরা সকলেই সালেহ ইবনে সালেহ থেকে এই সনদ সিলসিলায় ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০

ঈসা ইবনে মরিয়মের (আ) অবতরন। তিনি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীআহ মুতাবিক পৃথিবীর শাসন কার্য পরিচালনা করবেন

(حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ) أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ

২৯৭। সাঈদ ইবনুল মুসাইযাব থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরাইরাকে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শপথ সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অনতিবিলম্বে মরিয়মের পুত্র (ঈসা আ) একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবে তোমাদের মাঝে (আসমান থেকে) অবতরণ করবেন। তিরি (খৃষ্টান ধর্মের প্রতীক) 'ক্রুশ' ভেংগে ফেলবেন , শুকর হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর তুলে দেবেন, অজস্র ধন-সম্পদ দান করবেন। কিন্তু তা গ্রহণ করার মত (গরীব) লোক পাওয়া যাবেনা।

(وحدثناه

عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح (وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ) حَدَّثَنِي يُونُسُ (ح وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي) عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ إِمَامًا مُقْسِطًا وَحَكَمًا عَدْلًا وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ حَكَمًا عَادِلًا وَلَمْ يَذْكُرْ إِمَامًا مُقْسِطًا وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ حَكَمًا مُقْسِطًا كَمَا قَالَ اللَّيْثُ. وَفِي حَدِيثِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ الْآيَةَ

২৯৮। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, ইউনুস ও সালেহ্ এরা সবাই উল্লেখিত সনদ সূত্রে হাদীসটি যুহ্রী থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে উয়াইনার রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে (ঈসা আ. অবতরণ করবেন) 'ন্যায়পরায়ন শাসক ও ন্যায়বিচারক হিসেবে'। আর ইউনুসের বর্ণনায় রয়েছেঃ 'সু-বিচারক হিসেবে'। কিন্তু তিনি إِمَامًا مُقْسِطًا শব্দের উল্লেখ করেননি। সালেহ্-এর বর্ণনায় حَكَمًا مُقْسِطًا শব্দ রয়েছে যেমনটি বর্ণনা করেছেন 'লাইস'। তবে উক্ত হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে, "এমন কি তখন আল্লাহ্কে একটি সিজ্দা দেয়া সমগ্র দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব সম্পদ থেকে অধিক উত্তম বলে গন্য হবে। অতঃপর আবু হুরাইরা (রা) বলেন, এর সমর্থনে তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি পড়তে পারোঃ "এবং আহ্লে কিতাবের মধ্যে এমন কেউ অবশিষ্ট থাকবেনা, যে ঈসার ওপর তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ঈমান আনবেনা"----- আয়াতের শেষ পর্যন্ত-(সূরা নিসাঃ ১৫৯)।

(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ

২৯৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্র শপথ, মরিয়মের পুত্র (ঈসা আ) ন্যায়পরায়ন শাসক হিসেবে নিশ্চিতই (আসমান থেকে) অবতরণ করবেন। (খৃষ্টান ধর্মের প্রতীক) ক্রুশ ভেংগে দিবেন, শুকর নিধন করবেন, জিযিয়া কর তুলে দেবেন. মালিক তার উট ছেড়ে দেবে অথচ কেউ তা ধরার জন্যে চেষ্টা করবেনা। (মানুষের অন্তর থেকে) কার্পণ্য, হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়ে যাবে। এবং লোকদেরকে ধন-সম্পদ গ্রহণ করার জন্যে আহবান করা হবে, অথচ কেউ-ই তা কবুল করবেনা।

(حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

৩০০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন ইবনে মরিয়ম (আ) তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন এবং তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের ইমাম নিযুক্ত হবে, তখন তোমাদের অবস্থা কিরূপ হবে?

(وحدثني محمد بن حاتم

حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع) أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم

৩০১। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন ইবনে মরিয়ম (আ) তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন এবং তোমাদের ইমাম হবেন তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে?

(وحدثنا زهير بن حرب حدثني الوليد بن مسلم حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم فقلت لابن أبي ذئب إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم قال ابن أبي ذئب تدري ما أمكم منكم قلت تخبرني قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم

৩০২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কতইনা আনন্দের কথা! যখন ইবনে মরিয়ম (আ) তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন, আর ইমাম হবেন তোমাদের থেকে । ওলীদ ইবনে মুসলিম বলেন, আমি ইবনে আবু যি'বকে বললাম; আওযায়ী আমাদেরকে যুহ্রীর সূত্রে, তিনি নাফে থেকে , তিনি

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ 'তোমাদের থেকেই তোমাদের ইমাম হবে'। ইবনে আবু যিব' বলেন, -- এর অর্থ সম্বন্ধে তুমি অবগত আছোকি? আমি বললাম, আপনিই অনুগ্রহ পূর্বক বলে দিন। তিনি বললেন, তোমাদের মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র কিতাব, তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসারী হয়েই তিনি তোমাদের ইমাম হবেন"।

حدثنا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ وَهرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالُوا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللّٰهِ هٰذِهِ الْأُمَّةَ.

৩০৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ আমার উম্মাতের এক দল লোক সত্যের ওপর বহাল থেকে অনবরত জিহাদে লিপ্ত থাকবে। তারা কিয়ামাত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে। তিনি বলেন, অতঃপর ঈসা ইবনে মরিয়ম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবতরণ করবেন। তখন তাদের আমীর বলবেন, জনাব, এগিয়ে এসে আমাদেরকে নামায পড়ান! তিনি বলবেন, 'না'। আপনারা একে অন্যের আমীর। আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এটা এ উম্মাতের মর্যাদা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১

যে সময়ে ঈমান আর কবুল হবে না

حدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ

النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَيَوْمَئِذٍ لَايَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي اِيمَانِهَا خَيْرًا

৩০৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে পর্যন্ত পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্য উদিত না হবে কিয়ামাত হবেনা। অতঃপর যখন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে তখন সমস্ত মানুষই আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনবে। কিন্তু ইতিপূর্বে যে ব্যক্তি ঈমান আনেনি অথবা ঈমানের সাথে ভাল কাজ করেনি ঐ ঈমান তার কোন উপকারে আসবেনা।

(حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩০৫। উল্লেখিত সূত্র গুলোতে ওপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সমস্ত বর্ণনা কারীর হাদীস আবু হুরাইরা (রা) থেকেই বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

(وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ جَمِيعًا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

أَبِي حَازِمٍ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ اِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي اِيمَانِهَا خَيْرًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ

৩০৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিনটি নিদর্শন যখন প্রকাশ পাবে তখন কোনো ব্যক্তির ঈমান তার কোনো উপকারে আসবেনা যদি সে ইতি পূর্বে ঈমান না এনে থাকে অথবা ঈমানের সাথে কোনো নেক আমল সঞ্চয় না করে থাকে (নিদর্শন তিনটি হচ্ছে) পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্য উদিত হওয়া, দাজ্জালের আবির্ভাব ও দাব্বাতুল আরদ বা যমীন থেকে একটি জন্তুর আবির্ভাব।[৩৮]

(حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ سَمِعَهُ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ أَبِيهِ) عَنْ أَبِي ذَرٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ الشَّمْسُ قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ تَجْرِي حَتّٰى تَنْتَهِيَ اِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سَاجِدَةً فَلَا تَزَالُ كَذٰلِكَ حَتّٰى يُقَالَ لَهَا ارْتَفِعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا ثُمَّ تَجْرِي حَتّٰى تَنْتَهِيَ اِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سَاجِدَةً وَلَا تَزَالُ كَذٰلِكَ حَتّٰى يُقَالَ لَهَا ارْتَفِعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا ثُمَّ تَجْرِي لَا يَسْتَنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا حَتّٰى تَنْتَهِيَ اِلَى مُسْتَقَرِّهَا ذَاكَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ لَهَا ارْتَفِعِي أَصْبِحِي طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِكِ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَتٰى

---

৩৮. 'দাব্বাতুল আরদ' সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এভাবে বলা হয়েছেঃ"আর যখন আমাদের কথা পূর্ণ হওয়ার সময় তাদের উপর এসে পৌঁছবে, তখন আমরা তাদের জন্য একটি জন্তু জমীন থেকে বের করব। এটা তাদের সাথে কথা বলবে"–(সূরা নামলঃ ৮২)। অধিক ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআনে সূরা নামলের ১০১ নম্বর টীকা দেখুন।

ذَاكُمْ ذَاكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا

৩০৭। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কি জানো এই সূর্য কোথায় যায়? তাঁরা বললো, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বলেনঃ তা যেতে যেতে আরশের নীচে নিজের স্থানে পৌঁছে–সিজ্‌দায় অবনত হয় এবং এ অবস্থায় পড়ে থাকে। অবশেষে বলা হয়, সিজদা থেকে উঠো এবং যেখান থেকে এসেছো সেখানে ফিরে যাও। অতঃপর তা নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে এসে উদিত হয় এবং স্বাভাবিক ভাবেই নিজ কক্ষপথে চলতে থাকে। লোকেরা এটাকে মোটেই অস্বাভাবিক মনে করেনা। এভাবে চলতে চলতে তা আবার আরশের নীচে গিয়ে সিজদায় পড়ে উদিত হবার অনুমতি চায়। একদিন একে বলাহবে –যাও! যে স্থানে অস্ত গিয়েছো সেখান থেকে উদিত হও। সুতরাং সকালবেলা তা পশ্চিম দিকে উদিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এটা কোন দিন ঘটবে তা কি তোমরা জানো? যে দিন কোনো ব্যক্তির ঈমান তার কোনো উপকারে আসবেনা যদি সে ইতিপূর্বে ঈমান না এনে থাকে, অথবা ঈমানের সাথে কোন ভাল কাজ না করে থাকে।[৩৯]

(وحدثني عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ) عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ

৩০৮। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমরা কি জানো এ সূর্য কোথায় যায়"? পরবর্তী বর্ণনা ইবনে উলাইয়ার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ (অর্থের দিক থেকে)।

(وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ

---

৩৯. এ হাদীসে মূলকথা যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে সূর্য প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার হুকুমের আনুগত্যকারী। এর উদয়–অস্ত আল্লাহর হুকুমেই হয়ে থাকে। আমরা নামাযে যেভাবে সিজদা করে থাকি–সূর্যের সিজদা করাটা ঠিক এই অর্থে নয়। বিশ্বের প্রতিটি জিনিস আল্লাহ্‌র সামনে সিজদারত বলে কুরআন আমাদেরকে অবহিত করে সূর্যের সিজদা ঠিক এই অর্থে বলা হয়েছে।

هَلْ تَدْرِى أَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ فِى السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا ارْجِعِى مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا قَالَ ثُمَّ قَرَأَ فِى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ وَذٰلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا

৩০৯। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথায় বসা ছিলেন। যখন সূর্য অস্ত গেলো, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি জানো হে আবু যার! এ সূর্য কোথায় যায়? আমি জবাব দিলাম, আল্লাহ্ও তাঁর রাসূলই বেশী জানেন। তিনি বললেনঃ তা তার কক্ষপথে যেতে যেতে সিজদা করার অনুমতি চায়। তখন একে অনুমতি দেয়া হয়। অতঃপর একবার একে বলা হবে, যাও, যে স্থান দিয়ে এসেছো সেখান (পশ্চিম দিক) থেকেই উদিত হও। অতঃপর তা অস্ত যাওয়ার স্থান দিয়েই উদিত হবে। অতঃপর তিনি (নবী সা) এ আয়াত পাঠ করলেনঃ "ওয়া যালিকা মুস্তাকাররুল-লাহা" (এটাই তার স্থিতি স্থল)। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) এভাবেই পাঠ করতেন।

(حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ) عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا قَالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ

৩১০। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহ্ তাআ'লার এ বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলামঃ "আর সূর্য তার মঞ্জিলে চলে যাচ্ছে"–(সূরা ইয়াসীনঃ ৩৮)। তিনি বললেনঃ এর নির্ধারিত মঞ্জিল আরশের নীচে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২

রাসূলুল্লাহর (স) প্রতি ওহী নাযিলের সূচনা

(حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ أُولَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ثُمَّ قَالَ لِخَدِيجَةَ أَيْ خَدِيجَةُ مَا لِي وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ قَالَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي قَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ كَلَّا أَبْشِرْ فَوَاللهِ لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا وَاللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ ابْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخِي أَبِيهَا وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ أَيْ عَمِّ اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا

تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَارَآهُ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوسُ الَّذِى أُنْزِلَ عَلٰى مُوسٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالَيْتَنِى فِيهَا جَذَعًا يَالَيْتَنِى أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَمُخْرِجِىَّ هُمْ قَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِىَ وَإِنْ يُدْرِكْنِى يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا

৩১১। উরওয়া ইবনে যুবাইরকে (রা) তাঁর খালা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়িশা (রা) অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ প্রথম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যে ওহী আসতো তা ছিলো ঘুমের মধ্যে তাঁর সত্য স্বপ্ন। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা ভোরের আলোর ন্যায় সুস্পষ্ট হতো। অতঃপর তাঁর কাছে নির্জনবাস ভালো লাগলো। তাই তিনি একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত নিজ পরিবারের নিকট না গিয়ে হেরা গুহায় নির্জন পরিবেশে ইবাদাতে মগ্ন থাকতে লাগলেন। আর এ উদ্দেশ্যে কিছু খাদ্য দ্রব্যও সঙ্গে নিয়ে যেতেন, পরে তিনি খাদীজার (রা) নিকট ফিরে এসে আবার ঐরূপ কয়েক দিনের জন্যে কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এভাবে হেরা গুহায় থাকা কালে তাঁর নিকট সত্য (ওহী) এলো। ফিরিশ্‌তা (জিব্‌রীল) এসে তাঁকে বললেন, পড়ুন! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ আমি তো পড়তে পারিনা। তিনি বললেন , তখন ফিরিশ্‌তা আমাকে ধরে এতো জোরে আলিংগন করলেন যে, এতে আমি চরম কষ্ট অনুভব করলাম। এরপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন! আমি বললাম, আমি পড়তে পারিনা। তখন তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে ধরে খুব জোরে আলিংগণ করলেন। এতে আমার খুব কষ্টবোধ হলো। এবারও তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন! আমি বললাম,আমি পড়তে পারিনা। তিনি বলেনঃ ফিরিশতা তৃতীয়বার আমাকে ধরে খুব জোরে আলিঙ্গন করায় আমার ভীষণ কষ্ট হলো। তিনি এবার আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেনঃ

"আপনার রবের নামে পড়ুন যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তিনি জমাট রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন! আপনার রব অতীব সম্মানিত। তিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।" রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত গুলো আয়ত্ব করে এমন অবস্থায় বাড়ি ফিরলেন যে, ভয়ে তাঁর হৃদয় কাঁপ্‌ছিলো। অবশেষে খাদীজার (রা) কাছে গিয়ে বললেনঃ আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে দাও। তখন তাঁরা চাদর দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে দিলেন। পরে তাঁর ভয় কেটে গেলে, তিনি খাদীজাকে বললেনঃ হে খাদীজা, আমার কি হয়ে গেল। তিনি তার কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং বললেনঃ আমি আমার জীবনের আশংকা করছি। কিন্তু খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন, না, এমনটি কখনো হতে পারে না। আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর কসম, আল্লাহ্ কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না। কেননা আপনি কতগুলো বিশেষগুনের অধিকারী। আল্লাহ্‌র শপথ,

আপনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, সত্য কথা বলেন, দুর্বল ও দুঃখীদের সেবা করেন, বিপন্ন ও বঞ্চিতদেরকে উপার্জনক্ষম করেন, মেহমানদারী করেন, বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন। খাদীজা (রা) তাঁকে (রাসূলুল্লাহ্ (সা) সঙ্গে নিয়ে তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেল ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উয্যার নিকট গেলেন। ওয়ারাকা জাহেলী যুগে ঈসায়ী ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি আরবী লিখতেন এবং আরবী ভাষায় ইঞ্জিলের অনুবাদ করতেন। এ সময় তিনি ছিলেন একদিকে বয়ঃবৃদ্ধ অপরদিকে অন্ধ। খাদীজা (রা) তাঁকে, তাঁর ভাতিজা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনতে বললেন। ওয়ারাকা ইবনে নওফেল বললেনঃ হে ভাইপো! তুমি কি দেখেছো, আমাকে বলো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনালেন। তাঁর কথাশুনে ওয়ারাকা বললেন, এ সেই দূত (জিব্রীল) যাঁকে মূসার (আ) নিকট প্রেরণ করা হয়েছিলো। হায়! আমি যদি শক্তিমান যুবক থাকতাম। হায়! আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম, যখন তোমার স্ব-জাতি তোমাকে দেশ (মক্কা) থেকে বের করে দেবে! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তারা কি সত্যই আমাকে বের করে দেবে? ওয়ারাকা বললেন, হাঁ! তুমি যা নিয়ে (এ মাটির পৃথিবীতে) এসেছো এ জাতীয় কোনো কিছু নিয়ে ইতিপূর্বে যে কোনো ব্যক্তিই এসেছে, তার সাথে শত্রুতাই করা হয়েছে। যে দিন তোমার নবুওয়াত প্রকাশ হবে তখন আমি বেঁচে থাকলে তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতাম।

(وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَا يُحْزِنُكَ اللَّهُ أَبَدًا وَقَالَ قَالَتْ خَدِيجَةُ أَيِ ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ

৩১২। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'প্রথম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যে ওহীর সূচনা হয়'.......। অতঃপর হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইউনুসের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে কিছুটা শব্দগত পার্থক্য রয়েছে। যেমন, খাদীজা (রা) আল্লাহর শপথ, আল্লাহ আপনাকে কখনো দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতায় নিক্ষেপ করবেন না। খাদীজা (রা) ওয়ারাকাকে সম্বোধন করে বললেন; হে আমার চাচার পুত্র, (পেছনের হাদীসে 'ইবন' শব্দটি উল্লেখ নেই।। তোমার ভাইপো কি বলে তা শুনো।

(وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ

خَالِدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ) قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ إِلَى خَدِيجَةَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ حَدِيثِهِمَا مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ وَتَابَعَ يُونُسَ عَلَى قَوْلِهِ فَوَاللّٰهِ لَا يُخْزِيكَ اللّٰهُ أَبَدًا وَذَكَرَ قَوْلَ خَدِيجَةَ أَيِ ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ

৩১৩। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়িশা (রা) বলেনঃ অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহা থেকে এমন অবস্থায় বাড়ি ফিরলেন যে, ভয়ে তাঁর অন্তর কাঁপছিলো। এরপর হাদীসের অবশিষ্ট ঘটনা ইউনুস ও মা'মারের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাদের উভয়ের বর্ণিত হাদীসের প্রথম অংশে "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী আসার প্রথম অবস্থা ছিলো সত্য–স্বপ্ন"– এ বাক্যটির উল্লেখ নেই। তবে –"আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্ কখনো আপনাকে অপমান করবেন না"– এ বাক্য বর্ণনায় ইউনুসের অনুসরণ করেছেন, এবং এ কথাও বর্ণনা করেছেন যে, "খাদীজা ওয়ারাকাকে বললেন; হে আমার চাচাত ভাই, তোমার ভাইপো কি বলেন, তা শুনে নাও।"

(وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ) أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَدَثَّرُونِي فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَهِيَ الْأَوْثَانُ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ

৩১৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) – যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবীও– বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর বিরতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন[৪০], একদা আমি পথ চলছিলাম। আসমান থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি মাথা উঁচু করে তাকিয়ে দেখি, হেরা গুহায় যেই ফিরিশ্‌তা আমার নিকট এসেছিলেন তিনি আসমান ও যমীন জুড়ে একটি কুরসীতে বসে আছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাকে দেখে আমি এমন ভীত হলাম যে, আমার বুক কেঁপে উঠলো। এ অবস্থায় আমি বাড়ি ফিরলাম এবং আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিতে বললাম। তারা (উপস্থিত লোকেরা) আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলো। এ সময় আল্লাহ তা'য়ালা নাযিল করলেনঃ "হে চাদর জড়ানো ব্যক্তি! ওঠো, লোকদেরকে সতর্ক করো। তোমার প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। তোমার কাপড় চোপড় পবিত্র রাখো। মলিনতা পুতিগন্ধময়তা থেকে দূরে থাক"– (সূরা আল্ মুদ্দাসসিরঃ ১–৫)। এখানে মলিনতা অর্থ মূর্তিপূজা। এরপর ধারাবাহিকভাবে ওহী নাযিল হতে থাকে।[৪১]

(وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول) أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبينا أنا أمشي ثم ذكر مثل حديث يونس غير أنه قال فجئثت منه فرقا حتى هويت الى الأرض قال وقال أبو سلمة والرجز الأوثان قال ثم حمي الوحي بعد وتتابع

৩১৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন 'অতঃপর আমার কাছে ওহী আসা বন্ধ থাকল। একদিন আমি পথ চলছিলাম'। হাদীসের বাকী অংশ ইউনুসের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে আরো বলেছেনঃ "তাঁকে (জিব্‌রীল) দেখে আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যমীনে পড়ে গেলাম।" ইবনে শিহাব বলেন, আবু সালামা বলেছেন, 'আর্–রুজ্‌য' অর্থ হচ্ছে 'মূর্তি, প্রতিমা', তিনি আরো বলেছেন; অতঃপর ধারাবাহিকভাবে ওহী আসতে লাগলো।

---

৪০. প্রথমবার ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর কিছুকাল তা বন্ধ থাকে।

৪১. আয়াতের মধ্যে 'মলিনতা' দ্বারা সর্বপ্রকারের অপবিত্রতার কথাই বলা হয়েছে, অপবিত্রতার প্রথমটি হচ্ছে শিরক ও মূর্তিপূজা। এটি হচ্ছে অপবিত্রতার মূল। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আকিদা গতঃবাতিল ও গোমরাহী চিন্তা–ধারণা। এটা মানুষকে শিরক ও নাস্তিকতার পর্যায়ে পৌঁছে দেয়।

(وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر) عن الزهري بهذا الاسناد نحو حديث يونس وقال فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر الى قوله والرجز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان وقال فجئثت منه كما قال عقيل

৩১৬। যুহরী থেকে এই সনদ সিলসিলায় ইউনুসের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি বলেছেনঃ অতঃপর মহা ক্ষমতাশালী আল্লাহ্ তা'য়ালা يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ থেকে وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ পর্যন্ত নাযিল করলেন। الرُّجْزُ শব্দের অর্থ হচ্ছে মূর্তি বা প্রতিমা। এ আয়াতগুলো নামায ফরয হওয়ার পূর্বে নাযিল হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'তাঁকে (জিব্রীলকে) দেখে আমি ভয় পেয়েছিলাম। উকাইলের বর্ণনায় এরূপ উল্লেখ আছে।

(وحدثنا زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال سمعت) يحيى يقول سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبل قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ فقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أر أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أر أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي فاذا هو على العرش في الهواء يعني جبريل عليه السلام فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت دثروني فدثروني فصبوا على ماء فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر

৩১৭। ইয়াহিয়া বলেন, আমি আবু সালামাকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, কুরআনের কোন্ অংশ সর্ব প্রথম নাযিল হয়েছে? তিনি বলেন- يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ আমি বললাম, না কি إِقْرَأْ ? অতঃপর তিনি বললেনঃ আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) জিজ্ঞেস করেছিলাম, কুরআনের কোন্ অংশ সর্ব প্রথম নাযিল করা হয়েছে? তিনি বললেন, يا ايها المدثر আমি বললাম না কি اقرأ ? আমার প্রশ্নর জবাবে জাবির (রা) বললেন;

আমি তোমাদেরকে ঐ হাদীসটিই বর্ণনা করবো যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ আমি হেরা গুহায় এক নাগাড়ে এক মাস ইবাদাতে কাটালাম, সেখানে ইতিকাফ শেষ হলো, আমি ওখান থেকে অবতরণ করে উপত্যকার মাঝখানে এসে পৌছলে আমাকে ডাকা হলো। আমি আমার সামনে ও পেছনে এবং ডানে ও বামে তাকালাম, কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেলাম না। পুনরায় আমাকে ডাকা হলো। আমি তাকালাম, কিন্তু এবার ও কাউকে দেখতে পেলাম না। আবার আমাকে ডাকা হলো। এবার আমি মাথা তুলে ওপরে তাকালাম। দেখলাম সেই ফিরিশ্‌তা অর্থাৎ জিব্‌রীল (আ) শূণ্যের ওপর একটি সিংহাসনে বসে আছেন তাঁকে দেখে আমি ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গেলাম। অমনি খাদীজার কাছে এসে বললামঃ আমাকে কম্বল দিয়ে জড়াও এবং আমার শরীরে পানি ঢালো। তারা আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দিলো আর আমার শরীরে পানিও ঢাললো। এরপর আল্লাহতা'য়ালা নাযিল করলেনঃ "হে কম্বল আবৃত ব্যক্তি, ওঠো! তোমার কওমকে সাবধান করো। তোমার রবের মহত্ব ঘোষণা করো এবং তোমার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র করো।"

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ ابْنُ الْمُبَارَكِ) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

৩১৮। ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর থেকে এই সনদে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আমি তাকাতেই দেখলাম, তিনি (জিব্‌রীল ফিরিশ্‌তা) আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীতে বসে আছেন'।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকাশ ভ্রমণ (মি'রাজ) এবং নামায ফরয হওয়ার বর্ণনা।[৪২]

(حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ

৪২. নবুয়াত প্রাপ্তির দ্বাদশ বর্ষের ২৭ রজব এবং হিজরাতের তের বছর পূর্বে মিরাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। হযরত খাদিজার (রা) ইন্তিকালের পর এই ঘটনা ঘটে।

الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ قَالَ فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ
الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ
عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ
وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ فَرَحَّبَ بِي
وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ
جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابْنَيِ
الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمَا فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ
بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ
فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَقَدْ
بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ
وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ
قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِهٰرُونَ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ
عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ

بعث اليه ففتح لنا فاذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لى بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا فاذا أنا بابراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون اليه ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله إلى ما أوحى ففرض على خمسين صلاة فى كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك قلت خمسين صلاة قال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف فان أمتك لا يطيقون ذلك فانى قد بلوت بني اسرائيل وخبرتهم قال فرجعت الى ربى فقلت يارب خفف على أمتى فحط عنى خمسا فرجعت الى موسى فقلت حط عنى خمسا قال ان أمتك لا يطيقون ذلك فارجع الى ربك فاسأله التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربى تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد انهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فان عملها كتبت له عشرا ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فان عملها كتبت سيئة واحدة قال فنزلت حتى انتهيت الى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت الى ربى حتى استحييت منه

৩১৯। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর মি'রাজ সম্পর্কে) বলেনঃ আমার কাছে বোরাক আনা হলো। তা ছিল সাদা রং-এর একটি জানোয়ার। আকৃতিতে গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চাইতে ছোট। (এর চলার গতিবেগ হচ্ছে) যেখানে তার দৃষ্টি পৌঁছে সেখানেই তার প্রতিটি পদক্ষেপ গিয়ে পৌছায়। তিনি বলেন, আমি তার ওপর সওয়ার হয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস এসে উপস্থিত হলাম। অতঃপর অন্যান্য নবীরা যে খুঁটির সাথে তাঁদের সওয়ারীর পশুগুলো বেঁধেছিলেন আমিও আমার সওয়ারী তার সাথে বেঁধে নিলাম। এরপর আমি মসজিদে (মসজিদে আক্সায়) প্রবেশ করে সেখানে দু'রাকাআ'ত নামায আদায় করলাম। নামায শেষে মসজিদ থেকে বাইরে আসলে জিব্‌রীল (আ) আমার জন্যে এক পাত্র মদ ও এক পাত্র দুধ এনে হাযির করলেন। কিন্তু আমি দুধের পাত্রটিই গ্রহণ করলাম। জিব্রীল আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি ফিতরাতকে বেছে নিয়েছেন। অতঃপর বোরাক আমাদেরকে নিয়ে আসমানে উপণীত হলো। জিবরীল আকাশের দ্বার খুলতে অনুরোধ করলেন। জিজ্ঞেস করাহলো,আপনি কে? বললেনঃ আমি জিব্‌রীল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মদ (সা)। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হাঁ, তাঁকে ডাকা হয়েছে। তখন আমাদের জন্যে দ্বার খোলা হলো। সেখানে উপস্থিত হয়ে আমি আদম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে খোশ্ আমদেদ জানিয়ে আমার জন্যে দো'আ করলেন। অতঃপর আমরা দ্বিতীয় আকাশের দ্বারে গিয়ে উপনীত হলাম। জিব্‌রীল (আ) দরজা খোলার অনুরোধ জানালেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে আপনি? বললেন, আমি জিব্‌রীল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সঙ্গে কে? বললেন, মুহাম্মাদ (সা) জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? বললেন, হাঁ, তাঁকে ডাকা হয়েছে। অতঃপর দরজা খোলা হলো। সেখানে গিয়ে আমার দুই খালাতো ভাই ঈসা ইবনে মরিয়ম ও ইয়াহ্ইয়া ইবনে যাকারিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত পেলাম। তাঁরা আমাকে মুবারকবাদ জানিয়ে আমার জন্যে দোয়া করলেন। এরপর আমরা তৃতীয় আকাশের নিকট উপনীত হলাম। জিবরীল (আ) দরজা খোলার জন্য অনুরোধ করলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? বললেন, আমি জিবরীল। জিজ্ঞেস করা হলো আপনার সঙ্গে কে? বললেন, মুহাম্মাদ (সা)। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হাঁ, তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। অতঃপর আমাদের জন্যে দরজা খোলা হলো। এখানে পৌঁছে ইউসুফ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত হল। তিনি এমন এক খুবসুরত ব্যক্তি, অর্ধেক সৌন্দর্যই তাঁকে দান করা হয়েছে। তিনি আমাকে খোশ্ আমদেদ জানিয়ে আমার জন্যে কল্যাণ কামনা করলেন। এবার আমরা চতুর্থ আকাশের কাছে গিয়ে উপনীত হলাম। জিব্‌রীল (আ) দ্বার খোলার জন্য অনুরোধ করলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? বললেন, আমি জিব্‌রীল! জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মাদ (সা)। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হাঁ, তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তখন দরজা খোলা হলো। ওখানে পৌঁছে ইদ্রিস আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত হল। তিনি আমাকে খোশ্ আমদেদ জানিয়ে আমার জন্যে মঙ্গল কামনা করলেন, তাঁর সম্পর্কেই মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেনঃ "আমি তাঁকে দান করেছি উচ্চ

মর্যাদা" (সূরা মরিয়ম)। অতঃপর আমরা পঞ্চম আকাশের নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলাম। জিবরীল (আ) দরজা খোলার জন্য অনুরোধ করলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? বললেন, জিব্‌রীল! জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সঙ্গে কে? বললেন, মুহাম্মাদ (সা)। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হাঁ, ডেকে পাঠানো হয়েছে। অতঃপর দরজা খোলা হলো। আমি ওখানে পৌঁছে হারুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমার জন্যে মঙ্গল কামনা করলেন। এবার আমরা ষষ্ঠ আকাশের কাছে গিয়ে উপনীত হলাম। জিবরীল (আ) দরজা খোলার জন্য অনুরোধ করলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? বললেন, জিব্‌রীল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সঙ্গে কে? বললেন, মুহাম্মাদ (সা)। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন হাঁ, তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এরপর আমাদের জন্যে দরজা খোলা হলো। সেখানে গিয়ে আমি মূসা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। আমার জন্যে মঙ্গল কামনা করলেন। অতঃপর আমরা সপ্তম আকাশের কাছে গিয়ে উপনীত হলাম। জিবরীল (আ) দরজা খোলার জন্য অনুরোধ করলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? বললেন, জিব্‌রীল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মাদ (সা)। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হাঁ, তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এবার আমাদের জন্যে দরজা খোলা হলো। ওখানে গিয়ে আমি ইবরাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত পাই। তিনি বাইতুল মা'মুরের সাথে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। এই মসজিদে প্রত্যহ সত্তর হাজার করে ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করেন। কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের কেউ পুনরায় সে ঘরে প্রবেশ করবেন না। অতঃপর তিনি (জিবরীল আ) আমাকে সঙ্গে নিয়ে সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা' পর্যন্ত পৌঁছলেন। (সীমান্তের মধ্যে কুলবৃক্ষ) দেখলাম উক্ত বৃক্ষের পাতা হচ্ছে হাতীর কানের মতো বৃহৎ আকারের এবং ফল হচ্ছে বড় বড় মট্‌কীর মতো ও পুরু। এমন অপরূপ রংয়ে তা আবৃত, আল্লাহ্‌র কোনো সৃষ্ট প্রাণীর পক্ষে এর সৌন্দর্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এ সময় আল্লাহ্‌তা'য়ালা আমার নিকট যা ওহী বা নির্দেশ পাঠানোর ছিল তা পাঠালেন। আমার ওপর প্রত্যেক দিন ও রাত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হলো। ফেরার পথে আমি মূসার (আ) নিকট পৌঁছলে, আমার উম্মাতের ওপর আমার প্রভু কি ফরয করেছেন, তা জানতে চাইলেন। আমি বললাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায। তিনি (মূসা আ) বললেন, আপনার প্রভুর কাছে ফিরে যান এবং তা আরো কমিয়ে দেয়ার জন্য আবেদন করুন। কেননা আপনার উম্মাত এতো নামায আদায় করতে সক্ষম হবেনা। কারণ আমি বনি ইসরাঈলকে বহুবার পরীক্ষা করেছি। তারা এ দায়িত্ব সম্পাদন করতে সক্ষম হয়নি। তিনি বলেন, আমি আমার রবের কাছে ফিরে গেলাম এবং আরজ করলাম, আমার প্রভু, আমার উম্মাতের ওপর থেকে কিছু দায়িত্ব কমিয়ে দিন। তখন পাঁচ ওয়াক্ত আমার থেকে কমিয়ে দিলেন। পুনরায় আমি মূসার (আ) কাছে গিয়ে জানালাম, তিনি আমার থেকে পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দিয়েছেন। আমার কথা শুনে তিনি আবারও বললেন, আপনার উম্মাত এটাও আদায় করতে সক্ষম হবে না। কাজেই আপনার প্রভুর কাছে ফিরে গিয়ে আরো কিছু কমিয়ে দেয়ার জন্য আবেদন করুন। তিনি বলেনঃ এভাবে আমি কয়েকবার আমার প্রতিপালক ও মূসার (আ)

মাঝে যাওয়া–আসা করলাম। অবশেষে আল্লাহ্ বললেনঃ হে মুহাম্মাদ! প্রত্যেক দিবা–রাত্রে নামায পাঁচ ওয়াক্তই, প্রত্যেক নামায প্রকৃত সওয়াবের দিক থেকে দশগুণ, এ হিসেবে উক্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পঞ্চাশ ওয়াক্তের নামাযের সমান। আর যে ব্যক্তি কোনো একটি নেক কাজ করার ইচ্ছে করে কিন্তু তা বাস্তবে রূপায়িত করেনি, তার জন্যে একটি নেকী লিখা হয়। আর যদি তা কাজে পরিণত করে তখন তার জন্যে দশটি নেকী বা কল্যাণ লিখা হয়। এর বিপরীত যদি কোনো ব্যক্তি একটি মন্দ কাজ করার ইরাদা করে, কিন্তু বাস্তবে তা পরিণত করেনি তার জন্যে কিছুই লিখা হয় না, আর যদি সে তা বাস্তবে পরিণত করে তখন তার জন্যে একটি মাত্র গুনাহ লিখা হয়। তিনি বলেনঃ পুনরায় ফেরার পথে মূসার (আ) নিকট পৌঁছে উল্লেখিত কথাবার্তাগুলো তাঁকে জানালে তিনি এবারও আমাকে আমার প্রভুর নিকট গিয়ে নামায কমিয়ে আনার পরামর্শ দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি বললাম, আমি এ ব্যাপারে অনেক বারই আমার প্রতিপালকের কাছে যাওয়া আসা করেছি। সুতরাং পুনরায় এ ব্যাপার নিয়ে তাঁর কাছে যেতে লজ্জা বোধ করছি।

(حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيتُ فَانْطَلَقُوا بِي إِلَى زَمْزَمَ فَشُرِحَ عَنْ صَدْرِي ثُمَّ غُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ أُنْزِلْتُ

৩২০। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ফিরিশ্‌তা আমার নিকট আসল এবং আমাকে যমযম কূপের কাছে নিয়ে গেলো। সেখানে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে যমযমের পানি দ্বারা ধোয়া হল। অতঃপর আমাকে যথাস্থানে রেখে যাওয়া হল।

(حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ هٰذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لَأَمَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ يَعْنِي ظِئْرَهُ

فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ قَالَ أَنَسٌ وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذٰلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ

৩২১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্নিত। একদা জিব্‌রীল (আ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। এ সময় তিনি সমবয়সী বালকদের সাথে খেলাধুলা করছিলেন। তিনি তাঁকে ধরে মাটিতে শুইয়ে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃৎপিন্ড বের করে নিলেন। অতঃপর তা থেকে একটি রক্তপিন্ড বের করে বললেন, এটা ছিলো তোমার মধ্যে শয়তানের অংশ। অতঃপর তা একটি সোনার পাত্রে রেখে যমযমের পানিতে ধুয়ে নিলেন। এরপর তা যথাস্থানে রেখে সেলাই করে দিলেন। এদিকে অন্যান্য বালকেরা দৌড়ে এসে তাঁর দুধ মার (হালীমা) কাছে গিয়ে বললো, মুহাম্মাদকে হত্যা করা হয়েছে। লোকেরা দৌড়ে এসে দেখলো, তিনি (বালক মুহাম্মাদ) বিষন্ন অবস্থায় বসে আছেন। আনাস (রা) বলেন, আমি (পরবর্তীকালে) তাঁর বুকে এই সেলাইয়ের চিহ্ন দেখেছি।

(حَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ قَالَ) سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَقَدَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَأَخَّرَ وَزَادَ وَنَقَصَ

৩২২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থকে বর্ণিত। তিনি ওহী প্রাপ্তির পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে কা'বার চত্বর থেকে মিরাজে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন, তিনজন ফিরিশ্‌তা তার নিকট আগমন করলেন। এটা তাঁর কাছে ওহী আসার পূর্বের ঘটনা। তিনি মসজিদুল হারামে নিদ্রিত অবস্থায় ছিলেন। এরপর হাদীসের অবশিষ্ট ঘটনা সাবেতুল বুনানীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে বর্ণনা পরম্পরায় কোনো কোনো কথা পূর্বাপর ও কম বেশী আছে।

(وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِىءٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا جِئْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا افْتَحْ قَالَ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا جِبْرِيلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَفَتَحَ قَالَ فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ قَالَ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى قَالَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا آدَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهٰذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمِينِ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى قَالَ ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ قَالَ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَفَتَحَ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمٰوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِدْرِيسَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ مَرَّ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ هٰذَا إِدْرِيسُ قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَرْحَبًا

بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا مُوسَى قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى
فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ ثُمَّ
مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هٰذَا
قَالَ هٰذَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا
يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى أَسْمَعُ فِيهِ
صَرِيفَ الْأَقْلَامِ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ
اللّٰهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَرَجَعْتُ بِذٰلِكَ حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسَى فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ
مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قَالَ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ لِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ
فَرَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذٰلِكَ قَالَ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذٰلِكَ قَالَ فَرَاجَعْتُ رَبِّي
فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ
رَبَّكَ فَقُلْتُ قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى نَأْتِيَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَهَا
أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ قَالَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ

৩২৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (মি'রাজের রজনীতে) তখন আমি মক্কায় ছিলাম। হঠাৎ আমার ঘরের ছাদ খুলে গেলো। জিব্‌রীল (আ) এসে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন এবং যমযমের পানি দ্বারা তা ধুয়ে নিলেন। এরপর হিকমতও ঈমানে ভরতি একখানা সোনার তস্‌তরী আনলেন। তা আমার বক্ষে ঢেলে দিয়ে তা সেলাই করে দেয়া হল। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরে আমাকে আকাশের দিকে উঠিয়ে নিলেন। আমরা দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে পৌছলাম, জিব্‌রীল (আ) আসমানের দ্বার রক্ষীকে বললেন,

দরজা খুলুন! জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? জবাব দিলেন, আমি জিব্রীল! দ্বার রক্ষী জানতে চাইলেন আপনার সঙ্গে আর কেউ আছে কি? বললেন, হাঁ, মুহাম্মাদ (সা) আমার সাথে রয়েছেন। জিজ্ঞেস করলেন, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? বললেন, হাঁ! অতঃপর দরজা খোলা হলো! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন আমরা আসমানের ওপর আরোহণ করলাম, হঠাৎ দেখলাম, এক ব্যক্তির ডানে একদল মানুষ এবং বামে ও একদল মানুষ। তিনি যখন ডানদিকে তাকান তখন হাসেন, আর যখন বামদিকে তাকান কাঁদেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তিনি আমাকে দেখেই পুণ্যবান নবী এবং পুণ্যবান সন্তান বলে খোশ্ আমদেদ জানালেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিব্রীল! ইনি কে? জবাব দিলেন, ইনি আদম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর ডানে ও বামে এগুলো হলো তাঁর সন্তান সন্তুতিরই রূহ সমূহ। এদের মধ্যে ডান দিকের গুলো হলো জান্নাতী আর বাম দিকের গুলো হলো জাহান্নামী। এ কারণেই যখন তিনি ডান দিকে তাকান তখন হাসেন, আর যখন বাম দিকে তাকান তখন কাঁদেন। অতঃপর জিবরীল (আ) আমাকে নিয়ে আরো উর্ধে আরোহণ করলেন এবং দ্বিতীয় আকাশে এসে উপনীত হলাম। তিনি দ্বার রক্ষীকে বললেন, দরযা খুলুন! এখানেও দ্বাররক্ষী তাঁকে প্রথম আকাশের দ্বাররক্ষীর অনুরূপ প্রশ্ন করেছিলেন। এরপর দরজা খুলে দিলেন।

আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, তিনি (নবী সা অথবা আবু যার রা) উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আস্মানগুলোতে আদম (আ) ইদ্রিস (আ), মূসা (আ), ও ইব্রাহীমের (আ) সাক্ষাৎ পেয়েছেন, তবে তাঁদের কে কোন আসমানে আছেন তা নির্দিষ্ট করে বলেননি। অবশ্য এতটুকু উল্লেখ করেছেন যে তিনি দুনিয়ার নিকটবর্তী আস্মানে আদম (আ) এবং ষষ্ঠ আস্মানে ইব্রাহীম (আ) সাক্ষাৎ পেয়েছেন। যখন জিবরীল (আ) ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইদ্রীসের (আ) কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি (ইদ্রীস) বললেনঃ হে পুণ্যবান নবী ও ভাই তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। নবী (সা) বলেনঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? জিবরীল (আ) জবাব দিলেন, ইনি ইদ্রীস (আ)। তিনি (সা) বলেনঃ অতপর আমি মূসার (আ) নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেনঃ হে পুণ্যবান নবী ও সুযোগ্য ভাই! তোমাকে মুবারকবাদ। পরে আমি জানতে চাইলাম, ইনি কে? বললেন, ইনি মূসা (আ) অতঃপর আমি ঈসা (আ)–এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেনঃ হে মহান নবী ও পুণ্যবান ভাই তোমাকে মুবারকবাদ । আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? জিব্রীল (আ) জবাব দিলেন, ইনি ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)। তারপর আমি ইব্রাহীমের (আ) নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেনঃ পুণ্যবান নবী ও সুসন্তান, মারহাবা! আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? জিব্রীল (আ) জবাব দিলেন, ইনি হলেন, ইব্রাহীম (আ)। ইবনে শিহাব (রা) বলেন, ইবনে হাযম আমাকে জানিয়েছেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) ও আবু হাব্বাতুল আনসারী (রা) উভয়ে বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ অতঃপর জিব্রীল (আ) আমাকে আরো উর্ধে নিয়ে গেলেন, অবশেষে এমন এক সমতল স্থানে গিয়ে আমি পৌছলাম, যেখানে আমি কলমের দ্বারা লিখার খস্খস্ শব্দ শুনতে পেলাম। ইবনে হায্ম ও আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ আমার উম্মাতের ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায

ফরয করলেন। আমি এ নির্দেশ নিয়ে ফিরে চললাম। আমি মূসার (আ) নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার উম্মাতের ওপর আল্লাহ্ কি ফরয করেছেন, তিনি তা জানতে চাইলেন। আমি বললামঃ তাদের ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে। মূসা (আ) আমাকে বললেনঃ আপনার প্রভুর কাছে ফিরে যান এবং তা কমিয়ে দেয়ার জন্যে আরয করুন। কেননা আপনার উম্মাত এতো নামায আদায় করার ক্ষমতা রাখবে না, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট গিয়ে নামায কমিয়ে দেয়ার আবেদন জানালে, তিনি অর্ধেক নামায কমিয়ে দিলেন। আমি আবারও মূসার (আ) কাছে ফিরে এসে এটা তাঁকে জানালাম। তিনি পুনরায় বললেনঃ আবারও আপনার প্রভুর কাছে গিয়ে আবেদন করুন, আপনার উম্মাত এটাও আদায় করতে সক্ষম হবেনা। আমি পুনরায় আমার প্রভুর কাছে গেলাম। তিনি বললেনঃ এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায অবশিষ্ট থাকল। তবে সওয়াবের ক্ষেত্রে ঐ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সমপরিমাণ। প্রকৃতপক্ষে আমার কথার কোন পরিবর্তন হয়না।' তিনি (সা) বলেন, এবারও আমি মূসার (আ) নিকট প্রত্যাবর্তন করলাম। তিনি পূর্বের ন্যায় আমাকে আমার প্রভুর কাছে গিয়ে আবেদন জানিয়ে নামায কমাবার পরামর্শ দিলেন। আমি বললামঃ এ আবেদন নিয়ে পুনরায় আমার প্রভুর সম্মুখীন হতে আমার লজ্জা করছে। অনন্তর আমি ফিরে চললাম। অতঃপর জিব্‌রীল (আ) আমাকে সাথে নিয়ে 'সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা পর্যন্ত পৌঁছলেন। এমন এক অপরূপ রঙে–তা পরিপূর্ণ ও আবৃত দেখলাম যা ব্যক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, (অর্থাৎ এ স্থানের দৃশ্যটি শুধু কল্পনাই করা যায় কিন্তু বর্ণনা করা অসম্ভব)। তিনি বলেন পরে আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো। দেখলাম, এর গম্বুজগুলো হচ্ছে মনি মুক্তার এবং তার মাটি হচ্ছে মেশ্‌ক কস্তুরীর মতো সুগন্ধযুক্ত।

(حدثنا) محمد بن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة)عن أنس بن مالك لعله قال عن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان اذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت فانطلق بي فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري الى كذا وكذا قال قتادة فقلت للذي معي ما يعني قال الى أسفل بطنه فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي ايمانا وحكمة ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم

قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفَتَحَ لَنَا وَقَالَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَأَتَيْنَا عَلَى آدَمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَقِيَ فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَفِي الثَّالِثَةِ يُوسُفَ وَفِي الرَّابِعَةِ اِدْرِيسَ وَفِي الْخَامِسَةِ هٰرُونَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا اِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكَى فَنُودِيَ مَا يُبْكِيكَ قَالَ رَبِّ هٰذَا غُلَامٌ بَعَثْتَهُ بَعْدِي يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَرُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَأَتَيْتُ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ وَحَدَّثَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ فَقُلْتُ يَاجِبْرِيلُ مَا هٰذِهِ الْأَنْهَارُ قَالَ أَمَّا النَّهْرَانِ الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَقُلْتُ يَاجِبْرِيلُ مَا هٰذَا قَالَ هٰذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا خَمْرٌ وَالْآخَرُ لَبَنٌ فَعُرِضَا عَلَيَّ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقِيلَ أَصَبْتَ أَصَابَ اللّٰهُ بِكَ أُمَّتُكَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسُونَ صَلَاةً ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّتَهَا إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ

৩২৪। মালিক ইবনে সা'সা'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি কা'বা ঘরের পাশে নিদ্রা ও জাগ্রত উভয়ের মাঝামাঝি (অর্ধজাগরিত) অবস্থায় ছিলাম। হঠাৎ আমি শুনতে পেলাম, এক ব্যক্তি বলল, দু'ব্যক্তির মাঝে এ তৃতীয়। এরপর আমার কাছে এসে আমাকে নিয়ে চললো। অতঃপর আমার কাছে একটি সোনার পাত্র নিয়ে আসা হলো। এরমধ্যে ছিলো যমযমের পানি। তারপর আমার বক্ষ (হাত দিয়ে দেখিয়ে বলেন) হতে এ পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হল। কাতাদাহ্ বলেন, আমি আমার সাথে যে

লোকটি ছিলো তাকে বললাম, বুকের কোন্ স্থান হতে কোন্ স্থান পর্যন্ত? তিনি বললেন, বক্ষ হতে পেটের নীচ পর্যন্ত। ভেতর থেকে হৃৎপিন্ড বের করে তা যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করা হলো। পরে তা ঈমান ও হিকমত দ্বারা ভরতি করে যথাস্থানে ঢুকিয়ে সেলাই করে দেয়া হলো। অতঃপর বোরাক নামে একটি সাদা চতুষ্পদ জন্তু আমার কাছে আনা হলো। এটা গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট। তার গতির তীব্রতা এরূপ ছিলো যে, চোখের দৃষ্টির সীমান্তে গিয়ে পৌঁছতো তার প্রতিটি কদম। আমাকে তার ওপর আরোহণ করানো হলো। অতঃপর আমরা রওয়ানা হলাম এবং পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে গিয়ে পৌঁছলাম। অতঃপর জিবরীল (আ) দরজা খোলালেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? বললেন, আমি জিব্‌রীল! জিজ্ঞেস করা হলো; আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হাঁ। তিনি বলেন, অতঃপর আমাদের জন্যে দরজা খোলা হলো। ফিরিশ্‌তা বললেন, মারহাবা, আপনার শুভাগমন মঙ্গল হোক। এ সময় আমরা আদম আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। অতঃপর রাবী হাদীসের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তিনি দ্বিতীয় আসমানে ঈসা ও ইয়াহিয়া (আ), তৃতীয় আসমানে ইউসূফ (আ), চতুর্থ আসমানে ইদ্রীস (আ), পঞ্চম আসমানে হারুন (আ)–এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি বলেনঃ অতঃপর আমরা চলতে লাগলাম, শেষ নাগাদ ষষ্ঠ আসমানের কাছে এসে পৌঁছলাম এবং আমি মূসার (আ) নিকট আসলাম। আমি তাঁকে সালাম করলে, তিনি আমাকে পুণ্যবান নবী ও পুণ্যবান ভ্রাতা বলে মুবারকবাদ জানালেন। এরপর যখন আমি তাঁকে অতিক্রম করে সম্মুখের দিকে এগিয়ে চললাম, তখন তিনি কেঁদে দিলেন। ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করা হলো, কেন কাঁদছো? বললেনঃ হে পরওয়ার দিগার, এ যুবককে আমার পরে নবী বানিয়েছেন, অথচ তাঁর উম্মাত আমার উম্মাতের চেয়ে অধিক পরিমাণে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৪৩] এ জন্যেই আমি কাঁদছি। নবী (সা) বলেনঃ অতঃপর রওয়ানা হয়ে আমরা সপ্তম আসমানে এসে পৌঁছলাম। এবার আমি ইব্‌রাহীমের (আ) নিকট এসে উপস্থিত হলাম। এরপর আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সিদ্‌রাতুল মুনতাহার (অথবা জান্নাতের) পাদদেশ থেকে চারটি প্রবাহমান ঝর্ণাধারা দেখতে পেলেন। এর দু'টি অভ্যন্তরে আর দু'টি বাইরের দিকে প্রবাহিত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে ভাই জিবরীল, এ ঝর্ণাধারাগুলোর তাৎপর্য কি? তিনি বললেন, অভ্যন্তরের 'নহর দু'টি হচ্ছেঃ জান্নাতের (একট দুধের অপরটি মধুর)। আর বাইরের দু'টি হলো (ইরাকের) ফোরাত নদী ও (মিসরের) নীলনদ। অতঃপর আমার সম্মুখে 'বাইতুল মা'মুর'কে উন্মুক্ত করে তুলে ধরা হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে ভাই জিবরীল, এটা কি? তিনি বললেন, এটা (মসজিদে) 'বাইতুল মা'মুর'। প্রতিদিন এখানে সত্তর হাজার ফিরিশতা প্রবেশ করে। এরা একবার এখান থেকে বের হলে, তাদের কেউ কিয়ামাত পর্যন্ত পুনরায় এখানে আর ফিরে আসবে না। অতঃপর আমার

---

৪৩. এ কান্না ঈর্ষা কিংবা বিদ্বেষ বশতঃ নয়। একজন নবীর পক্ষে তা সম্ভবও নয়, বরং হযরত মূসা (আ) এ কথা আপন উম্মাতের প্রতি অধিক ভালোবাসা বশত:ই বলেছেন, কেননা তিনি এতোবড় মর্যাদা সম্পন্ন নবী হয়েও বনী ইসরাঈলে অধিক সংখ্যককে হেদায়েত করতে পারেননি। ফলে তাঁর বেহেশ্‌তী উম্মাতের––সংখ্যা তুলনামূলক কমই হবে।

সামনে দু'টি পাত্র আনা হলো। একটি সুরার অপরটি দুধের। আমি দুধের পাত্রটিই গ্রহণ করলাম। আমাকে বলা হলো, আপনি নির্ভুল কাজই করেছেন। আপনার দ্বারা আল্লাহ্ আপনার উম্মাতকে ফিত্‌রাতের ওপরই পরিচালিত করবেন। এরপর আমার ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়। অতঃপর রাবী হাদীসের ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেছেন।

(حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ) حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِّ الْبَطْنِ فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا

৩২৫। মালিক ইবনে সা' সা'আ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ .... ওপরের হাদীসের অনুরূপ। এ বর্ণনায় আরো আছেঃ এরপর ঈমান ও হিকমাতে পরিপূর্ণ একখানা স্বর্ণের তশ্‌তরী আমার নিকট আনা হলো। অতপর আমার বক্ষের ওপর থেকে পেটের নীচ পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হলো এবং যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করা হল। অতপর হিকমাত ও ঈমান দ্বারা তা পরিপূর্ণ করে দেয়া হলো।

(حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُسْرِيَ بِهِ فَقَالَ مُوسَى آدَمُ طُوَالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَقَالَ عِيسَى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ وَذَكَرَ مَالِكًا خَازِنَ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ الدَّجَّالَ

৩২৬। কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল আ'লিয়াকে বলতে শুনেছিঃ আমার কাছে তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রজনীর কথা আলোচনা করে বলেছেনঃ মূসা (আ) ছিলেন বাদামী রং বিশিষ্ট দীর্ঘদেহী যেন তিনি শানুআ' গোত্রের লোক। তিনি এও বলেছেনঃ ঈসা (আ) ছিলেন কোঁক্‌ড়ানো চুলওয়ালা মধ্যমদেহী লোক। তিনি দোযখের দারোগা মালিক এবং দাজ্জালের কথাও উল্লেখ করেছেন।

(وحدثنا

عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ قَتَادَةَ) عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ آدَمُ طُوَالٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبِطَ الرَّأْسِ وَأُرِيَ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَّالَ فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللّٰهُ إِيَّاهُ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ قَالَ كَانَ قَتَادَةُ يُفَسِّرُهَا أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَقِيَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

৩২৭। **আবুল** আলিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মি'রাজের রজনীতে আমি মূসা ইবনে ইমরানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি। তিনি ছিলেন বাদামী রঙের, দীর্ঘদেহ, কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট; শানুআ গোত্রের লোকের মতো। আমি ঈসা ইবনে মরিয়মকে (আ) দেখেছি। তিনি ছিলেন স্বাভাবিক মধ্যমদেহী, লাল-সাদা মিশ্রিত রঙের, খাড়া চুল বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি এও বলেছেন যে, আমাকে দোযখের দারোগা-মালিক এবং দাজ্জালকেও দেখানো হয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে অনেকগুলো বিশেষ বিশেষ নির্দশন দেখিয়েছেন। এগুলোও তার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই (মৃত্যুর পর যে) তাঁর সাথে নির্ঘাত সাক্ষাৎ হবে এর মধ্যে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ নেই। কাতাদা বলতেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিঃসন্দেহে মূসার (আ) সাথে সাক্ষাত করেছেন।

(حدثنا أحمد

ابْنُ حَنْبَلٍ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِوَادِي الْأَزْرَقِ فَقَالَ أَيُّ وَادٍ هٰذَا فَقَالُوا هٰذَا وَادِي الْأَزْرَقِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هَابِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللّٰهِ

بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةِ هَرْشَى فَقَالَ أَىُّ ثَنِيَّةٍ هٰذِهِ قَالُوا ثَنِيَّةُ هَرْشَى قَالَ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ ابْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ وَهُوَ يُلَبِّى قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ فِى حَدِيثِهِ قَالَ هُشَيْمٌ يَعْنِى لِيفًا

৩২৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আযরাক' নামক এক উপত্যকা দিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেনঃ এটা কোন্ উপত্যকা? লোকেরা বললো, আযরাক উপত্যকা। তিনি বললেনঃ যেন আমি মূসাকে (আ) এ উপত্যকার উঁচু থেকে নীচে অবতরণ করতে এবং আল্লাহ্র ভয়ে তাল্বিয়া পাঠ করতে দেখছি। অতঃপর তিনি 'হার্শা' নামক এক টিলায় আগমন করলেন। জিজ্ঞেস করলেনঃ এটি কোন টিলা? লোকেরা বললো, হারশার টিলা। তিনি বলেন, যেন আমি ইউনুস ইবনে মাত্তাকে (আ) দেখছি, একটি লাল রঙের উষ্ট্রীর ওপর মধ্যমদেহী সওয়ার। গায়ে তাঁর পশমের জুব্বা, উষ্ট্রীর লাগাম খেজুরের ছাল দ্বারা তৈরী। এ অবস্থায় তাল্বিয়া পড়ছেন। ইবনে হাম্বল তাঁর হাদীসে -- خُلْبَةٌ -- স্থলে 'লীফ' বলেছেন (অর্থ একই)।

وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ أَىُّ وَادٍ هٰذَا فَقَالُوا وَادِى الأَزْرَقِ فَقَالَ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهِ وَشَعْرِهِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ دَاوُدُ وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِى أُذُنَيْهِ لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللّٰهِ بِالتَّلْبِيَةِ مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِى قَالَ ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ أَىُّ ثَنِيَّةٍ هٰذِهِ قَالُوا هَرْشَى أَوْ لَفْتٌ فَقَالَ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَتِهِ لِيفٌ خُلْبَةٌ مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِى مُلَبِّيًا

৩২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কা এবং মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে সফর করছিলাম। এসময় আমরা একটি উপত্যকা অতিক্রম করাকালে তিনি জানতে চাইলেন এটি কোন্ উপত্যকা? আমরা বললাম, আযরাক উপত্যকা। তিনি বললেনঃ যেন আমি

মূসাকে(আ) দেখছি। অতঃপর তিনি তাঁর গায়ের রং ও মাথার চুলের কথাও উল্লেখ করেছেন। অধস্তন রাবী দাউদ তা স্মরণ রাখতে পারেননি। তিনি উভয় কানে আঙ্গুল দিয়ে আল্লাহ্কে ডাকছেন আর জোরে জোরে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় আল্লাহর (ঘরের) দিকে এ উপত্যকা অতিক্রম করছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তাঁর সাথে সামনে চলতে চলতে এক টিলার ওপর এসে উপনীত হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ এটা কোন্ টিলা? লোকেরা বললো, 'হার্‌শা' অথবা 'লিফ'। তিনি বললেনঃ যেন আমি ইউনুসকে (আ) দেখছি, লাল বর্ণের একটি উষ্ট্রীর ওপর আরোহিত। গায়ে তাঁর পশ্মী জুব্বা। উষ্ট্রীর লাগাম খেজুর গাছের বাকল দিয়ে তৈরী। 'তাল্‌বিয়া' পাঠরত অবস্থায় তিনি এ উপত্যকা অতিক্রম করছেন।

(حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون) عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال انه مكتوب بين عينيه كافر قال فقال ابن عباس لم أسمعه قال ذاك ولكنه قال أما ابراهيم فانظروا الى صاحبكم وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني انظر اليه اذا انحدر في الوادي يلبي

৩৩০। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা ইবনে আব্বাসের (রা) নিকট উপস্থিত ছিলাম। সেখানে রোকেরা দাজ্জাল সম্মন্ধে আলোচনা করলো। তারা বলল, তার দু'চোখের মাঝখানে লিখা রয়েছে 'কাফের'। মুজাহিদ বলেন, তখন ইবনে আব্বাস (রা) বললেন যে, তিনি (নবী সা) এরূপ কথা বলেছেন তাতো আমি শুনিনি। অবশ্য তিনি এ কথা বলেছেনঃ 'ইব্‌রাহীমকে (আ) দেখতে হলে তোমাদের সাথীর দিকেই তাকাও। অর্থাৎ তাঁর সাদৃশ্য আমিই। আর 'মূসা' (আ) বাদামী এক ব্যক্তি, কোঁকড়ানো চুল ওয়ালা, লাল বর্ণের উটের ওপর আরোহিত, খেজুর গাছের ছালের লাগাম। যেন আমি তাঁকে দেখছি তালরিয়া পাঠ রত অবস্থায় উপত্যকা অতিক্রম করছেন।

(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير) عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض على الأنبياء فاذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فاذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت ابراهيم صلوات الله عليه فاذا أقرب من رأيت به شبها

صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دَحْيَةُ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ دَحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ

৩৩১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ নবীদেরকে আমার সামনে উপস্থিত করা হলো। তখন মূসা কে (আ) দেখলাম, তিনি যেন শানুআ' গোত্রের লোকদেরই একজন। ঈসা ইবনে মরিয়মকে (আ) উরওয়া ইবনে মাস্উদের সাথেই খুব বেশী সদৃশ বলে মনে হল। ইব্রাহীমকে (আ) তোমাদের সাথী অর্থাৎ আমার নিজের গঠন আকৃতির সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ দেখলাম। আর জিবরীল কে (আ) দিহয়্যা ইবনে খালিফার সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ দেখলাম।

(وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ قَالَ وَلَقِيتُ عِيسَى فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ يَعْنِي حَمَّامًا قَالَ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ قَالَ فَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الْآخَرِ خَمْرٌ فَقِيلَ لِي خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقَالَ هُدِيتَ الْفِطْرَةَ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ

৩৩২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন আমাকে রাত্রিকালীন সফরে (মি'রাজে) নেয়া হয় আমি মূসার (আ) সাক্ষাত পেয়েছি। আবু হুরাইরা (রা) বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূসার (আ) আকৃতি বর্ণনা করেছেন যে, (আবদুর রাজ্জাক বলেন, আমার ধারণায়) তিনি দীর্ঘ দেহী, খাড়া চুল বিশিষ্ট, যেন শানুয়া গোত্রের একজন লোক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি ঈসার (আ) সাক্ষাতও পেয়েছি। অতঃপর নবী (সা) তাঁর

আকৃতি ও বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন মাঝারি গড়নের, লাল রং বিশিষ্ট যেন এই মাত্র হাম্মামখানা (গোসলখানা) থেকে বের হয়ে এসেছেন। তিনি বলেন; আমি ইব্‌রাহীম (আ) কেও দেখেছি। তাঁর বংশধরের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশী তাঁর আকৃতি বিশিষ্ট। নবী (সা) বলেন, অতঃপর আমার সামনে দু'টি পেয়ালা আনা হয়। একটিতে দুধ, অপরটিতে মদ। এরপর আমাকে বলা হয়, আপনি যেটি চান, নিন। আমি দুধের পেয়ালাটি নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন আমাকে বলা হয়, আপনি (মানবীয়) স্বভাবজাত পথটিই অবলম্বন করেছেন। কিংবা বলা হয়েছে আপনি ফিত্‌রাত (মানবীয় প্রকৃতি সুলভ পথ) পর্যন্ত পৌঁছেছেন। তবে আপনি যদি মদ নিতেন, তা হলে আপনার উম্মাত গুমরাহ হয়ে যেতো।

(حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَانِي لَيْلَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هٰذَا فَقِيلَ هٰذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَأَلْتُ مَنْ هٰذَا فَقِيلَ هٰذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ

৩৩৩। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ একদা আমি নিজেকে (স্বপ্নে) কা'বার কাছে দেখতে পেলাম। তখন সেখানে আমি বাদামী রঙের এক ব্যক্তিকে দেখলাম। তুমি যেমন সুন্দর বর্ণের বাদামী রঙ-এর মানুষ দেখে থাকো তার চেয়ে অধিক সুন্দর। তাঁর মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত ঝুলছিলো, তুমি যেমন ঝুলাচুল বিশিষ্ট সুন্দর কাউকে দেখে থাকো। এ ব্যক্তিকে তার চাইতে বেশী সুন্দর দেখাচ্ছিলো। বস্তুতঃ তিনি চুলগুলো আঁচ্‌ড়িয়ে রেখেছিলেন। আবার তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানিও পড়ছিলো। আর দু'ব্যক্তির ওপর অথবা বলেছেন দুব্যক্তির কাঁধের ওপর হাত রেখে তিনি বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ ইনি কে? আমাকে জবাব দেয়া হলোঃ ইনি হচ্ছেন মসীহ্ ইবনে মরিয়ম (আ)। অতঃপর (তাঁর পেছনে) আর এক ব্যক্তিকে দেখলাম, তাঁর চুলগুলো খুব বেশী কোঁক্‌ড়ানো, ডান চোখ কানা, যেন তা ফোলা আঙ্গুর। আমি জানতে চাইলাম, এ লোকটি কে? বলা হলো, এ হচ্ছে মসীহে দাজ্জাল।

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى

وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ) عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِاَعْوَرَ اَلَا اِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ اَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَاَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَانِي اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَاِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَاَحْسَنِ مَا تَرَى مِنْ اُدْمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَجِلُ الشَّعْرِ يَقْطُرُ رَاْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ وَهُوَ بَيْنَهُمَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالُوا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَرَاَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا جَعْدًا قَطَطًا اَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى كَاَشْبَهِ مَنْ رَاَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنِ قَطَنٍ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا هٰذَا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ

৩৩৪। নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন 'মসীহে দাজ্জালের কথা আলোচনা করলেন এবং বললেনঃ মহান আল্লাহ্ তাআ'লা অন্ধ নন। সাবধান! মসীহে দাজ্জালের ডান চোখ কানা। তার চোখ যেন ফুলে যাওয়া আঙ্গুর। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি এক রাতে স্বপ্নে নিজেকে কা'বার কাছে দেখতে পেলাম। তখন সেখানে বাদামী রঙের এক ব্যক্তিকে দেখলাম। তোমরা যেমন সুন্দর বর্ণের বাদামী রঙের মানুষ দেখে থাকো তার চেয়েও অধিক সুন্দর। তাঁর মাথার সোজা ও খাড়া চুল উভয় কাঁধ পর্যন্ত ঝুলছিলো। আর মাথা থেকে ফোটা ফোটা পানি পড়ছিল। দু'জন লোকের কাঁধের ওপর হাত রেখে তিনি কা'বা (শরীফ) তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ ইনি কে? তাঁরা জবাব দিলেন, ইনি মসীহ্ ইবনে মরিয়ম (আ)। তারপর তাঁর পেছনে আরেক ব্যক্তিকে দেখলাম, যার চুল খুব বেশী কোঁক্ড়ানো, ডান চোখ কানা,আকৃতিতে আমার দেখা (কাফের) ইবনে কাতানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সে দু'জন লোকের কাঁধে হাত রেখে কা'বার চারদিকে ঘুরছিলো। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ এ লোকটি কে? তারা জবাব দিলো, এ হলো মাসীহে দাজ্জাল।[৪৪]

---

৪৪. হযরত ঈসা (আ) ও দাজ্জাল উভয়কেই 'মসীহ্' বলা হতো। আসলে বনী ইস্রাঈলের প্রাচীন রীতি ছিল এই যে, কোনো জিনিষ বা ব্যক্তিকে যখন কোনো ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হতো তখন সে জিনিসের ওপর বা সেই ব্যক্তির মাথায় তেল মর্দন করে তাকে পবিত্র (consecrate) করা হতো। হিব্রু ভাষায় এই তেলমর্দন কে বলা হতো 'মসহ'–এবং যার ওপর মর্দণ করা হতো, তাকে বলা হতো 'মসীহ'। ইবাদতগাহের প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রে এভাবে তেল মর্দণ করে তা সেখানে ওয়াক্ফ

حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عند الكعبة رجلا آدم سبط الرأس واضعا يديه على رجلين يسكب رأسه أو يقطر رأسه فسألت من هذا فقالوا عيسى ابن مريم أو المسيح بن مريم لا ندري أي ذلك قال ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن فسألت من هذا فقالوا المسيح الدجال

৩৩৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমি (স্বপ্নযোগে) কা'বা (শরীফের) নিকটে খাড়া চুল বিশিষ্ট বাদামী রঙের এক ব্যক্তিকে দু'জন লোকের (কাঁধের) ওপর হাত রাখা অবস্থায় দেখেছি। তাঁর মাথা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছিলো অথবা বলেছেন, ফোটা ফোটা পানি পড়ছিলো। আমি জানতে চাইলাম, ইনি কে? লোকেরা বললো, 'ইসা ইবনে মরিয়ম' (আ) অথবা বলেছেন 'আল্ মাসীহ্ ইবনে মরিয়ম' (আ) । সালেম বলেন, ইবনে উমার (রা) সঠিকভাবে অবগত নন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনটি বলেছেন। তবে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, তাঁর পেছনে আমি এমন এক ব্যক্তিকেও দেখেছি, যে রক্তবর্ণের, স্থূল দেহী, মাথার চুল কোঁক্ড়ানো, ডান চোখ কানা, আকৃতিতে আমার দেখা (কাফের) ইবনে কাতানের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। আমি জানতে চাইলাম, এ লোকটি কে? তারা বললেন, এ হলো 'মাসীহে দাজ্জাল' ।

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

করা হতো। যাজকদেরকে যাজকতার কাজে নিয়োগ করার সময়ও এভাবে 'মস্হ্' করা হতো। রাজা বা নবীও যখন আল্লাহর তরফ থেকে রাজত্ব বা নবুয়াতের পদে মনোনীত হতেন তখন তাকে 'মস্হ্' করা হতো। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে বনী ইসরাঈলে একাধিক 'মসীহ্' আবির্ভূত দেখা যায়। হযরত হারুণ (আ) যাজক হিসেবে, হযরত মুসা (আ) যাজক ও নবী হিসেবে, তালুত রাজা হিসেবে, হযরত দাউদ (আ) রাজা ও নবী হিসেবে, মালিক ছাদাক রাজা ও যাজক হিসেবে এবং হযরত আল্ ইয়াসা-নবী হিসেবে 'মসীহ' ছিলেন। পরের যুগে অবশ্য কাউকে নিয়োগ করার ব্যাপারে তেল মর্দনের বাধ্যবাধকতা ছিলোনা। কেবল আল্লাহ্র মনোনীত হওয়াই মসীহ্ হওয়ার শামিল ছিলো। (মসীহ শব্দের ইসরাঈলী তাৎপর্যের জন্যে দেখুন ইনসাইক্লোপেডিয়া অব বাইবলীকাল লিটারেচার ('মসীয়াহ' শব্দ)। তবে কুরআনের ভাষায় হযরত ঈসা (আ) দুরারোগ্য রোগীর গায়ে হাত ফেরালে রোগ মুক্ত হয়ে যেত। তাই তাঁকে মসীহ্ বলা হয়, আর দাজ্জাল দ্রুত ভ্রমণ করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে তাই সে মসীহ।

لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَا اللّٰهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ

৩৩৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যখন কুরাইশরা (মি'রাজ ব্যাপারে) আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, আমি হাতীমে দাঁড়ালাম। এ সময় আল্লাহ্ তাআ'লা বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমার সামনে উন্মুক্ত করে দিলেন। আমি স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করে তাদেরকে এর সব নিদর্শন জানিয়ে দিলাম।

(حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبِطُ الشَّعْرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا هٰذَا ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا الدَّجَّالُ أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ

৩৩৭। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার ইবনুল খাত্তার (রা) থেকে তাঁর পিতার (আবদুল্লাহ্ রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ আমি স্বপ্নযোগে দেখতে পেলাম আমি কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছি। এমন সময় দেখলাম এক ব্যক্তিকে বাদামী রঙের সোজা চুল বিশিষ্ট, দু'ব্যক্তির মাঝখানে। তার মাথা থেকে পানি টপ্‌কে পড়ছে। অথবা পানি গড়িয়ে পড়ছে। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ ইনি কে? তারা বললো, ইনি ইবনে মরিয়ম (আ)। অতঃপর আমি সামনে অগ্রসর হয়ে আর এক ব্যক্তিকে দেখলাম রক্তবর্ণের, স্থূল দেহী কোঁক্‌ড়ানো চুল, এক চোখ কানা। তার চোখ ফোলা আঙ্গুরের মতো যেন বাইরে খসে পড়ে পড়ে অবস্থায় আছে। আমি জানতে চাইলাম এ ব্যক্তিকে? তারা বললো, দাজ্জাল। চেহারা ও মুখাকৃতির গঠন সাদৃশ্যে ইবনে কাতানের সাথে তার অধিক মিল রয়েছে।

(وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ

ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ قَالَ فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ قَائِلٌ يَا مُحَمَّدُ هٰذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ

৩৩৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি নিজেকে (কা'বা শরীফের কাছে) দেখতে পেলাম। আর কুরাইশরা আমাকে আমার মি'রাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তারা আমাকে বাইতুল মাক্দিসের এমন কিছু জিনিষের কথা জিজ্ঞেস করলো, যা আমি স্মরণ করতে পারছিলামনা। আমি এমন এক সংকটে পড়লাম, কোনোদিন অনুরূপ বিপদে পতিত হইনি। তিনি বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ বাইতুল ,মাক্দাসকে আমার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমি স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করে তাদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলাম। আমি নিজেকে নবীদের জামাআ'তের মধ্যে শামিল দেখতে পেলাম। দেখলাম, মূসা (আ) দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। তিনি হলেন একজন স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ, কোঁক্ড়ানো চুল বিশিষ্ট। দেখতে যেন 'শানুআ' গোত্রের লোক। দেখলাম, ঈসা ইবনে মরিয়মও (আ) দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। আকৃতির দিক থেকে উরওয়া ইবনে মাস্উদ আস্–সাকাফীর সাথে তাঁর অধিক মিল রয়েছে। আবার দেখলাম, ইব্রাহীমও (আ) দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন।[৪৫] তিনি গঠনাকৃতিতে তোমাদের সাথী অর্থাৎ আমার আকৃতির সাথে সবচেয়ে

৪৫. নবীগণ কিসের নামায পড়েছেন, নবী কোন্ ধরণের নামাযে ইমামতি করলেন, এ নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে,মিরকাত কিতাবে উল্লেখ আছে,এটা মুস্তাহাব নামায ছিল, যা মি'রাজ রজনীর বিশিষ্টতার জন্য পড়া হয়েছে। কাযী আয়ায বলেন, মি'রাজ থেকে ফেরার সময় এ নামায পড়া হয়েছে। আর নবীগণ যে নামায পড়েছেন, তার অর্থ হচ্ছে কেবলমাত্র এ পৃথিবীতে তাঁদের নামায পড়া বা আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন থাকার একটা সাদৃশ্যমাত্র। তবে এটাই হাদীস সমূহ থেকে স্পষ্ট যে, মি'রাজে যাওয়ার পূর্বে বাইতুল মুক্দাসে নবী (সা) সকলকে নিয়ে নামায আদায় করেছেন।

বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। তখন নামাযের সময় হলো। আর আমিই তাঁদের ইমাম নিযুক্ত হলাম। অতঃপর যখন নামায থেকে অবসর হলাম, এক ব্যক্তি বলে ওঠলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সা)! ইনি দোযখের দারোগা মালিক। তাঁকে সালাম করুন। তাঁর দিকে আমি তাকাতেই তিনি আমাকে প্রথমে সালাম করলেন।

(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا مالك بن مغول ح وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير وألفاظهم متقاربة قال ابن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة) عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به الى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة اليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها واليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال اذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات

৩৩৯। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মি'রাজের রজনীতে 'সিদ্রাতুল মুন্তাহা' পর্যন্ত নিয়ে পৌছানো হলো, আর তা হচ্ছে ষষ্ঠ আসমানে। এ স্থানকে 'মুন্তাহা' বা সীমান্ত এ কারনেই বলা হয় যে, নীচে মাটির পৃথিবী থেকে যা কিছু উর্ধে গমন করে, তা ওখান পর্যন্তই পৌছে এবং সেখান থেকেই তা গ্রহন করা হয়। আর ওপর থেকে যা প্রেরণ করা হয়, তাও এ স্থান পর্যন্ত পৌছার পর সেখান থেকে গ্রহণ করা হয়। এ স্থানটির বর্ণনা দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এ বৃক্ষটি অথবা স্থানটি যা দিয়ে শোভিত হওয়ার ছিলো তা দিয়েই শোভা মন্ডিত হয়েছে। (অর্থাৎ সে অপরূপ সৌন্দর্যের শুধু কল্পনাই করা যায় এর বর্ণনা দেয়া অসম্ভব। পক্ষান্তরে এ এক গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ) আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন; সোনার পতংগ সমূহ দিয়ে সুসজ্জিত। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন; এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষ তিনটি জিনিষ দান করা হয়েছেঃ (এক) পাঁচ (ওয়াক্ত) নামায। (দুই) সূরা আল্ বাকারার শেষ ক'টি আয়াত। (তিন) তাঁর উম্মাতের মধ্যে যারা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করেনি, ধ্বংসকারী কবীরা গুনাহে জড়িয়ে পড়ার পর তাওবা করলে আল্লাহ্ তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।

অনুচ্ছেদ : ৭৪

মহান আল্লাহর বাণীঃ 'ওয়ালাকাদ্ রাআ'হু নাযলাতান উখ্‌রা' আয়াতের তাৎপর্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাতে তাঁর রবকে চাক্ষুস দেখে ছিলেন কি?

(وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ وَهُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ) حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ

৩৪০। আবু ইস্‌হাক শাইবানী বলেন, আমি যিররূইবনে হুবাইশের কাছে মহান আল্লাহ তাআ'লার বাণীঃ "অতঃপর দুই ধনুকের পরিমান কিংবা তার চেয়েও কম দূরত্ব ছিলো" এর মর্মার্থ জানতে চাইলাম। জবাবে তিনি বলেছেনঃ ইবনে মাস্‌উদ (রা) আমাকে বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্‌রাইলকে (আ) দেখেছেন। তাঁর ছয় শত ডানা রয়েছে।

(حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زِرٍّ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى قَالَ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ

৩৪১। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ 'যা তিনি দেখেছেন তাঁর অন্তকরণ তা অস্বীকার করেনি'। তিনি এর অর্থ বলেছেন, তিনি (নবী সা) জিবরাইলকে (আ) দেখেছেন, তাঁর ছয় শ' টি ডানা আছে।

(حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى قَالَ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ

৩৪২। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ "নিশ্চয়ই তিনি তাঁর রবের বড় একটি নিদর্শন দেখেছেন"। এর মর্মার্থ হচ্ছে যে, নবী (স) জিব্‌রাইলকে (আ) তাঁর স্বরূপে দেখেছেন, তাঁর ছয় শ' ডানা আছে।

(حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى قَالَ رَأَى جِبْرِيلَ

৩৪৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র বাণীঃ "নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে আর একবার দেখেছিলেন"। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, নবী (সা) জিবরাইলকে (আ) দেখেছেন।

(حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَآهُ بِقَلْبِهِ

৩৪৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালককে অন্তর দ্বারা (অনুভূতির মাধ্যমে দেখেছেন)।

(حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَبِي جَهْمَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى قَالَ رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ

৩৪৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র বাণীঃ "তিনি যা দেখেছেন, তাঁর অন্তকরণ তা অস্বীকার করেনি" "এবং নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে আরো একবার দেখেছেন" এর মর্মার্থ হচ্ছেঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর প্রভুকে দু'বার অন্তকরণ দ্বারাই দেখেন। (অর্থাৎ বাহ্যিক চোখে দেখেননি)।

(حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو جَهْمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

৩৪৬। আ'মাশ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু জাহ্‌মা এই সনদে ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

(حدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن داود عن الشعبي) عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية قلت ما هن قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء الى الأرض فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله

৩৪৭। মাস্‌রূক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আয়িশার (রা) কাছে হেলান দিয়ে বসা ছিলাম। এ সময় তিনি (আয়িশা রা) বললেন, হে আবু আয়িশা, এমন তিনটি কথা আছে, যে কেউ এর একটিও উচ্চারণ করবে সে আল্লাহ্‌র প্রতি জঘণ্যতম মিথ্যা আরোপ করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম সেগুলো কি? তিনি বললেন, (ক) যে ব্যক্তি মনে করে যে, মুহাম্মাদ (স) তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, সে আল্লাহ্‌র প্রতি জঘণ্যতম মিথ্যা আরোপ করে। মাস্‌রূক বলেন, এতক্ষণ আমি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু তাঁর

কথা শুনে আমি সোজা হয়ে বসলাম এবং বললাম, হে উম্মুল মু'মেনীন, আমাকে বলার সুযোগ দিন। অধিক তাড়াহুড়া করবেন না। আল্লাহতায়া'লা কি এ কথা বলেননি? "নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে উজ্জ্বল দিগন্তে দেখেছেন"–(সূরা তাকভীরঃ২৮)। "নিশ্চয়ই তিনি আরো একবার তাঁকে দেখেছেন"–(সূরা নাজমঃ১৩)। আমার কথার জবাবে তিনি বললেন, এ উম্মাতের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম এ আয়াতসমূহের মর্মার্থ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেনঃ তিনি ছিলেন জিবরাইল (আ)। তাঁর আসল স্বরূপ, যে আকৃতিতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দু'বার ব্যতীত আমি আর কখনো তাকে তার স্বরূপে দেখিনি। উল্লেখিত আয়াত দুটিতে এরই উল্লেখ রয়েছে। আমি তাকে আসমান থেকে নীচে অবতরণ করতে দেখেছি। তার বিরাট দেহ আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত পুরা দিগন্ত ঢেকে ফেলেছে। অতঃপর আয়িশা (রা) তাঁর এ কথার সমর্থনে নিম্নের আয়াতটি পেশ করে বললেন, তুমি কি শুনোনি– মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেনঃ "দৃষ্টিসমূহ তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারেনা বরং তিনিই সব দৃষ্টিকে আয়ত্তে রাখেন। এবং তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী ও সব অবহিত"– (সূরা আনআমঃ১০৩)। তুমি কি শুনোনি আল্লাহ্ বলেনঃ "কোনো মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন। তাঁর কথা হয় ওহী (ইশারা) আকারে হয়ে থাকে, অথবা পর্দার আড়াল থেকে অথবা কোনো দূত প্রেরণের মাধ্যমে عَلِىٌّ حَكِيمٌ পর্যন্ত–(সূরা শূরাঃ৫১)। (খ) আর যে ব্যক্তি মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র কিতাবের কোনো অংশ গোপন করেছেন সেও আল্লাহ্র প্রতি জঘণ্যতম মিথ্যা আরোপ করে। অথচ আল্লাহ্ বলেছেনঃ "হে রাসূল, আপনার নিকট যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার সবটাই আপনি মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দিন যদি আপনি তা না করেন, তা হলে আপনি তাঁর রিসালতের দায়িত্ব সম্পাদন করেননি" (সূরা আল মায়েদাঃ ৬৭)। (গ) আর যে ব্যক্তি মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগামীকাল কি হবে না হবে তাও জানেন সেও আল্লাহ্র ওপর জঘন্যতম মিথ্যা আরোপ করে। অথচ আল্লাহ্ বলেনঃ "হে নবী, আপনি বলুন! আসমান ও যমীনের অদৃশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই অবগত নয়"– (সূরা আন্ নমলঃ ৬৫)।

(وحدثنا محمد بن المثنى)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَزَادَ قَالَتْ وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هٰذِهِ الْآيَةَ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ

৩৪৮। আবদুল ওহাব বলেন, দাউদ আমাদেরকে উক্ত সিল্‌সিলায় অবিকল ইবনে উলাইয়ার বর্ণিত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রে আরো বর্ণিত আছেঃ আয়িশা (রা) বলেন, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর ওপর নাযিলকৃত বিষয়ের কোন কিছু যদি গোপন করতেন তাহলে এ আয়াতটিই গোপন করতেনঃ "স্মরণ করণ, আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনি ও যার প্রতি বিশেষ অনুকম্পা দেখিয়েছেন, তাকে আপনি বলেছিলেনঃ "তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করোনা, আল্লাহ্কে ভয় করো'। আপনি আপনার অন্তরে যে কথা গোপন রেখেছিলেন, আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে ছাড়লেন।৪৬ আপনি লোকদেরকে ভয় করছিলেন। অথচ আল্লাহ্কেই ভয় করা অধিকতর সংগত"–(সূরা আল আহ্যাবঃ৩৭)।

(حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا اسماعيل عن الشعبي)

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ لَقَدْ قَفَّ شَعْرِي لِمَا قُلْتَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَحَدِيثُ دَاوُدَ أَتَمُّ وَأَطْوَلُ

৩৪৯। মাস্‌রূক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা) কে জিজ্ঞেস করলাম– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে দেখেছেন কি? জবাবে তিনি (আতঙ্ক বা আশ্চর্যের সাথে) বললেন, সুব্‌হানাল্লাহ্! তোমার কথা শুনে আমার শরীরের পশম কাঁটা দিয়ে খাড়া হয়ে গেছে। অতঃপর হাদীসের পূর্ণ বিবরণ বর্ণনা করেছেন। তবে এ প্রসঙ্গে দাউদের হাদীসটিই পরিপূর্ণ ও বিস্তৃত।

---

৪৬. হযরত যায়েদ ইব্‌নে হারেসাকে আট বছর বয়সে 'কাইন' নামক এক গোত্রের লোকেরা চুরি করে নিয়ে যায়। পরে তারা তাকে দাস হিসেবে তায়েফের এক মেলায় বিক্রি করে। হাকীম ইব্‌নে হিযাম তাকে খরিদ করে মক্কায় নিয়ে আসে এবং তাঁর ফুফী হযরত খাদিজা (রা)কে দান করে দেয়। যখন হযরত খাদিজা (রা) মহানবীর (স) স্ত্রী হলেন, তখন তিনি যায়েদকে নবীর কাছে দান করেন। নবী (সা) তাকে দাসত্ব থেকে আযাদ করে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহন করেন এবং নিজের ফুফাতো বোন যয়নাবকে তার কাছে চতুর্থ হিজরীতে বিয়ে দেন। তখন যায়েদের বয়স ছিল ৩০ বছর। বিভিন্ন কারনে যায়েদ ও যয়নাবের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয় এবং শেষ নাগাদ যায়েদ তাকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু নবী (সা) যায়েদকে এ সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করতে পরামর্শ দেন। কারণ আল্লাহ তাআ'লা–এ ঘটনার অনেক আগেই নবী (সা)কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, একদিন যয়নাব নবী পত্নীর অন্তর্ভুক্ত হবেন। অপর দিকে পালক পুত্রকে আরবের লোকেরা ঔরষজাত সন্তানের মধ্যে গণ্য করতো এবং মীরাসও দিতো। ফলে যদি যায়েদ তার স্ত্রীকে তালাক দেয় আর উক্ত মহিলা যদি সত্য সত্যই নবীর পত্নীদের মধ্যে শামিল হন তাহলে আরবের প্রথানুযায়ী পুত্র বধুকে বিয়ে করায় নবী (স)–এর বিরোধীরা ও মুনাফিকরা নানান প্রোপাগান্ডা ছড়াবে। এ আশংকায় তিনি চাচ্ছিলেন–যায়েদ তাকে তালাক না দিলে এ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে না। এ কথাটি নবী (সা) নিজের মধ্যে গোপন রেখেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র মর্জি হচ্ছে এর বিপরীত। অর্থাৎ পালক পুত্র যে ঔরষজাত সন্তান নয় তা নবী (সা) এর দ্বারাই প্রমান করা। ফলে যদিও নবী (সা) লোক–সমাজের ভয়ে তা এড়ানোর জন্যে যায়েদকে স্ত্রী তালাক দিতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তা হলনা। অবশেষে সে তালাক দিলে পরে নবী (সা) যয়নাবকে বিয়ে করলেন। হযরত আয়িশা (রা) উক্ত ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, যদি কুরআনের কোন অংশ রাসূল (সা) গোপন করতেন, তাহলে এ আয়াতই গোপন করতেন।

وحدثنا ابن نمير

حدثنا أبو أسامة حدثنا زكرياء عن ابن أشوع عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قالت إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في صورة الرجال وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد أفق السماء

৩৫০। মাসরূক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা) কে বললাম, (আপনিতো বলেন, মহানবী (সা) তাঁর প্রতিপালককে দেখেননি) তাহলে আল্লাহ্র এ বাণীর জবাব কি? "এমনকি দুই ধনুকের সমান কিংবা তার চেয়েও কম দূরত্ব থেকে গেল। তখন আল্লাহ্র বান্দাকে যে ওহী পৌছাবার ছিল তা পৌছে দিল"–(সূরা আন নজমঃ ১০)। আয়িশা (রা) বললেন, ইনি তো হলেন জিবরীল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাধারণতঃ তিনি নবীর (সা) কাছে আসতেন মানুষের আকৃতিতে। কিন্তু এবার এসেছিলেন তাঁর আসল রূপে। ফলে দিগন্তব্যাপী আকাশকে ঢেকে রেখেছিলেন।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أنى أراه

৩৫১। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার প্রতিপালককে প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন? তিনি বললেনঃ তিনি তো নূর, তা আমি কি রূপে দেখবো?

حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي ح وحدثني حجاج ابن الشاعر حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته فقال عن أي شيء كنت تسأله قال كنت أسأله هل رأيت ربك قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا

৩৫২। আবদুল্লাহ্ ইবনে শাকীক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু যার (রা) কে বললাম, যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত পেতাম, তাহলে তাঁকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করতাম। আবু যার (রা) বললেন, তুমি কোন্ বিষয় তাঁকে জিজ্ঞেস করতে ? তিনি বললেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম, 'আপনি আপনার রবকে দেখেছেন কি'? আবু যার (রা) বললেন, আমি অবশ্যই এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেনঃ আমি দেখেছি 'নূর' উজ্জ্বল জ্যোতি।

(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة) عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا

৩৫৩। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে পাঁচটি বিষয় নিয়ে দাঁড়ালেন। (১) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ঘুমান না। আর ঘুম যাওয়াটা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়। (২) মীযান বা দাঁড়িপাল্লা তাঁর হাতে, তিনি তা নিম্নগামী করেন আবার তা উর্ধগামীও করেন। (৩) দিন আসারপূর্বে (বান্দার) রাতের আমল তাঁর কাছে পৌছানো হয়। (৪) আবার রাত আসার আগে দিনের আমল ও অনুরূপভাবে তাঁর কাছে পৌছে যায়। (৫) নূরই তাঁর বেষ্টনী বা আড়াল। আবু বকরের বর্ণনায় নূরের রয়েছে نَارٌ (আগুন)। যদি তিনি তা উন্মোচন করতেন তা হলে তাঁর দীপ্তিময় চেহারার জ্যোতি সৃষ্টি জগতের যতদূর পর্যন্ত পৌছতো তা পুড়ে ছারখার করে দিতো। আবু বকর তাঁর বর্ণনায় আ'মাশ থেকে عَنْ রেওয়ায়েত করেছেন, حَدَّثَنَا বলেন নি।

(حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا جرير) عن الأعمش بهذا الإسناد قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه وقال حجابه النور

৩৫৪। আ'মাশ, থেকে এই সনদসূত্রে ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এতে রয়েছেঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি বিষয় নিয়ে আমাদের সামনে আলোচনা করেছেন। অতঃপর আবু মুআবিয়ার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং মিন্ খালকিহী' এ শব্দটি উল্লেখ করেননি, অবশ্য 'হিজাবুহুন নূর' এ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ

قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيَخْفِضُهُ وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَعَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ

৩৫৫। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে চারটি বিষয়ের ওপরে ভাষণ দেন। আল্লাহ্ তায়া'লা কখনো ঘুমাননা। আর ঘুম যাওয়াটা তাঁর পক্ষে শোভাও পায়না। মানুষের আমলের পাল্লা নীচুও করেন, আবার উচুঁও করেন। বান্দাহ্র দিনের আমল রাতে এবং রাতের আমল দিনে তাঁর কাছে উঠিয়ে নেয়া হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫

কিয়ামাতের দিন মু'মিনগন তাঁদের মহান প্রভুকে সরাসরি দেখতে পাবে

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ

৩৫৬। আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস (রা) থেকে তাঁর পিতার (আবু মূসা আশআরী) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ দুটি বেহেশত এমন

রয়েছে যে, এর যাবতীয় পাত্রসমূহ ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সবই রৌপ্য নির্মিত। আবার দুটি জান্নাত এমন আছে যে এর সমস্ত আসবাবপত্র এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবই স্বর্ণনির্মিত। আদন বেহেশতের অধিবাসীদের মধ্যে এবং তাদের প্রতিপালককে দর্শনের মধ্যে কেবল তাঁর বড়ত্ব ও মহানত্বের চাদরখানা ব্যতীত আর কোন আড়াল থাকবেনা।

(حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى) عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ

৩৫৭। সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যখন বেহেশ্‌তবাসীগণ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে, তখন মহা কল্যাণময় আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ তোমরা আরো অতিরিক্ত কিছু কামনা করো কি? তারা বলবে, আমরা এর চেয়ে অধিক আর কি কামনা করতে পারি? আমাদের মুখমন্ডল কি হাস্যোজ্জ্বল করা হয়নি? আমাদেরকে কি জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়নি এবং (জাহান্নামের) আগুন থেকে মুক্তি দেয়া হয়নি? নবী (সা) বলেনঃ অতঃপর আল্লাহ্ তাআ'লা আবরণ উন্মোচন করবেন। তখন বেহেশতের অধিবাসীদের কাছে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় জিনিস আর কিছুই হবেনা।

(حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

৩৫৮। হাম্মাদ ইবনে সালামা থেকে এই সনদে একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে আরো আছে, অতঃপর তিনি (মহানবী সা) এ আয়াত পাঠ করলেনঃ "যারা ভাল কর্মনীতি গ্রহণ করে তারা ভাল ফল পাবে এবং অধিক অনুগ্রহও"- (সূরা ইউনুসঃ২৬)।

(حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا أبي عن ابن شهاب) عن عطاء ابن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يارسول الله قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يارسول الله قال فانكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها

فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فاذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ الا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان قالوا نعم يارسول الله قال فانها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ماقدر عظمها الا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازى

حتى ينجى حتى اذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار يعرفونهم

بِأَثَرِ السُّجُودِ تَأْكُلُ النَّارُ مِنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ
أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ وَقَدِ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ
فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ
وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَيْ
رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَيَدْعُو اللَّهَ
مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ
أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَيَصْرِفُ
اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ أَيْ رَبِّ
قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَ الَّذِي
أَعْطَيْتُكَ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ وَيَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَقُولَ لَهُ فَهَلْ عَسَيْتَ
إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ
فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالسُّرُورِ
فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ أَيْ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ
أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ
فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ مِنْهُ قَالَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ تَمَنَّهْ فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّى حَتَّى
إِنَّ اللَّهَ لَيُذَكِّرُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ

قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ وَأَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِىُّ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ لاَيَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا حَتَّى اِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ اللهَ قَالَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَاأَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا حَفِظْتُ اِلاَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ أَنِّى حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ

৩৫৭। আ'তা ইবনে ইয়াযীদ লাইসী থেকে বর্ণিত। আবু হুরাইরা (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল, কিয়ামাতের দিন আমরা কি আমাদের প্রভুকে দেখতে পাবো? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ পূর্নিমার রাতের চাঁদ দেখতে তোমাদের কি কোনরূপ অসুবিধা হয়? তারা বললো, না, হে আল্লাহ্র রাসূল। তিনি আবার বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোনরূপ অসুবিধা হয়? সবাই বললো, না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা ঐরূপ স্পষ্টভাবেই আল্লাহ্কে দেখতে পাবে। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত মানুষকে একত্রিত করে বলবেনঃ যারা (পৃথিবীতে) যে জিনিসের ইবাদাত করতে তারা সেই জিনিসের অনুসরণ করো। সুতরাং যারা সূর্যের পূজা করতো, তারা সূর্যের সাথে থাকবে। যারা চাঁদের পূজা করতো তারা চাঁদের সাথে থাকবে। আর যারা (তাগুতের) খোদাদ্রোহীদের পূজা করতো তারা খোদাদ্রোহীদের সাথে একত্রিত হয়ে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে শুধু আমার এ উম্মাত। তাদের মধ্যে থাকবে মুনাফিকরাও। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা, তাদের কাছে এমন আকৃতিতে আবির্ভূত হবেন যে, তারা তাকে চিনতে পারবেনা। তিনি বলবেনঃ 'আমি তোমাদের প্রভু, তারা বলবে, 'নাউযুবিল্লাহ মিনৃকা তোমার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই)। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রব আমাদের কাছে না আসেন, ততক্ষণ আমরা এখানেই অবস্থান করবো। যখন আমাদের রব আসবেন, আমরা তাঁকে চিন্‌তে পারবো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এমন আকৃতিতে তাদের সামনে আবির্ভূত হবেন যে, তারা সহজেই তাঁকে চিনতে পারবে। তিনি বলবেনঃ আমি তোমাদের প্রভু। তারাও বলবে, হাঁ, আপনিই আমাদের প্রভু। অতঃপর তারা সবাই তাঁকে অনুসরণ করবে। এ সময় জাহান্নামের ওপর পুল বা সাঁকো স্থাপন করা হবে। নবী (সা) বলেনঃ আমি ও আমার উম্মাতই সর্বপ্রথম তা অতিক্রম করবো। সে দিন রাসূলগণ ছাড়া অন্য কেউ কথা বলতে সাহস পাবেনা। আর রাসূলগণের দোয়া হবেঃ "আল্লাহুম্মা সাল্লিম, সাল্লিম"। হে আল্লাহ, নিরাপদে রাখো, শান্তি দাও। আর জাহান্নামের মধ্যে সা'দান গাছের কাঁটার মতো আংটা রয়েছে। তোমরা কি সা'দান গাছ চিন? তারা বললো, হাঁ, আমরা সা'দান গাছ দেখেছি, হে আল্লাহ্র রাসূল। তিনি বললেনঃ ঐ আংটাগুলো দেখতে সা'দান

গাছের কাঁটার মতই, তবে এতো বড় যে, বিরাটত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ই জানেন। ঐ আংটাগুলো দোযখের মধ্যে লোকদেরকে তাদের পাপ কাজের দরুন ছোবল দিতে থাকবে। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ঈমানদার (গুনাহগার) লোকও থাকবে। তারা অতঃপর এর ছোবল থেকে রক্ষা পাবে। অতপর মহান আল্লাহ যখন বান্দাদের বিচার ফায়সালা সমাপ্ত করবেন এবং নিজের রহমত ও অনুগ্রহে কিছু সংখ্যক লোককে দোযখ থেকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন এদের মধ্যে যারা আল্লাহ্র সাথে কোনো কিছুকে শরীক করেনি তাদেরকে দোযখ থেকে বের করার জন্যে তিনি ফিরিশতাদের আদেশ করবেন। আল্লাহতা'আলা যাদেরকে এভাবে অনুগ্রহ করবেন এরা হচ্ছে এমন লোক, যারা এ সাক্ষ্য প্রদান করেছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই।' ফিরিশ্তারা দোযখের মধ্যে তাদেরকে চিনতে পাবেন। তাঁরা তাদেরকে সিজদার চিহ্ন দেখেই সনাক্ত করবেন। একমাত্র সিজদার চিহ্ন বা স্থান ব্যতীত এসব বণী আদমের দেহের সবকিছুই দোযখের আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা সিজদার চিহ্নসমূহ আগুনের ওপর হারাম করে দিয়েছেন। অতএব তারা অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় কালো কয়লার মতো হয়ে দোযখ থেকে বের হবে। অতঃপর তাদের দেহের ওপর 'আবে হায়াত' (জীবনদানকারী পানি) ঢালা হবে। এখান থেকে তারা এমনভাবে সজীব হয়ে উঠবে, যেমন বীজ ভেজা মাটিতে আপনা আপনি অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে ওঠে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাহ্দের বিচার ফায়সালা শেষ করবেন। এরপর একটি মাত্র লোক অবশিষ্ট থাকবে। তার মুখ দোযখের দিকে ফেরানো থাকবে। সে হবে সবশেষে জান্নাত লাভকারী। সে বলবে, হে আমার প্রভু, দোযখের দিক থেকেআমার মুখটা ফিরিয়ে দিন। দোযখের দুর্গন্ধ আমাকে অসহ্য কষ্ট দিচ্ছে এবং এর অগ্নিশিখা আমাকে একেবারে দগ্ধ করে ফেলেছে। সে এ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার মর্জি মাফিক তাঁর কাছে দোয়া করতে থাকবে। তখন আল্লাহ্ তাকে বলবেনঃ তুমি যা চাও তা যদি তোমাকে দিই, তাহলে আরো কিছু চাইবে কি? সে বলবে, না। আমি এ ছাড়া আর কিছুই তোমার কাছে চাইবোনা। সে তার মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর ইচ্ছানুসারে এ মর্মে আরো অনেক ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দিতে থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তার মুখ দোযখের দিক থেকে ফিরিয়ে দেবেন। যখন সে বেহেশ্তের দিকে মুখ করবে, এবং বেহেশ্ত দেখবে তখন আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী কিছুক্ষণ নীরব থাকবে। অতপর বলবে, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিন। তার কথা শুনে আল্লাহ্ বলবেনঃ তুমি কি ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তোমাকে যা দেয়া হবে, তাছাড়া আর কিছুই চাই না? আফসোস হে আদম সন্তান! তুমি কি সাংঘাতিক ওয়াদা ভঙ্গকারী, বড়ই অকৃতজ্ঞ। সে আবার "হে আমার প্রভু" বলে সর্বশক্তিমান আল্লাহতা'আলা কে ডাকতে থাকবে। অবশেষে আল্লাহ্ তাকে বলবেনঃ এটা যদি তোমাকে দেয়া হয়, তাহলে তুমি পুনরায় আর কিছু চাইবেকি? সে বলবে, তোমার ইজ্জতের কসম, এছাড়া আমি আর কিছুই চাইবো না। তারপর সে এ মর্মে আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রতিশ্রুতি দিতে থাকবে এবং আল্লাহ্ও তাকে জান্নাতের দরযার কাছে এগিয়ে দেবেন। যখন সে জান্নাতের দরজায় দাঁড়াবে, তখন তার দরজা খুলে যাবে এবং সে তার মধ্যকার আরাম-আয়েশ ও আনন্দের প্রাচুর্য দেখতে পাবে, আর আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইবেন, সে ততক্ষণ নীরব নিশ্চুপ থাকবে। তারপর বলবে, হে আমার রব, আমাকে

জান্নাত দান করো। আল্লাহ্ বলবেনঃ তুমি কি এ মর্মে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দাও নি যে, আমি যা দেবো তা ব্যতীত অন্য আর কিছুই চাইবে না? আফসোস হে আদম সন্তান, তুমি বড়ই ধোকাবাজ। সে বলবে, হে আমার প্রভু, আমি তোমার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগা হতে চাইনা। সে আবার আল্লাহ্কে ডাকতে থাকবে। তার অবস্থা দেখে আল্লাহ হাসবেন। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ যখন হাসবেন, তখন বলবেনঃ যাও ঠিক আছে জান্নাতে প্রবেশ করো। সে জান্নাতে প্রবেশ করলে, আল্লাহ্ তাকে বলবেনঃ এবার আমার কাছে চাও। সে তার রবের কাছে চাইবে ও আকাঙ্খা প্রকাশ করবে। এমন কি আল্লাহ্ তা'আলা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেনঃ এটা ওটা চাও। যখন তার আকঙ্খাও শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ এ সবই তোমাকে দেয়া হলো এবং তার সাথে অনুরূপ আরো দেয়া হলো। বর্ণনাকারী আতা' ইবনে ইয়াযীদ বলেছেন, আবু হুরাইরা (রা) যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন, আবু সাঈদ খুদ্রীও (রা) তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি আবু হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসের কোনো অংশের প্রতিবাদ করেননি। অবশেষে আবু হুরাইরা (রা) যখন বর্ণনা করলেন যে, মহা ক্ষমতাবান আল্লাহ্ লোকটিকে বললেন, এ সবই তোমাকে দেয়া হলো এবং এর সাথে অনুরূপ পরিমাণ ও দেয়া হলো', তখন আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) বললেন, হে আবু হুরাইরা, 'এর সাথে আরো দশগুণ দিলাম' কথাটি রাসূলুল্লাহ্র (সা) কথা, 'এ সবই তোমাকে দিলাম এবং এর সাথে আরো দিলাম এটা স্মরণ রেখেছি। তখন আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে, এসবই তোমাকে দিলাম এবং অনুরূপ আরো দশগুণ দিলাম, কথাটি মনে রেখেছি। অতঃপর আবু হুরাইরা (রা) বললেন, ঐ লোকটি জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তি।

(حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى اخبرنا

ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهرى قال اخبرنى سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثى)

ان ابا هريرة اخبرهما ان الناس قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم يارسول الله هل نرى ربنا يوم

القيامة وساق الحديث بمثل معنى حديث ابراهيم بن سعد

৩৬০। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, কিয়ামাতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাবো? অতঃপর হাদীসের অবশিষ্ট বিবরণ ইব্রাহীম ইবনে সা'দ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মর্মার্থ অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন।

(وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمن فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت فيقول نعم فيقول له فان لك ما تمنيت ومثله معه

৩৬১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কতকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন। তম্মধ্যে একটি হচ্ছে এইঃ তোমাদের যে কোনো ব্যক্তিকে বেহেশ্তে যে মামুলী ধরনের বাসস্থান দেয়া হবে, আল্লাহ তাকে বলবেনঃ তুমি কামনা করো। তখন সে আকাঙ্খা করবে, আবারও আকাঙ্খা করবে। অতঃপর তাকে বলবেনঃ তুমি কি আকাঙ্খা করেছো? অর্থাৎ তোমার আকাঙ্খা করা শেষ হয়েছে কি? তখন সেবলবেঃ হাঁ, আমার যা কামনা বাসনা ছিলো, তা চাওয়া শেষ হয়েছে। তখন মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলবেনঃ যাও, তুমি যা কামনা করেছো তাতো তোমাকে দিলামই এবং তার সাথে অনুরূপ পরিমাণও দিলাম।

(وحدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار) عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب قالوا لا يارسول الله قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة الا كما تضارون في رؤية أحدهما اذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب الا يتساقطون في النار حتى اذا لم يبق الا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر

أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير ابن الله فيقال
كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار اليهم
الا تردون فيحشرون الى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فى النار ثم
يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم
ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ما ذا تبغون فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا
قال فيشار اليهم الا تردون فيحشرون الى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون
فى النار حتى اذا لم يبق الا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه
وتعالى فى أدنى صورة من التى رأوه فيها قال فما تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا
يا ربنا فارقنا الناس فى الدنيا أفقر ما كنا اليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ
بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا حتى ان بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل
بينكم وبينه آية فتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان
يسجد لله من تلقاء نفسه الا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء
ورياء الا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم
يرفعون رؤسهم وقد تحول فى صورته التى رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت
ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قيل يا رسول
الله وما الجسر قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها
شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير

وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ فِى نَارِ جَهَنَّمَ
حَتَّى اِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ
مُنَاشَدَةً لِلّٰهِ فِى اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِى النَّارِ
يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ
فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ اِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ
وَاِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِىَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ فَيَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِى
قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا
أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ
فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا ثُمَّ يَقُولُ
ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ
يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىُّ يَقُولُ اِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِى بِهٰذَا الْحَدِيثِ
فَاقْرَؤُوا اِنْ شِئْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا
عَظِيمًا فَيَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ اِلَّا
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا
فَيُلْقِيهِمْ فِى نَهَرٍ فِى أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِى حَمِيلِ السَّيْلِ
أَلَا تَرَوْنَهَا تَكُونُ اِلَى الْحَجَرِ أَوْ اِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ اِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ وَمَا يَكُونُ
مِنْهَا اِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ قَالَ فَيَخْرُجُونَ

كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ اللهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ ثُمَّ يَقُولُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُ رِضَايَ فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا. قَالَ مُسْلِمٌ قَرَأْتُ عَلَى عِيسَى ابْنِ حَمَّادٍ زُغْبَةَ الْمِصْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الشَّفَاعَةِ وَقُلْتُ لَهُ أُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ مِنَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِعِيسَى بْنِ حَمَّادٍ أَخْبَرَكُمُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ أَنَرَى رَبَّنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَحْوٌ قُلْنَا لاَ وَسُقْتُ الْحَدِيثَ حَتَّى انْقَضَى آخِرُهُ وَهُوَ نَحْوُ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلاَ قَدَمٍ قَدَّمُوهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ بَلَغَنِي أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَمَا بَعْدَهُ فَأَقَرَّ بِهِ عِيسَى ابْنُ حَمَّادٍ

৩৬২। আবু সঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিয়ামাতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাবো? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হাঁ। তিনি আরো বললেনঃ ঠিক্ দুপুরে মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোন কষ্ট হয়? অনুরূপভাবে মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা কিংবা কষ্ট হয়? তারা বললো, না, হে আল্লার রাসূল! তিনি বললেনঃ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতে তোমাদের ততটুকু কষ্ট হবে, যতটুকু ঐ দু'টির যে কোনো একটি দেখতে কষ্ট হয়। অতঃপর তিনি বললেনঃ

কিয়ামাতের দিন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, প্রত্যেক উম্মাত যারা যে জিনিষের ইবাদাত বা পূজা করতো তারা সে জিনিষের অনুগমন করো। ফলে (মুশ্‌রিকদের) কেউ অবশিষ্ট থাকবেনা, যারা আল্লাহ্‌ ছাড়া মূর্তি ও মূর্তিপূজার বেদীতে উপাসনা করতো তাদের সবাইকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। অবশেষে যারা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাত করতো, তার গুনাহগার বা নেককার যাই হোক না কেন অবশিষ্ট থাকবে। আর তাদের সাথে থাকবে আহ্‌লে কিতাবদের কিছু লোক। অতঃপর ইয়াহুদীদের ডাকা হবে। তাদের জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা (দুনিয়াতে) কার ইবাদাত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র 'উযাইরের' ইবাদাত করতাম। তখন তাদের বলা হবে, তোমরা জঘন্যতম মিথ্যা কথা বলছো কেননা আল্লহ্‌র তো স্ত্রী বা সন্তান কিছুই নেই। এবার তাদের জিজ্ঞেস করা হবে, এখন তোমরা কি চাও? তারা বলবে; আমরা পিপাসার্ত। হে প্রভু, আপনি আমাদেরকে পানি পান করান। অতঃপর তাদের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হবে যাও পানি পান কর গিয়ে। তাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। দোযখ দেখে তাদের কাছে মরীচিকার মত মনে হবে। আগুনের লেলিহান শিখা পানির মত ঢেউ খেলবে এবং একটি যেন অপরটিকে গ্রাস করছে মনে হবে। এর পর তারা (পানির আশায়) জাহান্নামের মধ্যে পড়ে যাবে। এবার নাসারাদের (খৃষ্টান) ডাকা হবে। তাদের জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কিসের ইবাদাত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র মসীহ্‌র (ঈসা আ) ইবাদাত করতাম। তাদের বলা হবে, তোমরা মিথ্যা কথা বলছো। কেননা আল্লাহ্‌র তো কোনো স্ত্রী বা পুত্র নেই। তাদেরকেও জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা এখন কি চাও? তারা বলবে, আমরা পিপাসার্ত। হে প্রভু, আপনি আমাদের পানি পান করতে দিন। এবার তাদের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হবে, যাও পানি পান কর গিয়ে। তাদেরকেও জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। দোযখ দেখে তাদের কাছে মরীচিকার মত মনে হবে। আগুনের লেলিহান শিখা পানির মত ঢেউ খেলছে এবং একটি অপরটিকে যেন গ্রাস করছে মনে হবে। তখন তারা জাহান্নামে পড়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতকারীরা। তাদের মধ্যে নেককারও থাকবে, এবং পাপীরাও থাকবে। রাব্বুল আলামীন তাদের কাছে পরিচিত চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়ে বলবেনঃ তোমরা কিসের অপেক্ষায় আছো? তোমাদের প্রত্যেকে যার যার ইবাদাত করতে সে তার সাথে মিলে যাও। তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু, দুনিয়াতে আমরা তাদের থেকে আলাদা ছিলাম। আমরা দরিদ্র ও নিঃস্ব ছিলাম কিন্তু তবুও এদের অনুসরণ করিনি। তিনি বলবেনঃ আমি তোমাদের রব। তখন তারা বলবে; 'নাউযুবিল্লাহি মিন্‌কা'। আমরা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবোনা, এ কথাটি দু'বার অথবা তিনবার বলবে। তাদের কেউ কেউ ফিরে যেতে উদ্যত হবে (কারণ পরীক্ষাটা খুব কঠিন হবে) তাদের নিয়ে এবার আল্লাহ্‌ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেনঃ তোমাদের কাছে কোনো পরিচয় চিহ্ন আছে কি– যা দেখে তোমরা তাঁকে চিন্‌তে পারবে? তারা বলবে, হাঁ। তখন তাঁর পায়ের নীচের অংশ (হাঁটু থেকে গোছা পর্যন্ত) খুলে যাবে। অতঃপর যারা স্বেচ্ছায় পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে (দুনিয়াতে) আল্লাহ্‌কে সিজদা করতো, তখন তাদেরকে সিজদা করার অনুমতি দেয়া হবে। আর সাথে সাথে সবাই সিজদায় পড়ে যাবে, কেউ অবশিষ্ট থাকবেনা। কিন্তু যারা

আত্মরক্ষা মূলক অথবা লোক দেখানোর জন্যে সিজদা করতো, তারা সিজদা করতে চাইলে, তাদের মেরুদন্ডের হাড় শক্ত হয়ে একটি তক্তার ন্যায় হয়ে যাবে। ফলে তারা সিজদা করতে চাইলে, পেছন দিকে চিৎ হয়ে পড়বে। অতঃপর সিজদায় অবনত লোক মাথা তুলে প্রথম বার আল্লাহ্কে যে আকৃতিতে দেখেছিলো, ঠিক সেই আকৃতিতে দেখতে পাবে। তিনি বলবেনঃ আমিই তোমাদের রব। তারাও বলবে, হাঁ, আপনিই আমাদের প্রভু! তারপর জাহান্নামের ওপর দিয়ে পুলসিরাত পাতা হবে এবং সুফারিশ করার অনুমতিও থাকবে আর সকলের মুখ থেকে সে একটি মাত্র বাক্য উচ্চারিত হতে থাকবে, 'হে আল্লাহ্ আমাকে বাঁচাও, আমাকে রক্ষা করো। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল, পুলসিরাত কি? তিনি বললেনঃ তা মারাত্মক পিচ্ছিল জায়গা, যার ওপর লোহার আংটা এবং বড় ও বাঁকা ফাঁটা থাকবে, যা দেখতে নাজ্দ এলাকার সা'দান গছের কাঁটার মতো। মু'মিনগণ এ পুলসিরাতের ওপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ উড়ন্ত পাখির গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, কেউ উটের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ সহীহ্ সালামতে পার হয়ে যাবে। আবার কেউ ক্ষতবিক্ষত দেহে পার হবে। আবার কোনো হতভাগ্য আগুনে পতিত হবে। শেষ নাগাদ মু'মিনরা দোযখ থেকে নাজাত পেয়ে যাবে। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ নিজের অধিকার আদায়ের দাবীতে, ততখানি অনমনীয় নও যতখানি কঠোর হবে কিয়ামাতের দিন মু'মিনরা আল্লাহ্র কাছে তাদের সে সব ভাইদের মুক্তির জন্যে যারা দোযখে চলে গেছে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু, তারা আমাদের সাথে রোযা রাখতো, নামায পড়তো এবং হজ্জ করতো। তখন তাদেরকে বলা হবে, যাও, তোমরা যাদেরকে চিনো তাদেরকে বের করে নিয়ে আসো। অতঃপর দোযখের আগুন তাদের চেহারার জন্য হারাম হয়ে যাবে। তারা বহু সংখ্যক লোককে দোযখ থেকে বের করে আনবে। আগুন এদের কারো পায়ের নলা পর্যন্ত এবং কারো পায়ে গোড়ালী পর্যন্ত জ্বালিয়ে ফেলবে। অতঃপর তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু, এখন আর এমন কোনো ব্যক্তি অবশিষ্ট নেই, যাদেরকে বের করার জন্যে আপনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ বলবেনঃ আবার যাও। যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) দেখতে পাবে, তাদেরকে বের করে আনো। এভাবে তারা অনেক লোককে বের করে নিয়ে আসবে। তারা আবার বলবে, হে আমাদের প্রভু, এমন কোনো ব্যক্তিকে আমরা বাদ দিইনি, যাদেরকে বের করার জন্যে আপনি নির্দেশ করেছিলেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে বলবেনঃ পুনরায় যাও। যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদেরকে বের করে আনো। এবার তারা বহু লোককে বের করে আনবে। তারা ফিরে এসে বলবে, হে আমাদের প্রভু, আপনি যাদেরকে আনার নির্দেশ করেছিলেন, এমন কোনো ব্যক্তিকে আমরা রেখে আসিনি। আল্লাহ্ বলবেনঃ পুনরায় যাও, যাদের অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসো। এবারও তারা বহু সংখ্যক লোক বের করে নিয়ে আসবে এবং ফিরে এসে বলবে, হে আমাদের প্রভু, সামান্য পরিমাণ ঈমান ওয়ালা আর একজন লোককেও আমরা দোযখে অবশিষ্ট রেখে আসিনি। হাদীসের বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) বলেন, যদি তোমরা আমাকে এ হাদীসের ব্যাপারে বিশ্বাস না করো, তা হলে----- আমার কথার সত্যতা

প্রমাণের এ আয়াতটি পাঠ করে নাওঃ "আল্লাহ্ কারো প্রতি এক বিন্দু পরিমাণ যুলুমও করেন না। বরং কোনো নেকীর কাজ করলে তিনি তা দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের অশেষ করুণায় তাকে বিরাট পুরস্কার প্রদান করেন"–(সূরা আন্ নিসাঃ ৪০)। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, ফিরিশ্‌তারা, নবীগণ এবং মু'মিনরা সবাই শাফায়া'ত করে অবসর হয়েছে। এখন (আমি) 'আর্‌হামুর রাহেমিন' পরম দয়ালু ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট নেই। আমার সুফারিশই কেবল মাত্র বাকী রয়েছে। তিনি এক মুষ্টি ভরতি এক দল লোককে দোযখ থেকে বের করবেন। তিনি এমন সব লোককে বের করে আনবেন, যারা কখনো কোনো নেক আমল করেনি। এরা জ্বলে পুড়ে কয়লার মতো হয়ে গেছে। অতঃপর তাদেরকে জান্নাতের দ্বারদেশে নাহরুল হায়াত' নামক একটি ঝর্ণায় নামানো হবে। তারা এখান থেকে এমনভাবে সজীব হয়ে বের হবে যেমন আবর্জনাময় ভেজা মাটিতে বীজ অংকুরিত হয়ে বেড়ে ওঠে। তোমরা কি পাথর অথবা বৃক্ষের পাশের বীজকে দেখোনি? এর মধ্যে যেটা রোদে থাকে সেটা হয় সবুজ, আর যেটা ছায়ায় থাকে সেটা হয় সাদা। লোকেরা বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, মনে হয় আপনি বনে জঙ্গলে পশু চরিয়েছেন? তিনি বললেনঃ তারা সেখান থেকে মুক্তার দানার মত চক্‌মক্ করে বের হয়ে আসবে। তাদের ঘাড়ে সীল মোহর লাগানো হবে। জান্নাতবাসীগণ তাদেরকে দেখেই চিনতে পারবে যে, এরা আল্লাহ্‌র আযাদকৃত লোক। এরা কোনো কল্যাণ ও পুণ্যময় কাজ না করা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, যাও জান্নাতে প্রবেশ করো, আর বলা হবে, তোমরা যা কিছু দেখছো তা সবই তোমাদের দেয়া হলো। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদের যা দান করেছেন, সারা বিশ্বের মধ্যে কাউকে তো আপনি এ পরিমাণ দান করেননি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ তোমাদের জন্যে আমার কাছে এর চাইতে আরো অধিক উত্তম বস্তু রয়েছে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু, এর চেয়ে অধিক উত্তম সেটা আবার কি জিনিস? তিনি বলবেনঃ তা আমার সন্তুষ্টি। আজকের পর থেকে আর কখনো আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবোনা।

ইমাম মুসলিম (রহ) বলেন, শাফায়া'ত সম্বলিত এ হাদীস আমি ঈসা ইবনে হাম্মাদ যুগবাতুল মিসরীকে পাঠ করে শুনালাম। আমি তাঁকে বললাম, আপনার থেকে এ হাদীসটি আমাকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি তা লাইস ইবনে সা'দ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। পরে আমি ঈসা ইবনে হাম্মাদকে বললামঃ লাইস ইবনে সা'দ ------- আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি আমাদের প্রভুকে দেখতে পাবো? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে তোমাদের কোনো প্রকার কষ্ট হয় কি? আমরা বললাম, না। অতঃপর হাদীসটির শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন এবং তা অবিকল হাফস ইবনে মাইসারার বর্ণনার অনুরূপ। অবশ্য بِغَيْرِ ..... قَدَّمُوهُ বাক্যটি পরে বর্ধিত করেছেনঃ " অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা দেখছো তা তোমাদেরকে দেয়া হলো এবং অনুরূপ পরিমাণ আরো দেয়া হলো"। আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন, পুলসিরাতের অবস্থা হচ্ছে এই; ' চুলের চাইতে সরু এবং তরবারির চেয়েও ধারাল'। তবে লাইসের বর্ণনায়–" তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু, আমাদেরকে যা দান করেছেন, জগতের কাউকে অনুরূপ দেননি" এ বাক্যটির উল্লেখ নেই।

(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جعفر بن عون حدثنا هشام بن سعد) حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص بن ميسرة إلى آخره وقد زاد ونقص شيئا

৩৬৩। ইমাম মুসলিম বলেন, যায়িদ ইবনে আস্‌লাম এই সনদে তিনটি ধারায় বর্ণনা করেছেন। একটি হলো হাফ্‌স ইবনে মাইসারার। দ্বিতীয় হলো, সাঈদ ইবনে আবু হিলালের এবং তৃতীয়টি হলো হিশাম ইবনে সা'দের। সুতরাং এ দু'টি বর্ণনা হাফ্‌স ইবনে মাইসারার রেওয়ায়েতের অনুরূপ। অবশ্য এই বর্ণনায় 'কোনো শব্দ বর্ধিত এবং কোনো শব্দ কম' বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬

কিয়ামতের দিন শাফাআ'তের ব্যবস্থা থাকার এবং তাওহীদে বিশ্বাসীগন জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে, প্রমাণ

(وحدثني هرون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال) حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار النار ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحيا فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية

৩৬৪। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা নিজ ইচ্ছায় তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতবাসীকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, এবং জাহান্নামীকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। অতঃপর বলবেনঃ তোমরা দেখো, যার অন্তরে এক বিন্দু পরিমান ঈমান আছে তাকে দোযখ থেকে বের করে আন। তারা এমন কিছু লোককে সেখান থেকে বের করে আনবে, যারা অগ্নিদগ্ধ হয়ে কালো কয়লার মত হয়ে গেছে। পরে তাদেরকে 'নহ্‌রে হায়াত' নামে ঝর্ণায় ঠেলে দেয়া হবে। সেখান থেকে তারা তরুতাজা হয়ে অঙ্কুরিত হবে। তোমরা কি দেখনি স্যাঁৎস্যাতে স্থানে বীজ অংকুরিত হয়! এগুলো প্রথমে হলুদ বর্ণের এবং ঘুমন্ত অবস্থায় বের হয়ে আসে।

(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان)

حدثنا وهيب (ح وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا عمرو بن عون) أخبرنا خالد كلاهما عن

عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقالا فيلقون في نهر يقال له الحياة ولم يشكا وفي حديث خالد

كما تنبت الغثاءة في جانب السيل وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمئة أو حميلة السيل

৩৬৫। উহাইব ও খালিদ উভয়ে আমর ইবনে ইয়াহ্‌ইয়ার সূত্রে ওপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) বলেছেনঃ অতঃপর তাদেরকে (জাহান্নাম থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদেরকে) 'হায়াত' নামক নহরে ফেলে দেয়া হবে। খালিদের বর্ণনায় আছেঃ প্লাবনে সিক্ত মাটিতে বীজ যেমন অংকুরিত হয়ে উঠে। উহাইবের বর্ণনায় রয়েছেঃ যেমন বীজ আপনা আপনি তরতাজা হয়ে ওঠে প্রানির স্রোতের কিনারায় কাদা মাটির মধ্যে।

(وحدثني نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن أبي مسلمة عن

أبي نضرة) عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها

فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم

إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل

يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل فقال رجل من القوم

كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية

৩৬৬। আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসীরা (মুশ্‌রিক ও কাফির) সেখানে মরবেও না এবং বাঁচবেওনা। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক যারা নিজেদের অপরাধের দরুন দোযখে যাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে এমনভাবে মারবেন যে অগ্নিদগ্ধ হয়ে তারা কয়লার মতো হয়ে যাবে। অতঃপর তাদের জন্যে সুফারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। এরপর তাদেরকে পৃথকভাবে দলে দলে আনা হবে এবং বেহেশ্‌তের নহ্‌রের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতবাসীগণ, এদের ওপর পানি বর্ষণ করো।

অতঃপর তারা এমনভাবে তরতাজা ঘাসের মতো সজীব হয়ে ওঠবে, যেভাবে প্রবাহমান স্রোতের ধারে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। এ সময় উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলো, মনে হয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনে-জঙ্গলেও অবস্থান করতেন।

وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الى قوله في حميل السيل ولم يذكر ما بعده

৩৬৭। আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ --- 'ফী হামীলিস্ সাইলে' পর্যন্ত ওপরের হাদীসের অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর পরের অংশ এ সূত্রে বর্ণিত হয়নি।

حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحق بن ابراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل اليه أنها ملأى فيرجع فيقول يارب وجدتها ملأى فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل اليه أنها ملأى فيرجع فيقول يارب وجدتها ملأى فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فان لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو ان لك عشرة أمثال الدنيا قال فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه قال فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة

৩৬৮। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জাহান্নাম থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত সর্বশেষ ব্যক্তি এবং জান্নাতে প্রবেশকরী সর্বশেষ ব্যক্তিকে আমি অবশ্যই জানি। সে এমন এক ব্যক্তি, যে জাহান্নাম থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বা হেঁচ্‌ড়িয়ে বের হয়ে আসবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেনঃ যাও, তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো। তিনি (নবী সা) বলেছেনঃ এ ব্যক্তি জান্নাতের কাছে আসলে, তার ধারণা হবে যে, তাতো পূর্ণ হয়ে গেছে। সেখানে কোনো স্থান নেই তাই সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু, আমিতো তা সম্পূর্ণ ভরতি পেয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা আবার তাকে বলবেনঃ যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাকে দুনিয়ার মতো এবং তার দশগুণ দেওয়া হলো। অথবা তিনি বলেছেন, তোমাকে পৃথিবীর দশগুণ দেয়া হলো। অতঃপর সে বলবে, আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? অথবা সে বলবে, আপনি কি আমার সাথে উপহাস করছেন? অথচ আপনি হচ্ছেন সর্ব ক্ষমতার অধিকারী। বর্ণনাকারী বলেন, এসময় আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। তিনি বলেছেনঃ এ হবে সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণীর জান্নাতী।

(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابراهيم عن عبيدة) عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمن فيتمنى فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه

৩৬৯। আবদুল্লাহ্ (ইবনে মাসউদ রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জাহান্নাম থেকে সবশেষে বের হয়ে আসা ব্যক্তিকে আমি চিনি। সে হামাগুড়ি দিয়ে দোযখ থেকে বের হয়ে আসবে। তাকে বলা হবে, যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো। নবী (সা) বলেনঃ সে গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে দেখবে, লোকেরা স্ব স্ব স্থান অধিকার করে আছে। (আর কোন খালি জায়গা নেই(। অতঃপর তাকে বলা হবে, আচ্ছা সে যুগের (দোযখের শাস্তি) কথা তোমার স্মরণ আছে কি? সে বলবে, হাঁ, মনে

আছে। তাকে বলা হবে, তুমি কি পরিমাণ জায়গা চাও তা আকাংখা করো। সে আকাংখা করবে, তখন তাকে বলা হবে, তুমি যে পরিমাণ আকাংখা করেছো তা এবং দুনিয়ার দশগুণ জায়গা তোমাকে দেয়া হলো। এ কথা শুনে সে বলবে, 'আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? অথচ আপনি হলেন সর্ব শক্তিমান'। বর্ণনাকারী ইবনে মাস্উদ (রা) বলেন, এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس) عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا رب ويعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين فيقول أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها قال بلى يا رب هذه لا أسألك غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها فيدنيه منها فإذا أدناه منها فيسمع

أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْخِلْنِيهَا فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِينِي مِنْكَ أَيُرْضِيكَ أَنْ
أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا قَالَ يَا رَبِّ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ
فَقَالَ أَلاَ تَسْأَلُونِّي مِمَّ أَضْحَكُ فَقَالُوا مِمَّ تَضْحَكُ قَالَ هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالُوا مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مِنْ ضَحِكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي
وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ

৩৭০। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সকলের শেষে যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে ব্যক্তির অবস্থা এমন হবে যে, সে একবার সম্মুখে চলবে, একবার হোঁচট খেয়ে পড়বে আর একবার জাহান্নামের আগুন এসে তার মুখমন্ডলকে দগ্ধ করে দেবে। আর যখন সে এ স্থানটি অতিক্রম করে যাবে তখন সে পেছনের দিকে ফিরে তাকাবে আর বলতে থাকবে, কতো মহান সেই সত্তা যিনি আমাকে তোমা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ আমাকে এমন কিছু দান করেছেন, পূর্বের ও পরের কাউকে অনুরূপ দান করেননি। অতপর তার সম্মুখে একটি বৃক্ষ উত্তোলন করা হবে। সে তা দেখে বলবে, হে পরোয়ারদিগার, আমাকে এ বৃক্ষের নিকটবর্তী করেদিন। আমি তা থেকে ছায়া গ্রহণ করবো এবং (তার নীচে প্রবাহিত) পানি পান করবো। তখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলবেন, হে আদম সন্তান, এমনও তো হতে পারে যে, আমি তোমাকে তা দেবো, আর অমনি তুমি আর একটি চেয়ে বসবে? তখন সে বলবে, না, হে প্রভু, এবং সে এ অঙ্গিকার করবে যে, অন্য কিছু চাইবেনা। আল্লাহ্ তা'আলা তার ওযর (দুর্বলতা) কে ক্ষমা করে দেবেন। কেননা সে আরো এমন কিছু আকর্ষণীয় বস্তু দেখতে পাবে, যার লোভ সে সামলাতে পারবেনা। অতঃপর তাকে সে গাছের নিকটে নিয়ে যাওয়া হবে। সে তার ছায়া গ্রহণ করবে এবং সেখান থেকে পানিও পান করবে। অতঃপর প্রথমটির চাইতে আরো অধিক সুন্দর একটি বৃক্ষ তার সম্মুখে উত্তোলন করা হবে। তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে এ বৃক্ষটির নিকটবর্তী করে দিন। আমি ওখান থেকে পানি পান করবো এবং এর ছায়া গ্রহণ করবো। এছাড়া অন্য কিছু তোমার কাছে চাইবোনা। আল্লাহ্ বলবেনঃ হে আদমের পুত্র, তুমি কি আমার কাছে এ প্রতিজ্ঞা করেছিলে না যে, আর কিছুই চাইবেনা? এমনও তো হতে পারে যদি আমি তোমাকে এর নিকটবর্তী করে দিই, তখন তুমি আরো কিছু চেয়ে বসবে? তখন সে ওয়াদা করবে যে, অন্য কিছুই চাইবেনা। তবে মহান প্রভু তার দুর্বলতা মাফ করে দেবেন, কারণ এরপর সে যা দেখবে, তার লোভ সামলাতে পারবে না। অতঃপর তাকে সে বৃক্ষের নিকটবর্তী করে দেয়া হবে। সে এর ছায়ায় আশ্রয় নেবে এবং এখান থেকে পানিও পান করবে। এরপর বেহেশ্‌তের দ্বারপ্রান্তে এমন একটি বৃক্ষ উত্তোলন করা হবে যা প্রথম দু'টির চাইতেও অধিক সুন্দর ও মনোরম। তখন সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার, আমাকে

এ বৃক্ষটির নিকটবর্তী করে দিন আমি এর ছায়ায় আশ্রয় নেব এবং সেখান থেকে পানিও পান করবো। আর আপনার কাছে অন্য কিছুই চাইবোনা। তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ হে ইবনে আদম, তুমি কি আমার কাছে ওয়াদা করেছিলেনা যে, আর কিছুই চাইবেনা? সে বলবে, হাঁ। হে মা'বুদ! কেবল মাত্র এটাই চাই, আর কিছুই চাইবোনা। এবারও আল্লাহ্ তার ওযর কবুল করবেন। কেননা, সে যা দেখতে পাবে, তার লোভ সামলাতে পারবেনা। অতঃপর তাকে এর নিকটবর্তী করে দেয়া হবে। যখন তাকে এর নিকটবর্তী করা হবে, সে জান্নাতবাসীদের পরস্পরের আলাপ–আলোচনা ও আনন্দ উৎসব দেখতে ও শুনতে পাবে। তখন সে বলবে, হে আমার মা'বুদ, আমাকে এর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিন। তখন আল্লাহ্ বলবেন, হে আদম সন্তান, আমার কাছে তোমার চাওয়া–পাওয়া কবে নাগাদ শেষ হবে? তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যদি আমি তোমাকে দুনিয়া ও তার সাথে অনুরূপ পরিমান দান করি? তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক, আপনিকি আমার সাথে উপহাস করছেন? অথচ আপনি হলেন বিশ্ব–প্রতিপালক। এ পর্যন্ত বলার পর ইবনে মাস্উদ (রা) হেসে দিলেন। পরে তিনি (উপস্থিত লোকদেরকে বললেন), আমি কেন হাসলাম, আপনারা আমাকে তা কেন জিজ্ঞেস করছেননা। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি হাসলেন কেন? তিনি বললেন; (এ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হেসেছিলেন, লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেনঃ যখন ঐ লোকটি বলেছিলো "আপনি কি আমার সাথে উপহাস করছেন? অথচ আপনি হলেন বিশ্ব–প্রতিপালক"! তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন হেসেছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও হেসেছেন। তার কথার জবাবে আল্লাহ্ বললেন, না, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা–উপহাস করছিনা। কেননা আমি যা কিছু করতে চাইনা কেন তা করতে সক্ষম।

(حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً رَجُلٌ صَرَفَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ وَمَثَّلَ لَهُ شَجَرَةً ذَاتَ ظِلٍّ فَقَالَ أَيْ رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى هٰذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِي ظِلِّهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِينِي مِنْكَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَزَادَ فِيهِ وَيُذَكِّرُهُ اللّٰهُ سَلْ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللّٰهُ هُوَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ فَتَقُولَانِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ قَالَ فَيَقُولُ مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْطِيتُ.

৩৭১। আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি সবচেয়ে কম মর্যাদার বেহেশ্‌তী হবে তার মুখখানি আল্লাহ্‌ তা'আলা দোযখের দিক থেকে ফিরিয়ে বেহেশ্‌তের দিকে করে দেবেন এবং তার জন্যে একটি ছায়াযুক্ত বৃক্ষ দাঁড় করাবেন। সে বলবে, হে আমার প্রভু, আমাকে ঐ গাছের নিকটে পৌঁছিয়ে দিন। আমি এর ছায়ায় আশ্রয় নেব। এ হাদীসের অবশিষ্ট অংশ, ইবনে মাস্‌উদ (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা যে বলবেন, "হে আদম সন্তান, আমার নিকট তোমার চাওয়া কবে নাগাদ শেষ হবে?"... শেষ পর্যন্ত এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি। অবশ্য এ বর্ণনায় আরো আছেঃ এটা ওটা চাওয়ার জন্যে আল্লাহ্‌ তাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন। আর যখন তার সমস্ত আকাংখা শেষ হয়ে যাবে, তখন তাকে বলবেনঃ তুমি যা কামনা করেছো তা এবং আরো দশগুণ বেশী তোমাকে দেয়া হলো। অতঃপর সে ব্যক্তি তার জান্নাতের গৃহে প্রবেশ করবে এবং প্রবেশ করবে তার কাছে টানা টানা চোখ বিশিষ্ট দু'জন হুর তার স্ত্রী হিসাবে। তারা বলবে, সেই আল্লাহ্‌র জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি তোমাকে আমাদের জন্যে এবং আমাদেরকে তোমার জন্যে নির্ধারিত করেছেন। তিনি বলেন, অতঃপর সে ব্যক্তি বলবে, আমাকে যা কিছু দান করা হয়েছে, অনুরূপ আর কাউকে প্রদান করা হয়নি।

(حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ أَبْجَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ) قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رِوَايَةً إِنْ

شَاءَ اللَّهُ (ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ

سَعِيدٍ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يُخْبِرُ) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ

وَابْنُ أَبْجَرَ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سُفْيَانُ

رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا أُرَاهُ ابْنَ أَبْجَرَ قَالَ سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً قَالَ هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ

بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ

مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا

فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ فَيَقُولُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ رَضِيتُ رَبِّ

فَيَقُولُ هٰذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ قَالَ رَبِّ فَأَعْلاَهُمْ مَنْزِلَةً قَالَ أُولٰئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ قَالَ وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ الآيَةَ

৩৭২। উল্লেখিত সনদগুলোতে মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মূসা (আ) তাঁর রবকে জিজ্ঞেস করলেনঃ একজন নিম্ন শ্রেণীর বেহেশ্‌তীর কিরূপ মর্যাদা হবে? আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ সমস্ত জান্নাতবাসীকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। তাকে বলা হবে, যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলবে, হে প্রভু, এখন ওখানে গিয়ে কি করবো? প্রত্যেক ব্যক্তিই তো স্ব স্ব স্থান ও যা যা নেয়ার তা নিয়ে ফেলেছে। আমি ওখানে গিয়ে কিছুই তো পাবো না। তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, দুনিয়ার যেকোন বাদশার রাজ্যের সম পরিমাণ এক রাজত্ব তোমাকে দেয়া হবে? সে বলবে, আমি সন্তুষ্ট, হে আমার প্রভু, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ তোমাকে তা দেয়া হল এবং তার দ্বিগুণ, তার দ্বিগুণ, তার দ্বিগুণ, তার দ্বিগুণ দেয়া হল। পঞ্চম বারে সে ব্যক্তি বলবে, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, হে আমার পরওয়ারদিগার। অতঃপর তিনি বলবেনঃ তোমাকে তা দেয়া হলো এবং তার দশগুণ পরিমাণ দেয়া হলো। আর তোমাকে তাও দেয়া হলো, যা তোমার মন চায় ও চোখে ভাল লাগে। সে ব্যক্তি বলবে, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। মূসা (আ) বললেনঃ সর্বোচ্চ শ্রেণী বেহেশ্‌তীর মর্যাদা কিরূপ হবে? মহান আল্লাহ বললেনঃ এরা সেই সমস্ত লোক যাদেরকে আমি নিজের হাতে মর্যাদার স্থানে উন্নীত করেছি এবং এর ওপর মোহর করে দিয়েছে। তাদেরকে এমন কিছু প্রদান করা হবে যা কোন চোখে কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি, এমনকি কোনো অন্তর তা কল্পনাও করতে পারেনি। বর্ণনাকারী বলেনঃ এর প্রমাণে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র কিতাবে রয়েছেঃ "তাদের কাজের প্রতিদানস্বরূপ তাদের জন্য চক্ষুশীতলকারী যে সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোন প্রাণীরই তার খবর নেই"– সূরা সাজদাঃ১৭)।

(حدثنا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ الأَشْجَعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ) سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ سَأَلَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَخَسِّ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهَا حَظًّا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ

৩৭৩। শা'বী বলেন, আমি মুগীরা ইবনে শো'বাকে (রা) মিম্বারের ওপর বলতে শুনেছিঃ মূসা (আ) সবচেয়ে নিম্ন মর্যাদার একজন জান্নাতী সম্পর্কে আল্লাহতা'আলাকে জিজ্ঞেস করলেন। ......পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

(حدثنا) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لاَ أَرَاهَا هَهُنَا فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ

৩৭৪। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তি এবং জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসা সর্বশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে আমি জানি। কিয়ামাতের দিন তাকে (আল্লাহ্‌র সম্মুখে) উপস্থিত করা হবে। বলা হবে, এ ব্যক্তির সমস্ত ছোট ছোট গুণাহগুলো তার সামনে উপস্থিত করো। আর বড় বড় গুণাহ্ তুলে নাও (তা গোপন রাখো)। অতঃপর ছোট ছোট গুনাহ্গুলো তার সামনে উপস্থিত করা হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি অমুক দিন এই এই এবং অমুক দিন এই এই (গুণাহের) কাজ করেছিলে? সে বলবে হাঁ। তার অস্বীকার করার কোনো উপায় থাকবে না। বরং তার বড় বড় গুণাহ্গুলো উপস্থাপন করা হয় না কি সেজন্য ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। অতঃপর তাকে বলা হবে, যাও, তোমার প্রত্যেকটি গুণাহের স্থলে তোমাকে নেকী দেয়া হলো। (এ ব্যাপার দেখে তার অন্তরে বিরাট আশার সঞ্চার হবে)। তখন সে বলবে, হে পরোয়ারদিগার, আমি তো আরো কিছু কাজ (?) করেছিলাম সেগুলো তো আজ এখানে উপস্থিত দেখ্ছিনা। আবু যার (রা) বলেন, এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছিল।

(وحدثنا ابن نمير

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ)حَدَّثَنَا وَكِيعٌ(ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ)حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ

৩৭৫। আবু মুয়াবিয়া ও ওয়াকী, আ'মাশ থেকে এই সনদে ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

(حدثني عبيد الله بن سعيد

وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحٍ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ)أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنِ الْوُرُودِ فَقَالَ نَجِيءُ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا انْظُرْ أَيْ ذٰلِكَ فَوْقَ النَّاسِ قَالَ فَتُدْعَى الْأُمَمُ بِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَيَقُولُ مَنْ تَنْظُرُونَ فَيَقُولُونَ نَنْظُرُ رَبَّنَا فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَيْكَ فَيَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ قَالَ فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتَّبِعُونَهُ وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِنٍ نُورًا ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ وَعَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ وَحَسَكٌ تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَبْعُونَ أَلْفًا لَا يُحَاسَبُونَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوَإِ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ كَذٰلِكَ ثُمَّ تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَشْفَعُونَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً فَيُجْعَلُونَ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ وَيَجْعَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَرُشُّونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَّى يَنْبُتُوا نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّيْلِ وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ ثُمَّ يَسْأَلُ حَتَّى تُجْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهَا مَعَهَا

৩৭৬। আবু যুবাইর (রা) বলেন, তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্কে (রা) বলতে শুনেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল- কিয়ামাতের দিন লোকেরা কিভাবে আসবে। তিনি বলেছেন, কিয়ামাতের দিন আমরা এভাবে আসব (তিনি ঘাড় উঁচু করে দেখালেন)। অতপর অন্যান্য জাতির লোকদেরকে তাদের উপাস্য সমেত ডাকা হবে। প্রথমে একদল আসবে অতঃপর আরেক দল আসবে। অতপর আমাদের প্রতিপালক এসে জিজ্ঞেস করবেনঃ তোমরা (উম্মাতে মুহাম্মাদী)। কার অপেক্ষায় আছ? তারা বলবে, আমরা আমাদের প্রভুর অপেক্ষা করছি। তখন তিনি বলবেনঃ আমিই তোমাদের রব। তারা বলবে, আমরা আপনাকে দেখব। অতঃপর আল্লাহ্ এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করবেন যে, তিনি হাসছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্ তাদেরকে নিয়ে রওয়ানা হবেন এবং তারাও তাঁর অনুগমন করবে আর প্রত্যেকের সাথে দেয়া হবে নূর বা আলো, চাইসে মুনাফিক হোক কিংবা মু'মিন। অতঃপর তারা সে আলোর পেছনেই অনুগমন করবে। পুলসিরাতের ওপর রয়েছে লোহার আংটা এবং চওড়া বাঁকা কাঁটা। আল্লাহ যাকে চাইবেন তাতে তাকে আঁটকিয়ে রাখবেন। এরপর মুনাফিকদের আলো নিভে যাবে এবং মু'মিনরা মুক্তি পাবে। সর্বপ্রথম যে দলটি নাজাত পাবে, তাদের মুখমন্ডল হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো। সংখ্যায় তারাহবে সত্তর হাজার। তাদের কোনো হিসাব নিকাশ নেয়া হবে না। এদের পরপরই যে দল অতিক্রম করবে, তাদের চেহারা হবে, আকাশের তারার মতো উজ্জ্বল। তারপর পর্যায়ক্রমে লোক মুক্তি পেতে থাকবে। অতঃপর আসবে সুফারিশ করার পালা। বরং তাদের জন্যে সুফারিশ করা হবে (যারা জাহান্নামে চলে গেছে নিজেদের খারাপ কাজের দরুন)। অবশেষে সে ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে যে অন্ততঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছে এবং যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান রয়েছে। অতঃপর তাদেরকে জান্নাতের সম্মুখে রাখা হবে এবং বেহেশতবাসীগণ তাদের ওপর পানি ছিটাবেন। ফলে তারা প্রবাহমান পানির ধারে ঘাসের মতো সজীব হয়ে ওঠবে। আর তাদের থেকে আগুনের পোড়া। দাগ সমূলে দূরীভূত হয়ে যাবে। পরে তারা আল্লাহ্র নিকট কিছু চাইবে, শেষ নাগাদ তাদেরকে দেয়া হবে এক পৃথিবী ও এর সাথে অনুরূপ দশগুণ।

(حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ) جَابِرًا يَقُولُ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذُنِهِ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ نَاسًا مِنَ النَّارِ فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ

৩৭৭। জাবির (রা) বলেন, তিনি তাঁর দুই কানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কিছু সংখ্যক লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

(حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ) أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ قَالَ نَعَمْ

৩৭৮। হাম্মাদ ইবনে যায়িদ বলেন, আমি আমর ইবনে দীনারকে বললাম, আপনি কি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্কে (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা একদল লোককে সুফারিশের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন? তিনি বললেন, হাঁ।

(حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا قيس بن سليم العنبري قال حدثني يزيد الفقير) حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها الا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة

৩৭৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। এদের মুখমন্ডল ব্যতীত সারা দেহ জ্বলে পুড়ে গেছে। অবশেষে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(وحدثنا حجاج ابن الشاعر حدثنا الفضل بن دكين حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أبي أيوب قال) حدثني يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس قال فمررنا على المدينة فاذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالسا الى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاذا هو قد ذكر الجهنميين قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول انك من تدخل النار فقد أخزيته وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فما هذا الذي تقولون قال فقال أتقرأ القرآن قلت نعم قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام يعني الذي يبعثه الله فيه قلت نعم قال فانه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك قال غير أنه قد زعم أن قوما

يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيهَا قَالَ يَعْنِي فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ السَّمَاسِمِ قَالَ فَيَدْخُلُونَ نَهَرًا مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ الْقَرَاطِيسُ فَرَجَعْنَا قُلْنَا وَيْحَكُمْ أَتُرَوْنَ الشَّيْخَ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعْنَا فَلَا وَاللَّهِ مَا خَرَجَ مِنَّا غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَوْ كَمَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ

৩৮০। ইয়াযীদুল ফকীর বলেন, খারেজীদের একটি কথা আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। (কবীরা গুণাহ্কারীরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আর যে একবার দোযখে যাবে সে আর কখনো তা থেকে বের হতে পারবেনা। এ হল খারেজীদের আকীদা)। আমরা একদল লোক হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম। ইচ্ছা ছিল, হজ্জ শেষে উল্লেখিত আকীদা প্রচার করে বেড়াবো। আমরা মদীনায় পৌঁছেই দেখলাম জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) একটি খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে বসে লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনাচ্ছেন। তিনি (বর্ণনাকারী ইয়াযীদ) বলেন, জাবির (রা) তাঁর বর্ণনায় দোযখ বাসীদের প্রসঙ্গও আলোচনা করলেন। তাঁকে বললাম, হে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী, আপনারা কি ধরণের হাদীস বর্ণনা করছেন? অথচ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ "হে মা'বুদ, 'তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করেছ, তাকে বাস্তবিকই বড় অপমান ও লজ্জায় নিক্ষেপ করেছ"–(সূরা আল ইমরানঃ ১৯২)। "তারা যখনই জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসতে চেষ্ট করবে, তখনই তাদেরকে ধাক্কাদিয়ে সেখানে ঠেলে দেয়া হবে"–(সূরা সাজদাহঃ ২০)। আর আপনি এটা কি কথা বলছেন? জাবির (রা) বললেন, তুমি কি কুরআন মজীদ পাঠ করো? আমি বললাম, হাঁ পাঠ করি। তিনি বললেন, তুমি কি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাকামে মাহমূদের কথা শুনেছ যেখানে আলাহ্ তাঁকে (কিয়ামাতের দিন) পৌঁছাবেন? আমি বললাম, হাঁ, শুনেছি। তিনি বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'মাকামে মাহ্মূদ' হচ্ছে সে স্থান ও মর্যাদা, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা দোযখ থেকে বের করে আনবেন। ইয়াযীদ বলেন, অতঃপর তিনি (জাবির রা) পুলসিরাত সংস্থাপনের বিবরণ ও তার ওপর দিয়ে মানুষের গমনাগমনের বর্ণনা দেন। তিনি (ইয়াযীদ) বলেন, আমার ভয় হচ্ছে যে, আমি এ সম্বন্ধে সব কথা পুরোপুরি স্মরণ রাখতে পারিনি। তবে তিনি এ কথা বলেছেন যে, কিছু সংখ্যক লোক, যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল পরে তাদেরকে ওখান থেকে এমন অবস্থায় বের করে আনা হবে যেন তারা আবলুস কাঠ। অর্থাৎ তারা জ্বলে–পুড়ে অংগার হয়ে বের হবে। তিনি বলেনঃ অতঃপর তারা জান্নাতের এক নহরের দিকে চলে যাবে এবং তাতে গোসল করবে। অতঃপর তারা সেখান থেকে ধবধবে সাদা কাগজের ন্যায় হয়ে বের হবে। ইয়াযীদুল ফকীর বলেন, আমরা সেখান থেকে ফিরে আসলাম এবং বললাম, তোমরা (খারেজীরা) ধ্বংস হও। তোমরা কি মনে করো এ বৃদ্ধ (বুজর্গ) লোকটি

(অর্থাৎ জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যা আরোপ করতে পারেন? অতঃপর আমরা হজ্জ সমাপন করে বাড়ি ফিরে আসলাম, কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে শুধু মাত্র এক ব্যক্তি ছাড়া সবাই আমাদের পূর্ব আকীদা (খারেজী মতবাদ) পরিত্যাগ করলাম। ৪৬'আবু নুআঈম এরূপই বর্ণনা করেছেন।

حدثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَلَا تُعِدْنِي فِيهَا فَيُنْجِيهِ اللَّهُ مِنْهَا

৩৮১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ চার ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর তাদের এক ব্যক্তি ফিরে চাইবে এবং বলবে, হে আমার রব, আপনি যখন একবার আমাকে তা থেকে বের করেছেন, পুনরায় আমাকে সেখানে নিক্ষেপ করবেননা। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেবেন।

حدثنا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ ابْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُّونَ لِذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فَيُلْهَمُونَ لِذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا قَالَ فَيَأْتُونَ آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْخَلْقِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ

---

৪৬. মু'তাযিলা ও খারেজী সম্প্রদায়ের আকীদা হলো, যে ব্যক্তি একবার দোযখে প্রবেশ করবে, তার জন্যে সুফারিশের কোনো বিধান নেই। কিন্তু সহীহ্ হাদীস ও কুরআন থেকে প্রমানিত, গুনাহ্গার মু'মিন গুনাহের দরুন দোযখে গেলেও সুফারিশের দ্বারা সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ পাবে। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা।

لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا وَلَكِنِ ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ قَالَ فَيَأْتُونَ نُوحًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلاً فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ قَالَ فَيَأْتُونَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا وَلَكِنِ ائْتُوا عِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ قُلْ تُسْمَعْ سَلْ تُعْطَهْ اشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ رَبِّي ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ قُلْ تُسْمَعْ سَلْ تُعْطَهْ اشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ فَلاَ أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ قَتَادَةُ أَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ

৩৮২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন সমস্ত মানুষকে

(হাশরের ময়দানে) সমবেত করবেন। তারা এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য চেষ্টা করবে। অথবা তাদের অন্তরে এই চিন্তা ঢেলে দেয়া হবে। তারা বলবে, আমরা যদি এখান থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কারো মাধ্যমে আমাদের রবের কাছে সুফারিশ করাতাম তাহলে এ অসহণীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারতাম। নবী (সা) বলেনঃ তারা আদম আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে বলবে, আপনি আদম–সব মানুষের পিতা, আল্লাহ্ নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, আপনার মধ্যে স্বীয় রূহ্ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফিরিশ্তাদের নির্দেশ দিলে তারা সকলে আপনাকে সিজ্দা করেছে। আপনি আমাদের জন্যে আপনার রবের কাছে সুফারিশ করুন। তাহ্লে তিনি আমাদেরকে এই কষ্টদায়ক স্থান থেকে মুক্ত করে আরাম দান করবেন। তখন আদম (আ) বলবেনঃ আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি (নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ায়) নিজের কৃত অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন এবং তিনি যে এ জন্যে তাঁর রবের কাছে লজ্জিত তাও বলবেন। তিনি আরো বলবেনঃ বরং তোমরা পৃথিবীবাসীর জন্যে প্রেরিত আল্লাহ্র সর্বপ্রথম নবী নূহ্ আলাইহিস সাল্লামের কাছে যাও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ সুতরাং তারা সবাই নূহ্ আলাইহিস সাল্লামের কাছে আসবে। তিনি বলবেনঃ আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কৃত অপরাধের কথা স্মরণ করবেন যা তিনি করেছিলেন। এতে তিনি যে তাঁর রবের কাছে লজ্জিত সে কথাও বলবেন। আর বলবেনঃ তোমরা ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের কাছে যাও। তিনি এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ খলীল (একান্ত বন্ধু) বানিয়েছেন। সুতরাং তারা সবাই ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের কাছে আসবে। তিনি বলবেনঃ আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি তাঁর কৃত অপরাধের কথা স্মরণ করে, তাঁর প্রভুর কাছে যে লজ্জিত সে কথা বলবেন। তিনি আরো বলবেনঃ বরং তোমরা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্র এমন এক বান্দা, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাঁর সাথে কথা বলেছেন এবং তাওরাত কিতাব দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ সবাই তখন মূসা আলাইহিস সালামের কাছে আসবে। তিনি বলবেনঃ আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি তাঁর কৃত অপরাধের কথা স্মরণ করে, তাঁর প্রভুর নিকট যে লজ্জিত সে কথা বলবেন এবং বলবেন, তোমরা বরং আল্লাহ্র বান্দাহ্ এবং তাঁর কালেমা ও রূহ্ ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে যাও। অতঃপর তারা সবাই আল্লাহ্র রূহ্ ও কালেমা ঈসার (আ) কাছে আসবে। তিনি বলবেনঃ আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্র এমন এক বান্দাহ্ যাঁর আগের ও পরের সব গুণাহ্ মাফ করে দেয়া হয়েছে। রাবী (আনাস রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তারা আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করবো। আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। যখন আমি তাঁকে দেখতে পাব তখনই তাঁর সামনে সিজ্দায় লুটে পড়বো। আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইবেন আমাকে ততক্ষণ এ অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেনঃ হে মুহাম্মাদ, মাথা উঠাও! আর বলো তোমার কথা শুনা হবে। আর প্রার্থনা করো, যা চাইবে তা দেয়া হবে, এবং তুমি সুফারিশ করো, কবুল করা হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তখন আমি

মাথা উঠাবো এবং আমার রবের এমন বাক্যে প্রশংসা করবো, যা আমার মহাপরাক্রমশালী প্রভু আমাকে শিখিয়ে দেবেন। অতঃপর আমি শাফায়াত করবো। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাকে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। তখন আমি গিয়ে তাদেরকে দোযখ থেকে বের করে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাবো। তারপর আমি ফিরে এসে পুনরায় সিজ্‌দায় লুটে পড়বো। আর আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। অতঃপর বলবেনঃ হে মুহাম্মাদ (সা), মাথা তোল, আর বলো, তোমার কথা শুনা হবে। প্রার্থনা করো যা চাইবে তা দেয়া হবে। সুফারিশ করো, তা কবুল করা হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ অতঃপর আমি মাথা উঠাবো এবং এমন বাক্যে আমার রবের প্রশংসা করবো, যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। তারপর আমি সুফারিশ করবো, তবে এ ব্যাপারে আমাকে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদেরকে দোযখ থেকে বের করে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিয়ে দেব। আনাস (রা) বলেন, আমার জানা নেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তৃতীয় অথবা চতুর্থবারে বলেছেনঃ এর পর আমি বলবো, হে আমার প্রভু, কুরআন যাদেরকে আটকিয়ে রেখেছে অর্থাৎ কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী যাদের জন্যে চিরস্থায়ী দোযখ বাস নির্ধারিত হয়ে গেছে তারা ব্যতীত আর কেউই দোযখে অবশিষ্ট নেই। ইবনে উবাঈদ বলেন, তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, কাতাদা বলেছেন, তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামে পড়ে থাকবে।

(وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة) عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو يلهمون ذلك بمثل حديث أبي عوانة وقال في الحديث ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة فأقول يارب ما بقي الا من حبسه القرآن

৩৮৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামাতের দিন ঈমানদারদেরকে (হাশরের ময়দানে) একত্রিত করা হবে। এরপর তারা চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়বে, অথবা বলেছেনঃ বিপদ মুক্তির কামনা তাদের অন্তরে জেগে ওঠবে। হাদীসের পরবর্তী অংশ আবু আওয়া'নার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এরপর বলেছেনঃ চতুর্থবারে আমি আমার প্রভুর কাছে আসবো অথবা বলেছেন, চতুর্থবারে ফিরে এসে বলবোঃ হে আমার রব, কুরআন যাদেরকে আবদ্ধ করে রেখেছে, (অর্থাৎ কুরআনের ঘোষনা অনুযায়ী যাদের জন্যে জাহান্নাম চিরস্থায়ী বাসস্থান) তারা ব্যতীত আর কেউ-ই জাহান্নামে অবশিষ্ট নেই।

(حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة) عن أنس بن مالك

أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْهَمُونَ لِذَلِكَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَذَكَرَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَقُولُ يَارَبِّ مَابَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ

৩৮৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কিয়ামাতের দিন (হাশরের ময়দানে) আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে সমবেত করবেন। তখন তারা ভীষণ চিন্তাক্লিষ্ট ও অস্থির হয়ে পড়বে। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইবনে উবাঈদ ও ইবনে আদীর হাদীসের অনুরূপ। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (সা) চতুর্থবারে বলেছেনঃ আমি বলবো, হে আমার প্রভু, কুরআন যাদেরকে আবদ্ধ করে রেখেছে তারা ব্যতীত দোযখে আর কেউই অবশিষ্ট নেই। অর্থাৎ যাদের চিরস্থায়ী দোযখ বাস নির্ধারিত হয়েছে কেবল তারাই সেখানে রয়েছে।

(وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهِشَامٌ صَاحِبُ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ) حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَايَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَايَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَايَزِنُ ذَرَّةً زَادَ ابْنُ مِنْهَالٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ يَزِيدُ فَلَقِيتُ شُعْبَةَ فَحَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا بِهِ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّ شُعْبَةَ جَعَلَ مَكَانَ الذَّرَّةِ ذُرَةً قَالَ يَزِيدُ صَحَّفَ فِيهَا أَبُو بِسْطَامَ

৩৮৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দোযখ থেকে এমন ব্যক্তিকে বের করে আনা হবে, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু

বলেছে এবং তার অন্তরে বার্লি পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) রয়েছে। অতঃপর এমন ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলেছে এবং তার অন্তরে এক গম পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) আছে। তারপর এমন ব্যক্তিকে দোযখ থেকে বের করে আনা হবে, যে লা–ইলাহা –ইল্লাল্লাহ্ বলেছে এবং তার অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে । ইবনে মিন্হালের বর্ণনায় আরো আছে–"ইয়াযীদ বলেছেন, আমি শো' বার সাথে সাক্ষাৎ করে হাদীসটি তাঁকে বর্ণনা করি। শো' বা বললেন, এ হাদীসটি কাতাদা আমাদেরকে আনাস ইবনে মালিকের (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে শো' বা 'যার্‌রাতিন' এর স্থলে বলেছেন 'যুরাতিন' (চানা বুট)। ইয়াযীদ বলেছেন, এটা আবু বাস্‌তাম অর্থাৎ শো' বার ভ্রান্তি।

(حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا حماد بن زيد) حدثنا معبد بن هلال العنزي (ح
وحدثناه سعيد بن منصور واللفظ له حدثنا حماد بن زيد) حدثنا معبد بن هلال العنزي قال
انطلقنا الى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا اليه وهو يصلي الضحى فاستأذن لنا ثابت
فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره فقال له يابا حمزة ان اخوانك من أهل البصرة
يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اذا كان
يوم القيامة ماج الناس بعضهم الى بعض فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك فيقول
لست لها ولكن عليكم بابراهيم عليه السلام فانه خليل الله فيأتون ابراهيم فيقول لست
لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فانه كليم الله فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن
عليكم بعيسى عليه السلام فانه روح الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن
عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأوتى فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي
فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله ثم أخر له ساجدا فيقال لي
يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول رب أمتي أمتي فيقال

انطلق فمن كان فى قلبه مثقال حبة من برة او شعيرة من ايمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل
ثم أرجع الى ربى فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لى يا محمد ارفع رأسك وقل
يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول أمتى أمتى فيقال لى انطلق فمن كان فى قلبه مثقال
حبة من خردل من ايمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود الى ربى فأحمده بتلك المحامد
ثم أخر له ساجدا فيقال لى يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع
فأقول يارب أمتى أمتى فيقال لى انطلق فمن كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من
خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل هذا حديث أنس الذى أنبأنا به فخرجنا
من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو ملنا الى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف فى
دار أبى خليفة قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه فقلنا ياأبا سعيد جئنا من عند أخيك أبى حمزة
فلم نسمع مثل حديث حدثناه فى الشفاعة قال هيه فحدثناه الحديث فقال هيه قلنا ما زادنا
قال قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومئذ جميع ولقد ترك شيئا ما أدرى أنسى الشيخ
أو كره أن يحدثكم فتتكلوا قلنا له حدثنا فضحك وقال خلق الانسان من عجل ماذكرت
لكم هذا الا وأنا أريد أن أحدثكموه ثم أرجع الى ربى فى الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر
له ساجدا فيقال لى يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول
يارب ائذن لى فيمن قال لا إله الا الله قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك اليك ولكن
وعزتى وكبريائى وعظمتى وجبريائى لأخرجن من قال لا إله الا الله قال فأشهد على
الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال قبل عشرين سنة وهو يومئذ جميع

৩৮৬। মা'বাদ ইবনে হিলাল আ‍্‌ আনাযী (রা) বলেন, আমরা আনাস ইবনে মালিকের (রা) কাছে রওয়ানা হলাম এবং সাবিতের (রা) মাধ্যমে তাঁর সাক্ষাত প্রার্থনা করলাম। আমরা যখন তাঁর নিকট পৌছলাম, তিনি পূর্বাহ্নের (চাশ্‌তের) নামায পড়ছিলেন। সাবিত (রা) আমাদের জন্যে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি নিলেন। আমরা তাঁর (আনাসের) নিকট গেলাম এবং তিনি সাবিতকে (রা) নিজের পাশে খাটের ওপর বসালেন। অতঃপর সাবিত তাকে বললেন, হে হাম্‌যার বাপ, আমাদের বস্‌রার ভাইয়েরা চাচ্ছে আপনি তাদেরকে শাফাআতের হাদীস বর্ণনা করে শুনান। অতঃপর তিনি বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেনঃ কিয়ামাতের দিন লোকেরা ভীত সংত্রস্ত হয়ে একে অপরের কাছে ছুটাছুটি করতে থাকবে। এরপর তারা আদম আলাইহিস সালামের কাছে এসে বলবে, আপনি আপনার সন্তানদের জন্যে সুফারিশ করুন। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। বরং তোমরা ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালামের কাছে যাও। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার বন্ধু (খলীলুল্লাহ্‌)। অতঃপর তারা ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালামের কাছে আসবে। তিনি বলবেনঃ আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। বরং তোমরা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে যাও। তিনি হচ্ছেন কালীমুল্লাহ্‌। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। এবার তারা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে আসবে। তিনি বলবেন, এ কাজের উপযুক্ত আমি নই বরং তোমরা ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে যাও। কেননা তিনি হচ্ছেন রূহুল্লাহ্‌ ও কলেমাতুল্লাহ্‌। লোকেরা তাঁর কাছে আসবে। তিনি বলবেনঃ আমি এ কাজের উপযুক্ত নই বরং তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও। তারা আমার কাছে আসবে। আমি বলবো, হাঁ, আমিই এ কাজের উপযুক্ত অতঃপর আমি আমার রবের কাছে যাব। আমি তাঁর কাছে অনুমতি চাইবো এবং আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমি গিয়ে তাঁর সম্মুখে দাঁড়াবো। আমি এমন সব বাক্যে তাঁর প্রশংসা করবো–এখন তা বর্ণনা করার সামর্থ আমার নেই। অবশ্য তখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে তা শিখিয়ে দেবেন, অতঃপর আমি তাঁর সামনে সিজদায় লুটে পড়বো। তখন আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ, মাথা উঠাও। তুমি বলো, যা বলবে তা শুনা হবে। তুমি প্রার্থনা কর, যা চইবে তা দেয়া হবে। সুফারিশ কর, কবুল করা হবে। তখন আমি বলবো, হে আমার প্রভু, আমার উম্মাতকে মুক্তি দিন, আমার উম্মাতকে মুক্তি দিন। আমাকে বলা হবে, যাও, যার অন্তরে একটি গম অথবা যবের পরিমাণও ঈমান রয়েছে তাকে দোযখ থেকে বের করে নাও। অতঃপর আমি তাই করবো। আমি পুনরায় আমার রবের কাছে ফিরে আসবো এবং সেই বিশেষ বাক্যে তাঁর প্রশংসা করবো। এর পর আমি সিজদায় লুটে পড়বো। আমাকে বলা হবেঃ হে মুহাম্মাদ, মাথা উঠাও। বলো, যা বলবে শুনা হবে। প্রার্থনা করো, যা চাইবে তা দেয়া হবে। সুফারিশ করো, কবুল করা হবে। তখন আমি বলবো, হে আমার প্রভু, আমার উম্মাতকে বাঁচান, আমার উম্মাতকে মুক্তি দিন। এবার আমাকে বলা হবেঃ যাও, যার অন্তরে অনু পরিমানও ঈমান আছে তাকে দোযখ থেকে বের করে নাও। তখন আমি গিয়ে তাই করবো। অতঃপর আমি আমার প্রভুর কাছে ফিরে এসে সেই বিশেষ বাক্যে তাঁর প্রশংসা করবো এবং তাঁর সামনে সিজদায় লুটে পড়বো। আমাকে বলা হবেঃ হে মুহাম্মাদ, মাথা উঠাও এবং বলো, যা বলবে, তা শুনা হবে, প্রার্থনা করো, যা চাইবে তা দেয়া হবে। সুফারিশ করো কবুল করা হবে। তখন আমি

বলবো, হে আমার প্রভু, আমার উম্মাতকে রক্ষা করুন, আমার উম্মাতকে বাঁচান। এবার আমাকে বলা হবে, যাও যার অন্তরে সরিষার পরিমাণও ঈমান আছে তাকে দোযখ থেকে বের করো। অতঃপর আমি যাবো এবং তাই করবো।

মা'বাদ ইবনে হিলাল (রা) বলেন, এটি হচ্ছে আনাসের (রা) হাদীস যা তিনি আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। মা'বদ (রা) বলেন, এরপর আমরা আনাসের (রা) নিকট থেকে বিদায় হয়ে আসলাম। আমরা 'জাব্বান' নামক কবরস্থানে পৌঁছে বললাম, যদি আমরা হাসানের(বস্রী) সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সালাম দিয়ে যেতাম, তাহ্‌রে ভালই হতো। এ সময় তিনি (যালিম শাসক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ভয়ে) আবু খালীফার গৃহে আত্মগোপন করে ছিলেন। মা'বাদ বলেন, এরপর আমরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম জানিয়ে বললাম, হে সাঈদের বাপ, এই মাত্র আমরা আপনার ভাই আবু হামযার (আনাস) নিকট থেকে আসলাম। তিনি আমাদেরকে শাফাআত সংক্রান্ত যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, অনুরূপ হাদীস আমরা আর কখনো শুনিনি। তিনি বললেন, আচ্ছা তা আমাকে শুনাও। আমরা তাঁকে হাদীসটি শুনালাম। তিনি বললেন, আরো যা অবশিষ্ট রয়েছে, তা পেশ করো, আমরা বললাম, তিনি তো আমাদেরকে এর অধিক বর্ণনা করেননি। হাসান বস্‌রী বললেন, এ হাদীসটি আমি বিশ বছর পূর্বে যখন তাঁর কাছে শুনেছি তখন তিনি ছিলেন পূর্ণ বয়স্ক এবং স্মৃতি শক্তির অধিকারী। কিন্তু এখন তিনি কিছু অংশ বাদ দিয়েছেন। আমি বুঝতে পারছিনা মুহ্‌তারাম বুজুর্গ (আনাস) তা কি ভুলে গেছেন না তোমাদের কাছে বর্ণনা করাটা উপযুক্ত মনে করেননি? কেননা তোমরা হয়ত তাওয়াক্কুল করে আমল বিহীন বসে থাকবে। এ কথা শুনে আমরা হাসান বস্‌রীকে বললাম, অনুগ্রহ পূর্বক আপনি হাদীসের অবশিষ্ট অংশ আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। তখন তিনি হেসে বললেন, "মানুষকে তাড়াহুড়া করার প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে"– (সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৩৭)। বস্তুতঃ আমি তোমাদেরকে তা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যেই তো এই আলোচনা করেছি। তিনি বলেছেনঃ "অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, চতুর্থবার আমি আমার প্রভুর কাছে ফিরে আসবো এবং বিশেষ বাক্যে আমি তাঁর প্রশংসা করবো। এরপর আমি তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় লুটে পড়বো। তখন আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ, মাথা তোলো, আর বলো, যা বলবে তা শুনা হবে। প্রার্থনা করো, যা চাইবে তা দেয়া হবে। সুফারিশ করো, তা কবুল করা হবে। এবার আমি বলবো, হে আমার প্রভু, এখন আমাকে যে ব্যক্তি শুধু মাত্র "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছে, (অন্য কোনো আমল করেনি) তাকে বের করে আনার অনুমতি দান করুন। তখন আল্লাহ্ বলবেন, 'এ কাজ তোমার নয়'। অথবা বলেছেন, 'একাজ তোমার ওপর অর্পিত হবেনা'। বরং আমার মহাশক্তি, আমার অহংকার, আমার বিশালতা ও আমার প্রভাব–প্রতিপত্তির শপথ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে (জাহান্নাম থেকে) বের করে আনবো যারা শুধুমাত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছে। মা'বুদ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হাসান বস্‌রী যেটুকু হাদীস আমাদেরকে বলেছেন, তিনি অবশ্যই তা আনাস ইবনে মালিকের (রা) কাছে শুনেছেন। আমার মনে হয়, হাসান বস্‌রী এ কথাও বলেছেন, 'বিশ বছর পূবে তিনি যখন স্মরণ শক্তিতে পরিপূর্ণ ছিলেন তখন এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।'

[حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاتَّفَقَا فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ إِلَّا مَا يَزِيدُ
أَحَدُهُمَا مِنَ الْحَرْفِ بَعْدَ الْحَرْفِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ]
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ
تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ اللّٰهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو
الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَمَا لَا يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ
لِبَعْضٍ أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ
فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ ائْتُوا آدَمَ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللّٰهُ
بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى
مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ آدَمُ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ
مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي
اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الْأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللّٰهُ عَبْدًا
شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّي قَدْ
غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ
دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ
فَيَقُولُونَ أَنْتَ نَبِيُّ اللّٰهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ
أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ

وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا اِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا اِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ
مُوسَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى اَنْتَ رَسُولُ اللّٰهِ فَضَّلَكَ اللّٰهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ
عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا اِلَى رَبِّكَ اَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ اَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ
مِثْلَهُ وَاِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا اِلَى عِيسَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونَ
عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى اَنْتَ رَسُولُ اللّٰهِ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَلِمَةٌ مِنْهُ اَلْقَاهَا اِلَى مَرْيَمَ
وَرُوحٌ مِنْهُ فَاشْفَعْ لَنَا اِلَى رَبِّكَ اَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ اَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ
مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا اِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا اِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَيَأْتُونِّي فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ اَنْتَ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَغَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا اِلَى رَبِّكَ اَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ اَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَاَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ
فَاَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي ثُمَّ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ
لِاَحَدٍ قَبْلِي ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ اشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَرْفَعُ رَأْسِي فَاَقُولُ يَا رَبِّ اُمَّتِي
اُمَّتِي فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اَدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْاَيْمَنِ مِنْ اَبْوَابِ
الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْاَبْوَابِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّ مَا بَيْنَ
الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ اَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى

৩৮৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু গোশ্‌ত আনা হলো। তাঁর সামনে বাহুর গোশত পেশ করা হলো। বস্তুতঃ তিনি এটাই বেশী পছন্দ করতেন। তিনি দাঁত দিয়ে তা কেটে কেটে খাচ্ছিলেন আর বলছিলেনঃ আমিই হবো কিয়ামাতের দিন সমস্ত মানুষের সরদার বা নেতা। তোমরা কি জানো কিয়ামাতের দিন কেন আল্লাহ তা'আলা আগে পরের সমস্ত লোককে একই মাঠে সমবেত করবেন? ঘোষণাকারীর আওয়াজ তাদের সবার কানে পৌছে যাবে, দৃষ্টি তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে (অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে থাকতে পারবেনা), সূর্য তাদের অতি নিকটে এসে যাবে। মানুষের ওপর এমন মুসীবত চেপে বসবে যে, তা তাদের জন্য অসহনীয় হয়ে দাঁড়াবে। অবশেষে লোকেরা পরস্পর বলবে, তোমরা কি দেখছোনা তোমরা কি মুসীবতের মধ্যে আছো? তোমরা কি দেখছোনা যে, তোমরা এখন কি অবস্থায় পৌছেছো? সুতরাং এখন এমন ব্যক্তির খোঁজ করছোনা কেন, যিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের প্রভুর কাছে সুফারিশ করবেন? এ সময় লোকেরা একে অন্যকে বলবে, চলো আদম আলাইহিস সালামের কাছে যাই। তখন তারা আদমের (আ) কাছে এসে বলবে, হে আদম, আপনি মানব জাতির পিতা। আল্লাহ্ স্বহস্তে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। আপনার দেহে রূহ্ ফুঁকে দিয়েছেন। ফিরিশতাকুলকে আদেশ করলে তারা সকলে আপনার উদ্দেশ্যে সিজ্‌দা করেছে। অতএব আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের (বিপদ মুক্তির) জন্যে সুফারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কিরূপ কষ্টের মধ্যে আছি? আপনি কি দেখছেন না যে, আমাদের ওপর দিয়ে কিরূপ অসহনীয় বিপদ যাচ্ছে? তখন আদম (আ) বলবেনঃ আমার রব আজ এমন ক্রোধান্বিত হয়েছেন অনুরূপ আর কখনো হননি। এবং আজকের পরেও অনুরূপ ক্রোধান্বিত কখনো হবেন না। বস্তুতঃ তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের (ফল খাওয়া) থেকে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি তা অমান্য করেছি। আমার নিজের চিন্তায়ই আমি অস্থির আছি। বরং তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা 'নূহের' কাছে যাও। অতঃপর তারা নূহ্ আলাইহিস সালামের নিকট যাবে এবং বলবে, হে নূহ্, এ মাটির পৃথিবীতে আপনিই প্রথম রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে 'কৃতজ্ঞ বান্দাহ' বলে নামকরণ করেছেন। আমাদের জন্যে আপনার রবের কাছে সুফারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কিরূপ বিপদের মধ্যে ডুবে আছি? আপনি কি দেখছেন না কিরূপ মুছিবত আমাদের ওপর চেপেছে? তখন তিনি তাদেরকে বলবেন, আমার রব আজ যেরূপ রাগান্বিত হয়েছেন, এর পূর্বে অনুরূপ আর কখনো হন নি এবং এর পরেও অনুরূপ কখনো হবেন না। তিনি আমাকে একটি বিশেষ দোয়া করার অধিকার দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি তা আমার জাতির (উম্মাতের) বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছি। সুতরাং আমি আমার নিজের চিন্তায়ই অস্থির আছি। বরং তোমরা ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালামের কাছে যাও। তখন লোকেরা ইব্‌রাহীমের (আ) কাছে আসবে এবং বলবে, আপনি আল্লাহ তা'আলার নবী। পৃথিবীবাসীদের মধ্য থেকে তিনি আপনাকেই খলীল বা বন্ধু বানিয়েছেন। সুতরাং আপনি আমাদের জন্যে আপনার প্রভুর কাছে সুফারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কি মহাবিপদের মধ্যে ডুবে আছি? আপনি কি দেখছেন না আমাদের দুরবস্থা কি পর্যায়ে পৌছেছে? তখন ইব্‌রাহীম (আ) তাদেরকে বলবেন, আমার রব আজ যেরূপ

রাগান্বিত হয়েছেন এর পূর্বে কখনো অনুরূপ হননি। এবং এরপরে অনুরূপ কখনো হবেননা। এরপর তিনি তাঁর মিথ্যা কথাগুলোর উল্লেখ করবেন এবং তিনি বলবেনঃ আমি আমার নিজের চিন্তায়ই অস্থির আছি। বরং তোমরা অন্যের কাছে যাও। তোমরা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে যাও। অতঃপর তারা মূসার (আ) কাছে এসে বলবে, হে মুসা, আপনি আল্লাহ্‌র একজন বিশেষ রাসূল, আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব দ্বারা বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন এবং আপনার সাথে সরাসরি কথা বলে সমস্ত মানুষের ওপর আপনাকে মর্যাদা দান করেছেন। সুতরাং আপনি আমাদের জন্যে আপনার প্রভুর কাছে সুফারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কি বিপদের মধ্যে ডুবে আছি? আপনি কি দেখছেন না আমাদের দুরবস্থা কি পর্যায়ে পৌছেছে? তখন মূসা (আ) তাদেরকে বলবেনঃ আমার রব আজ যেরূপ রাগান্বিত হয়েছেন, ইতিপূর্বে অনুরূপ আর কখনো হননি এবং এর পরেও কখনো হবেন না। বস্তুতঃ আমি এমন এক প্রাণকে (ব্যক্তি) হত্যা করেছি যাকে হত্যা করার নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়নি। আমি আমার নিজের চিন্তায়ই অস্থির আছি। বরং তোমরা 'ঈসা' আলাইহিস সালামের কাছে যাও। অতঃপর তারা ঈসার (আ) কাছে এসে বলবে, হে ঈসা, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। দোলনার মধ্যে থাকাবস্থায় আপনি মানুষের সাথে কথাবার্তা বলেছেন। আপনি তাঁর (আল্লাহ্‌র) একটি বাক্যে সৃষ্টি,যা তিনি (আপনার মা) মরিয়মের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন। আর আপনি তাঁর রূহ্ ও বটে। সুতরাং আমাদের জন্যে আপনার প্রভুর কাছে সুফারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কিরূপ কষ্টের মধ্যে আছি? আপনি কি দেখছেন না আমরা কিরূপ মহাবিপদের মধ্যে ডুবে আছি? তখন ঈসা (আ) তাদেরকে বলবেনঃ আমার রব আজ যেরূপ ক্রোধান্বিত হয়েছেন, ইতিপূর্বে আর কখনো হননি এবং এরপরে কখনো অনুরূপ রাগান্বিত হবেন না। অবশ্য তিনি তাঁর কোনো অপরাধের কথা উল্লেখ করেননি। আমি আমার নিজের চিন্তায় অস্থির আছি। তোমরা বরং অন্যের কাছে যাও। তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও। তখন তারা আমার কাছে এসে বলবে, হে মুহাম্মাদ, আপনি হলেন আল্লাহ্‌র রাসূল, নবীদের আগমন ধারা সমাপ্তকারী। আল্লাহ্ আপনার পূর্বের ও পরের সমস্ত গুণাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। সুতরাং আপনি আমাদের জন্যে আপনার রবের কাছে সুফারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কিরূপ মহাকষ্টের মধ্যে আছি? আপনি কি দেখছেন না আমরা কিরূপ বিপদের মধ্যে ডুবে রয়েছি? তিনি বলেনঃ অতঃপর আমি রওয়ানা হয়ে আরশের নীচে যাবো এবং আমার প্রতিপালকের সামনে সিজ্‌দায় লুটে পড়বো। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা (আমার অন্তর) প্রশস্ত করে দেবেন এবং আমাকে তাঁর প্রশংসা করার জন্যে এমন কিছু শিখিয়ে দেবেন, যা আমার পূর্বে আর কারোর জন্যে উম্মুক্ত করা হয়নি। অতপর আমাকে বলবেনঃ হে মুহাম্মাদ, মাথা উঠাও, প্রার্থনা করো, যা চাইবে তা তোমাকে দেয়া হবে। সুফারিশ করো, কবুল করা হবে। এরপর আমি আমার মাথা তুলবো এবং বলবো, হে আমার রব, আমার উম্মাতকে রক্ষা করুন। আমার উম্মাতকে মুক্তি দিন। তখন আমাকে বলা হবে হে মুহাম্মাদ, আপনার উম্মাতের মধ্য থেকে যাদের ওপর কোনো প্রকারের হিসাব নিকাশ নেয়া হবেনা তাদেরকে বেহেশ্‌তের দরজাসমূহের ডান দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিন। আর আপনার অবশিষ্ট উম্মাত, অন্যান্য দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।

সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, বেহেশ্‌তের ফটকের দু'ধারের ব্যবধান 'মক্কা এবং হিজ্‌র' অথবা বলেছেন 'মক্কা এবং বুস্‌রার (দামেশক থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি জনপদ) মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্বের সমান। বর্ণনাকারী বলেন, আমার জানানেই, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন্‌টি আগে বলেছেন।

(وحدثني زهير

ابن حرب حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة) عن أبي هريرة قال وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم فتناول الذراع وكانت أحب الشاة إليه فنهس نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة ثم نهس أخرى فقال أنا سيد الناس يوم القيامة فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال ألا تقولون كيفه قالوا كيفه يا رسول الله قال يقوم الناس لرب العالمين وساق الحديث بمعنى حديث أبي حيان عن أبي زرعة وزاد في قصة إبراهيم فقال وذكر قوله في الكوكب هذا ربي وقوله لآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا وقوله إني سقيم قال والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر أو هجر ومكة قال لا أدري أي ذلك قال

৩৮৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে রুটি ও গোশত রাখা হলো। তিনি বাহুর গোশ্‌ত তুলে নিলেন বস্তুতঃ তিনি বক্‌রীর গোশতের মধ্যে এই উরুর গোশতই অধিক পছন্দ করতেন। অতঃপর তিনি দাঁত দিয়ে তা চিবিয়ে খাচ্ছিলেন। তিনি বললেনঃ কিয়ামাতের দিন আমিই হবো সমস্ত মানব জাতির নেতা। তিনি যখন তাঁর সাহাবীদেরকে দেখলেন, এ ব্যাপারে তাদের কেউই তাঁকে কিছুই জিজ্ঞেস করছেনা, তখন তিনি বললেন, আমি কিভাবে সেদিন সকলের নেতা হবো এ কথা তো তোমরা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছোনা? এবার জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, তা কিভাবে? তিনি বললেন, সমস্ত মানুষ বিশ্ব প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হবে। অতঃপর হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনা প্রসঙ্গে এ বর্ণনায় আরো আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ইবরাহীম (আ) (ক) নক্ষত্র সম্বন্ধে বিলেছিলেন 'এটাই আমার রব', (খ) তাদের প্রতিমাগুলো ভাঙ্গার ব্যাপারে বলেছিলেনঃ 'এ

সর্বনাশা কাজ তাদের বড়টাই করেছে এবং (৩) তারকার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন 'আমি অসুস্থ'। তখন তিনি এসব কথা স্মরণ করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, বেহেশ্‌তের দরজাসমূহের দুই চৌকাঠের মাঝখানের দূরত্ব 'মক্কা ও হাজর (বাহরাইনের একটি জনপদ) অথবা হাজর ও মক্কার মাঝখানের দূরত্বের সমান। বর্ণনাকারী বলেন, আমার জানা নেই, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোনটি আগে বলেছিলেন।

(حدثنا محمد

ابن طريف بن خليفة البجلي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا أبو مالك الأشجعي عن

أبي حازم) عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة قالا قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم

فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة الا خطيئة أبيكم آدم

لست بصاحب ذلك اذهبوا الى ابني ابراهيم خليل الله قال فيقول ابراهيم لست بصاحب ذلك

انما كنت خليلا من وراء وراء اعمدوا الى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما فيأتون

موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا الى عيسى كلمة الله وروحه

فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه

وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا

فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا الى البرق كيف

يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم

قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع

السير الا زحفا قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش

نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا

৩৮৯। আবু হুরাইরা (রা) ও হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়া'লা (কিয়ামাতের দিন) লোকদের সমবেত করবেন। তখন ঈমানদারগন উঠে দাঁড়াবে। এ সময় জান্নাত তাদের নিকটবর্তী করা হবে (এবং তাহবে সুসজ্জিত)। এরপর তারা আদম আলাইহিস সালামের নিকট এসে বলবে, হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্যে জান্নাত খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করুন। তিনি বলবেন, তোমাদের পিতা আদমের অপরাধের কারনেই তো তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। অতএব আমি একাজের উপযুক্ত নই। বরং তোমরা আমার পুত্র আল্লাহ্র বন্ধু (খলীলুল্লাহ) ইব্রাহীমের কাছে যাও। তখন তারা ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের কাছে আসলে তিনি বলবেনঃ আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। আমি অবশ্যই তাঁর বন্ধু ছিলাম, তবে তা ছিলো অনেক দূরে–দূরে। বরং তোমরা মূসার কাছে যাও। তিনি হলেন সে ব্যক্তি, যাঁর সাথে আল্লাহ্ স্বয়ং কথা বলেছেন। এরপর তারা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। বরং তোমর ঈসার নিকট যাও। কেননা তিনি হলেন আল্লাহ্র কলেমা ও তাঁর রূহ্। এবার তারা ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি একাজের যোগ্য নই। অতঃপর তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসবে। তখন তিনি উঠে দাঁড়াবেন এবং তাঁকে (জান্নাতের দরজা খোলার) অনুমতি দেয়া হবে। এবার 'আমানাত ও রেহ্‌ম' (রক্ত সম্পর্ক) বস্তু দু'টি পুলসিরাতের ডানে ও বামে এসে দাঁড়াবে। অতঃপর তোমাদের সর্বপ্রথম দল, তা অতিক্রম করবে বিদ্যুতের গতিতে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, আমার পিতা–মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। বিদ্যুতের গতিতে কি জিনিস অতিক্রম করতে পারে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি দেখোনি বিদ্যুত চোখের পলকের মধ্যে কিরূপ ত্বরিৎ গতিতে যায় ও ফিরে আসে? ঐ সমস্ত লোকেরাও অনুরূপভাবে ত্বরিৎ বেগে পুলসিরাত অতিক্রম করে যাবে। তারপর যারা অতিক্রম করবে তাদের গতি হবে বাতাসের সমান। অতঃপর যারা অতিক্রম করবে তাদের গতি হবে পাখির গতির সমান। এরপর প্রত্যেকটি মানুষের গতিবেগ তাদের নিজ নিজ আমল অনুপাতে নির্ধারিত হবে। আর তোমাদের নবী পুলসিরাতের ওপর দন্ডায়মান অবস্থায় বলতে থাকবেন, হে আমার প্রভু, (আমার উম্মাতকে) নিরাপদে রাখুন, নিরাপদে পার করুন, শেষ পর্যন্ত যখন বান্দাহ্দের আমল অকেজো হয়ে যাবে। (অর্থাৎ আমল দ্বারা পার হওয়ার কোনো উপায় থাকবে না) এ সময় এমন এক ব্যক্তি আসবে যার চলার শক্তি নেই । সে পার হবে হামা গুঁড়ি দিয়ে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ কথাও বলেছেন যে, পুলসিরাতের দুই ধারে ঝুলানো থাকবে বৃহদাকারের আংটা । যাকে ধরার নির্দেশ করা হবে, তৎক্ষনাৎ তা তাকে পাকড়াও করবে। ফলে কেউ কেউ ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় নাজাত পাবে। আবার কেউ কেউ ফেটে ফুটে দোযখে পতিত হবে। সেই মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আবু হুরাইরার প্রাণ, নিশ্চয়ই জাহান্নামের গভীরতা হবে সত্তর বছরের দূরত্বের পরিমান।

(حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا

৩৯০। আনাস ইব্‌নে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লোকদের বেহেশ্‌তে প্রবেশের জন্যে আমিই তাদের সর্বপ্রথম সুফারিশকারী। আর আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে সমস্ত নবীদের অনুসারীর চেয়ে অধিক।

(وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ

৩৯১। আনাস ইব্‌নে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামাতের দিন সমস্ত নবীদের অনুসারীর তুলনায় আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে অধিক। আর আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজার কড়া নাড়বো।

(وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ) قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ

৩৯২। আনাস ইব্‌নে মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বেহেশ্‌তে প্রবেশের জন্যে লোকদের পক্ষে আমিই হবো সর্বপ্রথম সুফারিশকারী। যত সংখ্যক লোক আমার প্রতি ঈমান এনেছে অন্য কোনো নবীর প্রতি তত সংখ্যক লোক ঈমান আনেনি। আর এমন নবীও এসেছেন যার প্রতি মাত্র একজন লোক ঈমান এনেছে।

(وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت) عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك

৩৯৩। আনাস ইব্‌নে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি কিয়ামাতের দিন বেহেশ্‌তের দরজায় এসে তা খোলার জন্য অনুরোধ করব। তখন দ্বার রক্ষী আমাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কে? আমি বলবোঃ 'মুহাম্মাদ'। সে বলবে, আমাকে আপনার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে আপনার পূর্বে আর কারোর জন্যে তা উন্মুক্ত না করি।

(حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة

৩৯৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ প্রত্যেক নবীর এক একটি বিশেষ দোয়ার অধিকার রয়েছে (যা তাঁদের উম্মাতের জন্যে কবুল করা হবে)। কিন্তু তাঁরা সে দোয়া দুনিয়াতেই করে ফেলেছেন। আর আমি আশা রাখি যে, কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের শাফায়া'তের উদ্দেশ্যেই আমি আমার সে বিশেষ দোয়াটি (দুনিয়াতে) গোপন করে রাখবো।

(وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن) أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة وأردت ان شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة

৩৯৫। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক নবীর বিশেষ একটি দোয়ার অধিকার রয়েছে (কিন্তু তাঁরা সে অধিকার দুনিয়াতেই প্রয়োগ করে ফেলেছেন)। আর আমি ইচ্ছা রাখি ইন্‌শা আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের শাফায়া' তের জন্যে আমার দোয়াটি (দুনিয়াতে) গোপন করে রাখবো।

(حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم
حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه حدثني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي
مثل ذلك) عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

৩৯৬। আমর ইবনে আবু সুফিয়ান ইবনে উসাইদ ইবনে জারিয়া আস্‌সাকাফী অনুরূপ হাদীস আবু হুরাইরার (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

(وحدثني حرملة بن يحيي
أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية
الثقفي أخبره) أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل
نبي دعوة يدعوها فأنا أريد ان شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فقال
كعب لأبي هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة نعم

৩৯৭। আবু হুরাইরা (রা) কা' ব আহ্‌বারকে (রা) বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক নবীকে (তাঁর উম্মাতের জন্যে) বিশেষ একটি দোয়া' র অধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁরা দুনিয়াতেই তা করে ফেলেছেন। আর আমি আশা করি আল্লাহ্ চাহেতো কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের শাফায়া' তের জন্যে আমি আমার সে দোয়াটি (দুনিয়াতে) গোপন করে রাখবো। কা' ব (রা) আবু হুরাইরাকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এ হাদীস সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন? আবু হুরাইরা (রা) বললেন, হ্যাঁ।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا

৩৯৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক নবীর বিশেষ একটি দোয়ার অধিকার আছে যা কবুল করা হবে। প্রত্যেক নবীই তাঁর সে দোয়া আগে ভাগে (দুনিয়াতেই) করে ফেলেছেন। আর আমি আমার সে দোয়া কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের শাফা'য়াতের জন্যে (দুনিয়াতে) মুলতবী রেখেছি। আমার উম্মাতের যে কেউ শির্‌ক না করে মৃত্যুবরণ করবে, ইন্‌শাআল্লাহ্ সে তা লাভ করবে।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَهُ فَيُؤْتَاهَا وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩৯৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক নবীকে এমন একটি বিশেষ দোয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে যা কবুল করা হবে। তাঁরা (দুনিয়াতে) সে দোয়া করেছেন এবং তা কবুলও করা হয়েছে। আর আমি আমার দোয়া কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের শাফায়া'তের উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে মুলতবী রেখেছি।

حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ وَإِنِّي أُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أُؤَخِّرَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৪০০। মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরাকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক নবীকে তাঁর উম্মাতের জন্য একটি দোয়ার ইখ্তিয়ার দেয়া হয়েছে। তা তাঁরা নিজের উম্মাতের জন্যে করেছেন। আর আমি ইন্শাআল্লাহ্ ইচ্ছা রাখি আমার দোয়াটি পিছিয়ে দেবো এবং কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের শাফায়া'তের জন্যে ব্যবহার করবো।

(حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنُونَ ابْنَ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ) حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৪০১। কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে আনাস (রা) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ প্রত্যেক নবীর একটি বিশেষ দোয়ার ইখ্তিয়ার আছে, তা তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ উম্মাতের কল্যাণে করেছেন। আর আমি আমার দোয়াটি কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের শাফায়া'তের উদ্দেশ্যে মুলতবী রেখেছি।

(وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح

৪০২। (শা'বা থেকে) কাতাদার সূত্রে এই সনদে ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

(وَحَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ مِسْعَرٍ) عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ قَالَ قَالَ أُعْطِيَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪০৩। কাতাদা থেকে এই সনদে ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে ওয়াকীর বর্ণনায় আছে আনাস (রা) বলেন, নবী (সা) বলেছেনঃ প্রত্যেক নবীকে একটি করে দোয়া প্রদান করা হয়েছে।

(وحدثني محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه) عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو حديث قتادة عن أنس

৪০৪। মু'তামির তাঁর পিতার সূত্রে আনাসের (রা) মাধ্যমে ওপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير) أنه سمع جابر بن عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة

৪০৫। আবু যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইব্নে আবদুল্লাহ্কে (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেনঃ প্রত্যেক নবীকে একটি বিশেষ দোয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে। আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ উম্মাতের জন্যে তা করে দিয়েছেন। কিন্তু আমি আমার দোয়াটি কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের শাফায়াতের উদ্দেশ্যে মুলতবী রেখেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭

কিয়ামাতের দিন উম্মাতের জন্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া ও কান্নাকাটি

(حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في ابراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل

يَاجِبْرِيلُ اذْهَبْ اِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ وَهُوَ أَعْلَمُ فَقَالَ اللّٰهُ يَاجِبْرِيلُ اذْهَبْ اِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ

৪০৬। আবদুল্লাহ্ ইব্নে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পাঠ করলেন যাতে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ আছেঃ "হে আমার প্রতিপালক, এসব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করেছে, সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, তবে কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"–(সূরা ইবরাহীমঃ ৩৬) এবং ঈসা (আ) তাঁর উম্মাত সম্বন্ধে বলেছেনঃ "যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দাহ, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করো তাহলে তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়' –(সূরা মায়েদাঃ ১১৮)। এ আয়াত দু'টি পাঠ করে নবী (সা) নিজের দু'হাত তুলে বললেনঃ "হে আল্লাহ, আমার উম্মাতের প্রতি অনুগ্রহ করো! আমার উম্মাতের প্রতি দয়া করো"! এ বলে তিনি কেঁদে দিলেন। অতঃপর মহান আল্লাহ্ বললেনঃ হে জিব্‌রীল, মুহাম্মাদের (সা) কাছে যাও এবং জিজ্ঞেস করো তিনি কেন কাঁদেন? 'অথচ আল্লাহ্ ভালোভাবেই জানেন, তিনি কেন কাঁদছেন'। জিব্‌রীল (আ) এসে তাঁকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সবকিছু বললেন। অথচ আল্লাহতায়া'লা নিজেই সব কিছু ভালোভাবেই জ্ঞাত। অতঃপর আল্লাহতা'আলা বললেনঃ হে জিব্‌রীল, মুহাম্মাদের (সা) নিকট যাও এবং বলোঃ "আমরাতো অচিরেই আপনার উম্মাতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করবো এবং আপনাকে ব্যথা দেবো না,' অসন্তুষ্ট করব না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮

যে ব্যক্তি কুফর অবস্থায় মারা যাবে সে নিশ্চিতই জাহান্নামী। সে কারো সুপারিশ পাবে না এবং নিকটতম আত্মীয়তার বন্ধনও তার কোনো উপকারে আসবেনা

(حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ)عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَيْنَ أَبِي قَالَ فِي النَّارِ فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ

৪০৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা কোথায় (বেহেশ্‌তে না দোযখে)? তিনি বললেনঃ দোযখে। যখন সে চলে যেতে লাগল তিনি তাকে পুনরায় ডেকে বললেনঃ 'আমার ও তোমার পিতা উভয়ই দোযখে।'।

(حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة) عن أبي هريرة قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يابني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يابني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يابني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يابني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يابني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يابني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يافاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها

৪০৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলোঃ "আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদেরকে ডেকে একস্থানে সমবেত করলেন। তিনি তাদেরকে সাধারণ ভাবে ও বিশেষ ভাবে সতর্ক করলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ হে কাব ইব্‌নে লুয়াইয়ের বংশধর, তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও, হে মুর্‌রা ইব্‌নে কা'বের বংশধরগণ, তোমরা নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা করো! হে বণী আব্‌দে শাম্‌স, তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করো! হে বণী আব্‌দে মুন্নাফ, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করো। হে বনু হাসেম, তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ, তোমরা নিজেদেরকে আগুন থেকে বাঁচাও। হে ফাতিমা, তুমি তোমার নিজেকে জাহন্নামের আগুন থেকে মুক্ত করো। মনে রেখো! (ঈমান ব্যতিরেকে) আমি তোমাদের কোনো কাজে আসবোনা। তবে হাঁ, তোমাদের সাথে আমার যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তা আমি অবশ্যই অটুট রাখবো।

(وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا أبو عوانة) عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد وحديث جرير أتم وأشبع

৪০৯। আবদুল মালিক ইব্‌নে উমাঈর এ সূত্রে ওপরের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে জারিরের বর্ণিত হাদীসটি সবচেয়ে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাংগ।

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ

৪১০। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো 'আপনি আপনার স্বজনবর্গকে সতর্ক করুন'। –তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –'সাফা পর্বতের' ওপর দন্ডায়মান হলেন, অতপর তিনি বললেনঃ হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা, হে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা সাফিয়্যা, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ, আমি তোমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে কোনো কিছুরই অধিকার রাখিনা। তবে তোমরা আমার সম্পদ থেকে যা চাও চেয়ে নাও।

(وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ سَلِينِي بِمَا شِئْتِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

৪১১। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন তাঁর ওপর এ আয়াত নাযিল হলোঃ "আপনি আপনার আপনজনদের সতর্ক করুন"।– তখন তিনি বললেনঃ হে কুরাইশগণ, তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে (সৎকাজের মাধ্যমে) নিজেদেরকে বিক্রি করে দাও। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবোনা। হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা

করতে পারবোনা। হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাস, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বাঁচাতে পারবোনা। হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু সাফিয়্যা, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারবোনা। হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা, তুমি আমার কাছে যা চাও চেয়ে নাও। আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বাঁচাতে পারবোনা।

(وحدثني عمرو الناقد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا عبد الله بن ذكوان عن الأعرج) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا

৪১২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ওপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(حدثنا أبو كامل الجحدري

حدثنا يزيد بن زريع حدثنا التيمي عن أبي عثمان) عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قالا لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم الى رضمة من جبل فعلا أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد منافاه إني نذير انما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحاه

৪১৩। কাবীসা ইব্‌নে মুখারিক ও যুহাইর ইব্‌নে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলোঃ "আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুণ"–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্বতের চূড়ায় আরোহন করে এক প্রকান্ড প্রস্তর খন্ডের ওপর দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে আওয়ায দিয়ে বললেনঃ হে আবদে মান্নাফের খান্দান, আমি একজন সতর্ককারী মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমার ও তোমাদের উদাহরণ হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির মতো, যে চাক্ষুষ শত্রুদেরকে দেখতে পেয়ে নিজের পরিজনদের হিফাযতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। তার ভয় হল শত্রুগণ তার পৌছার পূর্বেই পৌছে গিয়ে তার পরিজনদের ওপর আক্রমন করে বসতে পারে। তাই সে ইয়া–সাবাহা বলে উচ্চস্বরে চীৎকার করতে থাকলো।

(وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا أبو عثمان) عن زهير بن

عَمْرٍو وَقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

৪১৪। যুবাইর ইব্‌নে আমর ও কাবীসা ইব্‌নে মুখারিক (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ওপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ يَا صَبَاحَاهْ فَقَالُوا مَنْ هَذَا الَّذِي يَهْتِفُ قَالُوا مُحَمَّدٌ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ يَا بَنِي فُلَانٍ يَا بَنِي فُلَانٍ يَا بَنِي فُلَانٍ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ بِسَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ أَمَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهَذَا ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَقَدْ تَبَّ كَذَا قَرَأَ الْأَعْمَشُ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ

৪১৫। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো, "আপনার স্বজনবর্গকে সতর্ক করুন এবং আপনার বংশের নিষ্ঠাবান লোকদেরকেও"– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পর্বতের চূড়ায় আরোহন করে 'ইয়া-সাবাহাহ বলে চীৎকার করে বিপদ সংকেত দিলেন। লোকেরা বলাবলি করলো, এ কোন ব্যক্তি যে এ চীৎকার দিচ্ছে? কতক লোক বললো,' মুহাম্মাদ'। অতঃপর তারা সবাই তাঁর কাছে সমবেত হলো। তিনি বললেনঃ হে অমুক খান্দান, হে অমুক বংশধর, হে অমুক গোত্রের লোকেরা, হে আব্‌দে মান্নাফের খান্দান, হে বনী আবদুল মুত্তালিব, তারা সবাই তাঁর নিকট জড়ো হওয়ার পর বললেনঃ আমার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারনা? যদি আমি তোমাদেরকে এ সংবাদ দিই যে, একটি অশ্বারোহী বাহিনী এ পর্বতের আড়াল থেকে তোমাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করার অপেক্ষায় আছে, তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা সকলে জবাব দিলো, আমরা কখনো তোমাকে মিথ্যাবাদী

হিসেবে পাইনি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্যে একজন সতর্ককারী, তোমাদের সম্মুখে রয়েছে এক ভীষণ আযাবের ব্যবস্থা। বর্ণনাকারী বলেন, এর উত্তরে আবু লাহাব বলে ওঠ্লো, "তোমার অমঙ্গল হোক্। তুমি কি শুধু শুধু এ জন্যেই আমাদেরকে একত্রিত করেছো"? অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়ালেন এবং সূরা (সূরা–লাহাব) নাযিল হলোঃ "ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু'হাত, অবশ্যই ধ্বংস হয়েছে আবু লাহাব" আ'মাশ এ ভাবেই সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। আর কিরাআতে 'তাব্বা' –এর পরিবর্তে 'অকাদ তাব্বা' রয়েছে।

(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش بهذا الإسناد قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال يا صباحاه بنحو حديث أبي أسامة ولم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين

৪১৬। আ'মাশ থেকে এই সনদে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পর্বতের ওপর আরোহণ করে 'ইয়া সাবাহা' (বিপদ) বলে ডাক দিলেন। অবশিষ্ট অংশ আবু উসামার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এ সূত্রে "তোমার নিকটাত্মীয়াদের সতর্ক কর" এ আয়াত নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ করেন নি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯

আবু তালিবের জন্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুফারিশ করা এবং তাঁর কারণে তার শাস্তি লঘুতর হওয়া

(وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل) عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار

৪১৭। আব্বাস ইব্নে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি আবু তালিবের কোনো উপকার করতে পারবেন কি? কেননা সে আপনাকে (শত্রু থেকে) হিফাজত করত এবং আপনার জন্যেই সে (কাফেরদের প্রতি) ক্ষুব্ধ ছিল। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হাঁ, সে জাহান্নামের আগুনের

উপরিভাগেই রয়েছে। আর যদি আমি না হতাম তা হলে সে জাহান্নামের গভীরতম ও নিকৃষ্টতম স্থানে অবস্থান করত।

(حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ اِنَّ أَبَا طَالِبٍ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَنْصُرُكَ فَهَلْ نَفَعَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَجَدْتُهُ فِي غَمَرَاتٍ مِنَ النَّارِ فَأَخْرَجْتُهُ اِلَى ضَحْضَاحٍ

৪১৮। আবদুল্লাহ্ ইব্নে হারিস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্বাসকে (রা) বলতে শুনেছিঃ আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, আবু তালিব তো আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলো, আপনাকে সার্বিকভাবে সাহায্য করেছিলো এবং আপনার জন্যে সে (কাফেরদের) প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলো। এটা তার কোনো উপকারে আসবে কি? তিনি বললেনঃ হাঁ! আমি তাকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে পেয়েছিলাম। আমিই তাকে সেখান থেকে বের করে আগুনের উপরিভাগে নিয়ে এসেছি।

(وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ

৪১৯। ওয়াকী সুফিয়ান থেকে এই সনদ সিলসিলায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু আওয়ানার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

(وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ

৪২০। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তাঁর চাচা আবু তালিবের প্রসংগ উথাপিত হল। তিনি বললেনঃ আশা করা যায় কিয়ামাতের দিন আমার সুফারিশ তার উপকারে আসবে। তাকে আগুনের উপরিভাগে রাখা হবে। আগুন তার দুই পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পৌঁছবে। এতে তার মস্তিস্ক টগ্‌বগ্ করতে থাকবে।

(حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ

৪২১। আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ দোযখবাসীদের সর্বনিম্ন শাস্তি হচ্ছে কোন ব্যক্তিকে আগুনের একজোড়া জুতা পরিয়ে দেয়া হবে। ফলে এর উত্তপ্ততায় তার মস্তিষ্ক টগ্‌বগ্ করবে।

(وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ

৪২২। ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ দোযখবাসীদের লঘুতর শাস্তি আবু তালিবকে দেয়া হবে। তাকে দু'খানা (আগুনের) জুতা পরিয়ে দেয়া হবে। এর ফলে তার মস্তিষ্ক টগ্‌বগ্ করে ফুটতে থাকবে।

(وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَٰقَ يَقُولُ) سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ

৪২৩। একদা নো'মান ইব্‌নে বশীর (রা) তার খুত্‌বায় (বক্তৃতায়) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ কিয়ামাতের দিন জাহান্নামীদের সবচেয়ে হাল্‌কা শাস্তি হবে এমন যে, কোনো ব্যক্তির দু'পায়ের তালুর নীচে দু'টি জ্বলন্ত কয়লা রাখা হবে। এর তাপে তার মস্তিষ্ক টগ্‌বগ্ করতে থাকবে।

(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي اسحاق) عن النعمان ابن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل مايرى أن أحدا أشد منه عذابا وانه لأهونهم عذابا

৪২৪। নো'মান ইব্‌নে বশীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দোযখে এমন ব্যক্তির সব চেয়ে হাল্‌কা শাস্তি হবে যাকে ফিতাযুক্ত আগুনের একজোড়া জুতা পরিয়ে দেয়া হবে। ফলে তার মস্তিষ্ক এমনভাবে টগ্‌বগ্ করে ফুটতে থাকবে যেমন টগ্‌বগ্ করে চুলার ওপরে হাঁড়ি। সে ধারনা করবে তারচেয়ে কঠিন শাস্তি আর কারো হচ্ছে না। অথচ তা সবচাইতে হাল্‌কা শাস্তি।

অনুচ্ছেদ : ৮০

যে ব্যক্তি কুফর অবস্থায় মারা যায় তার কোনো আমলই তার উপকারে আসবে না

(حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق) عن عائشة قالت قلت يارسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه قال لا ينفعه انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين

৪২৫। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, ইব্‌নে জুদ্‌আ'ন ৪৭ জাহিলী যুগে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করতো এবং গরীব মিস্‌কিনদের খাদ্য দান করতো, এসব পুণ্যময় কাজ তার কোনো উপকারে আসবে কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তা তার কোনো উপকারে আসবে না। কেননা সে কোনো দিনও এ কথা বলেনি, 'হে আমার প্রতিপালক, কিয়ামাতের দিন আমার গুণাহগুলো ক্ষমা করে দাও।'

---

৪৭. ইব্‌নে জুদ্‌আ'ন এর নাম আবদুল্লাহ্। কুরাইশ সর্দারদের একজন এবং সে ছিল হযরত আয়িশার (রা) নিকটাত্মীয়। বনী তামীম গোত্রের লোক। সে গরীব মিস্‌কীনদেরকে খুব খাদ্য দান করত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১

মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা এবং যারা মুমিন নয় তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ও তাদেরকে এড়িয়ে চলা

(حدثني أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس) عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا ان آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء انما وليي الله وصالح المؤمنين

৪২৬। আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোপনে নয় বরং প্রকাশ্যেই বলতে শুনেছিঃ সাবধান! অমুক বংশের লোকেরা আমার বন্ধুনয়। বরং আমার বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ্ ও পুন্যবান মু'মিনগন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২

মুসলমানদের একটিদল বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে

(حدثنا عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله الجمحي حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب فقال رجل يارسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام آخر فقال يارسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة

৪২৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। এসময় এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্ তায়া'লার কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ্, তাকেও এদের অন্তর্ভুক্ত করো। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার জন্যেও দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেনঃ উক্কাশা (ইব্‌নে মিহ্‌সান) তোমার পূর্বেই তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

(وحدثنا محمد ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال) سمعت محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الربيع

৪২৮। মুহাম্মাদ ইব্‌নে যিয়াদ বলেন, আমি আবু হুরাইরাকে (রা) বলতে শুনেছিঃ তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

(حدثني حرملة ابن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب) أن أبا هريرة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمتي زمرة هم سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر قال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة

৪২৯। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ আমার উম্মাতের সত্তর হাজারের একটি দল বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে । তাদের মুখমন্ডল হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো দীপ্তোজ্জ্বল। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, এ সময় উক্‌কাশা ইব্‌নে মিহ্‌সান আল্ আসাদী উঠে দাঁড়ালো । তার গায়ে ছিলো একটি পশমী চাদর । সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে আল্লাহ্, তাকে এদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এর পর আনসারী এক ব্যক্তি দাঁড়ালো এবং বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ উক্‌কাশা তোমার পূর্বেই তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে ।

(وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا زُمْرَةً وَاحِدَةً مِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ

৪৩০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। তাদের কারো কারো মুখমন্ডল হবে চাঁদের মতো উজ্জ্বল।

(حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ قَالَ) حَدَّثَنِي عِمْرَانُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالُوا وَمَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ فَقَالَ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ

৪৩১। ইমরান (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, তারা কারা হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি বল্‌লেনঃ যারা ক্ষতস্থানে লোহা পুড়ে লাগায় না এবং (জাহিলী যুগের ন্যায়) ঝাড় ফুক্ বা মন্তর দ্বারা চিকিৎসা কামনা করেনা বরং তারা আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করে। এ সময় উক্‌কাশা (রা) ওঠে দাঁড়িয়ে বললো, আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করেন। নবী (সা) বল্‌লেন, তুমিও তাদের অন্তর্ভূক্ত। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী, আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি আমাকেও যেন তাদের অন্তর্ভূক্ত করেন। উত্তরে নবী (সা) বললেনঃ উক্‌কাশা তোমার আগেই সে দলভূক্ত হয়ে গেছে।

(حدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة الثقفي حدثنا الحكم بن الأعرج) عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قالوا من هم يارسول الله قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون

৪৩২। ইমরান ইব্নে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল, তারা কারা? তিনি বললেনঃ যারা ঝাড় ফুঁক্ বা মন্তর দ্বারা চিকিৎসা করায়না, পাখি উড়িয়ে শুভ অশুভ ভাগ্য পরীক্ষা করেনা এবং ক্ষত স্থানে লোহা পুড়ে দাগ দেয়না। বরং তারা আল্লাহ্র ওপরই পূর্ণ তাওয়াক্কুল করে।

(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم) عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف لايدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لايدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر

৪৩৩। সাহ্ল ইব্নে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমার উম্মাতের সত্তর হাজার অথবা (রাবীর সন্দেহ) সাত লাখ, লোক পরস্পরের হাত ধরে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে। অধস্তন রাবী আবু হাযেম বলেন, সাহ্ল (রা) সত্তর হাজার বলেছেন না সাত লাখ বলেছেন তা আমার সঠিক মনে নেই। ফলে তাদের প্রথম ব্যক্তি যখন প্রবেশ করবে, শেষ ব্যক্তিও তখন প্রবেশ করবে। অর্থাৎ সকলে একত্রেই যাবে। আর তাদের মুখমন্ডল হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো দীপ্তিময়।

(حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا) حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب

الَّذِى انْقَضَّ الْبَارِحَةَ قُلْتُ أَنَا ثُمَّ قُلْتُ أَمَا إِنِّى لَمْ أَكُنْ فِى صَلاَةٍ وَلٰكِنِّى لُدِغْتُ قَالَ فَمَاذَا
صَنَعْتَ قُلْتُ اسْتَرْقَيْتُ قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذٰلِكَ قُلْتُ حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِىُّ فَقَالَ
وَمَا حَدَّثَكُمُ الشَّعْبِىُّ قُلْتُ حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ الْأَسْلَمِىِّ أَنَّهُ قَالَ لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ
أَوْ حُمَةٍ فَقَالَ قَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ وَلٰكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِىَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالنَّبِىَّ
لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِى سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِى فَقِيلَ لِى هٰذَا مُوسَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَقَوْمُهُ وَلٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِى انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ الْآخَرِ
فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِى هٰذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ
وَلاَ عَذَابٍ ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِى أُولٰئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ
حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ
بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِى الْإِسْلاَمِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللّٰهِ وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ
رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا الَّذِى تَخُوضُونَ فِيهِ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ هُمُ الَّذِينَ لاَ يَرْقُونَ
وَلاَ يَسْتَرْقُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ ادْعُ اللّٰهَ أَنْ
يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا
عُكَّاشَةُ

৪৩৪। হুসাইন ইব্‌নে আবদুর রহমান বলেন, আমি সাঈদ ইব্‌নে জুবাইরের (রা) নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, গত রাত্রে যে তারাটি ছুটে পড়েছে তোমাদের কে তা দেখেছে? আমি বললাম, আমি দেখেছি। পুনরায় আমি বললাম, আমি (গত রাতে) নামাযে মশগুল ছিলাম না। কেননা, কোনো বিষাক্ত প্রাণী, সাপ অথবা বিচ্ছু আমাকে দংশন করেছিলো। সাঈদ জিজ্ঞেস করলেন, অতপর তুমি কি করলে? আমি

বললাম, আমি ঝাড়–ফুক করিয়েছি। তিনি বললেন, এরূপ করার জন্যে কিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করলো? আমি বললাম, একটি হাদীস, যা শা'বী আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবার জিজ্ঞস করলেন, শা'বী তোমাদেরকে কি হাদীস বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, শা'বী আমাদেরকে বুরাঈদ ইব্‌নে হুসাইব আস্‌লামীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন,"চোখের কুদৃষ্টি তথা বদ–নযর অথবা বিষাক্ত প্রাণীর দংশনেই কেবল ঝাড় ফুঁক করতে হয়। অতঃপর সাঈদ বললেন, যে ব্যক্তি যা কিছু শুনেছে এবং তদনুযায়ী কাজ করেছে সে উত্তমই করেছে। তবে ইব্‌নে আব্বাস (রা) আমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ "নবীদের উম্মাতদের আমার সামনে উপস্থিত করা হল। আমি এমনও নবী দেখেছি, তাঁর উম্মাত ছিলো ছোট্ট একটি দল। আর এমন নবীও দেখেছি, তাঁর সাথে একজন লোকও নেই। অতঃপর হঠাৎ আমার সম্মুখে তুলে ধরা হলো বিরাট এক জনতা তা দেখে আমার ধারণা হলো, এরা আমার উম্মাত। তখন আমাকে বলা হলো, এটা হচ্ছে মূসা (আ) ও তাঁর উম্মাত। বরং তুমি দিগন্তের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করো। আমি সে দিকে দৃষ্টি করতেই দেখলাম বিরাট এক জনতা। এরপর আমাকে পুনরায় বলা হলো, অন্য দিগন্তের দিকে দৃষ্টিপাত করো। আমি সে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখলাম, বিরাট একজন সমুদ্র। অতঃপর আমাকে বলা হলো, এরা সবাই তোমার উম্মাত। তাদের সাথে সত্তর হাজার এমন লোক রয়েছে যারা বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর নবী (স) সেখান থেকে উঠে নিজের গৃহে প্রবেশ করলেন, আর যারা বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে যাবে সাহাবাগণ তা নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত হলেন। কেউ বললো, সম্ভবতঃ তাঁরা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ। আবার কেউ বললো, তারা এ সমস্ত লোক যারা ইসলামের মধ্যেই জন্ম গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করেনি। কেউ কেউ ভিন্ন মত প্রকাশ করলো। ঠিক এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুণরায় তাদের কাছে এসে বললেনঃ তোমরা কি নিয়ে আলোচনা করছো? তারা নিজেদের মধ্যকার আলোচনার কথা বললো। তিনি বললেনঃ তারা সেই সমস্ত লোক যারা ঝাড়–ফুঁক করেনা, ঝাড়–ফুঁক করায়না এবং যারা কুলক্ষণ মানেনা। বরং তারা সব কাজে তাদের রবের ওপর তাওয়াক্কুল করে। এমন সময় উক্কাশা ইব্‌নে মিহ্‌সান (রা) দাঁড়িয়ে বললো, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। জবাবে নবী (সা) বললেনঃ তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন তিনি আমাকেও যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী (সা) বললেনঃ উক্কাশা তোমার পূর্বেই তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

(حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ حَدِيثِهِ

৪৩৫। ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সমস্ত উম্মাতদেরকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছিলো।.......... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ওপরের হাদীসের অনুরূপ। তবে হাদীসের প্রথমাংশ এখানে বর্ণনা করা হয়নি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩

বেহেশ্‌তবাসীদের অর্ধেক হবে উম্মাতে মুহাম্মাদী

(حدثنا) هَنَّادُ ابْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي اسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ انِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ مَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْكُفَّارِ الَّا كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِي ثَوْرٍ أَسْوَدَ أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِي ثَوْرٍ أَبْيَضَ

৪৩৬। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেনঃ তোমরা কি সন্তুষ্ট হবে না যে, তোমরা হবে বেহেশ্‌ত বাসীদের এক চতুর্থাংশ। খুশীতে আমরা 'আল্লাহু আকবার 'ধ্বনি দিলাম। অতপর তিনি বললেনঃ তোমরা এতে সন্তুষ্ট হবে না যে, তোমরা হবে বেহেশ্‌তবাসীদের এক তৃতীয়াংশ? এবারও আমরা খুশীতে 'আল্লাহু আকবার' বললাম। অতঃপর তিনি বললেনঃ অবশ্য আমি আশা রাখি তোমরাই হবে বেহেশ্‌ত বাসীদের অর্ধেক। আর তা কিভাবে, এক্ষণই আমি তোমাদেরকে সে বর্ণনা দিচ্ছি। কাফেরদের সংখ্যার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা হবে, মিশ্‌কালো বর্ণের একটি বলদের গায়ের পশমের মধ্যে যেমন একটি সাদা চুল, অথবা তিনি বলেছেন, ধব্‌ধবে সাদা বর্ণের একটি বলদের গায়ের পশমের মধ্যে একটি কালো চুল।

(حدثنا) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنّٰى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُونٍ) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ

رجلا فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قال قلنا نعم فقال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فقلنا نعم فقال والذى نفسى بيده إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذاك أن الجنة لا يدخلها الا نفس مسلمة وما أنتم فى أهل الشرك الا كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء فى جلد الثور الأحمر

৪৩৭। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা প্রায় চল্লিশ জন লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক তাঁবুর মধ্যে ছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, তোমরা হবে বেহেশ্‌তবাসীদের এক চতুর্থাংশ? আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমরা বললাম, জী হাঁ! এর পর তিনি বললেনঃ তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ? আমরা বললাম, জী হাঁ! অতঃপর তিনি বললেনঃ সেই মহান সত্তার শপথ যার হাতে (আমি) মুহাম্মাদের প্রাণ! আমি নিশ্চিত আশা রাখি যে, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের অর্ধেক। আর তা এ কারণেই যে, মুসলিম ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবেনা। মুশরিকদের তুলনায় তোমাদের সংখ্যা হবে মিশকালো বলদের চামড়ার ওপর একটি সাদা চুলের মতো অথবা তিনি বলেছেন, টুক্‌টুকে লাল বলদের চামড়ার ওপর একটি কালো পশমের মতো।

(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبى حدثنا مالك وهو ابن مغول عن أبى اسحق عن عمرو بن ميمون) عن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره الى قبة أدم فقال ألا لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة اللهم هل بلغت اللهم اشهد أتحبون أنكم ربع أهل الجنة فقلنا نعم يارسول الله فقال أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا نعم يارسول الله قال انى لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة ما أنتم فى سواكم من الأمم الا كالشعرة السوداء فى الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود

৪৩৮। আবদুল্লাহ্ ইব্নে মাস্উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি তাঁর পৃষ্ঠদেশের সাহায্যে চামড়ার তাঁবুর সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি বললেনঃ সাবধান, মুসলিম ব্যতীত কেউই বেহশ্তে প্রবেশ করতে পারবেনা। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্, আমি কি (আমার দায়িত্ব) পৌছিয়েছি? হে আল্লাহ্, তুমি সাক্ষী থাকো, তোমরা কি এটা পছন্দ করবে যে, তোমরা হবে জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ? আমরা বললাম, হাঁ! হে আল্লাহ্র রাসূল। অতঃপর তিনি বললেনঃ তোমরা কি এটা পছন্দ করবে যে, তোমরা হবে বেহেশ্তীদের এক তৃতীয়াংশ। তারা বললো, হাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল। তিনি বললেনঃ নিশ্চয়ই আমি আশারাখি যে, তোমরা হবে জান্নাতীদের অর্ধেক। বস্তুতঃ অন্যান্য উম্মাতের তুলনায় তোমাদের সংখ্যা হবে সাদা বলদের মধ্যে একটি কালো পশমের মতো অথবা তিনি বলেছেনঃ কালো বলদের মধ্যে একটি সাদা পশমের মতে।

(حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ قَالَ يَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ قَالَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ

৪৩৯। আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলবেন, হে আদম! তিনি জবাব

দেবেন, "লাব্বাইকা' আমি উপস্থিত। 'ওয়া সাআ' দাইকা' আপনার নির্দেশ পালনে প্রস্তুত আছি। এবং সর্বময় কল্যাণ আপনারই হাতে।" নবী (সা) বলেনঃ আল্লাহ্ (আদমকে (আ) বলবেন, যারা জাহান্নামে প্রেরিত হয়েছে তাদেরকে বের করে আনো। নবী (সা) বলেছেনঃ তোমরা কি জানো যারা জাহান্নামে প্রেরিত হয়েছে তাদের সংখ্যা কতো? তিনি বলছেনঃ প্রত্যেক এক হাজারের মধ্যে নয় শ' নিরানব্বই জন। এরপর নবী (সা) বলেছেনঃ এটা সে ভয়ংকর দিবসের কথা, যে দিনের মহা প্রলয়ে শিশু বৃদ্ধে পরিনত হবে, প্রত্যেক গর্ভবতী (নারী) অসময় গর্ভপাত করবে। আর তুমি (সে বিভীষিকাময় অবস্থায়) লোকদেরকে দেখতে পাবে, মাতালের মতো অথচ তারা মাতাল নয়। বরং আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তি হচ্ছে অত্যন্ত ভয়ংকর। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্র (সা) এ কথায় সকলের মধ্যে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো তারা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমাদের মধ্যকার ঐ ব্যক্তি কে–যে এক হাজারের মধ্যে থেকে মুক্তি পাবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। ইয়াজুজ মাজুজ থেকে হবে এক হাজার এবং তোমাদের থেকে হবে একজন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সেই মহান সত্তর কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই আমি আশা রাখি, তোমরা হবে বেহেশ্তবাসীদের মধ্যে এক চতুর্থাংশ। এ কথা শুনে আমরা আল্লাহ্ তাআ'লার প্রশংসা করলাম এবং তাক্বীর ধ্বনি দিলাম। তিনি আবার বললেনঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই আমি আশা করি তোমরা হবে জান্নাতীদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ। এবারও আমরা আল্হামদুলিল্লাহ্ বলে তাক্বীর ধ্বনি উচ্চারণ করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, সেই মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি আশা করি তোমারা হবে বেহেশ্তবাসীদের অর্ধেক। বস্তুতঃ তোমাদের উদাহরণ হচ্ছে অন্যান্য উম্মাতের তুলনায়, মিশ কালো বলদের গায়ের মধ্যে ধপ্ধপে সাদা একগাছি পশমের ন্যায়। অথবা তিনি বলেছেন; গাধার বাহুর নীচে চক্চকে গুচ্ছ পশমের মতো।

(حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح

(وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا مَا أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَبْيَضِ وَلَمْ يَذْكُرَا أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ

৪৪০। ওয়াকী ও আবু মুয়াবিয়া উভয়ে এই সনদসূত্রে আ'মাশ থেকে ওপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁরা এ বর্ণনার শেষে উল্লেখ করেছেন,

সেদিন অন্যান্য লোকের মধ্যে তোমাদের সংখ্যা হবে কালো বলদের মধ্যে সাদা পশমের ন্যায়। অথবা বলেছেন, সাদা বলদের মধ্যে কালো পশমের মতো। কিন্তু তাঁরা– – أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ – এ বাক্যটি বলেন নি।